

সিডনি শেলডন

দ্য আদার সাইড অভ মি

অনুবাদ। অনীশ দাস অপু



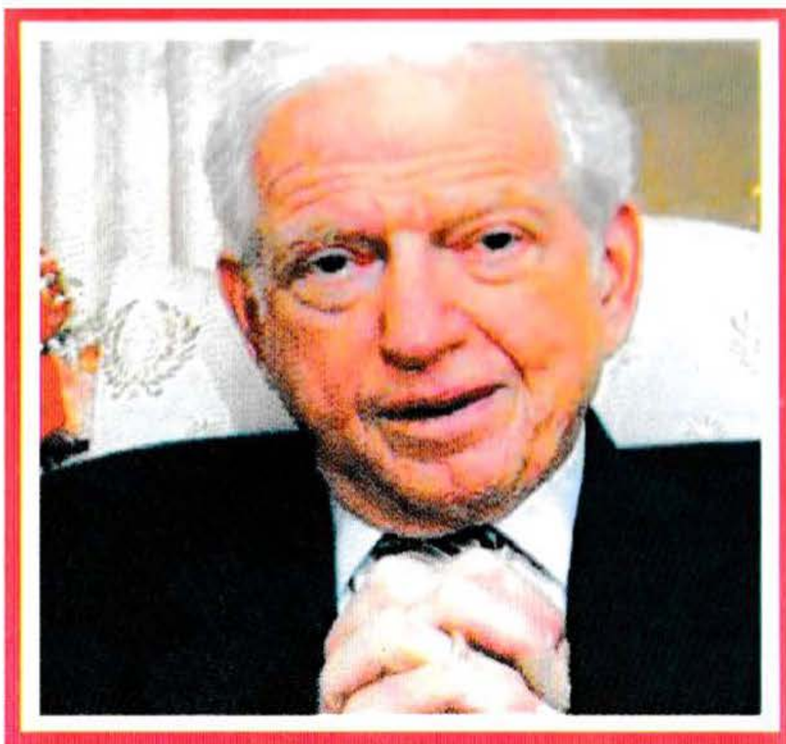
১৯৩০-এর দশকের আমেরিকায় বেড়ে ওঠা তরুণ সিডনি শেলডন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন জীবনসংগ্রাম কাকে বলে। ওই সময় লাখ লাখ মানুষ বেকার, শেলডনের পরিবার কাজের খোঁজে দিশেহারার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য। যে কাজ পেয়েছেন তা-ই আঁকড়ে ধরেছেন শেলডন। বাস-বয়, ক্লার্ক, সিনেমাহলের টিকেট-চেকার—হেন কাজ নেই যা তিনি করেননি। তবে সবসময়ই বড় কিছু একটা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

সিডনি শেলডনের স্বপ্ন ছিল লেখক হবেন। ভাগ্যক্রমে হলিউডে আসার সুযোগ হয়ে যায় তাঁর। প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক ডেভিড সেলজনিকের রিডার হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে।

শেলডন সারারাত জেগে সিনেমা এবং মঞ্চনাটকের জন্য কাহিনী লিখতেন। আস্তে আস্তে খ্যাতি অর্জন শুরু করেন তিনি এবং একসময় আবিষ্কার করেন হলিউডের সেরা তারকা এবং প্রযোজকরা তাঁর দ্বারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন।

ওই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। সিডনি শেলডন ইউএস আর্মি এয়ার কর্পসে পাইলট হিসেবে যোগ দেন। কিছুদিন পরে আবার ফিরে আসেন হলিউডে। আবার একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে যায় তাঁর জীবনে। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে অস্কার পুরস্কার জেতার পরেও হঠাৎ তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল দুর্দশা, নতুন করে সইতে হয়েছে বেকারত্বের জ্বালা। কিন্তু এ মানুষটি কীভাবে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে একসময় হয়ে ওঠেন পৃথিবীসেরা থ্রিলার রাইটার, এ তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী, গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর এক আত্মজীবনী।

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ



বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় থ্রিলার লেখক সিডনি শেলডন। তাঁর প্রথম বই *দ্য নেকেড ফেসকে* নিউইয়র্ক টাইমস অভিহিত করেছিল 'বছরের সেরা রহস্যোপন্যাস' বলে। শেলডন যে ১৮টি থ্রিলার রচনা করেছেন প্রতিটি পেয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলারের মর্যাদা। তাঁর সবচেয়ে হিট রোমাঞ্চোপন্যাসের মধ্যে রয়েছে—*দ্য আদার সাইড অভ মিডনাইট, ব্লাড লাইন, রেজ অভ এঞ্জেলস, ইফ টুমরো কামস, দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি, মাস্টার অব দ্য গেম, দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস, মেমোরিজ অভ মিডনাইট* ইত্যাদি। এই বিখ্যাত লেখক ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল : ০১১৯৫ ৩৯৮০৩৯

বর্ণবিন্যাস
কলি কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল ০১৭১২ ৭৬৬৬৫৩

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রুফসংশোধক : সেলিম আলফাজ
মোবাইল : ০১৭১৮ ১৮৯৪৯৪

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

THE OTHER SIDE OF ME
by Sidney Sheldon Translated by Anish Das Apu
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1/Kha Hamandro Das Road Dhaka-1100
Phone 717 29 66, 01711 664970
email : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2011

Price : Taka 350.00
US $ 12

ISBN 978-984-414-204-6

উৎসর্গ

ড. তপন বাগচী
আমার এ লেখক-গবেষক বন্ধুটি আমাকে সবসময়ই
অনুবাদের বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে আসছে। আশা করি
'দ্য আদার সাইড অভ মি' তাকে হতাশ করবে না।

ভূমিকা

সিডনি শেলডন আমার প্রিয় লেখকদের একজন। তাঁর প্রতিটি কাহিনীতে শেষের দিকে যে দারুণ একটি চমক থাকে, তা আমাকে মুগ্ধ করে। শেলডনের আত্মজীবনীও যে তাঁর থ্রিলার উপন্যাসগুলোর মতোই রোমাঞ্চকর হবে, ভাবিনি! শেলডনের লেখার যে বৈশিষ্ট্য—প্রতিটি অধ্যায়ে চমৎকার মোচড় থাকে, '*দ্য আদার সাইড অভ মি*'তেও সে রোমাঞ্চ পুরোপুরি ধরে রেখেছেন লেখক। তবে এ বইতে লেখক সিডনি শেলডনকে কিন্তু খুব কমই পাওয়া যাবে। কারণ শেলডন নিজের লেখক জীবন তাঁর এ আত্মজীবনীতে খুব কমই তুলে ধরেছেন, মূলত আলোকপাত করেছেন নিজের অন্য জীবন সম্পর্কে। তাঁর সে সংগ্রামময়, রোমাঞ্চকর জীবনটি একটি রোমাঞ্চোপন্যাসের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। শেলডনের জীবনের সে অংশটি ক্ষণে ক্ষণে চমকিত এবং শিহরিত করে তোলে পাঠককে, ভাবায়, অনুপ্রাণিত করে। সবশেষে গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর একটি গ্রন্থ পাঠের আস্বাদনে আপ্লুত হন তাঁরা।

আমার অনূদিত সিডনি শেলডনের থ্রিলার উপন্যাসগুলো পাঠ করে বহু পাঠক তাঁদের ভালো লাগা ব্যক্ত করেছেন। আশা করি '*দ্য আদার সাইড অভ মি*'ও তাঁদেরকে আবারও ভালো লাগার অনুভূতিতে সিক্ত করবে। তাহলেই আমার পরিশ্রম হবে সার্থক।

অনীশ দাস অপু
০১৭১২ ৬২৪৩৩৬

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

সতেরো বছর বয়সে শিকাগোর অ্যাক্রিমো'র ওষুধের দোকানে ডেলিভারি-বয় হিসেবে কাজ করতাম আমি। আর এ-কারণে আত্মহত্যা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ঘুমের বড়ি চুরি করতে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। ঠিক কতগুলো বড়ির দরকার হবে জানতাম না। তাই কুড়িটি বড়ি চুরি করার সিদ্ধান্ত নিই। তবে একবারে সবগুলো বড়ি হাতিয়ে নিয়ে দোকান-মালিকের সন্দেহের উদ্রেক করতে চাইনি বলে অল্প অল্প করে স্লিপিং পিল হাপিশ করেছি। কোথায় যেন পড়েছিলাম ঘুমের বড়ি হুইস্কি দিয়ে গিলে খেলে মৃত্যু অনিবার্য। আমি আত্মহত্যার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম বলে এভাবে নিজেকে শেষ করে দেয়ার প্ল্যান করি।

সেদিন ছিল শনিবার—এ দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। আমার বাবা-মা ছুটির দিন বলে বাইরে থাকবেন, আমার ছোটভাই রিচার্ড যাবে ওর বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে। আমাদের বাড়িটি থাকবে জনশূন্য, কেউ আমার পরিকল্পনায় ব্যাঘাত ঘটাতে আসবে না।

সন্ধ্যা ছ'টায় দোকান-মালিক হাঁক ছাড়ল, 'দোকান বন্ধ করো।'

আমার জীবনে যত ভুল করেছি তার সবকিছু বন্ধ করার সময় হয়েছে তখন। তবে শুধু আমি নই। গোটা দেশই তখন চলছিল নানান ভুলভ্রান্তি নিয়ে।

বছরটা ১৯৩৫, আমেরিকা ভয়াবহ এক দুঃসময়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিল। ভেঙে পড়েছিল স্টক মার্কেট, হাজার হাজার ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। সব জায়গায় গুটিয়ে নেয়া হচ্ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ১ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি মানুষ তখন চাকরি হারিয়ে বেপরোয়া। বেতনের পরিমাণ কমে গিয়েছিল সাংঘাতিক। ঘন্টা প্রতি এক নিকেলে নেমে এসেছিল পারিশ্রমিক। দশ লাখ ভ্যাগাবন্ড আর দুই লাখ শিশু আশ্রয় হারিয়ে দিশেহারার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল দেশজুড়ে। এক বিকট মহামন্দার মুঠোর মধ্যে আমাদের সকলের তখন হাঁসফাঁস অবস্থা। সাবেক কোটিপতিরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছিলেন, অফিসের নির্বাহী কর্মকর্তারা রাস্তায় আপেল বিক্রি করতেন।

ওই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীত ছিল 'Gloomy Sunday', গানটির কয়েকটি লাইন আমার মনে আছে :

Gloomy is Sunday
With shadows I spend it all
My heart and I
Have decided to end it all.

গোটা দুনিয়া ছিল নিরানন্দ এবং বিবর্ণ, অবিকল আমার মতো। আমি হতাশার চরমে পৌঁছে গিয়েছিলাম। বেঁচে থাকার কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। নিজেকে প্রচণ্ড হতাশ এবং সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হত। দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল আমার জীবন। আমি বেপরোয়ার মতো এমনকিছু খুঁজতাম যার নাম আমার জানা ছিল না।

লক মিশিগানে, তীর থেকে খানিক দূরে আমরা থাকতাম। এক রাতে লেকের পাড়ে হাঁটতে বেরিয়েছি অস্থির মনটাকে শান্ত করতে। বেশ জোর বাতাস বইছিল, আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন।

আমি ওপরের দিকে মুখ তুলে বললাম, 'ঈশ্বর বলে সত্যি যদি কেউ থাকো তো দেখা দাও।'

আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, মেঘগুলো একত্রিত হয়ে প্রকাণ্ড একটি মুখের আকার ধারণ করল। তারপর ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ, যেন মুখটার চোখ জ্বলে উঠল। আমি এমন ভয় পেলাম, একছুটে চলে এলাম বাড়িতে।

আমি রজার্স পার্কে, তিনতলার ছোট একটি বাড়িতে পরিবার নিয়ে থাকতাম। বিখ্যাত শোম্যান মাইক টড বলেছেন, তিনি প্রায়ই ভেঙে পড়তেন তবে নিজেকে কখনও অসহায় মনে করতেন না। কিন্তু আমার সারাক্ষণই নিজেকে অসহায় লাগত চারপাশ থেকে চেপে থাকা নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণে। হাড়জমাট বাঁধা শীতের সময়েও টাকা বাঁচাতে রেডিয়েটর অফ করে রাখতে হত আমাদেরকে, আর অপ্রয়োজনে বাতি জ্বালানোর তো প্রশ্নই নেই। বোতলের শেষ ফোঁটা কেচাপটুকু আমরা চেটেপুটে খেতাম, টিউব টিপে টিপে শেষ টুথপেস্টটুকুও আমাদেরকে বের করে নিতে হত। দারিদ্র্যের এ কশাঘাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম আমি।

আমাদের অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে দেখি ঘরে কেউ নেই। বাবা-মা উইকএন্ডের জন্য বেরিয়ে গেছেন, আমার ভাইও নেই। আমি যা করতে যাচ্ছি, তাতে কেউ এখন আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

ছোট বেডরুমটিতে ঢুকলাম আমি। এ ঘরে আমি আর রিচার্ড শুই। ড্রেসারের নিচে লুকিয়ে রাখা ঘুমের বড়ির প্যাকেটটি বের করলাম সাবধানে। তারপর চলে এলাম রান্নাঘরে। তাক থেকে বুরবনের একটা বোতল নিয়ে ফিরে এলাম শোয়ার ঘরে। ঘুমের বড়ি এবং মদের বোতলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম এ দুটো জিনিস কাজ শুরু করতে কতক্ষণ সময় নেবে। আমি কী করতে যাচ্ছি তা নিয়ে একটুও ভাবতে চাইলাম না। এক ঢোক হুইস্কি গিললাম। তেতো স্বাদের কারণে বিকৃত হয়ে উঠল মুখ। এক মুহূর্তের জন্য যেন বন্ধ হয়ে এল নিশ্বাস। আমি একমুঠো ঘুমের বড়ি মুখে ফেলতে যাচ্ছি, পেছন থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ, 'কী করছ তুমি?'

পাঁই করে ঘুরলাম, ছলকে পড়ল খানিকটা হুইস্কি আর হাত থেকে কয়েকটি স্লিপিং পিল।

বেডরুমের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন আমার বাবা। এগিয়ে এলেন তিনি। 'তুমি মদ খাও জানতাম না তো!'

BanglaBook.org

আমি বাবার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

'আ—আমি ভেবেছি তোমরা চলে গেছ।'

'একটা জিনিস নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। কী করছিলে তুমি?' আমার হাত থেকে মদের গ্লাসটা নিয়ে নিলেন তিনি।

আমি বললাম, 'না, কিছু না।'

কপালে ভাঁজ পড়েছে বাবার। 'উঁহুঁ, কিছু একটা করছিলে নিশ্চয়। কী হয়েছে?' এমন সময় ঘুমের বড়িগুলো চোখে পড়ল তাঁর। 'মাই গড! হচ্ছে কী এসব? এগুলো কী?'

মিথ্যা জোগাল না মুখে, মরিয়ার মতো বললাম, 'এগুলো ঘুমের বড়ি।'

'ঘুমের বড়ি দিয়ে কী করছিলে তুমি?'

'আমি—আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম।'

চুপ হয়ে গেলেন বাবা। একটু পরে বললেন, 'জানতাম না জীবনের প্রতি তোমার এতটা বিতৃষ্ণা ধরে গেছে।'

'তুমি আমাকে বাধা দিতে পারবে না। বাধা দিলেও কাজ হবে না। কারণ আজ বড়ি খেতে না পারি, কাল খাব।'

বাবা আমাকে লক্ষ করছিলেন, 'জীবনটা তোমার। এ জীবন নিয়ে তুমি যা-খুশি করতে পারো।' একটু ইতস্তত করে যোগ করলেন, 'তোমার খুব বেশি তাড়া না থাকলে চলো বাইরে থেকে দুজনে একটু হেঁটে আসি।'

বাবা কী ভাবছেন জানি আমি। তিনি পেশায় সেলসম্যান। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন আমার পেট থেকে কথা বের করার জন্য। তবে তাতে কোনো লাভ হবে না। কারণ আমি তো জানি আমি কী করব। আমি বললাম, 'আচ্ছা, চলো।'

'একটা কোট পরে নাও। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

যে লোক একটু পরে ইচ্ছা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে, তার ঠাণ্ডা লাগলেই বা কী! বাবার কথায় আমার হাসি পেয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে বাবা আমাকে নিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। হু হু করে বাতাস বইছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বলে রাস্তায় জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পরে নীরবতা ভঙ্গ করলেন বাবা, 'ঘটনাটা কী, খোকা? তুমি কেন আত্মহত্যা করতে চাইছ?'

কোত্থেকে শুরু করব? বাবাকে কীভাবে বোঝাই নিজেকে কেমন একা এবং ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো লাগে। একটা সুন্দর, ভালো জীবনযাপনের জন্য আকুল হয়ে আছি আমি। কিন্তু আমার জন্য কোনো সুন্দর জীবন নেই। একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আমার সামনে কোনো ভবিষ্যৎই নেই। আমি কত দিবাস্বপ্ন দেখি, কিন্তু শেষ বেলায় নিজেকে আবিষ্কার করি ওষুধের দোকানের ডেলিভারি-বয় হিসেবে।

আমার কলেজে পড়ার কত সাধ। কিন্তু আমাকে কলেজে ভর্তি করানোর ক্ষমতা আমার বাবা-মা'র নেই। স্বপ্ন ছিল লেখক হব। ডজনখানেক গল্প লিখে *Story,*

BanglaBook.org

Collier's এবং *Saturday Evening Post*-এ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমার গল্প ছাপেনি। শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এত কষ্ট সহ্য করে বাকি জীবনটা পার করার কোনো মানে নেই।

বাবা আমাকে বলছিলেন, '...পৃথিবীতে কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে যা তুমি দ্যাখোনি...'

আমি বাবার কথা শুনছি না। ভাবছি, বাবা চলে গেলেই ঘুমের বড়িগুলো গিলে নেব।

'...রোম ভালো লাগবে তোমার...'

বাবা এখন আমাকে বাধা দিলেও উনি যখন চলে যাবেন, সেরে ফেলব কাজটা। ভাবছিলাম আমি, বাবার কথার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই আমার।

'সিডনি, তুমি আমাকে বলেছিলে লেখক হতে পারলে পৃথিবীতে আর কিছু চাই না তোমার।'

বাবার দিকে নজর ফেরালাম। 'ওটা গতকালকের কথা।'

'আর আগামীকাল?'

বিস্মিত আমি। 'মানে?'

'কাল কী ঘটবে তুমি জানো না। জীবনটা উপন্যাসের মতো, নয় কি? রহস্যে ভরা। পৃষ্ঠাটা না-ওল্টানো পর্যন্ত জানতেই পারছ না কী ঘটবে।'

'আমি জানি কী ঘটবে। কিছুই ঘটবে না।'

'তুমি নিশ্চিত করে বলতে পার না, পারো কি? প্রতিটি দিন একটি আলাদা পাতা, সিডনি। আর সে পাতা ভর্তি থাকতে পারে কত না সারপ্রাইজ। তুমি তোমার জীবনের পাতা না ওল্টানো পর্যন্ত জানতেই পারবে না কী ঘটতে যাচ্ছে।'

বিষয়টি নিয়ে ভাবলাম। মন্দ বলেননি বাবা। তাঁর কথায় যুক্তি আছে। প্রতিটি আগামীকাল উপন্যাসের একেকটি পাতা।

মোড় ঘুরলাম আমরা, জনশূন্য রাস্তা ধরে হাঁটছি।

'তুমি কেন আত্মহত্যা করতে চাইছ বুঝতে পারছি, সিডনি। তবে এত তাড়াতাড়ি তুমি বইটি বন্ধ করে দেবে ভাবতেই খারাপ লাগছে। মানতে পারছি না পরের পৃষ্ঠায় তোমার জন্য কী উত্তেজনা অপেক্ষা করছে তা না-দেখেই তুমি নিজেকে শেষ করে দিতে চাইছ। পরের পাতাটা তো তুমি নিজে লিখবে।'

এত তাড়াতাড়ি বইটি বন্ধ করে দিয়ো না। আমি কি সত্যি খুব দ্রুত সবকিছু বন্ধ করে দিচ্ছি? আগামীকাল খুব সুন্দর কিছু তো ঘটতেও পারে।

হয় আমার বাবা একজন সুপার সেলসম্যান, কথা দিয়ে আমাকে পটিয়ে ফেলেছিলেন, অথবা আত্মহননের প্রতি আমার মন থেকে পুরোপুরি সায় ছিল না, কারণ যা-ই হোক, ঘটনা হলো এই যে, পরবর্তী ব্লকের শেষ মাথায় পৌঁছানোর পরে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি না।

তবে বলা যায় না ভবিষ্যতে আত্মহত্যার প্ল্যানটা কাজে লাগাতেও পারি।

BanglaBook.org

দুই

আমার জন্ম শিকাগোতে, রান্নাঘরের টেবিলে, ওটা নাকি আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম। অন্তত আমার মা নাটালি তা-ই বলেন। নাটালি ছিলেন আমার ধ্রুবতারা, আমার সকল দুঃখের সান্ত্বনাদানকারী এবং পাখি-মায়ের মতোই আমাকে যে-কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করতে সর্বদা সচেষ্ট। আমি তাঁর প্রথম সন্তান এবং প্রথম মা হওয়ার অনুভূতি তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেননি। কোনো-না-কোনো বিশ্লেষণে ভূষিত না করে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। আমার যখন মাত্র ছয় মাস বয়স তখনই মা'র চোখে আমি ছিলাম প্রতিভাবান, বুদ্ধিমান, সুদর্শন এবং চতুর।

তবে আমি আমার মা-বাবাকে কখনও 'মা-বাবা' বলে সম্বোধন করিনি। তাঁরা আমাকে তাঁদের নাম ধরে ডাকতে বলতেন—'নাটালি' এবং 'অটো'। হয়তো বাবা-মা বললে নিজেদেরকে মনে হবে বুড়িয়ে গেছেন, এজন্যই নাম ধরে ডাকতে বলতেন।

নাটালি মার্কাসের জন্ম রাশিয়ার স্লাভিতকায়, জারের শাসনামলে। তাঁর দশ বছর বয়সে রাশিয়ায় ইহুদিদের ওপর একটি হামলা হয়। প্রাণের ভয়ে অ্যানা তাঁর মেয়ে নাটালিকে নিয়ে আমেরিকা পালিয়ে আসেন।

নাটালি ছিলেন খুব সুন্দরী। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, মাথাভর্তি নরম বাদামি চুল, বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চোখ, চমৎকার ফিগার। তিনি অত্যন্ত রোমান্টিক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ভালোবাসতেন শাস্ত্রীয় সংগীত এবং বই। স্বপ্ন ছিল একজন রাজকুমারকে বিয়ে করে ঘুরে বেড়াবেন সারা দুনিয়া।

তাঁর জীবনে প্রিন্সের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অটো শেচটেল, একজন স্ট্রিট ফাইটার, যার বিদ্যার দৌড় ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। অটো ষষ্ঠশ্রেণীর পরে আর পড়াশোনা করেননি। অটো ছিলেন সুদর্শন এবং প্রাণবন্ত স্বভাবের মানুষ। এ কারণেই নাটালি এ মানুষটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দুজনেই ছিলেন স্বপ্নচারী, তবে তাঁদের স্বপ্ন ছিল আলাদা। নাটালি একটি রোমান্টিক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর স্বপ্নের মধ্যে ছিল স্পেনের রাজপ্রাসাদে বসবাস এবং ভেনিসে পূর্ণিমার রাতে গণ্ডোলাভ্রমণ। আর অটোর ফ্যান্টাসি আবর্তিত হত কীভাবে দ্রুত ধনী হয়ে ওঠা যায় তার অবাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে। কে যেন বলেছিল একজন সফল লেখক হতে হলে দরকার কাগজ-কলম এবং একটি উদ্ভট পরিবার। আমি এরকম দুটি পরিবারের মাঝে বড় হয়ে উঠি।

এখানে দুটি পরিবারের সদস্যদের একটু পরিচয় দিতে চাই। মার্কাস পরিবারে ছিলেন দুই ভাই— স্যাম ও আল এবং তিন বোন— পলিন, নাটালি ও ফ্রান।

BanglaBook.org

শেচটলরা ছিলেন দুই ভাই— হ্যারি ও অটো এবং পাঁচ বোন— রোজ, বেস, এমা, মিলড্রেড ও টিলি।

শেচটেলরা ছিলেন বহির্মুখী, ইনফরমাল এবং চালাক-চতুর। মার্কাসরা ছিলেন অন্তর্মুখী ও রক্ষণশীল। এ দুই পরিবারের মধ্যে কোনোদিক থেকেই কোনোরকম মিল ছিল না। অথচ নিয়তি এদেরকে একত্রিত করে তোলে।

হ্যারি শেচটেল বিয়ে করেন পলিন মার্কাসকে। অটো শেচটেলের সঙ্গে নাটালি মার্কাসের বিয়ে হয়। টিলি শেচটেল আল মার্কাসের গলায় মালা পরান। স্যাম মার্কাস বিয়ে করেছিলেন পলিনের ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে।

শেচটেল পরিবারে অটোর বড়ভাই হ্যারি ছিলেন সবদিক থেকেই সকলকে ছাড়িয়ে। তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ, পেশিবহুল শরীর, অত্যন্ত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। আমরা ইটালিয়ান হলে হ্যারির চাচা নির্ঘাত *কনসিলিয়ারি* হতেন। তাঁর কাছে অটোসহ অন্য সবাই যেত পরামর্শ চাইতে। হ্যারি এবং পলিনের চার ছেলে— সিমুর, অডি, হাওয়ার্ড ও স্টিভ। সিমুর আমার চেয়ে মাত্র ছয় মাসের বড়। অবশ্য বয়সের তুলনায় তাকে সবসময় বড় দেখাত।

মার্কাস-পরিবারে আল ছিলেন পরিবারের সকলের আকর্ষণের মানুষ। সুদর্শন মানুষটি বেশ আমুদে ছিলেন। তিনি জুয়া খেলতে এবং মেয়েদেরকে পটাতে খুব ভালোবাসতেন। স্যাম মার্কাস ছিলেন গম্ভীর স্বভাবের, শেচটেলদের জীবনযাত্রা তাঁর মোটেই পছন্দ হত না। তিনি শিকাগোর বিভিন্ন হোটেলে চেকরুম কনসেশনের ব্যবসা চালাতেন।

আমার চাচারা একত্রিত হলে ঘরের এক কিনারে গিয়ে রহস্যময় একটি বিষয় নিয়ে গল্প করতেন যার নাম সেক্স। লুকিয়ে তাদের গল্প শুনতে ভালোই লাগত। প্রার্থনা করতাম আমি বড় হওয়া পর্যন্ত যেন সেক্স জিনিসটির অস্তিত্ব থাকে।

অটোর হাত ছিল অত্যন্ত খোলা, টাকা থাক বা না থাক, জলের মতো অর্থখরচে তাঁর কোনো কার্পণ্য ছিল না। প্রায়ই ডজনখানেক অতিথিকে দামি কোনো রেস্টুরেন্টে দাওয়াত দিয়ে বসতেন। খাবার বিল শেষে অতিথিদেরই কাউকে পরিশোধ করতে হত।

টাকা ধার করার ব্যাপারটি মোটেই পছন্দ করতেন না নাটালি। অত্যন্ত দায়িত্বশীল নারী ছিলেন তিনি। আমি বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি ওরা দুজন একে অন্যের জন্য সাংঘাতিক আনফিট। আমার মা ছিলেন দুঃখী, কারণ এমন একজন লোককে তিনি বিয়ে করেছিলেন যাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন না; আর আমার বাবা আমার মায়ের ভেতরটা বুঝতে পারতেন না। আমার বাবা রূপকথার রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, তবে মধুচন্দ্রিমা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মুগ্ধতারও অবসান ঘটে।

বাবা-মা প্রায়ই ঝগড়া করতেন। মামুলি তর্ক নয়, ভয়ংকর ঝগড়া। একজন অপরজনের দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করে তার চামড়া ছিলে ফেলার জোগাড়

BanglaBook.org

করতেন। এমন বিশ্রীভাবে তাঁরা ঝগড়া করতেন যে আমি সহ্য করতে না পেরে ছুটে যেতাম পাবলিক লাইব্রেরিতে। ওখানে *দ্য হার্ডি বয়েজ* এবং *টম সুইফট* সিরিজের বইয়ের মাঝে খুঁজে পেতাম শান্তি।

একদিন স্কুল থেকে ফিরেছি, অটো এবং নাটালি অকথ্য ভাষায় পরস্পরকে গালিগালাজ করছিলেন। এ আর সহ্য করা যায় না ভেবে চলে গেলাম পলিন খালার কাছে। নাটালির বোন পলিন। খুব মিষ্টি এবং বুদ্ধিমতী একজন নারী।

আমাকে দেখে পলিন খালা বললেন, 'কী হয়েছে?'

আমার চোখে জল। 'ন্যাট আর অটো। সারাক্ষণ শুধু ঝগড়া করে। বুঝতে পারছি না আমি কী করব।'

কপালে ভাঁজ পড়ল খালার। 'ওরা তোমার সামনে ঝগড়া করে?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

'ঠিক আছে। তুমি কী করবে শোনো। ওরা দুজনেই তোমাকে খুব ভালোবাসে, সিডনি। চায় না তুমি কোনো কারণে দুঃখ পাও। কাজেই ওরা যখন আবার ঝগড়া শুরু করবে, তুমি সোজা ওদেরকে গিয়ে মানা করবে ওরা যেন আর কখনও তোমার সামনে ঝগড়াঝাঁটি না করে। পারবে তো কাজটা করতে?'

মাথা দোলালাম আমি। 'পারব।'

পলি খালার পরামর্শে কাজ হয়েছিল।

নাটালি এবং অটো তারস্বরে একে অন্যকে গালিগালাজ করছেন, আমি ওঁদের সামনে গিয়ে বললাম, 'এরকম কোরো না। প্লিজ, আমার সামনে আর ঝগড়া কোরো না।'

সঙ্গে সঙ্গে দুজনের ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো লজ্জা পেয়েছেন। নাটালি বললেন, 'ঠিক আছে, ডার্লিং। আমরা আর তোমার সামনে ঝগড়া করব না।'

অটো বললেন, 'আমি দুঃখিত, সিডনি। আমাদের সমস্যার কারণে তোমাকে বিব্রত করার কোনো অধিকার আমাদের নেই।'

তারপরও বাবা-মা অনেক ঝগড়া করেছেন, তবে সে ঝগড়ার আওয়াজ তাঁদের বেডরুমের চার দেয়ালের মাঝেই আটকে থাকত, বাইরে বেরুত না।

অটোর কাজের ধরনটাই এমন যে একটার-পর-একটা শহর আমাদেরকে ঘুরে বেড়াতে হত। কেউ যদি জানতে চাইত আমার বাবা কী করেন, জবাবটা নির্ভর করত আমরা কোন্ শহরে আছি তার ওপরে। টেক্সাসে বাবা একটি গহনার দোকানে কাজ করছেন; শিকাগোতে কাপড়ের দোকানে; অ্যারিজোনায় রুপোর শূন্য খনিতে; লস এঞ্জেলসে তিনি সাইডিং (রেললাইন বদল করার জিনিস) বিক্রি করতেন।

বছরে দুইবার অটো আমাকে জামাকাপড় কিনে দিতে দোকানে নিয়ে যেতেন। 'দোকান' মানে একটা গলির মধ্যে দাঁড়া করানো একটি ট্রাক। ট্রাক বোঝাই থাকত সুন্দর সুন্দর সুট। একদম নতুন। অনেকগুলোর গায়ে দাম-লেখা চিরকুটও ছিল।

১৯২৫ সালে জন্ম নেয় আমার ভাই রিচার্ড। আমার বয়স তখন আট। ওই সময় আমরা ইন্ডিয়ানার গ্যারি শহরে থাকতাম। একটি ভাই পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম

BanglaBook.org

আমি। মনে হয়েছিল আমার জীবনের অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সঙ্গী পেয়ে গেছি। আমার ভাইয়ের জন্ম আমার জীবনের অন্যতম রোমাঞ্চকর ঘটনা। আমাদের দুজনের জন্য দারুণ-দারুণ সব পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। ও একটু বড় হলেই দুজনে মিলে এসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য আমি ছিলাম দারুণভাবে উদগ্রীব। আমি অবশ্য ওকে ইতিমধ্যে প্যারামবুলেটরে চড়িয়ে প্রায় গোটা শহর দেখিয়ে ফেলেছি।

মহামন্দার সময় আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল অনেকটা 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' গল্পের মতো। অটো কাজে যেতেন তাঁর 'মেগাডিল' ফ্যান্টাসির বাস্তবায়নের চেষ্টায়, আর নাটালি, আমি এবং রিচার্ড তখন অন্ধকার, ঘুপচি ঘরে বাস করছি। অটো হঠাৎ একদিন হাজির হয়ে ঘোষণা দিতেন তিনি একটা কাজ পেয়েছেন এবং সাপ্তাহিক চুক্তি অনুযায়ী এক হাজার ডলার করে পাবেন। তখন কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতাম আমরা অপর একটি শহরের দারুণ এক পেন্থহাউজে উঠে এসেছি। পুরো ব্যাপারটাই মনে হত স্বপ্ন।

তবে স্বপ্নের কাজল কিছুদিন পরেই মুছে যেত চোখ থেকে। কারণ অটোর কাজের চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই অন্য কোনো শহরে খুদে কোনো অ্যাপার্টমেন্টে ঠাঁই হত আমাদের।

নিজেকে মনে হত যাযাবর। আমাদের কোনো পারিবারিক ক্রেস্ট থাকলে ওটা কোনো চলমান ভ্যানের ছবি হত। সতেরোতে পা দেয়ার আগেই আটটি শহরে বাস করেছি আমি, পড়াশোনা করেছি আটটি গ্রামার এবং তিনটি হাইস্কুলে। আমি সবসময়ই 'নিউ কিড অন দ্য ব্লক' ছিলাম— একজন বহিরাগত।

সেলসম্যান হিসেবে অসাধারণ ছিলেন অটো। আমি নতুন শহরে নতুন স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় তিনি আমাকে নিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে যেতেন। আমাকে নতুন ক্লাসে ভর্তি করার জন্য পটিয়ে ফেলতেন প্রিন্সিপালকে। দেখা যেত ক্লাসের সবচেয়ে কমবয়েসী ছেলেটি আমি এবং ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য এটা ছিল বিরাট বাধা। ফলে আমি ক্রমে লাজুক একটি ছেলেতে পরিণত হই এবং ভান করতাম একা থাকতেই আমার ভালো লাগছে। আমার জীবনটা ছিল খুবই বাধাগ্রস্ত। যতবার আমি নতুন বন্ধু পাততে শুরু করেছি ঠিক তখনই তাদেরকে বিদায় জানাতে হয়েছে।

টাকা কোত্থেকে জোগাড় হয়েছে আমি জানি না, তবে নাটালি একদিন একটি সেকেন্ডহ্যান্ড স্পিনেট পিয়ানো কিনে নিয়ে এলেন, বললেন আমাকে পিয়ানো বাজানো শিখতে হবে।

'কেন?' জিজ্ঞেস করলেন অটো।

'কারণ,' জবাব দিলেন নাটালি, 'সিডনির হাতজোড়া মিউজিশিয়ানের হাত।'

পিয়ানো শিখতে ভালোই লাগত আমার। তবে এর পাটও চুকে যায় যখন আমাদেরকে ডেট্রয়েট চলে যেতে হলো।

BanglaBook.org

অটো খুব গর্ব করে বলতেন তিনি জীবনেও গল্পের বই ছুঁয়ে দেখেননি। আমার ভেতরে বইপড়ার নেশার বীজ প্রোথিত করেন নাটালি। পাবলিক লাইব্রেরি থেকে আমাকে বই এনে পড়তে দেখে অটো দুশ্চিন্তাবোধ করতেন। তাঁর মতে, ওই সময়টা রাস্তায় বেসবল খেললেও কাজের কাজ হত।

'চোখজোড়া তো শেষ করবে,' বলতেন তিনি। 'তোমার চাচাতো ভাই সিমুরের মতো হতে পারো না? সে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে।'

আমার চাচা হ্যারি ছিলেন আরেক কাঠি সরেস। একদিন আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনি তিনি আমার বাবাকে বলছেন, 'সিডনিটা বড্ড বেশি বইপোকা। ওর ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।'

দশ বছর বয়সে, লেখালেখি করতে গিয়ে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে করে তুলি আমি। শিশুতোষ পত্রিকা *wee wisdom*-এ একটি কবিতা-প্রতিযোগিতা হয়েছিল। আমি একটি কবিতা লিখে বাবাকে বলেছিলাম ওটা প্রতিযোগিতায় পাঠিয়ে দিতে।

আমি লিখছি দেখে অটো ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে কবিতা লিখছি দেখে তাঁর নার্ভাসনেস আরও বেড়ে গেল। পরে শুনেছি আমার কবিতা পত্রিকায় ছাপা হবে না এবং এজন্য বাবাকে যাতে বিব্রত হতে না হয় ইত্যাদি ভেবে তিনি আমার নাম কেটে সেখানে আল মামার নাম বসিয়ে দিয়ে তারপর কবিতাটি পত্রিকায় পাঠিয়েছেন।

দুই হপ্তা পরে অটো আর আল মামা একসঙ্গে লাঞ্চ করছিলেন। 'আমার জীবনের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছে, অটো,' বাবাকে বললেন মামা। 'wee wisdom পত্রিকা কেন যে আমাকে পাঁচ ডলারের একটি চেক পাঠিয়েছে বুঝতে পারলাম না।'

এভাবে আমার জীবনের প্রথম পেশাদার লেখাটি ছাপা হয়েছিল আল মার্কাসের নামে।

একদিন আমার মা ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন বাড়িতে। হাঁপাচ্ছেন বেদম। আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করলেন, 'সিডনি, আমি বিআ ফ্যাক্টরের কাছে গিয়েছিলাম। সে বলেছে তুমি একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবে। খুব আনন্দের কথা, না?'

বিআ ফ্যাক্টর মায়ের বন্ধু, একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী। ভদ্রমহিলার অনেক ভবিষ্যৎবাণী ফলেছে।

তবে আমার আনন্দ লাগছিল মা'র আনন্দময় চেহারা দেখে। তিনি বিআ'র কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন।

কুড়ি এবং ত্রিশের দশকে শিকাগো ছিল এলিভেটেড ট্রেন, ঘোড়ায় টানা আইস ওয়াগন, জনাকীর্ণ সমুদ্রসৈকত, স্ট্রিপ ক্লাব, পশুর খামারের গন্ধে ভরা একটি শহর। এ শহরে সংঘটিত হয় সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে ম্যাসাকার। সাত গুণ্ডাসর্দারকে গ্যারেজের একটি দেয়ালের সামনে দাঁড়া করিয়ে মেশিনগানের ব্রাশফ্রায়ারে মেরে ফেলা হয়।

স্কুলের অবস্থাও ছিল শহরের মতো— কঠিন এবং আগ্রাসী। ওখানে 'Show and tell' নয়, 'Throw and tell' নীতি মেনে চলা হত। তবে জিনিসপত্র ছাত্ররা নয়,

BanglaBook.org

ছুড়ে মারতেন শিক্ষকরা। একদিন সকালে, তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি, এক শিক্ষয়িত্রী এক ছাত্রের ওপর রেগে গিয়ে কাচের ভারী দোয়াতদানি ছুড়ে মেরেছিলেন। দোয়াতটা ছেলেটির মাথায় লাগলে সে মারা যেত। আমি সেদিন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাসায় ফিরেছি।

স্কুলে আমার প্রিয় বিষয় ছিল ইংরেজি। 'Elgin Reader' নামে একটি বই থেকে ছোটগল্প পড়ে শোনাতে হত। আমরা পো, ও' হেনরি কিংবা টার্কিংটনের গল্প পড়তে খুব পছন্দ করতাম। স্বপ্ন দেখতাম একদিন শিক্ষক আমাকে বলবেন, 'তোমার বইয়ের কুড়ি নাম্বার পৃষ্ঠার গল্পটি পড়ে শোনাও' এবং কুড়ি নাম্বার পৃষ্ঠায় থাকবে আমার লেখা গল্প। এ স্বপ্ন যে কেন দেখতাম জানি না।

আমাদের বাড়ির কাছে সভেরিন হোটেলের সুইমিং পুলে একদিন রিচার্ডকে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওর বয়স তখন পাঁচ। আমি ওকে অগভীর পানিতে রেখে নিজে পুলের অপরপ্রান্তে সাঁতার কেটে চলে আসি। লোকের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় রিচার্ড পুল থেকে উঠে আমাকে খুঁজতে শুরু করে। হঠাৎ পা পিছলে ও পড়ে যায় পানিতে, ডুবে যেতে থাকে। ও ডুবে যাচ্ছে দেখে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি পানিতে। রিচার্ড সুইমিং পুলের তলায় চলে গিয়েছিল। ওকে পানি থেকে তুলে আনি আমি এবং প্রতিজ্ঞা করি আর কোনোদিন এ হোটেলের সুইমিং পুলে অন্তত সাঁতার কাটতে আসব না।

বারো বছর বয়সে আমি শিকাগোর মার্শাল ফিল্ড গ্রামার স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়তাম। ওখানে ইংরেজির ক্লাসে নিজেদের মতো করে প্রজেক্ট জমা দেয়া যেত। সিদ্ধান্ত নিলাম একটি খুনের তদন্ত নিয়ে নাটক লিখব। লেখা শেষ করে নাটকটি আমার শিক্ষককে দিলাম। তিনি পড়ে মন্তব্য করলেন, 'লেখাটা খুব ভালো হয়েছে, সিডনি। তুমি এটাকে মঞ্চস্থ করতে চাও?'

'চাই, ম্যাডাম।'

'মেইন অডিটরিয়ামে তোমার নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

বিআ ফ্যাক্টর আমাকে নিয়ে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তার কথা মনে পড়ে গেল। *সিডনি একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবে।*

উত্তেজনায় আমি তখন অস্থির। এই তো শুরু। নাটক হওয়ার কথা শুনে সবাই এতে অভিনয় করতে চাইল। ঠিক করলাম এ নাটকে আমি শুধু প্রযোজনা কিংবা পরিচালনাই করব না, এতে অভিনয়ও করব।

আমি এর আগে কখনও নাট্য-নির্দেশনা দিইনি, তবে আমি কী চাই বা আমাকে কী করতে হবে তা খুব ভালো করে জানতাম।

কে কোন্ চরিত্রে অভিনয় করবে তার জন্য অভিনেতা নির্বাচন শুরু করে দিলাম। স্কুল ছুটির পরে প্রকাণ্ড অডিটরিয়ামে আমাদের রিহার্সাল শুরু হলো। যা যা প্রপস দরকার— কাপড়চোপড়, চেয়ার, টেবিল, টেলিফোন ইত্যাদি সবকিছুই পেয়ে গেলাম।

BanglaBook.org

ওটা ছিল আমার জীবনের অন্যতম সুখের মুহূর্ত। জানতাম একটি অসাধারণ ক্যারিয়ার শুরু করতে যাচ্ছি আমি। এ বয়সেই যখন সফল একটি নাটক রচনা করতে যাচ্ছি, আমাকে আর *ঠেকায় কে?* বহুদূরে উঠে যাব আমি। ব্রডওয়েতে আমার নাটক প্রচার করা হবে। আমার নাম আলোয় জ্বলজ্বল করবে।

ক্লাসমেটদের সঙ্গে চূড়ান্ত ড্রেস রিহার্সাল করলাম। এদেরকে আমি কাস্ট করেছি। রিহার্সাল চমৎকার হলো।

আমি আমার শিক্ষয়িত্রীর কাছে গিয়ে বললাম, 'আমি রেডি। কবে মঞ্চে নাটক নামাব?'

হাসলেন তিনি, 'কালকেই নামাতে পারো।'

সে রাতে আর ঘুম হলো না। আমার মনে হচ্ছিল আমার পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এ নাটকের সাফল্যের ওপরে। শুয়ে শুয়ে পুরো নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য কল্পনায় দেখতে লাগলাম, কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কিনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনো ত্রুটি চোখে পড়ল না। নাটকের সংলাপ চমৎকার, কাহিনী এগিয়েছে তরতর করে, গল্পের শেষে দারুণ একটি মোচড় আছে। সবারই ভালো লাগবে আমার নাটক।

পরদিন সকালে স্কুলে গেছি, আমার জন্য একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

'আমি সমস্ত ইংলিশ ক্লাস আজ ছুটি দিয়ে দিয়েছি যাতে সবাই অডিটরিয়ামে তোমার নাটক দেখতে যেতে পারে,' জানালেন ম্যাডাম।

নিজের কানকে বিশ্বাস হতে চাইল না। এত বড় বিজয় কল্পনাও করিনি।

সকাল দশটার মধ্যে বিশালাকারের অডিটরিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। শুধু ইংরেজি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, একটি কিশোর নাটক লিখেছে শুনে কৌতূহলী হয়ে দেখতে এসেছেন আমাদের প্রিন্সিপালসহ অন্যান্য শিক্ষকরাও।

চারিদিকে থৈ থৈ উত্তেজনা, কিন্তু আমি একদম শান্ত। অতিশয় শান্ত। যেন এ বয়সে এরকম একটি ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক। *তুমি বিশ্বখ্যাত হয়ে যাবে।*

শো শুরুর সময় হয়ে গেল। অডিটরিয়ামের গুঞ্জন স্তিমিত হয়ে এল। একটি সাধারণ লিভিংরুমের সেট ফেলা হয়েছে মঞ্চে। ওখানে একটি ছেলে এবং মেয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছে। এদের বন্ধুটি খুন হয়েছে। একটি সোফায় পাশাপাশি বসে আছে দুজনে।

আমি হত্যাকাণ্ডের তদন্তকারী ইন্সপেক্টরের ভূমিকায় অভিনয় করছি। উইংসে দাঁড়িয়ে আছি, মঞ্চে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত। মঞ্চের ছেলেটি ঘড়ি দেখে বলবে 'ইন্সপেক্টর শীঘ্রি চলে আসবেন।' কিন্তু 'শীঘ্রি' শব্দটির বদলে সে 'যে-কোনো সময়' বলে ফেলল। ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে সে 'যে-কোনো সময়'-এর বদলে 'শীঘ্রি' কথাটি বলতে গিয়ে বলে ফেলল, 'ইন্সপেক্টর এখানে শীঘ্রি সময় চলে আসবেন।' পরমুহূর্তে সে নিজের ভুলটা আবার শুধরে নিল বটে তবে ততক্ষণে যা কাণ্ড ঘটার ঘটে গেছে। *শীঘ্রি সময়?* এরকম হাস্যকর শব্দ জীবনে শুনিনি আমি। এমনই হাস্যকর

BanglaBook.org

লাগল কথাটা যে আমি হি হি করে হাসতে লাগলাম। কিছুতেই হাসি থামাতে পারছি না। যতবার শব্দটা মনে পড়ে যাচ্ছে, আমার হাসির বেগ বেড়ে যাচ্ছে তত।

ছেলেটি এবং মেয়েটি উইংসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কখন আমি মঞ্চে প্রবেশ করব সে অপেক্ষায়। কিন্তু আমি মঞ্চে পা বাড়াতেই পারলাম না। হাসির দমকে সারা শরীর কাঁপছে। কোনোভাবেই হাসি থামানো গেল না।

নাটক শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল।

অডিটরিয়াম থেকে আমার শিক্ষকের কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'সিডনি, এদিকে এসো।'

নিজেকে বাধ্য করলাম উইংসের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে, হোঁচট খেতে খেতে চলে এলাম মঞ্চের মাঝখানে। আমার টিচার অডিটরিয়ামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হুংকার ছাড়লেন, 'হাসি থামাও।'

কিন্তু আমি কী করে হাসি থামাব? নিজেকে কিছুতেই যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না।

দর্শকরা অডিটরিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। দেখলাম তারা চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি তখনও হাসি থামাতে পারছিলাম না। *শীঘ্রি সময়* আমাকে শুধু হাসাতেই থাকল।

BanglaBook.org

তিন

১৯৩০ সালে মহামন্দা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে চেপে ধরছিল। রুটির জন্য লাইন আরও লম্বা হয়, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ভীতিকরভাবে।

আমি মার্শাল ফিল্ড গ্রামার স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করে অ্যাফ্রিমোর ওষুধের দোকানে চাকরি নিয়েছিলাম। নাটালি একটি রোলার ডার্বি অফিসে ক্যাশিয়ারের কাজ করতেন। আর অটো তখন তার হাইপোথেটিকাল মেগাডিল-এর স্বপ্ন নিয়ে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছেন।

মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতেন উৎসাহে জ্বলজ্বলে চেহারা নিয়ে।

'আমি এইমাত্র একটা চুক্তি করে এলাম। আমাদের সংসারটার চাকা আবার ভালোভাবে চলতে শুরু করবে, দেখো!'

আমরা তখন আবার বাক্স-পেঁটরা গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতাম হ্যামন্ড, ডালাস, কিংবা কার্কল্যান্ড জংশনে।

'কার্কলান্ড জংশন?'

'জায়গাটা খুব পছন্দ হবে তোমাদের,' বলতেন বাবা। 'ওখানে আমি রুপোর একটি খনি কিনেছি। মন বলছে খুব ভালো থাকব ওখানে।'

কার্কল্যান্ড খুবই ছোট একটি শহর, ফিনিক্স থেকে ১০৪ মাইল দূরে। তবে ওটা আমাদের গন্তব্য ছিল না। কার্কল্যান্ড জংশন ছিল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া একটি গ্যাস-স্টেশন। ওখানে খামোকা তিনটি মাস কাটাতে হলো। অটো তখন রূপোর মার্কেটে ব্যবসার চেষ্টা করছেন। কিন্তু খনিতে এক তোলা রুপোও পাওয়া গেল না।

দুর্বিষহ জীবন থেকে রক্ষা করল হ্যারি চাচার ফোন।

'রুপোর খনির খবর কী?' চাচার প্রশ্ন।

'খবর ভালো না,' বাবার জবাব।

'চিন্তা কোরো না। আমি ডেনভারে আছি। একটা বড়সড় স্টক ব্রোকারেজ কোম্পানিতে কাজ করছি। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারো।'

'এখুনি চলে আসছি,' বললেন অটো। ফোন হাতে ধরে রেখে নাটালি, রিচার্ড এবং আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আমরা ডেনভার যাচ্ছি। মন বলছে ওখানে ভালো কাজ পাব।'

BanglaBook.org

ডেনভার খুব ভালো লাগল আমাদের। অকৃত্রিম এবং সুন্দর, বরফ-ঢাকা পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা শীতল বাতাস শহরের শরীর জুড়োয়। প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেললাম ডেনভারকে।

ডেনভারের অভিজাত এলাকায় দোতলা, বিলাসবহুল একটি ম্যানশনে থাকেন হ্যারি এবং পলিন। ওঁদের বাড়ির পেছন দিকে সবুজ-শ্যামল, সুবিস্তৃত একখণ্ড জমিন রয়েছে চিজম্যান পার্ক নামে। আমার কাজিন সিমুর, হাওয়ার্ড, এডি এবং স্টিভ আমাদেরকে দেখে খুব খুশি। আমরাও।

সিমুর টকটকে লাল রঙের একটি পিয়ার্স অ্যারো গাড়ি চালাত আর তারচেয়ে বয়সে বড় মেয়েদের সঙ্গে ডেটিং করত। এডির জন্মদিনে ওকে একটি ঘোড়া উপহার দেয়া হয়েছে। হাওয়ার্ড জুনিয়র টেনিস ম্যাচগুলো জিতে চলছিল। ওদের দেখলেই বোঝা যায় ওরা খুব বড়লোক, শিকাগোর দারিদ্রপীড়িত জীবন থেকে অনেক দূরে এ পরিবারের অবস্থান।

'হ্যারি চাচা আর পলিন চাচির সঙ্গে কি থাকছি আমরা?' জানতে চাইলাম আমি।

'না,' আমার জন্য একটা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল। 'আমরা এখানে একটা বাড়ি কিনব।'

যে-বাড়িটি আমরা কিনব বলে ঠিক হলো, ওই বাড়ি দেখে তো আমার বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। মারিয়ন স্ট্রিটের নির্জন শহরতলিতে প্রকাণ্ড একটি বাড়ি, সঙ্গে চমৎকার একটি বাগানও রয়েছে। ঘরগুলো বেশ বড় বড় এবং সুন্দর। আসবাবগুলোও দারুণ, আমি সারাজীবনে যেসব আসবাবের মাঝে কাটিয়েছি তারচেয়ে অনেক ভালো। আমি যে-মুহূর্তে নতুন বাড়িটির সদর দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম, মনে হলো আমার জীবনটা বদলে গেছে, অবশেষে আমি খুঁজে পেয়েছি শিকড়। আর কয়েক মাস অন্তর অন্তর তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ছুটে বেড়াতে হবে না, বদল করতে হবে না বাড়ি এবং স্কুল।

বাবা এ বাড়িটি কিনবেন। আমি এখানে বসে বিয়ে করব এবং আমার ছেলেমেয়েরা এ বাড়িতেই বেড়ে উঠবে...

ওই সময় হ্যারি চাচার ব্যবসাবাণিজ্য এমন ফুলে উঠছিল যে তিনি তিনটে ব্রোকারেজ ফার্ম কিনে ফেলেছিলেন।

১৯৩০-এর শেষবর্ষে, আমার বয়স তখন ১৩, আমি ইস্ট হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। অভিজ্ঞতাটি ছিল সুখকর। ডেনভারের শিক্ষকরা ছিলেন বন্ধুসুলভ এবং আমাদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতেন। এখানে কোনো শিক্ষক ছাত্রের গায়ে দোয়াত ছুড়ে মেরেছেন বলে শুনিনি। স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে শুরু করলাম। একটি সুন্দর বাড়িতে যাব এবং ওটা শীঘ্রি আমাদের হবে, এ সুখ-কল্পনা আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুলত। নাটালি এবং অটোর মধ্যে তখন ঝগড়াঝাঁটিও কম হত। ফলে জীবনটা মধুময় হয়ে উঠছিল।

একদিন জিমনেশিয়াম ক্লাসে আমি পা পিছলে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে খুব ব্যথা

BanglaBook.org

পেলাম। মনে হলো ওখানে কোনো শিরাটিরা ছিঁড়ে গেছে। অবিশ্বাস্য ব্যথা! আমি চিৎ হয়ে পড়ে রইলাম মেঝেয়, নড়াচড়া করতে পারছি না। আমাকে স্কুল-ডাক্তারের অফিসে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করে দেখছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি পঙ্গু হয়ে যাব?'

'না,' আশ্বস্ত করলেন আমাকে তিনি। 'তোমার পিঠের একটা চাকতি সরে গেছে, স্পাইনাল কর্ডে চাপ দিচ্ছে। এজন্য ব্যথা পাচ্ছ। তবে এর চিকিৎসা খুব সহজ। শুধু দুই/তিনদিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেবে আর মাসলের রিল্যাক্সের জন্য গরম জলের সেঁক দেবে। চাকতিটা নিজে থেকেই তার জায়গায় লেগে যাবে। একদম সুস্থ হয়ে যাবে তুমি।'

অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে বাড়ি ফিরলাম, নার্সরা আমাকে শুইয়ে দিল বিছানায়। ডাক্তার যেমন বলেছিলেন, তিনদিন বাদে ব্যথা-বেদনা সব উধাও।

কিন্তু আমি জানতাম না এ অ্যাক্সিডেন্ট বাকি জীবনটা আমাকে ভুগিয়ে মারবে।

একদিন দারুণ একটি অভিজ্ঞতা হলো আমার। ডেনভারে মেলা হচ্ছিল। মেলার অন্যতম আকর্ষণ এরোপ্লেন-ভ্রমণ।

'আমি প্লেনে চড়ব,' আবদার করলাম বাবাকে। একটু ভেবে সম্মতি দিলেন তিনি। 'ঠিক আছে।'

খুব সুন্দর লিংকন কমান্ডার বিমান ছিল ওটা। ভেতরে ঢুকতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সারা গা।

পাইলট আমার দিকে তাকাল। 'এই প্রথম?'

'এই প্রথম।'

'সিটবেল্ট বেঁধে নাও,' বলল সে। 'রোমাঞ্চ-অভিযানে যাচ্ছ তুমি।'

ঠিকই বলেছে সে। আকাশে ওড়া যেন এক পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা। আমি দেখলাম পৃথিবী একবার ওপরের দিকে উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে নিচে, পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল। এমন উল্লাস জীবনে অনুভব করিনি।

মাটিতে নেমে আসার পরে অটোকে বললাম, 'আমি আবার আকাশে উড়ব।'

উড়লাম আবার। সিদ্ধান্ত নিলাম একদিন পাইলট হব।

১৯৩৩ সালের বসন্তের এক সকালে, অটো ঢুকলেন আমার শোয়ার ঘরে। থমথমে চেহারা। 'জিনিসপত্র বেঁধে নাও।' বিমূঢ় আমি। 'কোথায় যাচ্ছি?'

'শিকাগোতে ফিরব।'

বিশ্বাস হলো না কথাটা। 'আমরা ডেনভার ছেড়ে চলে যাচ্ছি?'

'হুঁ।'

'কিন্তু—'

চলে গেছেন বাবা।

আমি জামাকাপড় পরে নিচে নেমে এলাম। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

BanglaBook.org

'তোমার বাবা আর হ্যারির সঙ্গে একটা—একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে।'

আমি বাড়ির চারপাশে নজর বুলালাম। ভেবেছিলাম এ বাড়িতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।

'এ বাড়ির কী হবে?'

'এ বাড়ি আমরা কিনছি না।'

শিকাগোতে ফিরে এলাম নিতান্তই নিরানন্দ চিত্তে; নাটালি কিংবা অটো কেউই ঘটনা সম্পর্কে মুখ খুলতে চাইলেন না। ডেনভারে বসবাসের অভিজ্ঞতার পরে শিকাগোকে আরও বেশি দূরের এবং নিজেকে অবহেলিত মনে হতে লাগল। ছোট একটি বাসায় উঠলাম, ফিরে এলাম বাস্তবে, মনে পড়ে গেল আমাদের কাছে টাকা নেই এবং ভালো একটি চাকরি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আবার রাস্তায় নেমে গেলেন অটো। নাটালি একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে সেলস ক্লার্কের কাজ শুরু করলেন। আমার কলেজে যাওয়ার স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল। পড়ালেখা চালানোর টাকা ছিল না। অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালগুলো যেন চারপাশ দিয়ে আমাকে চেপে ধরছিল, সবকিছু ম্লান ও ধূসর লাগছিল।

এভাবে সারাজীবন কাটাতে পারব না, ভাবলাম আমি। দারিদ্র্য যেন আরও বিকট রূপে আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছিল, টাকাপয়সার ভয়ানক টানাটানি। ওষুধের দোকানে ডেলিভারি-বয় হিসেবে কাজ করা নিশ্চয় আমার ভবিষ্যৎ নয়।

ওই সময় সিদ্ধান্ত নিই যে আমি আত্মহত্যা করব। কিন্তু অটো আমাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিবৃত্ত করেন। বলেন কাগজের পৃষ্ঠাগুলো আমাকে ওল্টাতে হবে। কিন্তু কাগজের পাতাগুলো ওল্টাচ্ছিল না, সামনে শুধু আঁধার দেখছিলাম আমি। অটোর কথাগুলো শূন্যসার মনে হচ্ছিল।

সেপ্টেম্বরে সেন হাইস্কুলে ভর্তি হলাম আমি। অটো আবার ফেরিওলার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। নাটালি একটি পোশাকের দোকানে পূর্ণ দিবস কাজ করেন, তবে দুজনের কেউই খুব বেশি টাকা কামাই করছিলেন না। যে-কোনো একটা রাস্তা খুঁজে বের করার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছিলাম আমি...

নাটালির বড় ভাই, স্যাম মামার কথা মনে পড়ল। তিনি লুপ-এর অনেক হোটেলে চেকরুম কনসেসনের মালিক। চেকরুমে কাজ করে অপ্রতুল পোশাক পরা আকর্ষণীয় চেহারার মেয়ে আর হ্যাংবয়রা। খদ্দেররা মহিলাদেরকে উদার হস্তে বকশিশ দেয়। কিন্তু তারা জানে না এ টাকাটা ভোগ করে ম্যানেজমেন্ট।

আমি এলিভেটেড ট্রেনে চড়ে লুপ-এর ডাউনটাউনে চললাম স্যাম মামার সঙ্গে দেখা করতে। শেরম্যান হোটেলে তাঁর অফিস।

আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন মামা। 'ওয়েল, দিস ইজ আ নাইস সারপ্রাইজ। তোমার জন্য কী করতে পারি, সিডনি?'

'আমার একটা চাকরি দরকার।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা!'

'আপনার যে-কোনো হোটেলের চেকরুমে আমি হ্যাংবয় হিসেবে কাজ করতে পারব।'

স্যাম মামা আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতেন। আমার দিকে চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'হোয়াই নট? তোমাকে সতেরো বছরের চেয়ে বেশি বয়সীই লাগে। বিসমার্ক হোটেলে তুমি কাজ শুরু করে দাও।'

ওই সপ্তাহেই তিনি আমাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন।

হ্যাংবয়-এর কাজটা খুব সহজ। কাস্টোমাররা তাদের কোট এবং হ্যাট মহিলা অ্যাটেনডেন্টকে দেয়। সে খদ্দেরদেরকে সংখ্যা-লেখা ফলক ধরিয়ে দেয়। তারপর মেয়েটি কোট এবং হ্যাটগুলো আমার কাছে দেয়। আমি ওগুলো ফলকের নাম্বার মিলিয়ে র‍্যাকে ঝুলিয়ে রাখি। কাস্টোমার ফিরে এলে আমি অ্যাটেনডেন্টকে কোট এবং হ্যাট তুলে দিই, সে ওগুলো খদ্দেরদেরকে দিয়ে দেয়।

আমার এখন নতুন শিডিউল। বেলা তিনটা পর্যন্ত স্কুল, ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলিভেটেড ট্রেনে চেপে দে ছুট লুপে। বিসমার্ক হোটেলের কাছেই থামে ট্রেন। ট্রেন থেকে নেমে সোজা হোটেলে। আমার কাজ বিকেল পাঁচটা থেকে কনসেশন রুম বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। মাঝে মাঝে মাঝরাত হয়ে যায়। তবে বিশেষ কোনো পার্টি থাকলে শুধু দেরি হয় কাজ থেকে ফিরতে। আমার প্রতি রাতের পারিশ্রমিক তিন ডলার। বেতনের টাকাটা নাটালির হাতে তুলে দিই।

সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে হোটেলের সবচেয়ে ব্যস্ত সময় কাটে। কারণ নানারকম পার্টি হয়। আমাকে সপ্তাহে সাতদিনই কাজ করতে হয়। ছুটির দিনগুলোতে মন খারাপ হয়ে যায় আমার। ক্রিসমাস কিংবা নববর্ষে সপরিবারে অনেকেই আসে হোটেলে ফুর্তি করতে। বাচ্চারা তাদের বাবা-মা'র সঙ্গে মজা করছে, এ দৃশ্যটি আমাকে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। নাটালি কাজে ব্যস্ত, অটো শহরের বাইরে। রিচার্ড এবং আমি বাড়িতে একা। কাজেই কাউকে নিয়ে ফুর্তি করার জো নেই। রাত আটটার সময় যখন সবাই ছুটির দিনের ডিনার ভক্ষণে ব্যস্ত আমি তখন দ্রুত ছুটে যাই কোনো কফির দোকান কিংবা রেস্টুরেন্টে, দ্রুত কিছু খেয়ে আবার যোগ দিই কাজে।

তবে রাতের রুটিন আমার কাছে আনন্দময় হয়ে ওঠে যখন নাটালির প্রাণচঞ্চল ছোটবোন ফ্রান্সিস বিসমার্ক চেকরুমে দু'এক রাতের জন্য কাজ করতে আসে। ফ্রান্সিসের গড়ন ছোটখাট, তবে কৃষ্ণকেশী মেয়েটি দারুণ হাসিখুশি, প্রবল রসবোধ তার, কাস্টোমাররা তাকে খুব পছন্দ করে।

একদিন জোন ভিটুচ্চি নামে নতুন এক চেকরুম অ্যাটেনডেন্ট এল বিসমার্কে কাজ করতে। আমার চেয়ে বয়সে মাত্র এক বছরের বড়, অপূর্ব সুন্দরী। আমি তাকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলাম। তাকে ঘিরে রচনা করতে লাগলাম নানান সুখ-কল্পনা। ভাবলাম ওকে নিয়ে ডেটিঙে যাব আমি। আমি গরিব হলেও আশা করি ও

BanglaBook.org

এটাকে গ্রাহ্য করবে না। আমার প্রেমে পড়বে জোন, তারপর আমরা বিয়ে করব এবং আমাদের সুন্দর সুন্দর বাচ্চা হবে।

একদিন সন্ধ্যায় জোন বলল, 'আমার আন্টি এবং আংকেল প্রতি রোববার ফ্যামিলি লাঞ্চ করেন। ওঁদেরকে তোমার ভালোই লাগবে। এ রোববার হাতে বিশেষ কাজ না থাকলে আমাদের বাড়ি এসো, কেমন?'

আমার কল্পনার বাস্তবায়ন ঘটতে চলেছে।

রোববারের লাঞ্চটি হলো চমৎকার। ওদের পরিবারটি ইটালিয়ান, প্রকাণ্ড এক ডাইনিং টেবিল ঘিরে বসেছে জনা বারো প্রাপ্তবয়স্ক এবং বাচ্চাকাচ্চা। টেবিল বোঝাই রুশচেত্তা, পাস্তা ফ্যাগোলি, চিকেন ক্যাসিও টোর এবং বেকড্ লাসগনা।

জোনের আংকেল খুব আমুদে স্বভাবের মানুষ এবং সঙ্গলিপ্সু। তাঁর নাম লুই আলটেরি। ইনি শিকাগো জেনিটর্স ইউনিয়নের প্রধান। বিদায়বেলায় সবাইকে ধন্যবাদ জানালাম আমি, জোনকে বললাম তার পরিবারের সঙ্গে দারুণ সময় কেটেছে আমার। আমাদের সম্পর্কের এই তো শুরু।

পরদিন সকালে, বাড়ি থেকে বেরুবার পথে লুই আলটেরিকে মেশিনগানের গুলিতে ছিন্নভিন্ন করে দেয়া হলো।

আর নিখোঁজ হয়ে গেল জোন।

আমার ফ্যান্টাসিরও অবসান ঘটল সে সঙ্গে।

স্কুল, চেকরুমের ডিউটি, শনিবারের দিনগুলোতে ওষুধের দোকানে কাজ, সব মিলে আমার নিজের জন্য ব্যয় করার মতো সময় থাকতই না বলা চলে।

এসময় বাড়িতে অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটতে লাগল। কেমন টেনশন আর থমথমে একটা ভাব। তবে টেনশনটা ভিন্নরকম। বাবা-মা সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করেন, অন্ধকার দেখায় দুজনেরই চেহারা।

একদিন সকালে অটো আমাকে বললেন, 'খোকা, আমি ফার্মে যাচ্ছি। এবং আজই।'

অবাক আমি। কোনোদিন খামারবাড়িতে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ওখানে নিশ্চয় অনেক মজা হয়।

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, অটো।'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'দুঃখিত, তোমাকে নেয়া যাবে না।'

'কিন্তু—'

'না, সিডনি।'

'ঠিক আছে। ফিরছ কবে তুমি?'

'তিন বছর পরে।' চলে গেলেন বাবা।

তিন বছর? বিশ্বাস হলো না কথাটা। তিনি একটা খামারের জন্য আমাদেরকে কীভাবে তিন বছরের জন্য ফেলে রেখে চলে গেলেন?

নাটালি আমার ঘরে ঢুকলেন। জানতে চাইলাম, 'ঘটছে কী এসব?'

BanglaBook.org

'খবর ভালো নয়, সিডনি। তোমার বাবা কয়েকজন বদলোকের পাল্লায় পড়েছেন,' বললেন তিনি। 'তিনি দোকানে ভেন্ডিং মেশিন বিক্রি করতেন। কিন্তু তোমার বাবা জানতেন না আসলে কোনো ভেন্ডিং মেশিন বিক্রি করা হচ্ছিল না। তিনি যে-লোকগুলোর সঙ্গে কাজ করছিলেন তারা টাকা নিয়ে কেটে পড়ে। পরে ধরাও পড়েছে। ওদের সঙ্গে তোমার বাবাকেও অভিযুক্ত করা হয়। তোমার বাবার জেল হয়ে গেছে। তিনি কারাগারে যাচ্ছেন।'

ভীষণ শকড হলাম। *তাহলে এই হলো খামারে যাওয়ার* রহস্য! তিন বছরের জেল!' কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। *বাবাকে ছাড়া তিন বছর কী করে কাটবে আমাদের?*

তবে বাবাকে নিয়ে বেশিদিন দুশ্চিন্তা করতে হলো না।

এক বছর বাদেই তিনি লাফায়েত্তি স্টেট প্রিজন থেকে ছাড়া পেলেন এবং বাড়ি ফিরলেন নায়কের বেশে।

BanglaBook.org

চার

অটো'র নায়কোচিত কর্মকাণ্ডের কথা আমরা খবরের কাগজে পড়েছি। রেডিওতে একাধিকবার শুনেছি। তবে গল্পটা অটো'র মুখ থেকে শোনার জন্য আমাদের তর সইছিল না। কারাগারে গেলে একজন মানুষের কী দশা হতে পারে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তবে ভাবতাম বাবা ঘরে ফিরে আসবেন বিবর্ণ, ভাঙাচোরা একজন মানুষের চেহারা নিয়ে। তবে আমার জন্য একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

অটো হাসতে হাসতে সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেন ঘরে। 'আমি ফিরে এসেছি,' ঘোষণা করলেন তিনি।

আমরা সবাই তাঁকে আলিঙ্গন করলাম। 'ঘটনাটা খুলে বলো আমাদেরকে।'

হাসলেন অটো। 'সব বলছি।' কিচেন টেবিলে গ্যাঁট হয়ে বসে শুরু করলেন :

'কারাগারের ভেতরে রেগুলার ক্লিনিং ক্রুর কাজ করতে হত আমাকে। ওখান থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে প্রকাণ্ড একটি রিজারভয়ের ছিল, জেলখানার পানি এখান থেকে সরবরাহ করা হত। দশ ফুট উঁচু একটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল রিজারভয়ের। আমি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি একটি ভবন থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে আসছে। তিন/চার বছর হবে বয়স। আমার সঙ্গে যে লোকটা আগাছা পরিষ্কার করছিল সে কাজ শেষ করে চলে গিয়েছিল। আমি ওখানে ছিলাম একা।

'কাজ করতে করতে আবার মুখ তুলে চাইতে দেখি ছেলেটি রিজারভয়েরের দেয়ালের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। প্রায় দেয়ালের ওপরে উঠে গেল সে। যে-কোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে ভেবে আমি চারপাশে তাকালাম ছেলেটির বেবিসিটার কিংবা নার্স আশপাশে কোথাও আছে কিনা দেখতে। দেখি ছেলেটি দেয়ালের ওপরে উঠে গেছে। পরমুহূর্তে পা পিছলে পড়ে গেল জলাধারে। টাওয়ারের গার্ড ছেলেটিকে পানিতে পড়ে যেতে দেখল। কিন্তু সে নিচে নেমে এসে উদ্ধার করার আগেই সলিল সমাধি ঘটবে বাচ্চার।

'আমি সিধে হয়ে তীরবেগে ছুটলাম দেয়াল লক্ষ্য করে। দ্রুত উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। তাকালাম নিচে। বাচ্চাটা রিজারভয়ারের তলায় ডুবে যাচ্ছে। সাথে সাথে লাফ দিয়ে পড়লাম পানিতে, ওকে ধরে ফেললাম। বাচ্চাটিকে নিয়ে ভেসে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম আমি।

BanglaBook.org

'তখন সাহায্য এল। আমাদেরকে তোলা হলো পানি থেকে। আমাকে দিনকয়েক হাসপাতালে থাকতে হলো। কারণ প্রচুর পানি গিলে ফেলেছিলাম। তাছাড়া লাফাতে গিয়ে শরীরের নানা জায়গায় কেটে ছড়েও গিয়েছিল।'

আমরা বাবার প্রতিটি শব্দ গিলছিলাম।

'ভাগ্যই বলতে হবে, বাচ্চাটি ছিল ওয়ার্ডেনের ছেলে। ওয়ার্ডেন এবং তাঁর স্ত্রী হাসপাতালে এসেছিলেন আমাকে ধন্যবাদ দিতে।' অটো আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'ঘটনার পরিসমাপ্তি ওখানেই ঘটত, তবে ঘটেনি অন্য একটি কারণে। ওরা যখন জানতে পারলেন আমি সাঁতার না-জেনেই তাঁদের বাচ্চাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম, চারদিকে রীতিমতো হুলস্থূল পড়ে গেল। হঠাৎ হিরো হয়ে গেলাম আমি। আমার কথা কাগজে ছাপা হলো, রেডিওতে আমার গল্প শোনানো হলো। কারাগারে প্রচুর ফোন, চিঠি এবং টেলিগ্রাম আসতে লাগল আমাকে ছেড়ে দেয়ার দাবি জানিয়ে। ওয়ার্ডেন এবং গভর্নর মিলে মিটিং করলেন। যেহেতু আমার অপরাধ গুরুতর নয়, তাই সিদ্ধান্ত হলো আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।' দুহাত সামনের দিকে ছড়িয়ে দিলেন বাবা। 'এবং আমি এখন এখানে।'

আবার আমাদের পরিবারটি পূর্ণ হয়ে উঠল।

ব্যাপারটা কাকতালীয়ই বলতে হবে, ইহুদি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান B'nai B'rith-এ বছরখানেক আগে স্কলারশিপের জন্য যে আবেদন করেছিলাম, হঠাৎ করে এবারে পেয়ে গেছি সেটা।

এ যেন মিরাকল। আমাদের পরিবারের মধ্যে আমিই প্রথম কলেজে যাচ্ছি। বইয়ের একটি পৃষ্ঠা উল্টে গেল। হয়তো কলেজে পড়তে পারলে আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

তবে বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও টাকাপয়সার টানাটানিতে ছিলাম আমরা।

হপ্তায় সাত রাত চেকরুমের কাজ, শনিবারে অ্যাফ্রিমরের ডিউটি এবং কলেজে পড়া— সবগুলো কি একসঙ্গে করা সম্ভব?

দেখা যাক।

নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ইলিনয়ের ইভানস্টনে, শিকাগো থেকে বারো মাইল উত্তরে। লেক মিশিগানের তীরে, ২৪০ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে ভার্সিটির নয়নাভিরাম ক্যাম্পাস। সোমবারের এক সকালে আমি রেজিস্ট্রারের অফিসে ঢুকলাম।

'ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে এসেছি।'

'তোমার নাম?'

'সিডনি শেচটেল।'

রেজিস্ট্রার মস্ত মোটা একটি খাতা খুলে পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগল। 'হ্যাঁ, তোমার নাম আছে। তুমি কোন্ কোন্ কোর্স নেবে?'

BanglaBook.org

'সবগুলো।'

মেয়েটি মুখ তুলে দেখল আমাকে। 'কী?'

'মানে যতগুলো কোর্স নেয়া যাবে আর কী। আমি সবগুলো কোর্স শিখতে চাই।'

'তোমার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি কিসে?'

'সাহিত্য।'

কতগুলো পুস্তিকা হাতড়াল মেয়েটি। একটা বেছে নিয়ে আমাকে দিল। 'এখানে আমাদের কোর্সের তালিকা আছে।'

তালিকায় চোখ বুলালাম। 'চমৎকার।' যে সব কোর্স নিতে চাই সেগুলোয় টিকচিহ্ন দিয়ে তালিকাটি ফিরিয়ে দিলাম। মেয়েটি তালিকা দেখে বলল, 'বেশিরভাগ কোর্স নিতে চাইছ দেখছি।'

'জি।' ভুরু কোঁচকালাম আমি। 'তবে এ তালিকায় ল্যাটিনের নাম দেখলাম না। ল্যাটিন পড়ার খুব শখ আমার।'

মেয়েটি তাকাল আমার দিকে। 'এতগুলো কোর্সের ধকল সামলাতে পারবে?'

হাসলাম আমি। 'পারব।'

মেয়েটি লিখল, 'ল্যাটিন।'

রেজিস্ট্রার অফিস থেকে চলে গেলাম ক্যাফেটেরিয়া কিচেনে।

'আপনাদের বাসবয়ের দরকার আছে?'

'সবসময়ই দরকার হয়।'

আমি ইউনিভার্সিটিতেও একটি চাকরি পেয়ে গেলাম। তবে এ চাকরিই যথেষ্ট নয়। আরও কিছু করার তাগিদ অনুভব করছি। বিকেলে গেলাম Daily North-Western-এর অফিসে। এ সংবাদপত্রটি ভার্সিটি থেকে বেরোয়।

'আমি সিডনি শেচটেল,'— 'সম্পাদক' লেখা ডেস্কে বসা লোকটাকে বললাম আমি। 'আমি কাগজে কাজ করতে চাই।'

'দুঃখিত,' বলল সে। 'জায়গা নেই। আগামী বছর যোগাযোগ কোরো।'

'আগামী বছর অনেক দেরি হয়ে যাবে।' আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'আপনাদের শো বিজনেস বিভাগ আছে?'

'শো বিজনেস বিভাগ?'

'জি। সেলেব্রিটিরা শিকগোতে প্রায়ই আসেন শো করতে। ওদের কারও সাক্ষাৎকার ছাপাননি আপনাদের পত্রিকায়?'

'না। আমরা—'

'জানেন এ মুহূর্তে শহরে কে আছেন যিনি সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য একপায়ে খাড়া? ক্যাথেরিন হেপবার্ন!'

'আমরা ঠিক—'

'এবং ক্লিফটন ওয়েব।'

'আমরা কখনও—'

BanglaBook.org

'ওয়াল্টার পিজিঅন।'

'এ নিয়ে কথা বলা যায়, তবে—'

'জর্জ এম কোহান।'

সম্পাদক আগ্রহবোধ করতে লাগল। 'তুমি এঁদেরকে চেনো?' প্রশ্নটা না-শোনার ভান করে বললাম, 'নষ্ট করার মতো সময় নেই। শো শেষ হলেই ওঁরা চলে যাবেন।'

'ঠিক আছে। তোমার জন্য একটা ঝুঁকি আমি নেব, শেচটেল।'

লোকটা জানে না ভেতরে ভেতরে কীরকম উল্লসিত আমি।

'এরকম ভালো সিদ্ধান্ত আপনি জীবনেও নেননি।'

'সে পরে দেখা যাবে। কবে থেকে শুরু করতে চাইছ কাজ?'

'কাজ শুরু করে দিয়েছি। আপনার আগামী সংখ্যাতেই একটা ইন্টারভ্যু ছাপা হবে।'

বিস্মিত সম্পাদক। 'সাক্ষাৎকার নিয়েও ফেলেছ? কে তিনি?'

'তাঁর নামটা আপাতত গোপন থাক। ধরে নিন এটা একটা সারপ্রাইজ।'

অবসর সময়ে আমি স্বল্পখ্যাত তারকাদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করলাম। প্রথম সাক্ষাৎকার নিলাম গাই কিব্বির। উনি তখন উঠতি অভিনেতা। স্কুলের কাগজের জন্য খ্যাতনামাদের ইন্টারভ্যু করা অত সহজ ছিল না।

আমি চেকরুম এবং ওষুধের দোকানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। সেইসঙ্গে স্কুলের বেশিরভাগ কোর্সও আমি নিয়েছি। ল্যাটিনও আছে। একই সঙ্গে বাসবয়ের কাজ করছি আর Daily North-Western-এর স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন চলছে। তবে এতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। ভাবছিলাম আরও কী করা যায়। নর্থওয়েস্টার্নে দারুণ একটি ফুটবল টিম ছিল। ওতে যোগ না-দেয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। *ওরা নিশ্চয় আমাকে লুফে নেবে।*

পরদিন সকালে গেলাম ফুটবল মাঠে। ওখানে প্রাকটিস চলছে। প্যাগ রেন্টার ওই বছর দলের তারকা ছিল। আমি কোচের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। উনি মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছেলেদের প্রাকটিস দেখছেন।

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'কী ব্যাপার!'

'আমি ফুটবল টিমে খেলতে চাই।'

আমার আপাদমস্তকে চোখ বুলালেন কোচ। 'খেলতে চাইছ? বেশ। তোমার শরীর-স্বাস্থ্য তো ভালোই। কোথায় এর আগে খেলেছ?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'হাই স্কুল? কলেজ?'

'না, স্যার।'

'গ্রামার স্কুল?'

'না. স্যার।'

BanglaBook.org

আমার দিকে অবাক চোখে তাকালেন তিনি। 'তুমি কোনোদিন ফুটবল খেলনি?'

'না, তবে আমি খুব জোরে দৌড়াতে পারি এবং—'

'এবং ভেবেছ জোরে দৌড়াতে পারলেই ফুটবল টিমে জায়গা মিলবে? ভুলে যাও, খোকা।' তিনি মনোযোগ ফেরালেন প্রাকটিসে।

ফুটবল খেলার স্বপ্নের ওখানেই ইতি ঘটল।

নর্থওয়েস্টার্নের অধ্যাপকরা খুব ভালো পড়ান। ক্লাসগুলো বেশ উপভোগ করছিলাম। যতটুকু পারা যায় সবকিছু শিখে নেয়ার অদম্য আগ্রহ এবং উৎসাহ আমার।

ক্লাস শুরু হবার কয়েকদিন পরে একদিন করিডর ধরে হাঁটছি। একটি বিজ্ঞপ্তি চোখ কাড়ল 'Tryouts tonight. North-Western Debating Team,' আমি স্থিরদৃষ্টিতে ওদিকে তাকিয়ে রইলাম। জানি কাজটা পাগলামি হয়ে যাবে, তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?

লোকে দুটো জিনিসে খুব ভয় পায়। এর মধ্যে একটি হলো জনসমক্ষে বক্তৃতা দেয়া। লোকের সামনে বক্তৃতা করার কথা ভাবলেই আমার গলা-টলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়। কিন্তু আমাকে কী যে নেশায় পেয়ে বসেছিল তখন। সবকিছুতে অংশ নিতে মন চাইত। আমাকে জীবনের পৃষ্ঠাগুলো উল্টে যেতে হবে।

আমি ট্রাইআউট রুমে ঢুকলাম। তরুণ-তরুণীরা অপেক্ষা করছে কখন তাদের পালা আসবে। আমি একটা ডেস্কে বসে তাদের বক্তৃতা শুনতে লাগলাম। সকলের বক্তৃতাই চমকপ্রদ লাগল। প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে, জড়তাহীনভাবে তরতর করে বলে গেল তারা।

অবশেষে এল আমার পালা। আমি সিধে হলাম। দাঁড়ালাম মাইক্রোফোনের সামনে।

যে লোক বিতর্কের দায়িত্বে ছিল, জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম?'

'সিডনি শেচটেল।'

'তোমার বিষয়?'

'পুঁজিবাদ বনাম সাম্যবাদ।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'শুরু করো।'

এ বিষয় নিয়ে আমার প্রস্তুতি ভালোই ছিল। শুরুটাও চমৎকার হলো। তবে মাঝামাঝি এসেছি, হঠাৎ থেমে গেলাম। বলার খেই হারিয়ে ফেললাম। এরপরে কী বলব মনে পড়ছিল না কিছুই। দীর্ঘ, অস্বস্তিকর নীরবতা শেষে বিড়বিড় করে কী যেন বলে বক্তৃতার ইতি টানলাম। মনে মনে নিজেকে গালাগাল করতে করতে চলে এলাম বক্তৃতামঞ্চ থেকে।

দোরগোড়ায় এক ছেলে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ফ্রেশম্যান, না?'

'হুঁ।'

'তোমাকে কেউ কিছু বলেনি?'

'কী বলবে?'

'নবাগত ছাত্রদের ডিবেট টিমে অংশ নেয়ার সুযোগ নেই। তোমাকে আপার ক্লাসম্যান হতে হবে।'

BanglaBook.org

পরদিন সকালে বুলেটিন বোর্ডে বিতর্কে বিজয়ীদের নাম টাঙিয়ে দেয়া হলো। আমি কৌতূহল নিয়ে ওতে চোখ বুলালাম। একটি নাম দেখলাম 'শেকটার,' আমার পদবির সঙ্গে প্রায় মিলে যায় এরকম একজনও বিতর্কে নির্বাচিত হয়েছে। বোর্ডের তলায় লেখা যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদেরকে বেলা সাড়ে তিনটায় ডিবেট কোচের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

বেলা চারটার সময় আমার কাছে একটি ফোন এল। 'শেকটার, তোমার ব্যাপারটা কী?'

লোকটা কী বলছে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

'কী ব্যাপার, আবার? কিছুই না।'

'ডিবেট কোচের সঙ্গে তোমার দেখা করার কথা না?'

শেকটার। ওরা আমার নামটা ভুল লিখেছে। 'হ্যাঁ। তবে—তবে আমি তো মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি।'

'জানি তোমার জন্য বিশেষ বিবেচনা করা হচ্ছে।'

নর্থওয়েস্টার্ন ভার্সিটি ডিবেটিং টিমে আমিই প্রথম ব্যক্তি যে নবাগত ছাত্র হয়েও এ দলে বিতর্ক করার সুযোগ পেয়েছে।

আরেকটি পৃষ্ঠা ওল্টাল।

যতই ব্যস্ত রাখি নিজেকে তারপরও কিসের অভাব যেন অনুভব করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না অভাবটা কিসের। নিজেকে অপরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল। নিজেকে উৎকণ্ঠিত এবং একা লাগছিল। ক্যাম্পাসে ছাত্রদের ব্যস্ত পদচারণা, হুল্লোড় করে ক্লাসে যাওয়া, ওদেরকে কেমন অচেনা ঠেকছিল। ভাবি এরা যখন মারা যাবে, কেউ জানবে না এরা এ পৃথিবীতে একদা বাস করত। হতাশার ঢেউ আমাকে গ্রাস করে ফেলে। আমি চাই লোকে জানুক একসময় এখানে ছিলাম আমি। আমি ভিন্নরকমের কিছু করতে চাই।

পরদিন হতাশা আরও বেশি পেয়ে বসল আমাকে। যেন কালো, ভারী কতগুলো মেঘ আমাকে গ্রাস করেছে। প্রচণ্ড হতাশা থেকে শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম কলেজের মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করব, জানতে চাইব আমার সমস্যাটা কী।

মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে যেদিন দেখা করতে গেলাম, অকারণেই মনটা কেমন ফুর্তি লাগছিল, উঁচুগলায় গান গাইছিলাম। মনোবিজ্ঞানী যে ভবনে বসেন, তার প্রবেশপথে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ওই লোকের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন নেই আমার, ভাবলাম আমি। *সে ভাববে আমি একটা পাগল।*

কিন্তু সিদ্ধান্তটি ছিল ভুল। কারণ হতাশা আমাকে আবার পেয়ে বসল এবং এটা কমার কোনো লক্ষণই নেই।

অর্থসংকট বেড়ে যাচ্ছিল। অটো চাকরি পাচ্ছিলেন না, নাটালি একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে হপ্তায় ছয়দিন কেরানির কাজ করেন। আমি প্রতিরাতে চেকরুমে যাই, শনিবারের বিকেলগুলো অ্যাফ্রিমোরে কাজ করি, কিন্তু নাটালি এবং অটোর সম্মিলিত আয়েও সংসারের

BanglaBook.org

টানাটানি যাচ্ছিল না। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ আমাদের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে গেল।

এক রাতে অটো এবং নাটালির কথা শুনে ফেললাম। নাটালি বলছিলেন, 'জানি না কীভাবে সংসার চলবে। সব জায়গা থেকে দেনা শোধের চাপ আসছে। দেখি, রাতের বেলা যদি একটা চাকরি জোগাড় করতে পারি।'

না, মনে মনে বললাম আমি। আমার মা ইতিমধ্যে ফুলটাইম চাকরি করছেন, বাড়ি ফিরে আমাদের জন্য রান্নাবান্না করছেন, ঘরদোর পরিষ্কার করছেন। তাঁকে আর পরিশ্রম করতে দেব না।

পরদিন সকালে আমি নর্থওয়েস্টার্ন ছেড়ে দিলাম। আমার কাণ্ড শুনে আতঙ্ক বোধ করলেন নাটালি। 'তুমি এভাবে পড়াশোনা বাদ দিতে পারো না, সিডনি,' তাঁর চোখে জল। 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু জানতাম কিছুই ঠিক হবে না। আমি আরেকটি চাকরি খুঁজতে লাগলাম। ১৯৩৫ সাল ছিল মহামন্দার সবচেয়ে কঠিন বছর। কোথাও কর্মখালি নেই। আমি বিজ্ঞাপনী সংস্থা, সংবাদপত্র, রেডিওস্টেশন নানান জায়গায় ঢুঁ মারলাম। কিন্তু কোথাও কোনো কাজ পেলাম না।

একদিন একটি রেডিওস্টেশনে ইন্টারভ্যু দিতে যাচ্ছি, ম্যান্ডেল ব্রাদার্স নামে বড় একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোর চোখে পড়ল। ভেতরে ব্যস্ত লোকজন। আধডজন সেলসম্যান খদ্দেরের সেবায় নিয়োজিত। আমার হারাবার তো কিছু নেই কাজেই একবার দোকানটিতে ঢুঁ মেরে আসতে মন স্থির করলাম। ঢুকলাম ভেতরে। প্রকাণ্ড দোকান। লেডিস শূ ডিপার্টমেন্টের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থেমে দাঁড়ালাম। মনে হচ্ছে মেয়েদের জুতো বিক্রির কাজটা সবচেয়ে সহজ।

এক লোক এগিয়ে এল আমাকে দেখে। 'কী চাই?'

'ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'আমি মি. ইয়ং, ম্যানেজার। তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'চাকরি খুঁজছি। আপনার এখানে কোনো কর্মখালি আছে?'

আমাকে একটু পরখ করে নিল ম্যানেজার।

'আছে। লেডিস শূ বিক্রির কোনো অভিজ্ঞতা আছে?'

'জি, আছে,' বললাম আমি।

'এর আগে কোথায় কাজ করেছ?'

একটা দোকানের কথা মনে পড়ে গেল। ওখান থেকে আমি জুতো কিনেছিলাম। 'ডেনভারে, থম ম্যাক ক্যানে।'

'গুড। অফিসে এসো।' আমাকে একটা ফর্ম দিল সে। 'এটা পূরণ করো।

ফরম পূরণ করার পরে লোকটাকে দিলাম। সে ওতে চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকাল। 'মি. শেচটেল, ম্যাক কান-এর বানান Mccann নয়, MKKAN। আর তুমি যে ঠিকানা দিয়েছ ও ঠিকানায় ওদের দোকান নেই।'

BanglaBook.org

চাকরিটা সাংঘাতিক দরকার ছিল আমার। 'তাহলে ওরা নিশ্চয় ওখান থেকে চলে গেছে,' দ্রুত বললাম আমি। 'আর আমার বানান খুব ভুল হয়। দেখুন—'

'তুমি সেলসম্যানশিপের চেয়ে মিথ্যাকথা বলতে পারো বেশ গুছিয়ে।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, হতাশ চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম চলে যেতে। 'ধন্যবাদ।'

'এক মিনিট। আমি তোমাকে চাকরিটা দিচ্ছি।'

ঘুরলাম। চোখে বিস্ময়। 'চাকরিটা দিচ্ছেন! কেন?'

'আমার বসের ধারণা একমাত্র অভিজ্ঞরাই মেয়েদের জুতো বিক্রি করতে পারে। আশা করি তুমি কাজটা দ্রুত শিখে নেবে।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বললাম। 'আমি আপনাকে ডোবাব না।'

প্রবল আশা বুকে নিয়ে লেগে পড়লাম কাজে।

পনেরো মিনিট পরে আমার চাকরি চলে গেল।

আমি আসলে অমার্জনীয় একটা ভুল করে ফেলেছিলাম।

আমার প্রথম খদ্দের ছিলেন সুবেশী এক ভদ্রমহিলা। জুতো কিনতে এসেছিলেন তিনি।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমার একজোড়া কালো পাম্পশূ দরকার। সাইজ 7B।'

আমি সেলসম্যানদের সেরা হাসিটি তাঁকে উপহার দিলাম।

'এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।'

পেছনের ঘরে গেলাম। ওখানে বড়বড় তাকে সাজানো জুতো। শত শত বাক্স, ওপরে লেবেল লাগানো 5B...6W...6B...&A...8A...8...9B...9N, কিন্তু 7B নেই। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। 8 সাইজের জুতো আছে। সরু। *মহিলা পার্থক্যটা টেরই পাবে না,* ভাবলাম মনে মনে। বাক্স খুলে জুতোজোড়া নিয়ে চলে এলাম ভদ্রমহিলার কাছে।

'এই যে আপনার জুতো,' বললাম আমি।

মহিলার পায়ে পরিয়ে দিলাম জুতো। সে পায়ের দিকে একবার তাকাল।

'এটা কি 7B?'

'জি, ম্যাডাম।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'জি।'

'তুমি নিশ্চিত এটা 7B?'

'একশোবার।'

'তোমাদের ম্যানেজারকে একবার ডাকো। আমি তার সঙ্গে কথা বলব।'

লেডিস শূ ডিপার্টমেন্টে আমার সেলসম্যানের ক্যারিয়ারের ওখানেই সমাপ্তি।

সেদিন বিকেলে আমাকে স্থানান্তর করা হলো হেবারড্যাশেরিতে।

BanglaBook.org

পাঁচ

যদিও আমি হপ্তায় ছয়দিন মেন্ডাল ব্রাদার্সের হেবারডেশরিতে, হপ্তায় সাতরাত ডাউনটাউন হোটেলের চেকরুমে এবং অ্যাক্রিমোরের ওষুধের দোকানে শনিবারগুলোয় কাজ করতাম, তবু আর্থিক দৈন্য কাটছিল না কিছুতেই।

অটো টেলি মার্কেটিঙের স্বল্পকালীন চাকরি করছিলেন। বড় একটি ঘরে ডজনখানেক মানুষ, সবার সামনে একটি টেলিফোন সেট, একই সঙ্গে সকলে কথা বলছে, তেলের খনি, হট স্টক সহ বিনিয়োগযোগ্য যে-কোনো জিনিস তারা বিক্রির চেষ্টা করছে। বিক্রি থেকে সেলসম্যানরা কমিশন পাবে। এ কাজের নাম দেয়া হয় 'বয়লার-রুমের কাজ।'

অটো প্রতিদিন রাতে বাসায় ফিরে তাঁর বয়লার-রুমের অভিজ্ঞতা মহা-উত্তেজিত হয়ে বর্ণনা করেন। যেহেতু হপ্তায় সাতদিনই এটা খোলা থাকে, ভাবলাম রোববার যদি ওখান থেকে অতিরিক্ত কিছু পয়সা কামানো যায়। অটো আমার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করবেন বললেন।

পরের রোববার তাঁর সঙ্গে চললাম বয়লার-রুমে। ওখানে পৌঁছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম সেলসম্যানদের টেলিফোনের কথোপকথন।

'...মি. কলিন্স, ভাগ্যই বলতে হবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল। আমার নাম জেসন রিচার্ডস। আপনার জন্য দারুণ একটি খবর আছে। আপনি এবং আপনার পরিবার এইমাত্র বারমুডায় একটি ফ্রি ভিআইপি ট্রিপ জিতেছেন। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো শুধু আমাকে একটি চেক পাঠিয়ে দেবেন...'

'...মি. অ্যাডামস, আপনার জন্য ফাটাফাটি খবর আছে। আমার নাম ব্রাউন, জিম ব্রাউন। শুনেছি আপনি স্টকে টাকা খাটান, কিছু নতুন শেয়ার বাজারে আসছে, আগামী দেড়মাসের মধ্যে, ওগুলোর দর একশো শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। এ শেয়ারের খবর খুব কম মানুষই জানে, তবে আপনি যদি বেশকিছু টাকা কামাই করতে চান...'

'...মিসেস ডোয়েল, চার্লি চেজ বলছি। অভিনন্দন। আপনি, আপনার স্বামী এবং খুদে আমান্ডা ও পিটার একটি ফ্রি ট্রিপের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন...

এভাবে চলতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম : সেলসম্যানদের এসব গালভরানো কথায় মানুষ কি সত্যি বিশ্বাস করে? হয়তো করে। আর ডাক্তাররা প্রতারণার শিকার হন সবচেয়ে বেশি। তাঁরা হাতের কাছে যা পান, কিনে ফেলেন। যেসব পণ্য বিক্রি করা হয় তা

BanglaBook.org

হয় ক্রটিযুক্ত, কিংবা দাম অতিরিক্ত অথবা নিম্নমানের, আবার কিছু জিনিসের অস্তিত্বই নেই।

বয়লার রুমে যা দেখার দেখা হয়ে গেছে। ওখানে আর জীবনেও ঘেঁষিনি আমি।

ম্যান্ডেল ব্রাদার্সে আমার কাজটা ছিল একঘেয়ে এবং সহজ। তবে সহজ কাজ আমার পছন্দ নয়। আমি খুঁজছিলাম চ্যালেঞ্জ, এমন কিছু যা আমাকে বড় হয়ে উঠতে সুযোগ করে দেবে। জানতাম এখানে ভালো কাজ দেখাতে পারলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ পাব। একদিন হয়তো ডিপার্টমেন্টের মাথা বনে যাব। সারা দেশজুড়ে ম্যান্ডেল ব্রাদার্স-এর চেইন স্টোর রয়েছে, কাজেই একটা সময়ে আমি আঞ্চলিক ম্যানেজার হতে পারব, এমনকি আমার কাজের দক্ষতা আমাকে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টও বানিয়ে দিতে পারে।

এক সোমবার সকালে, আমার বস মি. ইয়ং এসে আমাকে বললেন, 'তোমার জন্য দুঃসংবাদ আছে, শেচটেল।'

আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম।

'কী!'

'তোমাকে আর এখানে রাখতে পারছি না।'

গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম, 'আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?'

'না। সবগুলো ডিপার্টমেন্টেই নির্দেশ এসেছে অতিরিক্ত লোকবল ছাঁটাই করতে হবে। তোমাকে এ প্রতিষ্ঠানে সবার শেষে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কাজেই সবার আগে তোমাকে চলে যেতে হবে।'

মনে হলো কেউ শক্তহাতে আমার কলজেটা ধরে মোচড় দিল। চাকরিটির আমার সাংঘাতিক দরকার ছিল। মি. ইয়ং জানেন না তিনি হেবারডাশেরি ডিপার্টমেন্টের স্রেফ একজন কেরানিকে চাকরিচ্যুত করছেন না, আসলে তিনি কোম্পানির ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

জানতাম যত দ্রুত সম্ভব আরেকটি চাকরি আমাকে জোগাড় করতে হবে। আমাদের দেনার পরিমাণ বেড়েই যাচ্ছিল। মুদি দোকান থেকে ধার করে চলছি, ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িঅলা আপত্তিকর কথা শোনাচ্ছে, ইউটিলিটি বিল শোধ করতে না-পারায় এর আগে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি বন্ধ করে দিয়েছিল। আবারও বন্ধ হওয়ার সময় আসছে।

BanglaBook.org

এমন বিপদে কে আমাকে সাহায্য করতে পারবে তা-ই ভাবছিলাম।

আমার বাবার দীর্ঘদিনের বন্ধু চার্লি ফাইনের কথা মনে পড়ল। উনি বৃহদায়তন একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির নির্বাহী। চাকরির ব্যাপারে চার্লির কাছে একবার যাব কিনা জানতে চাইলাম অটোর কাছে।

অটো একটু ভেবে জবাব দিলেন, 'আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।'

পরদিন সকালে আমি স্টুয়ার্ট ওয়ার্নার ফ্যাক্টরির বিশাল ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। এটি অটোমোবাইল গিয়ার তৈরির বিশ্বের বৃহত্তম কারখানা। পাঁচতলা ভবন

নিয়ে গড়ে ওঠা এ কারখানা ডাইভারসি স্ট্রিটের পুরো একটা ব্লক দখল করে রেখেছে। একজন গার্ড আমাকে নিয়ে গেটে ঢুকল। বিশাল বিশাল রহস্যময় যন্ত্রগুলোকে দেখতে লাগে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে মেশিনের বিকট আওয়াজে।

অটো কাপ নামে বেঁটে, গাট্টাগোট্টা চেহারার এক লোক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে জার্মান অ্যাকসেন্টে কথা বলে।

'তুমি তাহলে এখানে কাজ করতে এসেছ,' বলল সে।

'জি, স্যার।'

হতাশ দেখাল লোকটাকে। 'আমার সঙ্গে এসো।'

আমরা কারখানার প্রকাণ্ড মেঝে দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। সবগুলো যন্ত্র ফুলস্পিডে চলছে।

একটি মেশিনের সামনে এসে কার্প বলল, 'এ যন্ত্র দিয়ে স্পিডোমিটারের গিয়ার বানানো হয়। এরা ফ্লেক্সিবল শ্যাফট বানায় যা দিয়ে স্পিডোমিটার চালানো হয়। বুঝতে পেরেছ?'

লোকটা কী বলছে বুঝতে পারিনি আমি। তবু বললাম, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

সে আমাকে ওই যন্ত্রটির পাশের যন্ত্রের কাছে নিয়ে গেল। 'এখানে যা আসছে দেখতে পাচ্ছ তা হলো গোলাকার ড্রাইভ গিয়ার। ট্রান্সমিশনের আউটপুট শ্যাফটে চাপ প্রয়োগ করে এগুলো বানানো হয়। ওই লম্বা জিনিসটা হলো ড্রাইভেন গিয়ার, ওটা সঠিক অ্যাঙ্গেলে ড্রাইভ গিয়ারের সঙ্গে সংবদ্ধ করার জন্যে প্রবেশ করানো হয়েছে।'

আমি লোকটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম এ কী ভাষায় কথা বলছে? চাইনিজ? সোয়াহিলি?

আমরা পরের যন্ত্রের সামনে গেলাম। 'এখানে ড্রাইভ গিয়ার তৈরি করা হয় যা সামনের চাকার হাবক্যাপে বসানো হয়। ড্রাইভেন গিয়ার ব্রেক ব্যাকিং প্লেটের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয় যাতে ড্রাইভার গিয়ারের সঙ্গে সংবদ্ধ করা যায়। বুঝেছ?'

আমি মাথা দোলালাম।

সে আমাকে আরেকটি যন্ত্রের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড়া করাল। 'এ যন্ত্রে নষ্ট গিয়ার রিপ্লেস করা হয়। ট্রান্সমিশন গিয়ারিং অনেকদিন টিকে থাকে। ফ্রন্ট হুইলের সুবিধা হলো অক্ষদন্তের রেশিও পরিবর্তন করা সম্ভব অথবা স্পিডোমিটারের নির্ভুলভাবে কোনোরকম প্রভাবিত না করেই মাল্টিভাল রেশিও রিয়ার এক্সেল ব্যবহার করা যায়। বুঝলে?'

সোয়াহিলি ভাষাই বটে, মনে মনে বললাম। 'হুঁ।'

'এবারে তোমার ডিপার্টমেন্টে দেখিয়ে আনি চলো।'

শর্ট অর্ডার ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গেল সে আমাকে। এখানে আমাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে চার্জ। যে যন্ত্রগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল সেগুলো

BanglaBook.org

আকারে প্রকাণ্ড। এসব যন্ত্র দিয়ে একবারে পাঁচ লাখ বা তারও বেশি গিয়ার তৈরি করা যায়। অটোমোবাইল ম্যানুফাকচারের জন্য বড় বড় অর্ডার নেয়া হয় এখানে। শর্ট অর্ডার ডিপার্টমেন্টে তিনটে ক্ষুদ্রকায় মেশিন আছে।

ব্যাখ্যা করল অটো কার্প। 'কেউ পাঁচ বা দশটা গিয়ারের অর্ডার দিলে তার জন্য বড় মেশিনগুলো চালু করা হয় না। তখন এ ছোট মেশিন দিয়ে ছোট অর্ডারগুলোর চাহিদা পূরণ করি আমরা। ছোটখাটো অর্ডার এলে সেভাবে কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'কীভাবে করব কাজটা?'

'তোমাকে আগে পারচেজ অর্ডার দেয়া হবে। এক থেকে এক ডজন যে-কোনো সংখ্যার ড্রাইভ অথবা ড্রাইভেন গিয়ারের অর্ডার তুমি পেতে পারো। তারপর তুমি যন্ত্রচালককে অর্ডারটার কথা জানিয়ে দেবে। গিয়ার রেডি হয়ে গেলে ওগুলো অ্যানেলিং বিভাগে নিয়ে যাবে। ওখানে ওগুলো শক্ত করা হবে। তারপর তোমার কাজ হলো পরিদর্শন এবং সবশেষে র‍্যাপিং ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখবে গিয়ারগুলো ঠিকমতো র‍্যাপিং করা হলো কিনা।'

এ কাজটা আমার কাছে সহজ মনে হলো।

শুনলাম এ বিভাগে সারাদিনে ছয়টির বেশি অর্ডার আসে না। কাজ সেরে লোকজন সারাদিন আড্ডা মারে। আমার কাছে ব্যাপারটা মনে হলো সময়ের অপচয়। আমি মাসখানেকের মধ্যে আমার আউটপুট পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি করলাম। ক্রিসমাসের সময় এজন্য পুরস্কৃত করা হলো আমাকে। অটো কার্প আমাকে চোদ্দ ডলারের একটি চেক ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এটা তোমার পাওনা হয়েছে। তোমার বেতন এক ডলার বাড়ানো হলো।'

আমার বাবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফেরি করছিলেন আর মা একটি পোশাকের দোকানে হপ্তায় ছদিন কাজ করছিলেন। রিচার্ড স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আমার সন্ধ্যাগুলো আগের মতোই বাজে যাচ্ছিল। আমি এলিভেটেড ট্রেনে চেপে লুপ-এ যাই, তারপর হোটেলে ঢুকে হ্যাংবয়ের কাজ করি। ভবিষ্যৎ পরিত্রাণের বুঝি কোনো উপায় নেই।

এক রাতে কাজ থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছে, ট্রেনে বসে *শিকাগো ট্রিবিউন* পত্রিকার একটি খবরে আটকে গেল চোখ

পল অ্যাশ অ্যামেচার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন

শো বিজনেসে আপনার ক্যারিয়ার শুরু করুন

পল অ্যাশকে ব্যান্ড লিডার হিসেবে সকলে চেনে। শিকাগো থিয়েটারে উনি অনুষ্ঠান করতে আসছেন। অ্যামেচার প্রতিযোগিতা কী জিনিস জানতাম না, তবে মনে হলো এতে আমার অংশগ্রহণ করা উচিত।

শনিবার, ওষুধের দোকানে যাওয়ার আগে আমি শিকাগো থিয়েটারে ঢুঁ মারলাম। পল অ্যাশের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। ম্যানেজার বেরিয়ে এল অফিস থেকে। 'কী চাই?'

BanglaBook.org

'অ্যামেচার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চাই,' বললাম আমি। একটি কাগজে চোখ বুলাল সে। 'আমরা এখনও কোনো ঘোষক পাইনি। কাজটা করতে পারবে?'

'জি, স্যার, পারব।'

'বেশ। কী নাম তোমার?'

কী নাম আমার? শো-বিজনেসে শেচটেল চলবে না। লোকে এ নামটা ঠিকমতো উচ্চারণই করতে পারে না, লেখার সময় ভুল করে বানান। আমার এমন কোনো নাম দরকার যা লোকে মনে রাখবে। আমি দ্রুত চিন্তা করতে লাগলাম কী নাম রাখা যায় :

গ্যাবল, কুপার, গ্রান্ট, স্টুয়ার্ট, পাওয়েল...

লোকটা আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'তোমার কোনো নাম নেই নাকি?'

'অবশ্যই আছে,' দ্রুত বললাম আমি। 'আমার নাম সিডনি শে—শেলডন, সিডনি শেলডন।'

নামটি লিখে নিল সে। 'ঠিক আছে। আগামী শনিবারে এখানে চলে এসো, শেলডন। সন্ধ্যা ছটায়। তুমি WGN-এর স্টুডিও থেকে ব্রডকাস্ট করবে।'

'জি।'

খবরটা বাবা-মাকে জানাতে দ্রুত ফিরে এলাম বাড়ি। সবাই খুব উত্তেজিত। ওদেরকে বললাম, 'আমি ভিন্ন একটি নাম ব্যবহার করছি।'

'মানে?'

'শো বিজনেসে শেচটেল চলবে না। এখন থেকে আমাকে সবাই চিনবে সিডনি শেলডন হিসেবে।'

বাবা-মা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে।'

পরের কয়েক রাত উত্তেজনার চোটে ঠিকমতো ঘুমাতে পারলাম না আমি। জানতাম অবশেষে এটা শুরু হতে যাচ্ছে। আমি প্রতিযোগিতায় জিতবই। পল অ্যাশ আমাকে সঙ্গে নিয়ে সারা দেশে ঘুরে বেড়াবেন।

শনিবার দিনটি যেন এল অনেক দেরিতে, ধীরে। আমি শিকাগো থিয়েটারে গেলাম। আমাকে ছোট একটি ব্রডকাস্ট স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া হলো। ওখানে আরও অনেক তরুণ প্রতিযোগী ছিল। ছিল কৌতুকাভিনেতা, নায়ক, মেয়ে পিয়ানোবাদক এবং একজন অ্যাকর্ডিয়ানবাদক।

পরিচালক আমাকে ডাক দিলেন, 'শেলডন—'

আমি কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। এই প্রথম কেউ আমাকে নতুন নামে সম্বোধন করল। 'জি, স্যার!'

'তোমাকে যখন ইশারা করব, তুমি মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে এবং শুরু করে দেবে শো। বলবে, 'গুড ইভনিং লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। পল অ্যাশ আমেচার কনটেস্টে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ঘোষক

BanglaBook.org

।সডনি শেলডন। আপনাদেরকে চমৎকার একটি শো উপহার দিতে যাচ্ছি আমরা। কাজেই সঙ্গে থাকুন। বুঝতে পেরেছ?'

'জি, স্যার।'

পনেরো মিনিট পরে পরিচালক স্টুডিওর ঘড়ি দেখলেন, উঁচু করলেন হাত। 'সবাই চুপ।' তিনি সময় গুনতে শুরু করলেন। আমাকে ইশারা দিলেন। আমি শো'র জন্য প্রস্তুত হলাম। নিজেকে এতটা ধীর এবং শান্ত লাগেনি কখনও। কারণ জানি এটা আমার চমৎকার ক্যারিয়ারের শুরু মাত্র। আর শো-বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছি আমার নতুন নামে।

বিপুল ধৈর্য নিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে ভরাট গলায় বললাম, 'গুড ইভনিং, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন। পল অ্যাশ অ্যামেচার কনটেস্টে আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ঘোষক— সিডনি শেচটেল।'

BanglaBook.org

ছয়

পরিস্থিতি সামলে নিতে অবশ্য তেমন সময় লাগল না। বাকি শো ভালোই চলল। চমৎকার বাজাল অ্যাকর্ডিয়ন-বাদক। পেশাদারদের মতো অভিনয় করল কৌতুকাভিনেতা। দারুণ গাইল গায়ক। সবকিছুই বেশ চলছিল, তবে শেষটা সুন্দর হলো না। সর্বশেষ প্রতিযোগী মহিলা পিয়ানোবাদকের নাম মাত্র ঘোষণা করেছি, সে আতঙ্কিত হয়ে কান্না শুরু করে দিল, দৌড়ে পালিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, আমরা তিন মিনিট কিছুই প্রচার করতে পারলাম না মেয়েটার জন্য। কিন্তু ঘাটতি তো পূরণ করতে হবে। কারণ আমি হলাম ঘোষক।

ফিরে এলাম মাইক্রোফোনের কাছে। 'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, আমরা সবাই জীবন শুরু করি অ্যামেচারদের মতো, তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা সকলে হয়ে উঠি প্রফেশনাল।' নিজের কথায় এমন বুঁদ হয়ে গিয়েছিলাম, ডিরেক্টর ইশারা না করলে বকবক থামতই না।

অনুষ্ঠান প্রচার শেষ। আমি জানি আমি শোটিকে বাঁচিয়েছি এবং এজন্য সবাই আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। হয়তো ওরা আমাকে একটা চাকরি দেবে—

পরিচালক এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। 'এই যে, কী নাম যেন তোমার, কী হয়েছিল তোমার?' চিৎকার দিলেন তিনি। 'শো শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে পনেরো সেকেন্ড বেশি প্যাঁচাল পাড়তে তোমাকে কে বলেছে?'

আমার রেডিও ক্যারিয়ারের ওখানেই সমাপ্তি ঘটল।

পল অ্যাশের সঙ্গে দেশভ্রমণের সুযোগ আমার আর হয়নি, তবে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার কারণে মজার একটা ব্যাপার ঘটে গেল। অটো, নাটালি, রিচার্ড, সিমুর, হাওয়ার্ড, এডি এবং স্টিভ সবাই মিলে 'শেলডন' পদবিটি গ্রহণ করল। শুধু হ্যারি চাচা নামের শেষে 'শেচটেল' রেখে দিলেন।

মে মাসের প্রথমভাগে আমার চাচাতো ভাই সিমুর সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করল সে বিয়ে করবে।

সিমুরের বয়স মাত্র উনিশ। তবে আমার মনে হত ও বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিপক্ব।

সিমুরের বধূ সিডনি সিঙ্গারের সঙ্গে একদিন পরিচয় হলো। তখন আমরা ডেনভারে থাকি। সিডনি সুন্দরী তরুণী, হ্যারি চাচার ব্রোকারেজ অফিসে সেক্রেটারির

BanglaBook.org

কাজ করত। ওখানে তার সঙ্গে সিমুরের পরিচয়। মেয়েটি উষ্ণ, আন্তরিক, বুদ্ধিমতী এবং রসিক।

অনাড়ম্বরভাবে বিয়েটা হয়ে গেল। শুধু পারিবারিক সদস্যরা উপস্থিত থাকল বিয়েতে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে সিমুরকে অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, 'মেয়েটা খুব ভালো। ওকে ধরে রেখো।'

'অবশ্যই রাখব।'

কিন্তু ছয় মাস পরে ওদের ডিভোর্স হয়ে গেল।

'ঘটনা কী?' জিজ্ঞেস করলাম সিমুরকে।

'ও জেনে গিয়েছিল আমি পরকীয়ায় লিপ্ত।'

'তাই ডিভোর্স চেয়েছিল?'

'না। ও আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল।'

'তাহলে—?'

'ও অন্য আরেকটি মেয়ের সঙ্গে আমাকে ধরে ফেলে। তারপর আমাকে ডিভোর্স দেয়।'

'ওর সঙ্গে আর দেখা করোনি?'

'না। বলেছে ও জীবনেও আমার চেহারা আর দেখতে চায় না। হলিউডে গিয়েছিল। ওখানে MGM কোম্পানিতে ডরোথি অ্যাজনার নামে এক মহিলা পরিচালকের সেক্রেটারির কাজ পেয়েছে।'

রেডিওতে অতি স্বল্প সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা এ মাধ্যমের সম্ভাবনার বিষয়ে আমাকে উত্তেজিত করে তোলে। আমি যা চাইছি, রেডিওকে পেশা হিসেবে নিলে তা মিলতে পারে। অবসর সময়ে আমি WBBM-সহ শিকাগোর রেডিও স্টেশনগুলোতে ঢুঁ দিতে লাগলাম। ঘোষকের চাকরি খুঁজছি। কিন্তু কর্ম খালি নাই। সেই ভয়ংকর ফাঁদে আবার ফিরে আসতে হলো আমাকে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

এক রোববার বিকেলে, সবাই বাড়ির বাইরে, আমি আমাদের ছোট স্পিনেট পিয়ানো নিয়ে বসে গেলাম। বসে বসে গানের একটা সুর তৈরি করে ফেললাম। সুরটা মন্দ লাগল না। এবারে গানের কথাগুলো বসিয়ে দিলাম। গানের শিরোনাম 'My Silent Self'। গানটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এবারে কী? হয় এ গান আমি শুধু বাড়িতে বসে বাজাব নতুবা এটিকে নিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করতে পারি।

কিছু একটা করব সিদ্ধান্ত নিলাম।

১৯৩৬ সালের দিকে দেশের বেশিরভাগ হোটেলের বলরুমে অর্কেস্ট্রার দল থাকত। তাদের গান রেডিওতে প্রচার হত। বিসমার্ক হোটেলের অর্কেস্ট্রা লিডার ফিল লেভান্ট নামের সদাশয় এক তরুণ মিউজিশিয়ান। এর সঙ্গে আমার কোনোদিন কথা হয়নি, তবে সে যখনই আমাদের চেকরুমের সামনে দিয়ে বলরুমে যেত, আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নড করতাম।

BanglaBook.org

ঠিক করলাম আমার গানটি ওকেই দেখাব। সেদিন সন্ধ্যায় ফিল চেকরুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, আমি বললাম, 'মাফ করবেন, মি. লেভান্ট। আমি একটি গান লিখেছি, আপনি কি অনুগ্রহ করে একবার ওতে চোখ বুলাবেন?'

ফিল লেভান্টের চেহারায় যে ভাবটি ফুটে উঠল তাতে বোঝা যায় এ-ধরনের অনুরোধ শুনে সে অভ্যস্ত। তবে মানুষটা ছিল অতিশয় ভদ্র।

'অবশ্যই দেখব।' বলল সে।

আমি গানের একটি প্রতিলিপি তাকে দিলাম। সে ওতে একনজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চলে গেল। *ব্যস্, ঘটনার সমাপ্তি এখানেই,* ভাবলাম আমি।

ঘণ্টাখানেক বাদে ফিল লেভান্ট ফিরে এল চেকরুমে।

'তোমার গানটা...' বলল সে।

আমি নিশ্বাস চেপে রইলাম। 'জি, বলুন?'

'আমার পছন্দ হয়েছে। মৌলিক জিনিস। এটা হিট হওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে। আমি যদি গানটিতে সুর দিয়ে বাজাই, তোমার আপত্তি আছে?'

আপত্তি! 'না,' বললাম আমি। 'কোনোই আপত্তি নেই।'

ফিল আমার গান পছন্দ করেছে!

পরদিন সন্ধ্যায় আমি হ্যাট এবং কোট ঝোলাতে ব্যস্ত। শুনতে পেলাম প্রকাণ্ড হলরুমটিতে আমার গান 'My Silent Self' বাজানো হচ্ছে। দারুণ রোমাঞ্চ বোধ করলাম। ফিলের অর্কেস্ট্রাদলের গান সারাদেশে প্রচার করা হয়, সবাই আমার গান শুনবে ভাবতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল।

সেদিন কাজ শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেল। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি। গরম পানিতে গোসল করার জন্য বাথরুমে ঢুকলাম।

বাথটাবে শুয়ে আরাম করছি, বাবা এসে হাঁক ছাড়লেন। 'তোমার ফোন।'

এত রাতে! 'কে?'

'নাম বলেছে ফিল লেভান্ট।'

আমি লাফ মেরে নেমে পড়লাম বাথটাব থেকে, কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে দ্রুত গিয়ে ফোন ধরলাম।

'মি. লেভান্ট?'

'শেলডন, হার্মস মিউজিক কোম্পানি থেকে একজন পাবলিশার এসেছেন। ওরা নিউইয়র্কে, রেডিওতে তোমার গান শুনেছেন। গানটার অ্যালবাম ওরা প্রকাশ করতে চান।'

আমার হাত থেকে আরেকটু হলেই ফোনটা পড়ে যাচ্ছিল।

'তুমি এক্ষুনি একবার আসতে পারবে? উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'এক্ষুনি আসছি।' দ্রুত মুছে নিলাম গা, পরে নিলাম পোশাক। গানের একটা কপি নিয়ে নিলাম।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন অটো।

BanglaBook.org

ব্যাপার ব্যাখা করলাম। 'তোমার গাড়িটি নিতে পারি?'

'নিশ্চয়,' চাবি দিলেন আমাকে। 'সাবধানে যেয়ো।'

ঝটপট নেমে এলাম নিচে, চড়ে বসলাম গাড়িতে, চললাম আউটার ড্রাইভে, বিসমার্ক হোটেল অভিমুখে। মনের ভেতরে খুশির ঢেউ, আমার প্রথম গানের অ্যালবাম বের হতে যাচ্ছে সে উত্তেজনা। হঠাৎ সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল পেছন থেকে। দেখলাম একটা লাল আলো চমকাচ্ছে। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়েছি, এক পুলিশওয়ালা তার মোটরসাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে এল আমার কাছে।

'এত তাড়া কিসের?'

'আমি যে দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছিলাম বুঝতে পারিনি, অফিসার। আমি বিসমার্ক হোটেলে যাচ্ছি এক মিউজিক পাবলিশারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। একজন আমার একটা গানের অ্যালবাম করবে বলেছে। আর আমি—'

'ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখি?'

দেখালাম। লাইসেন্স পকেটে ফেলল সে। 'ঠিক আছে। আমার সঙ্গে এসো।'

আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। 'আপনার সঙ্গে কোথায় যাব? জরিমানা করতে চাইলে করুন। আমার খুব—'

'নতুন নিয়ম হয়েছে,' জানাল সে। 'এখন আর আমরা জরিমানা করি না। দোষী ব্যক্তিকে সোজা থানায় ধরে নিয়ে যাই।'

দমে গেলাম। 'অফিসার, আমাকে এ মিটিঙে হাজির থাকতেই হবে। আমাকে যদি শুধু জরিমানার টিকেট দিয়ে ছেড়ে দিতেন—'

'আমার সঙ্গে আসতে বললাম না?'

যেতেই হলো লোকটার সঙ্গে।

নিজের মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিল সে, চলল আমার আগে আগে। আমি চললাম তার পেছন পেছন। নতুন পাবলিশারের সঙ্গে দেখা করার বদলে এখন আমাকে যেতে হচ্ছে থানায়।

পরের রাস্তার মোড়ে এসেছি, ট্রাফিকের আলো হলুদ থেকে লাল হয়ে গেল। পুলিশঅলা আগেই চলে গেল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম সবুজ সংকেতের জন্য। আবার যখন শুরু করেছি যাত্রা, অফিসারকে আশপাশে কোথাও দেখা গেল না। আমি আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলাম যাতে লোকটা না ভাবে আমি তাকে কাটাতে চাইছি। যতই এগোচ্ছি সামনে, আশাবাদী হয়ে উঠলাম ক্রমশ। লোকটা সত্যি চলে গেছে। ভুলে গেছে আমার কথা। হয়তো অন্য কাউকে জেলে ঢোকানোর মতলব করেছে। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলাম, চললাম বিসমার্ক হোটেলে।

গ্যারেজে গাড়ি রেখে ছুটলাম চেকরুমে। ওখানে গিয়ে যা দেখলাম, নিজের চোখকেই বিশ্বাস হলো না। পুলিশ ওয়ালা ভেতরে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। রেগে আগুন।

BanglaBook.org

'ভেবেছিলে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে, না?'

হতভম্ব আমি। 'আমি আপনাকে ফাঁকি দিতে চাইনি। আমি আপনাকে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েছি, বলেছিলাম এখানে আসছি, এবং—'

'অল রাইট,' বলল সে। 'তুমি তো এখানে এসেই পড়েছ। এখন থানায় চলো।'

আমি মরিয়া হয়ে বললাম, 'আমার বাবাকে একটা ফোন করব।'

মাথা নাড়ল সে। 'যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে—'

'মাত্র এক মিনিট সময় নেব।'

'ঠিক আছে, যাও। তবে এক মিনিটের বেশি নয়, মনে রেখো।'

আমি বাড়িতে ফোন করলাম।

সাড়া দিলেন বাবা। 'হ্যালো।'

'অটো—'

'কাজ হলো?'

'আমাকে থানায় যেতে হচ্ছে,' পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম তাঁর কাছে।

অটো বললেন, 'অফিসারকে ফোনটা দাও।'

আমি পুলিশম্যানকে ফোন দিলাম। 'আমার বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

বিরক্ত ভঙ্গিতে রিসিভার নিল সে। 'ইয়েস...না, কথা শোনার সময় নেই আমার। আপনার ছেলেকে আমি থানায় নিয়ে যাচ্ছি...কী!...তাই নাকি!...দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। কী বলছেন বুঝতে পারছি...সত্যি বলতে কী, কাজটা আমার দরকার...আমার এক শ্যালক আছে ওর একটা চাকরি খুব দরকার...রিয়েলি? আচ্ছা, আমি লিখে নিচ্ছি।' সে একটি প্যাড এবং কলম নিয়ে লিখতে লাগল। 'দ্যাটস ভেরি নাইস অব য়ু, মি. শেলডন। আমি সকালে ওকে পাঠিয়ে দেব।' আমার দিকে এক ঝলক তাকাল। 'আপনার ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।'

আমি মুখ হাঁ করে এ কথোপকথন শুনছিলাম। রিসিভার নামিয়ে রাখল পুলিশম্যান। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'স্পিড বাড়ানোর দায়ে আবার যেন আমার কাছে ধরা খেয়ো না।'

চলে গেল সে।

হ্যাট চেক করার দায়িত্বে থাকে যে-মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ফিল লেভান্ট কোথায়?'

'অর্কেস্ট্রায় সুর তুলছেন,' বলল সে। 'তোমার জন্য এক লোক বসে আছেন ম্যানেজারের ঘরে।'

ম্যানেজারের অফিসে সুবেশী, পঞ্চাশোর্ধ্ব, পরিচ্ছন্ন এক ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখলাম।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি বললেন, 'সো, দিস ইজ দ্য বয় ওয়ান্ডার। আমার নাম ব্রেন্ট। আমি টিবি হার্মসের সঙ্গে আছি।'

টিবি হার্মস বিশ্বের অন্যতম সেরা মিউজিক পাবলিশার।

BanglaBook.org

'নিউইয়র্কে ওরা তোমার গান শুনেছে,' ভদ্রলোক বললেন আমাকে। 'ওরা গানটার অ্যালবাম বের করতে চায়।'

আমার হৃদয় গান গেয়ে উঠল।

একটু ইতস্তত করে যোগ করলেন তিনি। 'তবে একটা সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'তোমার গান ইন্ট্রোডিউস করার জন্য ফিল লেভান্টকে বিশেষ কেউ মনে করছে না ওরা। ওজন্য বিখ্যাত কাউকে চাইছে।'

চুপসে গেলাম আমি। বিখ্যাত কোনো সংগীত পরিচালককে আমি চিনি না।

'হোরেস হেইডট ড্রেক হোটেলে বাজাচ্ছেন,' জানালেন ব্রেন্ট। 'ওঁর কাছে গিয়ে তোমার গানটা দেখাতে পারো। হোরেস হেইডট দেশের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ডলিডার।'

'অবশ্যই যাব।'

ব্রেন্ট তাঁর কার্ড দিলেন আমাকে। 'ওকে বোলো আমাকে যেন ফোন করেন।'

'বলব।'

ঘড়ি দেখলাম। পোনে বারোটা বাজে। হোরেস হেইডট হয়তো এখনও বাজাচ্ছেন। আমি অটোর গাড়ি নিয়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে চালিয়ে চলে এলাম ড্রেক হোটেলে। চললাম বলরুমে। ওখানে হোরেস হেইডট অর্কেস্ট্রায় সুর তুলছেন।

আমি ওদিকে পা বাড়িয়েছি, মাতিওর ডি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার রিজার্ভেশন আছে?'

'না। মি. হেইডটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'ওখানে বসে অপেক্ষা করুন,' পেছনের দেয়ালের একটি খালি টেবিল দেখিয়ে দিল সে।

মিনিট পনেরো বসে রইলাম। হোরেস হেইডট ব্যান্ডস্টান্ড থেকে নেমে এসেছেন, আমি এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। 'মি. হেইডট, আমার নাম সিডনি শেলডন। একটা গান লিখে নিয়ে এসেছি আমি—'

'দুঃখিত,' বললেন তিনি। 'আমার সময় নেই—'

'কিন্তু হার্মস বলল—'

তিনি হাঁটা দিলেন।

'হার্মস গানটির অ্যালবাম বের করতে চাইছে,' পেছন থেকে বললাম। 'তবে এজন্য ওরা আপনার মতো কাউকে চাইছে।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন হোরেস, ফিরে এলেন আমার কাছে।

'দেখি তো গানটা।'

আমি তাঁকে গানের কপি দিলাম।

তিনি এমনভাবে ওটাতে চোখ বুলালেন যেন শুনতে পাচ্ছেন গানের সুর। 'গানটা ভালোই।'

BanglaBook.org

'আপনি সুর করবেন?' জানতে চাইলাম আমি।

মুখ তুলে চাইলেন তিনি। 'করব। তবে আমাকে ফিফটি পার্সেন্ট দিতে হবে।'

আমি তাঁকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতে রাজি আছি।

'বেশ!' আমি ব্রেন্টের কার্ডখানা হোরেসকে দিলাম।

'আমার এখন একটু কাজ আছে। কাল দেখা কোরো।'

পরের রাতে ড্রেক হোটেলে এসেছি, শুনলাম হোরেস হেইডট এবং তাঁর অর্কেস্ট্রা আমার গানটা বাজাচ্ছেন। ফিল লেভান্টের চেয়ে ভালো সুর। হোরেসের গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রইলাম। বাজানো শেষ হলে তিনি আমার টেবিলে চলে এলেন।

'মি. ব্রেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে?' জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁ। একটা চুক্তিতে যাচ্ছি আমরা।'

হাসলাম আমি। আমার প্রথম অ্যালবাম প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

পরদিন সন্ধ্যায় ব্রেন্ট আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন বিসমার্ক চেকরুমে।

'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না, সব ঠিক নেই।'

'কিন্তু—'

'হোরেস পাঁচ হাজার ডলার অ্যাডভান্স চাইছেন। নতুন কোনো গানের জন্য আমরা কখনও অত টাকা দিই না।'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কাজ শেষ করে ড্রেক হোটেলে চলে এলাম আবারও হোরেস হেইডটের সঙ্গে দেখা করতে।

'মি. হেইডট, আমার অ্যাডভান্সের কোনো প্রয়োজন নেই,' বললাম আমি। 'আমি শুধু চাই আমার প্রথম অ্যালবামটি প্রকাশিত হোক।'

'ওটা প্রকাশ হবে,' আমাকে আশ্বস্ত করলেন তিনি। 'ও নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি আগামী হপ্তায় নিউইয়র্কে যাচ্ছি। গানটা বহুবার রেডিওতে প্রচার হবে।'

হোরেস হেইডট রেডিওতে ব্রডকাস্ট ছাড়াও *'হোরেস হেইডট অ্যান্ড হিজ আলেমাইট ব্রিগেডিয়ারর্স'* নামে একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক শো'রও উপস্থাপক।

'মাই সাইলেন্ট সেফ' নিউইয়র্ক থেকে প্রচার করা হবে, সারা দেশ শুনতে পাবে আমার গান।

পরের কয়েক হপ্তা আমি হোরেসের ব্রডকাস্ট শুনলাম। তিনি ঠিকই বলেছিলেন 'মাই সাইলেন্ট সেফ' বেশ অনেকবার রেডিওতে প্রচার করা হলো তাঁর রাতের ব্রডকাস্ট এবং 'আলেমাইট' প্রোগ্রামে। তিনি আমার গানটি ব্যবহার করলেন তবে এটা কোনোদিন অ্যালবাম আকারে প্রকাশ করেননি।

তবে হতাশ হলাম না। আমি যদি একটি গান লিখেই একজন প্রধান মিউজিক পাবলিশারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি, তাহলে এরকম আরও এক ডজন গান লেখা আমার জন্য কোনো সমস্যা নয়। আমি গান লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

অবসরের পুরো সময়টা ব্যয় করছি পিয়ানোতে, সুর তৈরিতে। বারোটা গান রেডি হয়ে গেলেই নিউইয়র্কে গানগুলো ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব। তবে নিজেই সরাসরি নিউইয়র্কে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ সংসারে সাহায্যের জন্য চাকরি টিকিয়ে রাখতে হবে।

নাটালি আমার গান শুনে মহা-উত্তেজিত। বললেন, 'ডার্লিং, তোমার গানগুলো আর্ভিং বার্লিনের চেয়ে ভালো, অনেক বেশি ভালো। তুমি গানগুলো নিয়ে কবে নিউইয়র্কে যাচ্ছ?'

মাথা নাড়লাম। 'নাটালি, নিউইয়র্কে যেতে পারব না। এখানে তিনটে চাকরি করি আমি। যদি আমি—'

'তুমি যাবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ডাকযোগে গান পাঠালে ওই গান ওরা জীবনেও শুনবে না। তোমার নিজেকেই যেতে হবে।'

'খরচ কুলিয়ে উঠতে পারব না,' বললাম আমি। 'যদি—'

'ডার্লিং, এটা তোমার বড় একটা সুযোগ। এ সুযোগ হারালে চলবে না।'

সে রাতে পারিবারিক একটা বৈঠক হলো। অটো আমাকে নিউইয়র্কে যেতে দিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলেন। ওখানে যতদিন না গানগুলো বিক্রি করতে পারি, কোনো একটা চাকরি করব আমি।

পরের শনিবার যাত্রার দিন ধার্য হলো।

নাটালি নিউইয়র্কে যাওয়ার গ্রে হাউন্ড বাসের টিকেট কিনে দিলেন আমাকে।

রিচার্ড আর আমি সে রাতে পাশাপাশি শুয়ে আছি, ও বলল, 'তুমি কি আর্ভিং বার্লিনের মতো বড় গীতিকার হতে পারবে?'

সত্য কথাটিই বললাম ওকে, 'পারব।'

গান লিখে যে-পরিমাণ টাকা পাব, নাটালিকে আর কোনোদিন কাজ করতে হবে না।

BanglaBook.org

সাত

১৯৩৬ সালে নিউইয়র্কে যাওয়ার আগে আমি কোনোদিন বাস টার্মিনালে ঢুকিনি। গ্রে হাইন্ড বাসস্টেশন লোকের কোলাহলে পূর্ণ, সারাদেশ থেকে মানুষজন এখানে আসছে, যাচ্ছে। আমার বাসটি আকারে বিশাল, আরামদায়ক আসন এবং ওয়াশরুম রয়েছে। নিউইয়র্কে যেতে লাগবে সাড়ে চারদিন। লম্বা এ ভ্রমণ ক্লান্তিকর লাগত, তবে আমি নিজের চমৎকার ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে বিভোর ছিলাম বলে ক্লান্তিটুকু আমাকে স্পর্শ করেনি।

নিউইয়র্কের বাসস্টেশনে যখন ঢুকেছি ওই সময় আমার সম্বল মাত্র ত্রিশ ডলার— এ টাকা জোগাড় করতে নাটালি এবং অটোর অনেক কষ্ট হয়েছে।

YMCA তে ফোন করেছিলাম রুম রিজার্ভের জন্য। ঘরটি ছোট, অনাকর্ষণীয়। তবে হপ্তায় ভাড়া মাত্র চার ডলার। যত সস্তই হোক, ত্রিশ ডলার ফুরিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

YMCA'র ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললাম।

'আমার একটি চাকুরি দরকার,' বললাম তাকে। 'এবং সেটা এক্ষুনি। আপনার কি জানাশোনা কেউ আছে যে—'

'আমাদের ভাড়াটেদের জন্য একটি এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস রয়েছে,' জানাল সে।

'চমৎকার। এ মুহূর্তে কোনো কাজ পাওয়া যাবে কি?'

ডেস্কের পেছন থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে ওতে চক্ষু বুলাল সে। 'ফোর্টিনথ স্ট্রিটের RKO জেফারসন থিয়েটারে টিকেট-চেকারের একটা পদ খালি আছে। তুমি কি আগ্রহী?'

আগ্রহী? ওই সময়ে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো ফোর্টিনথ স্ট্রিটের RKO জেফারসনের টিকেট-চেকার হওয়া। 'আমি এ কাজটিই খুঁজছিলাম!' বললাম তাকে।

ম্যানেজার কাগজে কী যেন লিখে দিল আমাকে।

'সকালবেলায় প্রেক্ষাগৃহে এ কাগজটা নিয়ে যেয়ো।'

আমি নিউইয়র্কে এসে পৌঁছেছি একদিনও হয়নি, ইতিমধ্যে একটা কাজও পেয়ে গেছি। ফোন করে খবরটি জানিয়ে দিলাম নাটালি এবং অটোকে।

'শুভ সংকেত,' বললেন নাটালি। 'তুমি অনেক দূরে যাবে।'

আমি সেদিন বিকেল এবং সন্ধ্যা কাটিয়ে দিলাম নিউইয়র্ক-আবিষ্কারে। এ এক জাদুর শহর, দ্রুত বর্ধমান এ মহানগরীর কাছে শিকাগোকে পানসে এবং গুরুত্বহীন

BanglaBook.org

পাগল। এখানকার সবকিছু বড় বড়— ভবন, রাস্তা, সাইনবোর্ড, ট্রাফিক, জনতার ভিড়। এবং আমার স্বপ্ন।

ফোর্টিনথ স্ট্রিটের, RKO জেফারসন থিয়েটার একদা ছিল ভ্যারাইটি হাউস, পুরনো দোতলা বিল্ডিঙের সামনের দিকে ক্যাশিয়ারের বুথ। একটি RKO থিয়েটার চেইনের একটি অংশ। এখানে এক টিকেটে দুটি সিনেমা দেখানো হয়।

YMCA থেকে প্রেক্ষাগৃহের দূরত্ব উনচল্লিশ ব্লক। পুরো রাস্তাটা হেঁটে এলাম। প্রেক্ষাগৃহের ম্যানেজারের কাছে দিলাম চিরকুট। সে কাগজে চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করল, 'আগে কখনও টিকেট-চেকারের কাজ করেছ?'

'না, স্যার।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তাতে কিচ্ছু অসুবিধা নেই। হাঁটাহাঁটির অভ্যাস আছে?'

'আছে, স্যার।'

'ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাতে জানো?'

'জানি, স্যার।'

'তাহলে টিকেট-চেকারের কাজ তুমি করতে পারবে। তোমার সাপ্তাহিক বেতন ১৪.৪০ ডলার। সপ্তায় ছ'দিন কাজ করতে হবে। ডিউটি বেলা ৪-২০ থেকে মাঝরাত পর্যন্ত।'

'চমৎকার।' এর মানে হলো সারাটা সকাল আমি ফ্রি এবং বিকেলের কিয়দংশ সময় ব্রিল বিল্ডিঙে কাটানো যাবে। ব্রিল বিল্ডিং হলো সংগীত বাণিজ্যের সদর দপ্তর।

'স্টাফ চেঞ্জিংরুমে যাও। তোমার গায়ে কোনো ইউনিফর্ম ফিট করে কিনা দেখো।'

'জি, স্যার।'

আমি টিকেট-চেকারের উর্দি পরলাম। ম্যানেজার অপাঙ্গে আমাকে পরখ করে নিয়ে বলল, 'চলবে। ব্যালকনির দিকে খেয়াল রেখো।'

'ব্যালকনি!'

'নিজেই বুঝতে পারবে। কাল থেকে তোমার কাজ শুরু।'

'জি, স্যার।' *আর কাল থেকে গীতিকার হিসেবে আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করব।*

বিখ্যাত ব্রিল বিল্ডিং হলো সকল মিউজিক বাণিজ্যের ঠাকুর্দা। ফোর্টি নাইনথ স্ট্রিটের ১৬১৯ ব্রডওয়েতে এর অবস্থান, টিন প্যান এলি'র ঠিক মাঝখানে। ওখানে বিশ্বের খ্যাতিমান সফল মিউজিক পাবলিশারদের অফিস আছে।

আমি বিল্ডিঙের করিডর ধরে হাঁটছি, কানে ভেসে এল টুকরোটাকরা কথা 'আ ফাইন রোমান্স,' 'আই হ্যাভ গট ইউ আন্ডার মাই স্কিন,' 'পেনিজ ফ্রম হেভেন'...দরজায় লেখা নামগুলো আমার বুকে ধুকপুকুনি বাড়িয়ে দিল জেরোমি রেমিক, রবিন্স মিউজিক কর্পোরেশন, এম. উইটমার্ক অ্যান্ড সন্স, শাপিরো বার্নস্টাইন অ্যান্ড কোম্পানি, টিবি হার্মস— মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সকল জায়ান্ট।

BanglaBook.org

আমি টিবি হার্মস অফিসে ঢুকে ডেস্কের পেছনে বসা লোকটিকে বললাম, 'গুড মর্নিং, আমি সিডনি শেলচ— শেলডন।'

'তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি 'মাই সাইলেন্টসেফ' গানটির গীতিকার। আপনারা গানটির অ্যালবাম প্রকাশ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।'

লোকটার চেহারায় মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি ফুটল। 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা আগ্রহী ছিলাম।'

ছিলাম? 'এখন আগ্রহী নন?'

'ওটা অসংখ্যবার অনএয়ারে গেছে। হোরেস হেইডট গানটা বহুবার বাজিয়েছেন। তোমার কাছে নতুন কিছু আছে?'

মাথা দোলালাম, 'জি, আছে। আমি কাল সকালে কিছু নতুন গান নিয়ে আসব, মি...'

'টাস্কার।'

বিকেল চারটা কুড়ি মিনিটে টিকেট-চেকারের কাজ শুরু হয়ে গেল। উর্দি পরা আমি সিনেমা দেখতে আসা দর্শকদের যে যার আসনে বসিয়ে দিতে লাগলাম। ম্যানেজার ঠিকই বলেছে। এ কাজ যে-কেউ করতে পারবে। কাজের চাপ কমলে আমি প্রেক্ষাগৃহে বসে বসে ছবি দেখি।

প্রথম দিন এক টিকেটে দেখানো হলো মার্ক ব্রাদার্সের *'আ ডে অ্যাট দ্য রেসেস* এবং *'মি. ডিডস গোজ টু টাউন,'* পরের হপ্তায় আসবে জ্যানেট গেনর এবং ফ্রেডেরিক মার্চ অভিনীত *'আ স্টার ইজ বর্ন'* ও ওয়াল্টার হাসটনের *'ডডসওয়ার্থ।'*

মাঝরাতে কাজ শেষ হলে ফিরে গেলাম হোটেলে। ঘরটি আর ছোট এবং নিরানন্দ মনে হয় না। জানি একদিন এ-ঘর প্রাসাদে রূপান্তরিত হবে। কাল সকালে আমি আমার লেখা গানগুলো নিয়ে যাব টিবি হার্মসে। প্রশ্ন হলো ওরা প্রথমে কোন্ গানটির অ্যালবাম প্রকাশ করবে— 'দ্য গোস্ট অভ মাই লাইফ,' 'আই উইল ইফ আই ওয়ান্ট টু', 'আ হ্যান্ডফুল অভ স্টারস' নাকি 'হোয়েন লাভ হ্যাজ গন'...

সকাল সাড়ে আটটায় হাজির হয়ে গেলাম টিডি হার্মস পাবলিশিং কোম্পানির দোরগোড়ায়। তখনও অফিস খোলেনি। মি. টাস্কার হাজির হলেন সকাল নটায়।

আমার হাতের বড় খামটি চোখে পড়ল তাঁর। 'গান নিয়ে এসেছ দেখছি।'

মুচকি হাসলাম। 'জি, স্যার।'

অফিসে ঢুকলাম। খামটা তাঁর হাতে দিয়ে বসতে যাচ্ছি, বাধা দিলেন মি. টাস্কার। 'বসতে হবে না। সময় পেলে গানগুলো দেখব'খন। কাল সকালে একবার এসো।'

আমি পেশাদার গীতিকারের হাসি ফোটালাম মুখে। 'আচ্ছা।' আমার ভবিষ্যৎ শুরু করার জন্য আরও চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই কোনো।

চারটা কুড়ি মিনিটে RKO জেফারসনে শুরু করে দিলাম কাজ। ব্যালকনির দিকে লক্ষ রাখতে বলেছিল ম্যানেজার। ওখান থেকে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর এবং চাপা

BanglaBook.org

হাসির শব্দ আসছে। এক তরুণ এবং এক মহিলা ব্যালকনির একদম শেষ সারিতে বসেছে। আমি ওদিকে পা বাড়িয়েছি, মহিলার পাশ থেকে সরে বসল তরুণ, মহিলা দ্রুত হাঁটুর ওপর নামিয়ে আনল তার সংক্ষিপ্ত ড্রেস। আমি ঘুরে অন্যদিকে চলে গেলাম। জাহান্নামে যাক ম্যানেজার। ওরা মজা করছে করুক না।

পরদিন সকাল আটটা না বাজতেই হাজির হয়ে গেলাম হার্মস অফিসে, যদি মি. টাস্কার আগে এসে পড়েন!

তিনি এলেন সকাল ন'টায়।

'সুপ্রভাত, শেলডন।'

কণ্ঠ শুনে অনুমান করার চেষ্টা করলাম আমার গান তাঁর পছন্দ হয়েছে কিনা। 'সুপ্রভাত' কথাটা কি শুধু বলার জন্য বলা নাকি এর মধ্যে খানিকটা উত্তেজনা লুকিয়ে আছে?

আমরা অফিসে ঢুকলাম।

'আমার গানগুলোয় চোখ বুলানোর সময় কি পেয়েছেন, মি. টাস্কার?'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'হ্যাঁ। খুব ভালো গান।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার চেহারা। ওঁর পরের কথাগুলো শোনার জন্য উৎকীর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু উনি নিশ্চুপ।

'কোন্ গানটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে?' জানতে চাইলাম।

'এ মুহূর্তে যে গান আমাদের দরকার তোমার গানগুলো ঠিক সেরকম নয়।'

এমন হতাশাজনক কথা আমার জীবনেও শুনিনি।

'কিন্তু কিছু গান নিশ্চয়—' বলতে গেলাম আমি।

মি. টাস্কার ডেস্ক থেকে আমার খামখানা বের করে হাতে ধরিয়ে দিলেন। 'নতুন কোনো গান নিয়ে এসো, শুনব।'

সাক্ষাতের ওখানেই সমাপ্তি। *তবে এ শেষ নয়,* মনে মনে বললাম আমি। *এ মাত্র শুরু।*

সকালের বাকি সময়টা এবং বিকেলের কিয়দংশ ব্যয় করলাম ভবনের অন্যান্য পাবলিশারের অফিসে ঢুঁ মেরে।

'তোমার কোনো গানের অ্যাবলাম বের হয়েছে?'

'না স্যার, তবে আমি—'

'আমরা নতুন গীতিকারদের গান নিই না। কোনো অ্যালবাম প্রকাশ হওয়ার পরে এসো।'

আমার অ্যালবাম কোনো পাবলিশার প্রকাশ না করলে আমি গানের অ্যালবাম কোথায় পাব? থিয়েটারে কাজ করার সময়টুকু বাদ দিয়ে ওই হপ্তার বাকি সমস্তক্ষণ ব্যস্ত থাকলাম গান লিখে।

প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখতে খুব ভালোবাসতাম আমি। দারুণ দারুণ ছবি চালাত ওরা। আমি দেখলাম দ্য গ্রেট জিগফেল্ড, স্যান ফ্রান্সিককো, মাই ম্যান গড ফ্রে এবং

BanglaBook.org

শ্যাল উই ডান্স? এসব ছবি আমাকে অন্য জগতে নিয়ে যেত, গ্ল্যামার, উত্তেজনা, আভিজাত্য এবং প্রাচুর্যের অন্য এক ভুবন।

আমার টাকা ফুরিয়ে আসছিল দ্রুত। নাটালি কুড়ি ডলারের একটি চেক পাঠিয়েছিলেন। আমি ওটা ফেরত দিয়েছি। ওদেরই সংসার চলে না, এর মধ্যে আমাকে টাকা পাঠিয়ে যে ওঁরা আরও সমস্যার মধ্যে পড়বেন তা তো জানতামই।

আমার নতুন গান লেখা শেষ হলে ওগুলো নিয়ে একই পাবলিশারদের কাছে আবার গেলাম। ওরা ওগুলোতে চোখ বুলিয়ে সেই গা-জ্বলা জবাব দিলেন, 'কোনো অ্যালবাম প্রকাশ হওয়ার পরে এসো।'

আমাকে গ্রাস করল প্রবল হতাশা। সবকিছু অর্থহীন মনে হলো। সারাজীবন টিকেট-চেকার হয়ে জীবন কাটাতে চাই না আমি। আর আমার গানের ব্যাপারে কারও আগ্রহও নেই।

একদিন সকালে YMCA'র লবিতে বসে আছি, আমার বয়সী এক তরুণকে দেখলাম একটি কাউচে বসে ঝড়ের গতিতে লিখে চলেছে। একটা সুর গুনগুন করে গাইছে, বোধহয় কোনো গান লিখছে। আমি কৌতূহলী হয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'আপনি কি গীতিকার?' প্রশ্ন করলাম।

মুখ তুলে চাইল সে। 'জি।'

'আমিও। আমার নাম সিডনি শেলডন।'

হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'সিডনি রোজেনথাল।'

দীর্ঘ বন্ধুত্বের ওটাই ছিল শুরু। সারাটা সকাল দুজনে মিলে আড্ডা দিলাম যেন আমরা হরিহর আত্মা।

পরদিন কাজে গেছি, থিয়েটার ম্যানেজারের অফিসে আমার ডাক পড়ল। 'আমাদের একজন বার্কার (প্রেক্ষাগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে যে উচ্চস্বরে সিনেমার গুণকীর্তন করে) অসুস্থ। ও সুস্থ হয়ে না আসা পর্যন্ত ওর জায়গায় তুমি কাজ করবে। দিনের বেলায় তোমার কাজ। সিনেমাহলের সামনে গিয়ে হাঁক ছাড়বে, 'তাৎক্ষণিক বসার ব্যবস্থা। আসনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।' এ কাজে বেতন বেশি পাবে।'

খুশি হয়ে গেলাম— প্রমোশনের জন্য নয়, বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে। বাকি টাকাটা বাড়িতে পাঠাতে পারব।

'কত পাব?'

'হপ্তায় পনেরো—চল্লিশ' (পনেরো ডলার চল্লিশ সেন্ট— অনুবাদক)

বার্কারের ইউনিফর্ম গায়ে চড়িয়ে নিজেকে রাশান সেনাবাহিনীর সেনাপতি মনে হতে লাগল। বার্কারের চাকরি খারাপ নয় তবে 'তাৎক্ষণিক বসার ব্যবস্থা। আসনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না' একথাগুলো বারবার বলতে গিয়ে বিরক্তি ধরে গেল। আমি কথাগুলো একটু ঘুরিয়ে নাটকীয়ভাবে বলব ঠিক করলাম।

BanglaBook.org

উচ্চ নিনাদে শুরু করলাম, 'এক টিকেটে দুই আকর্ষণ *দ্য টেক্সাস রেঞ্জার্স* এবং *দ্য ম্যান হু লিভড টোয়াইস।* একজন মানুষ কীভাবে দুইভাবে বেঁচে থাকতে পারে, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন? আসুন, দেখুন। এমন এক বিকেল আপনারা উপভোগ করবেন যার কথা আপনারা ভুলতে পারবেন না। আসনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। সমস্ত টিকেট বিক্রি হয়ে যাবার আগেই জলদি চলে আসুন।'

আসল বার্কারের টিকিটিরও আর দেখা মিলল না। কাজেই এ চাকরিতে টিকে গেলাম আমি। আমাকে শুধু সকালে আর দুপুরে কাজ করতে হয়। তারপর যাই মিউজিক পাবলিশারদের কাছে যারা আমার গান শুনতে মোটেই আগ্রহী নয়। সিডনি রোজেনথালের সঙ্গে মিলে আমি কয়েকটি গান লিখে ফেলেছি। গানগুলো প্রশংসিত হলেও কেউ এগুলো নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি।

হপ্তা শেষে আমার পকেটে থাকল মাত্র দশ সেন্ট। এখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পাঁচ সেন্ট দিয়ে একটি হটডগ এবং বাকি পাঁচ সেন্ট দিয়ে কোকাকোলা কিনে উদর পূর্তি করে প্রেক্ষাগৃহ থেকে ব্রিল বিল্ডিং পর্যন্ত রাস্তাটা (পঁয়ত্রিশ ব্লক) হেঁটে পাড়ি দেব, নাকি হট ডগ আর কোক না-খেয়ে ওই পয়সা দিয়ে সাবওয়ে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরব। আমি কখনো না-খেয়ে ব্রিল বিল্ডিং-এ যেতে লাগলাম, আবার কোনো হপ্তার শেষ দিনটিতে কোক আর হটডগ খেয়ে পুরো রাস্তা হেঁটে গেলাম।

বার্কার হিসেবে কাজ নেয়ার কয়েকদিনের মধ্যে সিনেমাহলের দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

আমি প্রেক্ষাগৃহের সামনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাই, 'গ্রেটা গার্বো এবং চার্লস বোয়ার অভিনীত *কনকোয়েস্ট* ছবিটি আপনারা কিছুতেই মিস করতে চাইবেন না। আপনাদের জন্য আরও একটি দারুণ ছবি আছে—*নাথিং স্যাকরেড।* অভিনয়ে ক্যারল লোমবার্ড এবং ফ্রেডরিক মার্চ। এঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমিক-জুটি, আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবেন কীভাবে দারুণ প্রেমিক হওয়া যায়। আর টিকেটের মূল্য মাত্র পঁয়ত্রিশ সেন্ট। পঁয়ত্রিশ সেন্টে দুটি ভালোবাসার পাঠ। এ হলো শতাব্দীর সবচেয়ে কম মূল্যের টিকেট। আসুন, আসুন, জলদি আসুন। এখুনি টিকেট কিনুন!'

আমার হাঁকডাকে আকৃষ্ট হয়ে দর্শক আসতে লাগল।

পরের ছবিতে আরও মজা করে বললাম, 'আসুন দেখে যান শো-বিজনেসের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বৈত আকর্ষণ—রবার্ট মন্টগোমারি এবং রোজালিন্ড রাসেল অভিনিত *'নাইট মাস্ট ফল।'* গায়ে ওভারকোট রাখবেন নইলে শীতে কাঁপবেন। এর সঙ্গে আছে টারজানের নতুন ছবি।' বলে টারজানের অনুকরণে আমি 'আ আ' করে বিকট চিৎকার দিলাম। লোকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল কী ব্যাপার। তারা চলে এসে টিকেট কাটতে লাগল। ম্যানেজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিল।

পরের হপ্তার শেষদিনে এক আগন্তুক এল আমার কাছে।

'শিকাগোর সেই হারামজাদাটা কই?'

BanglaBook.org

তার গলার স্বর পছন্দ হলো না আমার। 'কেন?'

'RKO থিয়েটার চেইনের ম্যানেজার সব বার্কারকে হুকুম দিয়েছে আমাদের সবাইকে এখানে এসে দেখতে হবে বাস্টার্ডটা কীভাবে কাজ করছে।'

'ওই লোক এলে তাকে আপনার কথা বলবখন' বলে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, তারপর স্বাভাবিক গলায় বলতে লাগলাম, 'তাৎক্ষণিক বসার ব্যবস্থা। আসনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তাৎক্ষণিক বসার ব্যবস্থা। আসনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।'

বার্কারের কাজ করার সুবিধে হলো আমি মিউজিক পাবলিশারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় পেতাম, সন্ধ্যাবেলায় আমার কোনো কাজ থাকত না, হপ্তায় অন্তত তিনদিন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবি দেখার সুযোগ পেতাম। ব্যালকনির সস্তা সিটে বসে দেখতাম।

রুম সার্ভিস অ্যাবি'স আইরিশ রোজ, টোবাকো রোড, ইউ ক্যান্ট টেক ইট উইথ ইউ... বৈচিত্রময় ছবির সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না।

আমার নতুন বন্ধু সিডনি রোজেনথাল চাকরি পেয়েছে, একদিন বলল, 'চলো, অন্য কোথাও গিয়ে থাকি। এখানে আর ভালো লাগছে না।'

'তথাস্তু।'

এক হপ্তা পরে YMCA ছেড়ে দিয়ে আমরা বত্রিশ নম্বর রোডে, গ্রান্ড ইউনিয়ন হোটেলে উঠলাম। দুটো বেডরুম ও একটি লিভিংরুম পেয়ে গেলাম। YMCA-এর ক্ষুদ্র কক্ষের পরে এ জায়গাটিকে প্রাসাদ মনে হলো।

নাটালি এক চিঠিতে বললেন, লং আইল্যান্ডের গ্লেন কোভ ক্যাসিনোতে আমাদের দূর-সম্পর্কের এক কাজিন আছেন, চেকরুম কনসেশনের ব্যবসা আছে। তাকে একটা ফোন করতে বললেন তিনি। কাজিনের নাম ক্লিফোর্ড উলফ। আমি তাঁকে ফোন করলাম। তিনি খুব আন্তরিক গলায় বললেন, 'শুনলাম তুমি নিউইয়র্কের কোথায় যেন থাকো। কী করছ?'

বললাম তাঁকে।

'চেকরুমে কাজ করবে? হপ্তায় তিন রাত?'

'করব,' বললাম আমি। 'তবে আমার সঙ্গে এক বন্ধু থাকে—'

'ওকেও কাজ দেয়া যাবে।'

গ্লেন কোভ ক্যাসিনোতে গেলাম সিডনি রোজেনথালকে নিয়ে। সেখানে হপ্তায় তিন রাত কাজ করতে লাগলাম। পারিশ্রমিক তিন ডলার। কাজ শুধু খদ্দেরের হ্যাট এবং কোটের ওপর নজর রাখা। বুফে টেবিল থেকে সুযোগ পেলেই খাবার মেরে দিয়ে খেয়ে নিতাম।

ক্যাসিনোর এক গাড়ি আমাদেরকে দেড়ঘণ্টা দূরত্বের গন্তব্যে নিয়ে যেত। সন্ধ্যার পরে, কাজ শেষে আবার ফিরিয়ে দিয়ে যেত হোটেলে। অতিরিক্ত কোনো টাকা হাতে পেলেই ওটা আমি নাটালিকে পাঠিয়ে দিই।

BanglaBook.org

একদিন সন্ধ্যায় চেকরুমে ঢুকছি, ক্লিফোর্ড উলফকে দেখলাম আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। 'তোমার এ সুটটা... এটা জীর্ণ এবং ছেঁড়া।'

'জি!'

'এরচেয়ে ভালো কোনো সুট নেই তোমার?'

মাথা নাড়লাম আমি, বিব্রত। আমার জামাকাপড়ের সংখ্যা এতই কম, একটা ব্রিফকেসে দিব্যি এঁটে যায়। 'জি, না, নেই।'

'আচ্ছা দেখছি কী করা যায়,' বললেন তিনি।

পরের রাতে, গ্লেন কোভে এসেছি, ক্লিফোর্ড আমার হাতে নীল সার্জের একটি সুট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার দর্জির কাছে যাও। সে তোমার মাপে সুট বানিয়ে দেবে।

তারপর থেকে আমি গ্লেন কোভে যেতে লাগলাম ক্লিফোর্ড উলফের সুট পরে।

দুবার আমার পিঠের চাকতি নড়ে গেল। দুবারই তিনদিন করে শয্যাশায়ী থাকতে হলো। সুস্থ হওয়ার পরে একদিন ব্রিল বিল্ডিঙে যথারীতি ঢুঁ মারতে গেছি, বেঁটেখাটো, পরিচ্ছন্ন পোশাকের এক লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মুখে বন্ধুত্বের হাসি। রেমিক অফিসে লোকটির সঙ্গে দেখা। রেমিকের ম্যানেজার আমার লেখা গান শুনছিল।

মাথা নাড়ল সে। 'নাহ্, এ গানে আমাদের চলবে না—'

'এটা খুব বড় হিট করবে,' তাকে অনুনয়ের সুরে বললাম আমি।

ম্যানেজার শুধু কাঁধ ঝাঁকাল, কোনো মন্তব্য করল না।

বন্ধুত্বের হাসি মুখে ধরে রাখা আগন্তুক আমাকে লক্ষ করছিল। বলল, 'দেখি তো গানটা।'

আমি গানের কাগজটা তাকে দিলাম। সে ওকে চোখ বুলাল।

'গানের কথাগুলো চমৎকার।' বলল সে, 'কী নাম তোমার?'

'সিডনি শেলডন।'

হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি ম্যাক্স রিচ।'

এ লোকের নামের সঙ্গে পরিচিত আমি। এর দুটো জনপ্রিয় গান এ মুহূর্তে রেডিওতে প্রচার করা হচ্ছে। একটি হলো 'স্মাইল, ডার্ন ইয়া, স্মাইল!' অপরটি 'দ্য গার্ল ইন দ্য লিটল হ্যাট।'

'তোমার কোনো গানের অ্যালবাম বের হয়েছে, সিডনি?'

সেই গতানুগতিক প্রশ্ন। আমি হতাশ বোধ করলাম, 'না।'

হাসল সে। 'আমার সঙ্গে কাজ করবে?'

আমি হতবাক। এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই তো এতদিন ছিলাম।

'অ—অবশ্যই,' গলা দিয়ে রা বেরুতে চাইছে না।

'এখানে, দোতলায় আমার একটি অফিস আছে। কাল সকাল দশটায় ওখানে চলে এসো। আমরা কাজে নেমে পড়ব।'

BanglaBook.org

'আসব।'

'তোমার লেখা সবগুলো গান সঙ্গে নিয়ে এসো।'

ঢোক গিললাম আমি। 'নিয়ে আসব, মি. রিচ।'

সিডনি রোজেনথালকে ঘটনা বলার পরে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। 'অভিনন্দন! ম্যাক্স রিচ যে-কোনো কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে।'

'তোমার কিছু গানও ওঁকে দেখাতে চাই,' বললাম আমি। 'এবং—'

'আগে তোমারটা দিয়ে শুরু করো।'

'আচ্ছা।'

সে রাতে আমি আর সিডনি রোজেনথাল ডিনারে দামি দামি খাবার খেলাম। যদিও উত্তেজনার চোটে আমার গলা দিয়ে কিছু নামছিল না। এতদিন যে জিনিসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম এবারে তা সত্যি হতে চলেছে। *ম্যাক্স রিচ এবং সিডনি শেলডনের গান।* নামদুটো একত্রে শুনতেও ভালো লাগে।

আমার মনে হচ্ছিল ম্যাক্স রিচের সঙ্গে আমার জমবে ভালো। আমি নিশ্চিত আমার গান তাঁর ভালো লাগবে।

নাটালি এবং অটোকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, *আগে তো শুরু হোক, তারপরে খবর দেয়া যাবে* ভেবে সংবরণ করলাম নিজেকে।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে নানান চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল মাথায়।

যে-কাউকে দিয়ে গান লেখানোর অবকাশ যখন রয়েছে ম্যাক্স রিচের, তখন আমার সঙ্গে মিলে তিনি গান লিখতে যাবেন কেন? আমি তো কেউ না। উনি আসলে দয়ালু মানুষ। তিনি ভেবেছেন আমার অনেক প্রতিভা। কিন্তু শীঘ্রি তাঁকে হতাশ হতে হবে। তাঁর সঙ্গে কাজ করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। ব্রিল বিল্ডিঙের সমস্ত পাবলিশার আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা পেশাদার। ওরা ট্যালেন্ট চেনে। আর আমার কোনো ট্যালেন্ট নেই। ম্যাক্স রিচের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বরং বোকা বনতে হবে।

পরদিন সকাল দশটায়, ম্যাক্স রিচ যখন ব্রিল বিল্ডিঙে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, ওই সময় আমি গ্রে হাউন্ড বাসে চেপে বসেছি, চলেছি শিকাগোয়।

BanglaBook.org

আট

১৯৩৭ সালের মার্চে শিকাগো ফিরে এলাম আমি ব্যর্থ একজন মানুষের বেশে। গীতিকার হওয়ার স্বপ্ন ভেস্তে গেছে, তবে আমাকে প্রচুর সহানুভূতি জানালেন অটো, নাটালি এবং রিচার্ড।

'ওরা জানে না ওরা কী হারাল,' বললেন নাটালি। 'ভালো গান শোনার কানই নেই ওদের।'

বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। আমি বেজার-মুখে ফিরে গেলাম বিসমার্কের চেকরুমের কাজে। রজার্স পার্কের উত্তর দিকের একটি রেস্টুরেন্টে দিনের বেলা গাড়ি পার্কিং-এর একটা কাজ জুটিয়ে নিলাম। কারণে অকারণে আমার মন খারাপ হয়, ভালো হয়। মন নিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতাও আমার ছিল না। অকারণেই আমার মন উল্লসিত হয়ে ওঠে আবার সবকিছু যখন ঠিকঠাক চলছে, বিষাদে ছেয়ে যায় অন্তর।

একদিন সন্ধ্যায় চার্লি ফাইন এবং তাঁর স্ত্রী ভেরা এলেন আমাদের বাড়িতে ডিনার খেতে। ব্যয়সাশ্রয়ের কারণে চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে আনা সস্তা খাবার দিয়ে পরিবেশন করা হলো ডিনার। তবে ফাইন-দম্পতি বিষয়টি দেখেও না-দেখার ভান করলেন।

খাওয়াদাওয়া শেষে ভেরা বললেন, 'আমি আগামী হপ্তায় ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামেন্টোতে যাচ্ছি।'

ক্যালিফোর্নিয়া। হলিউড। হঠাৎ যেন একটা দরজা খুলে গেল আমার সামনে। RKO জেফারসন প্রেক্ষাগৃহের জাদুর মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। *আফটার দ্য থিন ম্যান*-এ জন ওয়েনের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া পাড়ি দিয়েছি ওয়াগনে চেপে, *নাইট মাস্ট ফল*-এ অসহায়ের মতো দেখেছি রবার্ট মন্টেগোমারি কীভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছেন রোসালিন্ড রাসেলকে, *টার্জান এস্কেপস*-এ টারজানের সঙ্গে গাছের ঝুড়িতে ঝুলে ঘুরে বেরিয়েছি জঙ্গলে, ক্যারি গ্রান্ট, ক্লার্ক গেবল এবং জুডি সি'র সঙ্গে করেছি ডিনার এবং...বুক ভরে দম নিলাম, বললাম, 'আমি আপনাকে ওখানে গাড়িতে নিয়ে যাব।'

সবাই আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল।

'শুনে খুব খুশি হয়েছি, সিডনি,' বললেন ভেরা ফাইন, 'তবে আমি চাই না আমার জন্য তুমি—'

BanglaBook.org

'আমার কোনো কষ্ট হবে না,' হাসি-হাসি মুখ করে বললাম। নাটালি এবং অটোর দিকে ফিরলাম। 'আমি ভেরাকে ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছে দিতে চাই।'

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল ঘরে।

ফাইন-দম্পতি চলে যাওয়ার পরে প্রসঙ্গটি আবার উপস্থাপন করা হলো। 'তোমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে না,' বললেন অটো। 'মাত্র তো ফিরলে।'

'কিন্তু হলিউডে যদি একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারি—'

'না। এখানেই তোমার জন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দেব আমরা।'

এখানে কী কাজ করতে হবে জানি তো। চেকরুম, ড্রাগ স্টোর আর গাড়ি পার্কিং। এসব কাজ যথেষ্ট হয়েছে। আর করতে চাই না।

খানিক নীরবতার পরে নাটালি বললেন, 'অটো, সিডনি যদি হলিউডে যেতে চায়, যেতে দাও। তবে একটা শর্ত আছে,' আমার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি যদি তিন হপ্তার মধ্যে কোনো কাজ না-জোটাতে পারো ফিরে আসবে বাড়িতে।'

'শর্তে আমি রাজি,' খুশি-খুশি গলায় বললাম।

আমি নিশ্চিত হলিউডে কোনো-না-কোনো কাজ অবশ্যই জুটিয়ে নিতে পারব। বিষয়টি নিয়ে যতবার ভাবছি, আরও আশান্বিত হয়ে উঠছি।

অবশেষে বড় ধরনের একটা ব্রেক পেতে যাচ্ছি আমি।

পাঁচদিন পরে জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে রেডি হয়ে নিলাম। ভেরা এবং তার মেয়ে কারমেলকে সাক্রামেন্টো পৌঁছে দেব।

রিচার্ডের প্রচণ্ড মন খারাপ। 'আবার যাচ্ছ কেন তুমি? মাত্র তো ফিরলে।'

আমি কী করে ওকে বোঝাই ওখানে আমার জন্য অসাধারণ সবকিছু অপেক্ষা করছে।

'প্রয়োজন আছে বলেই যাচ্ছি রে,' বললাম আমি। 'চিন্তা করিস না। আমি তোকেও নিয়ে যাব।'

রিচার্ডের চোখে প্রায় জল এসে গেছে। 'কথা দিচ্ছ?'

ওকে জড়িয়ে ধরলাম। 'কথা দিলাম। তোকে খুব মিস করব, ভাইয়া।'

সাক্রামেন্টো পৌঁছাতে পাঁচ দিন লাগল। ওখানে পৌঁছে ভেরা এবং কারমেলকে বিদায় জানালাম, রাতটা কাটালাম সস্তা এক হোটেলে। পরদিন সকালে বাসে চেপে চলে এলাম সানফ্রান্সিসকো, পরদিন বাস বদল করে লস এঞ্জেলেস।

লস এঞ্জেলেসে এসেছি একটি সুটকেস আর পকেটে পঞ্চাশ ডলার সম্বল করে। বাসস্টেশন থেকে 'লস এঞ্জেলেস টাইমস'-এর একটি কপি কিনলাম। 'ঘর ভাড়া দেয়া হইবে' টাইপের বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাতে লাগলাম।

একটি বোর্ডিং হাউজের বিজ্ঞাপনে আমার চোখ আটকে গেল। সাপ্তাহিক ঘরভাড়া সাড়ে চার ডলার, সঙ্গে সকালের নাশতা ফ্রি। ওটা হলিউডের বিখ্যাত সানসেট বুলেভার্ড থেকে কয়েক ব্লক দূরে।

১৯২৮, কারমেন স্ট্রিটে বোর্ডিং হাউজটি। প্রাচীন আদলের তৈরি চমৎকার বাড়িটি রেসিডেন্সিয়াল এলাকায়, নির্জন রাস্তায়।

BanglaBook.org

ডোরবেল বাজাতে দরজা খুলে দিলেন চল্লিশ/বিয়াল্লিশ বছরের ছোটখাটো গড়নের এক হাস্যময়ী নারী।

'হ্যালো, ক্যান আই হেল্প ইউ?'

'জি, আমার নাম সিডনি শেলডন। আমি কয়েকটা দিন থাকার জন্য একটি ঘর খুঁজছি।'

'আমি গ্রেস সিডেল। ভেতরে এসো।'

সুটকেস নিয়ে হলরুমে ঢুকলাম। দেখেই বোঝা যায় এক সময় এখানে কোনো পরিবার বাস করত, পরে এটাকে বোর্ডিং হাউজে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। বড়সড় একটি লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, ব্রেকফাস্ট রুম এবং কিচেন। রয়েছে বারোটি শয়নকক্ষ, বেশিরভাগ ভাড়া হয়ে গেছে, আর চারটে এজমালি বাথরুম। সবাই ব্যবহার করে।

আমি বললাম, 'বিজ্ঞাপনে দেখলাম আপনার সাপ্তাহিক ঘরভাড়া সাড়ে চার ডলার, সেই সঙ্গে সকালের নাশতা ফ্রি।'

আমার অসংখ্য ভাঁজ খাওয়া সুট আর জীর্ণ শার্টে চোখ বুলিয়ে গ্রেস সিডেল বললেন, 'অবশ্য তুমি জোর করলে ভাড়াটা তোমার জন্য চার ডলার করে দিতে পারি।'

ইচ্ছে করল বলি, 'আমি সাড়ে চার ডলারই দেব,' কিন্তু আমার সামান্য অর্থ দিয়ে বেশিদিন চলতে পারব না। তাই আমার অহংকার গিলে নিয়ে বললাম, 'আমি জোর করছি।'

ভদ্রমহিলা উষ্ণ হাসি উপহার দিলেন আমাকে। 'বেশ। চলো, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।'

ঘর ছোট তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো। দেখে খুব খুশি হলাম।

ফিরলাম গ্রেসের দিকে, 'ঘর খুব পছন্দ হয়েছে আমার।'

'গুড। তোমাকে সদর দরজার একটি চাবি দেব। এখানে কিন্তু কোনো মেয়ে নিয়ে আসা যাবে না।'

'নো প্রবলেম,' বললাম আমি।

'চলো, অন্যান্য ভাড়াটেদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই।'

লিভিংরুমে নিয়ে গেলেন উনি আমাকে। এখানে বোর্ডিং হাউজের বেশ কয়েকজন বোর্ডারকে দেখলাম। পরিচয় হলো চারজন লেখক, একজন প্রপম্যান, তিনজন অভিনেতা, একজন পরিচালক এবং একজন গায়কের সঙ্গে। পরে জেনেছি এরা সকলেই বেকার, কাজ খুঁজছে, এমন স্বপ্নের হরিণের পেছনে ছুটছে যা কখনও ধরা দেবে না।

গ্রেসির বারো বছরের একটি ছেলে আছে, বিলি। খুব ভদ্র ছেলে। সে বড় হয়ে ফায়ারম্যান হবে। বোর্ডিং হাউজে একমাত্র ওর স্বপ্নটাই পূরণ হওয়া সম্ভব।

BanglaBook.org

নাটালি এবং অটোকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম সহি-সালামতে এসে পৌঁছেছি।

'মনে থাকে যেন,' বললেন অটো,' তিন হপ্তার মধ্যে চাকরির ব্যবস্থা করতে না পারলে ফিরে আসছ তুমি।'

সে রাতে গ্রেসির বর্ডাররা বৃহদায়তন লিভিংরুমে ভিড় জমিয়ে যে-যার সংগ্রামের গল্প বলতে লাগল।

'এ এক কঠিন জায়গা, শেলডন। প্রতিটি স্টুডিওর একটি গেট আছে আর সে গেটের ভেতরে প্রযোজকরা প্রতিভাবানদের সন্ধানে হাপিত্যেশ করে মরছে। তারা চিৎকার করে বলে তাদের অভিনেতা, পরিচালক এবং লেখক চাই। কিন্তু তুমি যদি গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, ওরা তোমাকে ভেতরেও ঢুকতে দেবে না। বহিরাগতদের জন্য ওদের গেট বন্ধ।'

হয়তো বা, ভাবলাম আমি, *তবু প্রতিদিনই কেউ-না-কেউ ওই গেটের ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে নেয়।*

আমি জানলাম হলিউড বলে আসলে কিছু নেই। কলম্বিয়া পিকচার্স, প্যারামাউন্ট এবং RKO-র অবস্থান হলিউডে হলেও মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র এবং সেলজনিক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও কালভার সিটিতে। ইউনিভার্সাল স্টুডিও ইউনিভার্সালে, ডিজনি স্টুডিও সিলভার লেকে, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স সেঞ্চুরি সিটিতে এবং রিপাবলিক স্টুডিও স্টুডিও সিটিতে।

গ্রেস 'ভ্যারাইটি' পত্রিকার গ্রাহক। এটিতে শো-বিজনেসের সমস্ত খবরাখবর থাকে। লিভিংরুমে রাখা হয় পত্রিকাখানা, আমাদের সবার কাছে এটি বাইবেল বিশেষ। আমরা এ পত্রিকায় চাকরি খুঁজি, কোথায় কোন্ ছবি তৈরি হচ্ছে সে-খবর পেয়ে যাই। আমি পত্রিকাটি হাতে নিয়ে তারিখ দেখলাম। চাকরি পাবার জন্য আমার কাছে আর একুশ দিন সময় আছে এবং সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। যেভাবেই হোক স্টুডিওর গেট দিয়ে আমাকে ভেতরে ঢুকতেই হবে।

পরদিন সকালে আমরা নাশতা করছি, বেজে উঠল ফোন। ফোনে জবাব দেয়া প্রায় অলিম্পিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় জেতার মতো। সবাই ছুট দেয় ফোন ধরতে কারণ ওই ফোনকল আমাদের কারও চাকরির নিশ্চয়তা দেবে।

যে অভিনেতাটি ফোন ধরেছে সে ও-প্রান্তের কথা গ্রেসের দিকে ফিরল, 'আপনার ফোন।'

সবাই হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। প্রতিটি ভাড়াটে আশা করেছিল তার জন্য বুঝি কোনো কাজের বার্তা নিয়ে এসেছে ফোনকলটা। এ ফোন তাদের ভবিষ্যতের জন্য লাইফ লাইন।

আমি লস এঞ্জেলেসের একটি ট্যুরিস্ট গাইড কিনলাম। গ্রেসির বোর্ডিং হাউজ থেকে কলম্বিয়া পিকচার্স সবচেয়ে কাছে বলে ঠিক করলাম ওখান থেকেই শুরু করব আমার অভিযান। স্টুডিওটি গোয়ার স্ট্রিটে, সানসেটের ঠিক পরেই। কলম্বিয়ার সামনে কোনো গেটফেট নেই।

BanglaBook.org

আমি ফ্রন্ট ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। বয়সী এক গার্ড বসে আছে ডেস্কের পেছনে, কী যেন লিখছে। আমাকে দেখে মুখ তুলে চাইল।

'কী চাই?'

'আমার নাম সিডনি শেলডন,' কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয় ফুটিয়ে বললাম। 'আমি লেখালেখি করতে চাই। আমাকে কী করতে হবে?'

আমাকে এক মুহূর্ত পরখ করল লোকটা। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না, তবে—'

'তাহলে কারও সঙ্গে দেখা করা যাবে না।'

'কিন্তু কারও সঙ্গে আমি—'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করা যাবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে। মনোযোগ দিল নিজের কাজে।

পরবর্তী দুই হপ্তা আমি সবগুলো স্টুডিওতে ঢুঁ মারলাম। নিউইয়র্কের মতো লস এঞ্জেলেসও বিশাল শহর। এ শহর হাঁটাহাঁটির জন্য নয়।

সান্তা মোনিকা বুলভার্ডের মাঝখান দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে যায় গাড়ি আর বাসগুলো মেইন স্ট্রিট দিয়ে চলাচল করে। অল্পদিনের মধ্যে আমি বাসরুটের শিডিউলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলাম।

স্টুডিওগুলোর চেহারা ভিন্ন, তবে সব জায়গার গার্ড একইরকম। আমার তো মনে হতে লাগল এরা বুঝি সবাই একই লোক, একেক জায়গায় ডিউটি করতে এসেছে।

আমি লেখালিখি করতে চাই।

কার সঙ্গে দেখা করতে হবে?

অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

না।

তাহলে কারও সঙ্গে দেখা করা যাবে না।

হলিউড যেন এক ক্যাবারে, আর আমি ক্ষুধার্ত। কিন্তু বাইরে থেকে সব দেখতে হচ্ছে কারণ সবগুলো দরজা বন্ধ।

আমার টাকাপয়সা ফুরিয়ে আসছে দ্রুত, তারচেয়েও আশঙ্কার কথা হলো আরও বেশি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়।

আমি যখন স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করি না, ঘরে থাকি এবং আমার পুরনো পোর্টাবল টাইপরাইটারে গল্প লিখি।

একদিন গ্রেসি মাথায় বাজ ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমি দুঃখিত, আজ থেকে আর সকালে নাশতা দেয়া হবে না।'

কারণটা কেউ জানতে চাইল না। আমাদের বেশিরভাগের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। গ্রেসি আমাদেরকে আর টানতে পারছিলেন না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল পেটে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে। নাশতা করার পয়সা নেই। গল্প লেখার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। খিদেয় দাউ দাউ

BanglaBook.org

জ্বলছে পেট। শেষে আর সহ্য হলো না। টাইপরাইটার ঠেলে, সরিয়ে রেখে গেলাম কিচেনে। গ্রেসি ওখানে দাঁড়িয়ে উনুন পরিষ্কার করছেন।

আমাকে দেখে ঘুরলেন, 'কী ব্যাপার, সিডনি?'

আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'গ্রেসি, আ—আমি জানি সকালে নাশতা দেয়ার নিয়মটা উঠে গেছে, তবে যদি—যদি সামান্য কিছু একটা খেতে পেতাম...খুব খিদে পেয়েছে...আশা করি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই—'

গ্রেসি কাটাকাটা গলায় বললেন, 'তোমার ঘরে যাও।'

প্রত্যাখ্যাত হয়ে খানখান হয়ে গেল বুক। ফিরে এলাম নিজের ঘরে, বসলাম টাইপরাইটারের সামনে। ভীষণ লজ্জা লাগছিল, কারণ নাশতা চাইতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুজনেই বিব্রত হয়েছি। গল্প লেখার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। খিদেয় আঁধার দেখছি চোখে।

মিনিট পনেরো পরে নক্ হলো দরজায়। উঠে গিয়ে খুলে দিলাম দরজা। গ্রেসি। হাতে একটা ট্রে। ট্রেতে সাজানো বড় এক গ্লাস কমলার রস, ধোঁয়া ওঠা কফির পট, এক প্লেট বেকন এবং টোস্টের সঙ্গে ডিম।

'গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও,' বললেন তিনি।

অমন চমৎকার নাশতা জীবনেও খাইনি। এ নাশতার কথা কোনোদিন ভুলবও না।

স্টুডিওতে অনর্থক ঘোরাঘুরি শেষে এক বিকেলে বোর্ডিং হাউজে ফিরেছি, দেখলাম অটোর চিঠি এসেছে। খামের ভেতরে শিকাগো যাওয়ার বাস-টিকেট। চিঠিটি পড়ে দারুণ মুষড়ে গেলাম। ওতে লেখা *আগামী হপ্তায় তোমাকে বাড়িতে দেখতে চাই। ভালোবাসাসহ, বাবা।*

আমার হাতে আছে মাত্র চারদিন এবং কোথাও যাওয়ার জায়গাও নেই। দেবতারা নিশ্চয় আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় লিভিংরুমে বসে ভাড়াটেদের সঙ্গে আড্ডা মারছি, একজন বলল, 'আমার বোন MGM-এ রিডারের কাজ পেয়েছে।'

'রিডার? সে আবার কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'সব স্টুডিওতেই রিডার থাকে,' ব্যাখ্যা দিল সে। 'তারা প্রযোজকদের জন্য গল্পের সারাংশ লিখে দেয়। এতে ফালতু জিনিস পুরোটা পড়ার হাত থেকে বেঁচে যান প্রযোজক। সারাংশ পছন্দ হলে তিনি পুরো বই কিংবা চিত্রনাট্য পড়ে দেখেন। কিছু স্টুডিওতে বেতনভুক্ত রিডার রাখা হয়। কেউ আবার বাইরে থেকে রিডার ভাড়া করে আনে।'

আমার মস্তিষ্ক ঝড়ের বেগে চলছিল। স্টেইনবেকের মাস্টার পিস *অভ মাইস অ্যান্ড মেন* মাত্র পড়া শেষ করেছি আমি এবং—

ত্রিশ মিনিট পরে আমি বইটি আরেকবার উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে উপন্যাসের সারাংশ টাইপ শুরু করে দিলাম।

পরদিন দুপুর নাগাদ ধার-করে-আনা মিমোগ্রাম মেশিনে লেখাটির বেশ কয়েকটি প্রতিলিপি তৈরি করে ফেললাম যাতে অন্তত আধডজন স্টুডিওতে এগুলো পাঠানো

BanglaBook.org

গাগ। হিসাব করে দেখলাম সবগুলো কপি ডেলিভারি করতে দুইদিন সময় লাগবে। ৭ৃতীয় দিন নাগাদ একটা ফল আশা করি পেয়ে যাব।

তৃতীয়দিনে একটিমাত্র চিঠি আমি পেলাম। লিখেছে আমার ভাই রিচার্ড। জানতে চেয়েছে কবে আমি ওকে হলিউডে আসতে বলব। চতুর্থ দিনে নাটালির কাছ থেকে চিঠি এল।

পরের দিন বৃহস্পতিবার। আমার বাসের টিকেট কাটা আছে রোববারের। আরেকটি স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটল। গ্রেসিকে বললাম রোববার সকালে আমি চলে যাচ্ছি। আমার দিকে করুণ চোখে তাকালেন তিনি। 'তোমার জন্য কী কিছু করতে পারি?'

আমি গ্রেসিকে আলিঙ্গন করলাম। 'আপনি আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন। তবে আমি যা আশা করেছিলাম, ভাগ্য সেভাবে আমাকে সহায়তা করেনি।'

'স্বপ্ন দেখা বন্ধ কোরো না,' বললেন তিনি।

কিন্তু আমি আর স্বপ্ন দেখছিলাম না।

পরদিন সকালে ফোন বাজল। এক অভিনেতা ছুটে গিয়ে খপ করে তুলে নিল রিসিভার। নাটকীয় গলায় বলল, 'গুড মর্নিং। আপনার জন্য কী করতে পারি?... কে বলছেন?'

তার গলার স্বর বদলে গেল। 'ডেভিড সেলজনিকের অফিস থেকে বলছেন?'

পুরো ঘরে নেমে এল পিনপতন নিস্তব্ধতা। ডেভিড সেলজনিক হলিউডের অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রযোজক। তিনি *আ স্টার ইজ বর্ন, ডিনার অ্যাট নাইট, আ টেল অব টু সিটিজ, ভিভা ভিল্লা, ডেভিড কপারফিল্ড*সহ আরও ডজনখানেক ছবি প্রযোজনা করেছেন।

অভিনেতা বলল, 'হ্যাঁ, আছেন উনি।'

আমরা সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে আছি। কার কথা বলছে ও?

আমার দিকে ফিরল সে। 'তোমার ফোন, সিডনি।'

বোর্ডিং হাউজের দৌড়ের রেকর্ড বোধহয় আমি ভঙ্গ করলাম, এক ছুটে গিয়ে কেড়ে নিলাম রিসিভার।

'হ্যালো?'

এক মহিলা খ্যাক খ্যাক করে জানতে চাইল, 'সিডনি শেলডন বলছেন?'

বুঝতে পারলাম ইনি ডেভিড সেলজনিক নন। 'জি।'

'আমি অ্যানা। ডেভিড সেলজনিকের সেক্রেটারি। মি. সেলজনিকের একটি উপন্যাসের সারাংশ প্রয়োজন। সমস্যা হলো আমাদের কোনো রিডারকে পাচ্ছি না।'

আমি তো আছি, মনে মনে বললাম। কিন্তু আমার ক্যারিয়ার শুরু হতে যাচ্ছে কোনো লেখকের লেখার সিনেপেসিস তৈরি করে!

'আজ সন্ধ্যা ছটার মধ্যে মি. সেলজনিকের লেখাটা চাই। চারশো পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস। আমাদের সিনোপসিস লিখতে হয় ত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে, দুপৃষ্ঠা থাকবে সার-

BanglaBook.org

সংকলন এবং এক প্যারাগ্রাফে উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য। তবে আজ সন্ধ্যা ছটার মধ্যে লেখাটা চাই। পারবেন?'

সেলজনিকের অফিসে গিয়ে, ৪০০ পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস পড়ে, কোথাও থেকে চালু একটি টাইপরাইটার জোগাড় করে ত্রিশ পৃষ্ঠার সারাংশ লিখে সন্ধ্যা ছটার মধ্যে প্রযোজককে পৌছে দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব একটি কাজ।

আমি বললাম, 'অবশ্যই পারব।'

'গুড। কালভার সিটিতে, আমাদের স্টুডিও থেকে বইটি নিয়ে যান।'

'আসছি এখুনি,' নামিয়ে রাখলাম রিসিভার। *সেলজনিক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও*। ঘড়ি দেখলাম। সকাল সাড়ে নটা। কালভার সিটি এখান থেকে দেড় ঘণ্টার রাস্তা। কিছু সমস্যা আছে। আমার কোনো গাড়ি নেই। টাইপিং-এর স্পিডও কম। ত্রিশ পৃষ্ঠা সারাংশ লিখতে সারাজীবন লেগে যাবে, আর এ সারাজীবনের সঙ্গে ৪০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস পড়ার সময়টি যোগ করা হয়নি। আমি যদি সকাল এগারোটার মধ্যে কালভার সিটিতে পৌছাতে পারি, একটা মিরাকল ঘটনার জন্যে আমার কাছে ঠিক সাত ঘণ্টা সময় থাকবে।

তবে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

BanglaBook.org

নয়

কালভার সিটি যেতে প্রথমে চড়লাম গাড়িতে, তারপর বদল করতে হলো বাস। দ্বিতীয় বাসে যাচ্ছি। যাত্রীদেরকে চিৎকার করে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো আমি ডেভিড সেলজনিকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

সেলজনিক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও থেকে দু'ব্লক দূরে আমাকে নামিয়ে দিল বাস।

স্টুডিওটি প্রকাণ্ড, জমকালো, জর্জীয় আদলের। ওয়াশিংটন স্ট্রিটের সামনে ওটা। স্টুডিও চিনে নিতে মোটেই সমস্যা হলো না। কারণ ডেভিড সেলজনিকের প্রচুর ছবিতে, ওপেনিং ক্রেডিটে এ স্টুডিওর ছবি দেখেছি।

আমি দ্রুত ঢুকলাম স্টুডিওতে। ডেস্কে বসা মহিলাকে বললাম, 'মি. সেলজনিকের সেক্রেটারির সঙ্গে আমার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' অবশেষে ডেভিড সেলজনিকের সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে।

'আপনার নাম?'

'সিডনি শেলডন।'

ডেস্কের ভেতর থেকে মোটা একটি প্যাকেট বের করে সে আমার হাতে দিল। 'এটা আপনার জন্য।'

'ওহ্। ভেবেছিলাম মি. সেলজনিকের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব—'

'সম্ভব নয়। মি. সেলজনিক ব্যস্ত মানুষ।'

ডেভিড সেলজনিকের সঙ্গে পরে নিশ্চয় দেখা হবে।

প্যাকেট বগলদাবা করে বেরিয়ে এলাম বিল্ডিং থেকে, ছুটতে শুরু করলাম MGM স্টুডিওতে। ওটা ছয় ব্লক দূরে। দৌড়াতে দৌড়াতে আমার প্ল্যানটা আরেকবার খুঁটিয়ে নিলাম। প্ল্যানটা মাথায় এসেছে সিমুরের সাবেক স্ত্রী সিডনি সিঙ্গারের কথা মনে পড়তে।

তোমার সঙ্গে ওর দেখাসাক্ষাৎ হয়, সিমুর?

না। ও হলিউডে গিয়েছিল। MGM-এ ডরোথি অ্যাজনার নামে এক মহিলা পরিচালকের সেক্রেটারির কাজ করছে।

সিডনি সিঙ্গারের কাছে যাচ্ছি সাহায্য চাইতে। জানি না সাহায্য পাব কিনা। কিন্তু আমার কাছে অন্য কোনো বিকল্প নেই।

MGM স্টুডিওতে এসে সোজা চলে গেলাম লবিতে নিরাপত্তারক্ষীর কাছে। 'আমার নাম সিডনি শেলডন। সিডনি সিঙ্গারের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

BanglaBook.org

'সিডনি...ওহ্, আচ্ছা—ডরোথি অ্যাজনারের সেক্রেটারি।'

মাথা দোলালাম আমি। 'জি।'

'আপনাকে কি উনি আশা করছেন?'

'হ্যাঁ,' আত্মপ্রত্যয় ফোটালাম কণ্ঠে।

ফোন তুলে একটা এক্সটেনশন নাম্বারে ফোন করল সে।

'সিডনি শেলডন এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে...' ধীর গলায় নামটি পুনরাবৃত্তি করল। 'সিডনি শেলডন।' এক মুহূর্ত শুনল। 'কিন্তু উনি তো বললেন—'

আমি প্যারালাইজড রোগীর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। *বলো চিনি, বলো চিনি, বলো চিনি।*

'আচ্ছা,' রিসিভার নামিয়ে রাখল গার্ড। 'আপনাকে উনি যেতে বলেছেন। রুম ২৩০।'

আমার হৃৎপিণ্ড আবার ধড়াশ ধড়াশ লাফানো শুরু হয়েছে।

'ধন্যবাদ।'

'এলিভেটরে চেপে চলে যান। ওই যে ওদিকে।'

এলিভেটরে চেপে ওপরে উঠে এলাম, জোর কদম ফেলে চললাম দোতলার করিডর ধরে।

সিডনির অফিস করিডরের শেষ মাথায়। ভেতরে ঢুকে দেখি ও ডেস্কে বসে আছে।

'হ্যালো,' ওর কণ্ঠে কোনো উত্তাপ নেই। ও কি আমাকে বসতে বলবে? মনে তো হয় না।

'এখানে কী করছ?'

এসেছি আজ বিকেলটা আমার অবৈতনিক সেক্রেটারি হিসেবে একটা কাজ করে দেয়ার অনুরোধ নিয়ে।

'ওটা—ওটা অনেক লম্বা গল্প।'

ঘড়ি দেখে সিধে হলো সিডনি। 'আমি এখন লাঞ্চে যাব।'

'না, তুমি যেতে পারবে না।'

আমার দিকে চোখ বড়বড় করে তাকাল মেয়েটা। 'আমি লাঞ্চে যেতে পারব না?'

আমি বুক ভরে দম নিলাম। 'সিডনি, আ—আমি একটা বিপদে পড়েছি।' তারপর হড়বড় করে ওকে পুরো গল্পটা বলে দিলাম। শুরু করলাম নিউইয়র্কে আমার চরম ব্যর্থতার কাহিনী দিয়ে, বললাম আমার লেখক হওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা, গার্ডদের বাধার মুখে কোনো স্টুডিওতে ঢুকতে না-পারার অসামর্থ্যের কথা এবং আজ সকালে ডেভিড সেলজনিকের ফোনের কথা।

আমার গল্প শুনল ও, উপসংহারে এসেছি, লক্ষ করলাম ওর ঠোঁট শক্ত হয়ে গেছে। 'তুমি সেলজনিকের অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়েছ এ আশায় যে বিকেলটা আমি তোমার উপন্যাসের সারাংশ টাইপ করে দেব?'

BanglaBook.org

'আ—আমি কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি,' বললাম আমি। 'শুধু আশা করেছিলাম যে—' নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। বোকার মতো আচরণ করে ফেলেছি। 'তোমাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, সিডনি। তোমাকে কাজটা করতে বলার অধিকার আমার নেই।'

'না, নেই। এখন কী করবে?'

'মি. সেলজনিককে বইটি ফেরত দিয়ে আসব। কাল সকালে শিকাগো চলে যাচ্ছি। থ্যাংকস এনি ওয়ে, সিডনি। আমার কথাগুলো ধৈর্য ধরে শুনেছ বলে অনেক ধন্যবাদ। বিদায়।'

আমি পা বাড়ালাম দরজার দিকে, তীব্র হতাশায় পূর্ণ অন্তর।

'এক মিনিট।'

ঘুরলাম।

'এটা তোমার জন্য অনেক কিছু, না?'

মাথা দোলালাম। কষ্টের চোটে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছি।

'প্যাকেটটা খোলো তো। দেখি কী বই এনেছ।'

ওর কথা বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল আমার। 'সিডনি—'

'শাট আপ। দেখি বইটা বের করো।'

'তার মানে তুমি—'

'তুমি যে কাণ্ড করেছ তা পাগলামিকেও হার মানায়। তবে তোমার আত্মপ্রত্যয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছে।' এই প্রথম হাসল ও। 'আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

স্বস্তির ঝিরিঝিরি বাতাস বইল দেহ-মন জুড়ে। আমার মুখেও ফুটল হাসি। সিডনি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে।

'অনেক বড় বই,' বলল ও। 'এ জিনিসের সিনোপসিস ছটার মধ্যে শেষ করবে কী করে?'

ভালো প্রশ্ন।

বইটি আমাকে দিল সিডনি। ভেতরের প্রচ্ছদে চোখ বুলালাম কাহিনী সংক্ষেপ পড়ার জন্য। রোমান্টিক কাহিনী। সেলজনিক প্রেম-পীরিতির ছবি বানাতে ভালোবাসেন।

'আমরা কাজটা করব কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল সিডনি।

'আমি পৃষ্ঠা উল্টে যাব,' জবাব দিলাম, 'স্টোরি পয়েন্টে এলেই তোমাকে ডিকটেট শুরু করব।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'দেখা যাক এতে কতটুকু কাজ হয়।'

সিডনির বিপরীতে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম, ওল্টাতে শুরু করলাম পৃষ্ঠা। পনেরো মিনিটের মধ্যে গল্প সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেলাম। তারপর শুরু করলাম ডিকটেশন। যেখানে মনে হলো প্লটের সঙ্গে গল্প সম্পর্কযুক্ত, ওখানে ডিকটেশন দিতে লাগলাম। টাইপ করে গেল সিডনি।

BanglaBook.org

আজও আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার নয় সেদিন কেন আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল সিডনি। এর কারণ কি এই যে আমি এক অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, নাকি আমাকে মরিয়া দেখাচ্ছিল? এ প্রশ্নের জবাব কোনোদিনই মিলবে না। তবে শুধু মনে আছে সেদিন সারাটা বিকেল ডেস্কে বসে আমার ডিকটেশন মাফিক টাইপ করে যাচ্ছিল সিডনি।

ঘড়ি যেন পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটছিল। বইয়ের মাত্র মাঝামাঝি এসেছি, সিডনি বলল, 'চারটে বাজে।'

আমি আরও দ্রুত পড়তে লাগলাম, সেইসঙ্গে ডিকেটশনও হয়ে উঠল দ্রুততর।

যখন ত্রিশ পৃষ্ঠার সিনোপসিস, দুপৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ এবং এক পৃষ্ঠার মন্তব্য লেখা শেষ হলো, তখন ছ'টা বাজতে ঠিক দশ মিনিট বাকি।

সিডনি আমার হাতে শেষ পৃষ্ঠাটি ধরিয়ে দিয়েছে, কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললাম, 'তোমার জন্য যদি কখনও কিছু করার সুযোগ হয়—'

হাসল ও। 'এক বেলা লাঞ্চ খাওয়ালেই চলবে।'

ওর গালে চুমু খেলাম আমি, কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে একটি খামে ঢোকালাম বইটিসহ, তারপর ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে। দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলাম সেলজনিক ইন্টারন্যাশনাল অফিসে। ছয়টা বাজার এক মিনিট আগে ঢুকে পড়লাম অফিসে।

ডেস্কে বসা সেই মহিলাকে বললাম, 'আমার নাম সিডনি শেলডন। মি. সেলজনিকের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন,' জানাল সে।

জোর কদমে করিডর ধরে হাঁটছি আর ভাবছি, এই তো কেবল শুরু। কাগজে পড়েছিলাম MGM স্টুডিওতে রিডার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন সেলজনিক। ওঁর সঙ্গে গল্প করার মতো অন্তত একটি কমন বিষয় পাওয়া গেছে।

সেলজনিক আমাকে এখানে স্টাফ হিসেবে চাকরি দেবেন। আমার একটি অফিস হবে।

সেক্রেটারির অফিসে ঢুকলাম। আমাকে দেখে সে ঘড়ির দিকে তাকাল। 'আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

'নো প্রবলেম,' উদাস গলায় বললাম আমি। মহিলার হাতে প্যাকেটটি দিলাম। সে কাগজগুলোয় চোখ বুলাতে লাগল।

'খুব ভালো কাজ হয়েছে,' একটা খাম তুলে দিল সে আমার হাতে।

'এখানে দশ ডলার আছে।'

'ধন্যবাদ। আগামী সিনোপসিস লেখার জন্য আমি প্রস্তুত। যখন দরকার হবে—'

'দুঃখিত,' বলল সে, 'আমাদের রেগুলার রিডার আগামীকাল ফিরছে। মি. সেলজনিক বাইরের রিডারদেরকে দিয়ে খুব একটা কাজ করান না। আপনাকে ভুল করে ডাকা হয়েছে।'

BanglaBook.org

ঢোক গিললাম আমি। 'ভুল করে?'

'হ্যাঁ। আমাদের রেগুলার রিডারদের তালিকায় আপনার নাম নেই।'

এর মানে হলো আমি আর ডেভিড সেলজনিকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি না। সেলজনিকের রিডার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করার গল্প নিয়ে আড্ডারও কোনো চান্স নেই। আনন্দে আত্মহারা হওয়ার দিনটি শুরু হতে-না-হতেই শেষ। ওই মুহূর্তে আমার প্রচণ্ড হতাশ হওয়ার কথা ছিল। বদলে খুশি-খুশি লাগছিল। কেন? জানি না।

গ্রেসি'র বোর্ডিং হাউজে এসে দেখি সবাই আমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

'সেলজনিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'কেমন দেখতে সে?'

'তুমি কি ওখানে কাজ করছ?'

'খুব মজায় কেটেছে বিকেলটা,' বললাম আমি। 'খুব মজা করেছি আমি।' নিজের ঘরে ঢুকে বন্ধ করে দিলাম দরজা।

বিছানার পাশে রাখা বাসের টিকেটখানার দিকে চলে গেল চোখ। ওটা হলো আমার ব্যর্থতার প্রতীক। এর মানে হলো আমাকে আবার চেকরুম, ড্রাগ স্টোর এবং গাড়ি পার্ক করে রাখার জীবনে ফিরে যেতে হবে, যে জীবনের কাছ থেকে আমি পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম বলে ভেবেছি। আমি একটা কানাগলিতে ঢুকে পড়েছি। বাস-টিকেটটি তুলে নিলাম হাতে। ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়লাম না। আমার এ ব্যর্থতাকে কীভাবে সাফল্যে রূপান্তর ঘটাব? *একটা না একটা উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।*

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ফোন করলাম বাড়িতে। ফোন ধরলেন নাটালি। 'হ্যালো, ডার্লিং। তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি ঠিক আছ তো?'

'খুব ভালো আছি। একটা ভালো খবর আছে। ডেভিড সেলজনিকের কাছে কিছুক্ষণ আগে একটা সিনোপসিস জমা দিয়ে এলাম।'

'সত্যি? বাহ্, খুব খুশির খবর। কেমন মানুষ উনি?'

'চমৎকার মানুষ। এটা তো মাত্র শুরু। গেটগুলো খুলে গেছে, নাটালি। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তবে এজন্য আরও কিছুদিন সময় দরকার আমার।'

ইতস্তত না করে নাটালি বললেন, 'ঠিক আছে, ডার্লিং। তুমি কবে বাড়ি আসছ জানিও।'

আমি বাড়ি আসছি না।

পরদিন সকালে বাসস্টেশনে গিয়ে অটোর পাঠানো টিকেটটা ভাঙিয়ে ক্যাশ করে নিলাম। বাকি দিনটি ব্যয় করলাম শহরের প্রধান সবগুলো স্টুডিওর সাহিত্য বিভাগে চিঠি লিখে। চিঠির একটি অংশ হলো :

ডেভিড ও সেলজনিকের ব্যক্তিগত অনুরোধে আমি একটি উপন্যাসের সিনোপসিস তাঁকে লিখে দিয়েছি এবং এ মুহূর্তে অন্য কোনো সিনেপসিস করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি...

BanglaBook.org

দুই/দিন পরে আসতে শুরু করল ফোন। প্রথমে ফোন করল টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স, তারপর প্যারামাউন্ট। একটি বইয়ের সারাংশ দরকার ফক্সের, প্যারামাউন্ট চাইছে একটি নাটকের সিনোপসিস আমি যেন লিখে দিই। প্রতিটি সিনোপসিসের জন্য দৈর্ঘ্য ভেদে পাঁচ থেকে দশ ডলার করে পারিশ্রমিক দেয়া হবে।

প্রতিটি স্টুডিওরই নিজস্ব রিডার রয়েছে। শুধু চাপ বেড়ে গেলেই তারা বাইরের রিডারদেরকে দিয়ে কাজ করায়। আমি একদিনে একটি মাত্র উপন্যাসের কাজ করতে পারি। স্টুডিওতে গিয়ে বই নিয়ে আসা, গল্প পড়া, সারাংশ টাইপ এবং ওটা আবার স্টুডিওতে দিয়ে আসা—সব মিলে পুরো একদিনের কাজ। আমি হপ্তায় দুই/তিনটি কাজ করতে লাগলাম। সিডনি সিঙ্গারকে আর প্রয়োজন হচ্ছে না আমার।

আমার ক্ষুদ্র আয় বৃদ্ধির জন্য এক লোককে ফোন করলাম। এ লোককে চিনি না, ভেরা ফাইনকে ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছে দেয়ার সময় এর কথা বলেছিলেন তিনি। লোকটির নাম গর্ডন মিচেল। তিনি অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স-এর কারিগরি শাখার প্রধান।

আমি তাঁকে ফোন করে ভেরা ফাইনের কথা বললাম। বললাম আমার একটি চাকরি দরকার। মানুষটি বেশ আন্তরিক।

'একটা চাকরির ব্যবস্থা তোমাকে করে দেয়া যায়।'

শুনে রোমাঞ্চ বোধ করলাম। একটি বিখ্যাত অ্যাকাডেমিতে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি আমি।

পরদিন সকালে গেলাম তাঁর অফিসে।

'সন্ধ্যার সময় কাজ তোমার,' বললেন তিনি। 'প্রজেকশন রুমে বসে ছবি দেখবে।'

'বেশ তো,' বললাম আমি। 'তো কাজটা কী?'

'আমাদের প্রজেকশন রুমে বসে ছবি দেখবে।'

তাঁর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তিনি ব্যাখ্যা করলেন।

'অ্যাকাডেমি বিভিন্ন চলচ্চিত্রের প্রিজারভেটিভ পরীক্ষা করে দেখে। আমরা বিভিন্ন কেমিকেল দিয়ে ছবির বিভিন্ন সেকশন কোট করি। তোমার কাজ হলো প্রজেকশন রুমে বসে প্রতিটি ছবি কতবার চালানো হলো তার হিসেব রাখা।' বিরতি দিলেন তিনি, ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন, 'তবে এজন্য প্রতিদিন তিন ডলারের বেশি দিতে পারব না।'

'ওতেই চলবে।'

প্রথমবারে যে ছবিটি আমাকে বারবার দেখতে হলো তার নাম *দ্য ম্যান হু লাভড টোয়াইস।* শীঘ্রি এ ছবির প্রতিটি সংলাপ আমার মুখস্থ হয়ে গেল। আমার সন্ধ্যা কাটতে লাগল প্রতিদিন একই ছবি দেখে আর দিনের বেলা কখন বেজে উঠবে ফোন সে প্রতীক্ষার প্রহর গুনে।

BanglaBook.org

১৯৩৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ইউনিভার্সাল স্টুডিও থেকে আমার কাছে ফোন এল। ওদের জন্য কয়েকটি সিনোপসিস লিখে দিয়েছিলাম আমি।

'সিডনি শেলডন?'

'বলছি।'

'আজ সকালে স্টুডিওতে আসতে পারবেন?'

আবার তিন ডলারের কাজ।

'পারব।'

'মি. টাউনসেন্ডের সঙ্গে দেখা করুন।'

আল টাউনসেন্ড ইউনিভার্সালের স্টোরি এডিটর। স্টুডিওতে পৌঁছার পরে তাঁর অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে।

'আমাদের জন্য তুমি যেসব সিনোপসিস লিখে দিয়েছ ওগুলো পড়েছি আমি। খুব ভালো হয়েছে।'

'ধন্যবাদ।'

'আমাদের এখানে একজন স্টাফ রিডার দরকার। কাজটা করবে তুমি?'

ভাবলাম মানুষটাকে চুমু খেলে রেগে টেগে যাবেন কিনা।

'জি, স্যার, করব।' বললাম আমি।

'হপ্তায় বেতন সতেরো ডলার। আমরা হপ্তায় ছয়দিন কাজ করি। তোমার ডিউটি সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা। সোমবার থেকে শুরু হবে তোমার কাজ।'

সিডনিকে খবরটা দিয়ে ওকে ডিনার খাওয়ানোর জন্য ওর অফিসে ফোন করলাম।

ফোনে অপরিচিত একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'বলুন!'

'আমি একটু সিডনি সিঙ্গারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'উনি এখানে নেই।'

'কখন ফিরবেন?'

'ফিরবেন না।'

'কী? কে বলছেন, প্লিজ?'

'ডরোথি অ্যাজনার।

'ওহ্, আচ্ছা। আপনার কাছে ওর কোনো ঠিকানা আছে, মিস অ্যাজনার?'

'উনি কোনো ঠিকানা দিয়ে যান নি।'

সিডনির সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হয়নি, তবে ওর ঋণের কথা আমি কোনোদিন ভুলিনি।

ইউনিভার্সাল 'বি' মুভি দিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। কার্ল 'পাপা' লেমলে ১৯১২ সালে স্টুডিওটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরা খুব কম পয়সা দিয়ে ছবি বানাত। বছর কয়েক আগে স্টুডিওটি এক শীর্ষস্থানীয় ওয়েস্টার্ন হিরোর এজেন্টকে ফোন করে বলে তারা স্বল্প বাজেটের একটি ছবিতে ওই তারকাকে নিতে চায়। হেসে উঠেছিল এজেন্ট।

BanglaBook.org

'আপনারা ওঁকে ছবিতে নিয়ে পোষাতে পারবেন না। ওঁর প্রতিদিনকার পারিশ্রমিক এক হাজার ডলার।'

'ঠিক আছে,' এজেন্টকে আশ্বস্ত করে স্টুডিও এক্সিকিউটিভ। 'আমরা তাঁকে তাঁর পারিশ্রমিক দেব।'

ছবিটি ছিল এক মুখোশ-পরা ডাকাতকে নিয়ে। প্রথম দিনে ডিরেক্টর বিভিন্ন লোকেশনে তারকার অসংখ্য ক্লোজ-আপ নিয়ে নেন, দিনের শেষে বলা হয় তাঁর কাজ শেষ। এরপরে ওরা এক অখ্যাত অভিনেতাকে মুখোশ পরিয়ে বাকি ছবিটা ম্যানেজ করে ফেলেছিল।

সোমবার সকালে জীবনে প্রথমবারের মতো কোনো স্টুডিওর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমি। সবকিছু অদ্ভুত এবং আশ্চর্য লাগছিল। নকল ওয়েস্টার্ন শহর আর ভিক্টোরিয়ান বাড়িঘর, সানফ্রান্সিসকো এবং নিউইয়র্কের রাস্তা ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছি এবং অনুভব করছি এর জাদু।

আমাকে কী করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন টাউনশেন্ড। আমার কাজ হলো নির্বাক চলচ্চিত্রের জন্য যেসব চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়েছিল সেখান থেকে সবাক চলচ্চিত্রের জন্য প্রযোজ্য সংলাপ বাছাই করা। বেশিরভাগ চিত্রনাট্যই ছিল অখাদ্য। জনৈক ভিলেনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে :

তার চোখে ছিল এক বস্তা সোনা।

'পাপা' লেমলে'র সময়ে ইউনিভার্সালে কাজ করে আরাম ছিল। কোনোরকম চাপ ছিল না। বৃহৎ পরিবারের মতো মনে হত স্টুডিওকে।

এখন আমি প্রতি হপ্তায় পেচেক পেয়ে যাই এবং গ্রেসির পাওনা নিয়মিত মিটিয়ে দিতে পারি। আমি হপ্তায় ছয়দিন স্টুডিওতে যাই এবং এখানে প্রতিদিন যে স্বপ্ন তৈরি হচ্ছে, এ রোমাঞ্চকর অনুভূতি এ জায়গায় হাঁটাহাঁটির সময় সর্বদা আমার মনের ভেতরে কাজ করে। আমি জানি এ মাত্র শুরু। আমি ইউনিভার্সালে এসেছি রিডার হিসেবে, তবে কাজ শুরু করব মৌলিক গল্পলেখক হিসেবে এবং সেগুলো স্টুডিওতে বিক্রিও করব। আমি নাটালি এবং অটোকে চিঠি লিখে জানালাম সবকিছু ঠিকঠাক চলবে। হলিউডে স্থায়ী একটি কাজের ব্যবস্থা হয়ে গেছে আমার।

এক মাস পরে পাপা লেমলে ইউনিভার্সাল বিক্রি করে দিলেন। সবার সঙ্গে আমারও চাকরি চলে গেল।

চাকরি যাওয়ার কথা বাড়িতে জানানোর সাহস পেলাম না পাছে বাবা-মা আমাকে শিকাগো ফিরে যেতে বলেন। আমি জানতাম আমার ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে এখানে। আমাকে আরেকটা চাকরি খুঁজে পেতে হবে— যে-কোনো চাকরি— যতদিন পর্যন্ত না আবার স্টুডিওতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়।

আবশ্যক বিজ্ঞাপনে চোখ বুলাতে লাগলাম। একটি বিজ্ঞাপনে আটকে গেল নজর :

হোটেল সুইচবোর্ড অপারেটর আবশ্যক

অভিজ্ঞতা নিষ্প্রয়োজন। সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক ২০ ডলার। —ব্রান্ট হোটেল।

BanglaBook.org

হলিউড বুলেভার্ডে ব্রান্ট হোটেল। ওখানে গিয়ে দেখি হোটেল ম্যানেজার ছাড়া আর কেউ নেই লবিতে।

'সুইচবোর্ড অপারেটরের কাজের জন্য এসেছি,' বললাম আমি।

আমাকে এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে ম্যানেজার বলল, 'আমাদের টেলিফোন অপারেটর চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। এ মুহূর্তে কাউকে দরকার। তুমি কখনও সুইচ বোর্ড নিয়ে কাজ করেছ?'

'না, স্যার।'

'কাজটা কঠিন কিছু নয়।'

আমাকে একটি ডেস্কের পেছনে নিয়ে গেল সে। ওখানে জটিল চেহারার, বৃহদায়তনের একটি সুইচবোর্ড দেখতে পেলাম।

'বসো,' বলল সে।

বসলাম। সুইচবোর্ডে দুসারি খাড়া প্লাগ এবং গোটা ত্রিশেক ফুটো আছে ওগুলোর ভেতরে প্লাগ ঢোকানোর জন্য। প্রতিটি ফুটো বা গর্ত হোটেলের নম্বর দেয়া ঘরগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত।

'প্লাগগুলো দেখছ তো?'

'জি, স্যার।'

'দুই সারি প্লাগ, একটার ওপরে আরেকটা। নিচেরটার নাম সিস্টার প্লাগ। বোর্ডে আলো জ্বলে উঠলে তুমি সামনের প্লাগটা গর্তে ঢোকাবে। ঘরের অতিথি তোমাকে বলবেন তিনি কী চান, তখন সিস্টার প্লাগটি ওই ঘরের নাম্বার লেখা গর্তে ঢুকিয়ে দেবে। আর এই বোতাম টিপবে ঘরে রিং দেয়ার জন্য। ব্যস, এটুকুই তোমার কাজ।'

মাথা দোলালাম আমি। 'সহজ কাজ।'

'আমি তোমাকে এক হপ্তার ট্রায়াল দেব। তোমার ডিউটি রাতে।'

'কোনো সমস্যা নেই,' বললাম আমি।

'কবে থেকে কাজ শুরু করতে চাও?'

'আমি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি।'

ম্যানেজার ঠিকই বলেছিল। সুইচবোর্ড চালানো খুব সহজ কাজ। কাজটা প্রায় অটোমেটিক হয়ে উঠল আমার জন্য। আলো জ্বলে উঠলে আমি প্রথম সারিতে একটি প্লাগ ঢুকিয়ে দিই।

'মি. ক্লেম্যান, প্লিজ।'

অতিথিদের রোস্টারে তাকাই। মি. ক্লেম্যান থাকেন ২৩১ নম্বর ঘরে। আমি ২৩১ নম্বর রুমের গর্তে সিস্টার প্লাগটি ঢোকাই এবং টিপে দিই বোতাম, ও ঘরে রিং হয়। খুব সহজ কাজ।

আমার মনে বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছিল সুইচবোর্ড পরিচালনা স্রেফ শুরু মাত্র। এরপরে আমি হব নাইট ম্যানেজার সেখান থেকে সম্ভবত জেনারেল ম্যানেজার। আর

BanglaBook.org

এ হোটেলটি যেহেতু একটি চেইন হোটেলের অংশ বিশেষ কাজেই কত দূরে যে উঠে যাব কেউ জানে না। আমি হোটেল-ব্যবসা নিয়ে একটি চিত্রনাট্য লিখব, ওটা স্টুডিওতে বিক্রি করে দেব এবং ফিরে যাব ওই জায়গাটিতে যেখানে আমি সবসময় যেতে চেয়েছি।

কাজ শুরু করার দুইদিন পরে, তৃতীয় দিন রাত তিনটার দিকে এক অতিথি সুইচবোর্ডে ফোন করলেন। 'আমাকে নিউইয়র্কের একটি নাম্বার ধরে দাও।'

তিনি আমাকে নাম্বারটা দিলেন।

আমি রুম প্লাগ বের করে নিয়ে নিউইয়র্কের নাম্বারে ফোন করলাম।

আধডজন বার রিং হওয়ার পরে এক মহিলা জবাব দিলেন, 'হ্যালো।'

'আপনার জন্য একটা ফোন আছে,' বললাম আমি। 'এক মিনিট, প্লিজ।'

অতিথিদের রুমের সঙ্গে সংযুক্ত বোতামটি টিপে দিয়ে বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম সুইচবোর্ডে। কোন্ অতিথি ফোন করেছিলেন মনে পড়ছে না। শেষে সবগুলো রুমে রিং করতে শুরু করলাম এ আশায় যে আসল মানুষটিকে পেয়ে যাব। একডজন অতিথিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললাম আমি।

'নিউইয়র্কের ফোন অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।'

'নিউইয়র্কে আমার পরিচিত কেউ নেই।'

'নিউইয়র্কের ফোন অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।'

'তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এখন রাত তিনটা বাজে!'

'নিউইয়র্কের ফোন অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।'

'ওটা আমার ফোন নয়, গর্দভ!'

সকালে এল ম্যানেজার। তাকে বললাম, 'গত রাতে মজার একটি ঘটনা ঘটেছে। আমি—'

'জানি আমি। এবং ঘটনাটি আমার কাছে মোটেই মজার বলে মনে হয়নি। তুমি বিদায় হতে পারো!'

হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার সৌভাগ্য আমার আর হলো না।

পার্টটাইম ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টরের একটা কাজ পেলাম। বেশিরভাগ ছাত্র ভয়ানক গবেট। লাল আলো তারা মানতে চাইত না এবং ব্রেক ও অ্যাকসেলেরেটরের পার্থক্য তাদের মাথায় ঢুকত না। ওদেরকে গাড়ি চালানো শেখানোর সময় জানটা হাতে নিয়ে গাড়িতে বসতে হত।

BanglaBook.org

আমি বিভিন্ন স্টুডিওতে রিডারের কাজটা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। স্টুডিওর নিজস্ব রিডাররা ব্যস্ত থাকলে আমার ডাক পড়ত। আমি টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের জন্য একবার সিনোপসিস লিখে দিয়েছিলাম। ওখানকার স্টোরি এডিটর ছিল নিউইয়র্ক থেকে আসা এক প্রতিভাবান তরুণ।

এক শেষ বিকেলে সে আমাকে ফোন করল, 'কাল ফ্রি আছ?'

'আছি.' *আবার তিন ডলার।*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

'সকাল দশটায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

'আচ্ছা,' হয়তো বড় সাইজের কোনো বইয়ের সারাংশ লিখে দিতে হবে আমাকে। দশ ডলার পাব। আমার টাকার গতি আবার নিচের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে।

ফিশারের অফিসে পৌঁছে দেখি সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। 'আমাদের এখানে রিডারের চাকরি করবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

আমার মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বেরুল শব্দ : 'সা—সানন্দে।'

'তোমাকে চাকরি দেয়া হলো। বেতন হপ্তায় তেইশ ডলার।'

আমি আবার ফিরে এলাম শো-বিজনেসে।

দশ

টুয়েন্টিয়েথ-ফক্স স্টুডিওতে কাজ করার অভিজ্ঞতা ইউনিভার্সাল স্টুডিও থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইউনিভার্সালে কাজ হত অলস ভঙ্গিতে, আর ফক্সের কাজকর্মে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। এর কারণ প্রডাকশন প্রধান ডেরিল এফ. যানুক। অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন শোম্যান, স্টুডিওর প্রতিটি ছবির প্রতিটি অংশে তাঁর উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। তিনি জানতেন তিনি কী চান। একবার স্টুডিও'র প্রডাকশন মিটিঙে তিনি তাঁর সহকারীকে বলেছিলেন, 'আমার কথা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুতে সায় দেবে না।'

ডেরিল যানুক লেখকদের খুব সম্মান করতেন। একবার তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ছায়াছবির সাফল্য নির্ভর করে তিনটি জিনিসের ওপর গল্প, গল্প এবং গল্প। তবে লেখকদেরকে বুঝতে দিয়ো না তাঁরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ফক্সে স্টাফ-রিডারের সংখ্যা বারো। তাদের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে ষাট। বেশিরভাগ স্টুডিও নির্বাহীদের আত্মীয়স্বজন, তারা বেতন পান, সম্মানও আছে তবে কাজ করেন কম।

ফক্স স্টুডিও'র একজন শীর্ষস্থানীয় নির্বাহী, জুলিয়ান জনসন একদিন সকালে তাঁর অফিসে আমাকে তলব করলেন। জুলিয়ান ভিড়ের মধ্যে সহজেই লক্ষ করার মতো একজন মানুষ। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। বিখ্যাত নাইট ক্লাব কুইন টেক্সাস গুইনানকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

'সিডনি, এখন থেকে তুমি শুধু মি. যানুকের জন্য সিনোপসিস লিখবে। কোনো নতুন বই বা নাটকের ব্যাপারে উনি আগ্রহ দেখালে আমি চাই ব্যাপারটা তুমি হ্যান্ডল করবে।'

'বেশ।'

'প্রতিটি সিনোপসিসই করতে হবে দ্রুত—'

'কোনো সমস্যা নেই।'

কাজটা পেয়ে আমি বরং আনন্দিতই হয়েছিলাম। সেদিন থেকে নতুন নতুন সেরা বই আর নাটকগুলো পড়তে লাগলাম। এগুলো স্টুডিওতে জমা দিতে হবে।

যানুক সবসময় চাইতেন কীভাবে অন্য স্টুডিওগুলোকে টেক্কা মারা যায়। এ কারণে কাজ করতে করতে আমার মাঝরাত পার হয়ে যেত। কাজটা উপভোগ করতাম বটে তবে লেখক হওয়ার জন্য ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। স্টুডিও

BanglaBook.org

জুনিয়র লেখকদের নিয়ে বিভাগ খুলেছিল। আমি জনসনকে বললাম এ বিভাগটির মধ্যে আমি থাকতে চাই। তিনি সহানুভূতিশীল মানুষ, যদিও এ-বিষয়ে তেমন উৎসাহ দেখালেন না। বললেন, 'তুমি যানুকের জন্য কাজ করছ। ওটা নিয়েই থাকো।'

আমার ছোট অফিসটি স্টুডিওর পেছনে পুরনো, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ওঠা কাঠের একটি ভবনে। রাতের বেলা নিস্তব্ধ হয়ে যায় স্টুডিও, আমাকে ঘিরে থাকা অন্ধকারের মাঝে একা একা কাজ করতে ভয় লাগে। এক রাতে আমি যানুকের জন্য একটি বইয়ের সিনোপসিস লিখছিলাম। ভূতের গল্প। বেশ গা-ছমছমে।

আমি মাত্র এ লাইনটি টাইপ করেছি, 'ক্লজিটের দরজা খুলে ফেলল সে, মুখে বিকট হাসি নিয়ে একটা লাশ তার গায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। ...ঠিক তখন আমার অফিসের ক্লজিট ডোর দুম করে খুলে গেল এবং শূন্যে ছিটকে যেতে লাগল বইপত্রগুলো, ঘরটা দুলতে লাগল ভীষণভাবে। আমি দৌড়ের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করে এক ছুটে বিল্ডিঙের বাইরে।

ওই সময় ভূমিকম্প হচ্ছিল। এ ভূমিকম্পের স্মৃতি সারাজীবন মনে থাকবে আমার।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে এক লোক এসে ঢুকল আমার অফিসে। পরিচয় দিল।

'আমি অ্যালান জ্যাকসন। কলম্বিয়া স্টুডিওর রিডার।'

'পরিচিত হয়ে সুখি হলাম,' হাত মেলালাম আমরা। 'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমরা একটি 'রিডারস গিল্ড' গড়ে তুলতে চাই। এজন্য আপনার সাহায্য দরকার।'

'আমি কীভাবে সাহায্য করব?'

'এখানকার রিডারদেরকে বোঝাবেন যে আমাদের একটি সংগঠন গড়ে তোলা উচিত। আমাদের সঙ্গে আপনারা যোগ দেবেন। সবগুলো স্টুডিওর রিডারদেরকে যখন আমরা পেয়ে যাব, আমরা একটি কমিটি গঠন করব এবং স্টুডিওগুলোর সঙ্গে দর-কষাকষির একটি সুযোগ আমাদের হবে। এ মুহূর্তে আমরা ক্ষমতাশূন্য। আমাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় কম, খাটিয়ে নেয়া হয় বেশি। আপনি কি আপনাদের সঙ্গে থাকবেন?'

আমাকে কম পারিশ্রমিক দেয়া হয় না কিংবা বেশি খাটানোও হয় না, তবে জানি এখানকার বেশিরভাগ রিডার আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। 'আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব করব।'

'চমৎকার।'

'তবে একটা সমস্যা আছে,' বললাম আমি।

'কী সমস্যা?'

'এখানে, প্রায় সব রিডারই স্টুডিওর নির্বাহীদের আত্মীয়স্বজন। মনে হয় না এরা এর সঙ্গে জড়িত হতে চাইবে। তবু দেখছি কী করা যায়।'

BanglaBook.org

আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে নবগঠিত রিডারস গিল্ডের সদস্য হতে চাইল সকলে।

অ্যালান জ্যাকসন সব শুনে মন্তব্য করল, 'খুব ভালো খবর। অন্যান্য স্টুডিও'র রিডাররাও সদস্য হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমরা একটি নেগোশিয়েটিং কমিটি গঠন করব। আপনি এর মধ্যে আছেন।'

আমাদের নেগোশিয়েশন হলো মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র স্টুডিও'র কনফারেন্স-রুমে। বিভিন্ন স্টুডিও থেকে আসা ছয়জন রিডার আছে আমাদের কমিটিতে। বৃহৎ টেবিলের বিপরীতে বসেছেন চার স্টুডিও নির্বাহী। ছ'টি ভেড়া এবং চার সিংহ।

মেট্রো গোল্ডউইন মেয়রের শীর্ষস্থানীয় নির্বাহী, রাফ অ্যান্ড টাফ আইরিশম্যান এডি ম্যাক্সি আলোচনা শুরু করলেন হুংকার দিয়ে, 'আপনাদের সমস্যাটা কী?'

আমাদের দলের একজন বলল, 'মি. ম্যানিক্স, আমরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত। আমি হপ্তায় ষোলো ডলার বেতন পাই এবং এ দিয়ে সংসার চালানো—'

লাফ মেরে খাড়া হলেন এডি ম্যানিক্স, গাঁকগাঁক করে চেঁচালেন, 'আমি এসব বাজে কথা শুনতে চাই না!' ঝড় তুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

আমরা ছ'জন বসে রইলাম ওখানে, আতঙ্কিত। মিটিং শেষ। একজন নির্বাহী মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'দেখি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় কিনা।'

কিছুক্ষণ পরে ক্রুদ্ধ ম্যানিক্সকে নিয়ে ফিরে এলেন তিনি। আমরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'আপনারা কী চান?'

আমরা নেগোশিয়েশন শুরু করলাম।

দুই ঘণ্টা পরে একটি অফিশিয়াল রিডারস গিল্ডকে চিনে নিল সকল স্টুডিও। ওদের কমিটি স্টাফ রিডারদেরকে হপ্তায় সাড়ে একুশ ডলার বেতন দিতে রাজি হয়ে গেল আর বাইরের রিডারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পেল কুড়ি শতাংশ। আমাকে গিল্ডের সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হলো।

আমি অটো এবং নাটালিকে ফোন করে সব জানালাম। তাঁরা তো রীতিমতো রোমাঞ্চিত। পরে শুনেছি আমার ফোন পেয়ে অটো তাঁর বন্ধুদের কাছে গল্প করেছেন আমি নাকি একাই হলিউডের সমস্ত স্টুডিওকে ভয়ানক এক ধর্মঘটের কবল থেকে রক্ষা করেছি।

গ্রেসি'র বোর্ডিং হাউজে নতুন এক ভাড়াটে এল। বেন রবার্টস তার নাম। লাজুক স্বভাবের এক তরুণ। আমার মতো বয়স, বেঁটেখাটো, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল পাতলা। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল একটি মুখ। অল্প কথায় সরস জোকস বলতে জুড়ি নেই তার। আমরা দুজনে দ্রুত বন্ধু হয়ে উঠলাম।

বেন একজন লেখক। আমরা দুজনে মিলে একত্রে লেখালেখি করার চিন্তা করছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি আর বেন রাস্তার মোড়ের একটি ড্রাগ স্টোরে গিয়ে স্যান্ডউইচ দিয়ে ডিনার সারি কিংবা কোনো সস্তা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকি। বেনের

BanglaBook.org

সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করাটা আমার জন্য সহজ ছিল। সে অত্যন্ত প্রতিভাবান, কয়েকদিনের মধ্যে আমরা একটি মৌলিক গল্প শেষ করে ফেললাম। গল্পটি সবগুলো স্টুডিওতে মেইল করে দিলাম। তারপর উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন অফারের বন্যা আসতে শুরু করে।

কিন্তু সে অফার আর এল না।

বেন আর আমি আরেকটি গল্প নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ফলাফল একই। সিদ্ধান্তে এলাম আসলে আমাদের প্রতিভা নিরূপণের যোগ্যতাই নেই স্টুডিওগুলোর।

তিন নম্বর গল্পটিও যখন বিক্রি হলো না, হতাশ হয়ে গেলাম।

একদিন বললাম, 'আমার মাথায় রহস্যগল্পের একটি প্লট এসেছে। গল্পের নাম দেব *ডেনজারাস হলিডে* বেনকে গল্পটি বললাম। ওর খুব পছন্দ হয়ে গেল। আমরা গল্পটি লিখে, কপি করে পাঠিয়ে দিলাম স্টুডিওগুলোতে। আবারও কারও তরফ থেকে কোনো সাড়া মিলল না।

গল্প পাঠানোর হপ্তাখানেক বাদ, বোর্ডিং হাউজে ফিরেছি, দেখি বেন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। উত্তেজিত।

'টেড রিচমন্ড নামে আমার এক চেনা প্রযোজককে গল্পটি দিয়েছি। সে PRC-তে কাজ করে।'

খুবই ক্ষুদ্র একটি স্টুডিও PRC বা প্রডিউসার্স রিলিজিং কর্পোরেশন।

'*ডেনজারাস হলিডে* তার পছন্দ হয়েছে,' বলল বেন। 'এ গল্পের জন্য আমাদেরকে পাঁচশো ডলার দিতে চেয়েছে। তবে চিত্রনাট্যও লিখে দিতে হবে। আমি বলেছি তোমার সঙ্গে কথা বলার পরে তাকে জানাব।'

রোমাঞ্চ বোধ করলাম। অবশ্যই অফারটি গ্রহণ করব আমরা।

মাস কয়েক আগে রে ক্রসেটের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে লেগ্যান্ড হেওয়ার্ড এজেন্সিতে কাজ করে। এটি হলিউডের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ট্যালেন্ট এজেন্সি। কেন জানি না ক্রোসেটের আমার ওপর একটি বিশ্বাস জন্মে যায়। কথা দিয়েছিল সুযোগ পেলেই সে আমার গল্প নিয়ে কাজ করবে।

টেড রিচমন্ডের সুখবর দিতে রে-কে ফোন করলাম।

'বেন এবং আমি আমাদের প্রথম গল্পটি বিক্রি করেছি,' বললাম আমি। '*ডেনজারাস হলিডে।*'

'কার কাছে?'

'PRC'র কাছে।'

'PRC টা আবার কী?'

শুনে ধাক্কা খেলাম। রে ক্রোসেট শো বিজনেসের অন্যতম সেরা এজেন্ট অথচ সে কিনা 'PRC'র নামই শোনেনি।

'এটা একটা স্টুডিও। পুরো নাম প্রডিউসার্স রিলিজিং কর্পোরেশন। টেড রিচমন্ড নামে এক প্রযোজক আমাদের গল্প এবং চিত্রনাট্যের জন্য পাঁচশো ডলার দিতে চেয়েছে।'

BanglaBook.org

'চুক্তি হয়ে গেছে?'

'বলেছি জানাব, তবে—'

'আমি একটু পরে তোমাকে ফোন করছি,' বলল রে, রেখে দিল ফোন।

ঘণ্টা দুই পরে আবার ফোন করল রে। 'তোমাদের গল্পটি এইমাত্র প্যারামাউন্টের কাছে বিক্রি করে দিলাম। তোমরা এজন্য এক হাজার ডলার পাবে এবং চিত্রনাট্য লেখার প্রয়োজন নেই।'

শুনে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার বদলে ধাক্কা খেলাম। কী ঘটেছে বুঝতে পারছি। প্রতিটি স্টুডিওতেই প্রতিটি গল্পের সারাংশ জমা দিতে হয়। রে প্যারামাউন্টকে ফোন করে যখন বলেছে *ডেনজারাস হলিডে* আরেকটি স্টুডিও কিনে নিয়েছে, তারা দর বাড়িয়ে দিয়েছে।

'রে,' বললাম আমি, 'খুব—খুব ভালো একটি খবর তুমি দিয়েছ—তবে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না।'

'মানে? দ্বিগুণ টাকা পাবে আর স্টুডিওটাও কত বিখ্যাত।'

'আমি পারব না। টেড রিচমন্ডকে কথা দিয়ে ফেলেছি। তাছাড়া—

'ওকে ফোন করে সত্যি কথাটা বলে দাও। সে নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।'

'চেষ্টা করব,' বললাম আমি।

কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম টেড রিচমন্ড ব্যাপারটা মোটেই বুঝতে চাইবে না।

আমি ওর অফিসে ফোন করলাম। রিচমন্ডের সেক্রেটারি বলল, 'মি. রিচমন্ড কাটিংরুমে আছেন। তাঁকে এখন বিরক্ত করা যাবে না।'

'ওনাকে কি অনুগ্রহ করে বলবেন আমাকে যেন একবার ফোন করেন? খুব জরুরি কথা আছে।'

'আমি ওঁকে আপনার কথা বলব।'

এক ঘণ্টা পরে আবার ফোন করলাম।

'মি. রিচমন্ডের সঙ্গে কথা বলতে চাই। খুব জরুরি।'

'দুঃখিত। ওঁকে বিরক্ত করা যাবে না। আমি আপনার কথা ওঁকে বলেছি।'

আমি সেদিন বিকেলে তিনবার চেষ্টা করার পরে শেষে ছেড়ে দিলাম হাল।

ফোন করলাম রে ক্রোসেটকে। 'রিচমন্ড আমার ফোন ধরছে না। তুমি প্যারামাউন্টের সঙ্গে চুক্তিটি করে ফেলো।'

'ও কাজ চার ঘণ্টা আগেই আমি করে ফেলেছি।'

বেন এলে খবরটা দিলাম ওকে।

শুনে বেন মহা-উত্তেজিত। 'দারুণ খবর! প্যারামাউন্ট খুব বিখ্যাত স্টুডিও। কিন্তু টেড রিচমন্ডকে কী বলব?'

ভালো প্রশ্ন। *টেড রিচমন্ডকে আমরা কী বলব?*

সেদিন সন্ধ্যায় টেডের বাড়িতে ফোন করলাম। ফোন ধরল সে।

BanglaBook.org

অপরাধবোধে ভুগছিলাম বলে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় চলে এলাম। 'আপনাকে আজ অন্তত ছবার ফোন করেছি। আপনি কল ব্যাক করেননি কেন?'

'দুঃখিত। আমি কাটিংরুমে ছিলাম—'

'আপনার ফোন করা উচিত ছিল। আপনার কারণে বেন আর আমি একটা কাজ প্রায় হারাতে বসেছিলাম।'

'মানে?'

'প্যারামাউন্ট *ডেনজারাস হলিডে* কিনে নিয়েছে। ওরা আমাদেরকে অফার করেছিল, আপনাকে বারবার ফোন করেও না পেয়ে শেষে ওটা ওদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি।'

'কিন্তু আমরা তো ওই বইটির জন্য শিডিউলও করে ফেলেছি—'

'ও নিয়ে ভাববেন না,' তাকে আশ্বস্ত করলাম। 'আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমি আর বেন মিলে আপনার জন্য আরেকটি গল্প লিখে ফেলেছি। এটা *ডেনজারাস হলিডে*'র চেয়েও চমকপ্রদ। নাম *সাউথ অব পানামা।* এর মধ্যে নাটকীয়তা, প্রেম, সাসপেন্সসহ প্রচুর অ্যাকশন রয়েছে। এমন চমৎকার গল্প আমরা আগে কখনও লিখিনি।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'কাল সকল আটটায় পিগ অ্যান্ড হুইশলে চলে আসুন। আমার সঙ্গে অ্যালেক্স থাকবেন। তখন কথা হবে।'

অ্যালেক্স PRC'র নির্বাহী প্রধান।

'আসব,' বললাম আমি। রিসিভার রেখে ঘুরলাম বেনের দিকে। 'আজ ডিনার খাওয়ার কথা ভুলে যাও। আমাদেরকে একটা গল্প লিখতে হবে যার মধ্যে থাকবে প্রেম, রহস্য এবং প্রচুর অ্যাকশন। কাল সকাল সাতটা পর্যন্ত আমাদের হাতে সময় আছে।'

বেন আর আমি সারারাত কাজ করলাম, আইডিয়াগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম, খুঁজে পেলাম একটা প্লট, সেখানে চরিত্র যোগ করলাম, কিছু চরিত্র ফেলে দিলাম। *সাউথ অব পানামা*'র কাজ যখন শেষ হলো ঘড়িতে তখন জানান দিচ্ছে সকাল পাঁচটা।

'আমরা পেরেছি।' উল্লসিত বেন। 'তুমি ওদের কাছে এখন গল্পটা নিয়ে যেতে পারবে।'

মাথা দোলালাম আমি। ঘড়িতে সকাল সাতটার অ্যালার্ম দিয়ে রাখলাম। সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার আগে দু'ঘন্টা সময় পাব ঘুমানোর।

অ্যালার্মের শব্দে ভেঙে গেল ঘুম। বিছানা ছাড়লাম কিন্তু কাঁচা ঘুমের রেশ তখনও লেগে রয়েছে চোখে। নিদ্রাতুর চোখে গল্পটি পড়লাম। মোটেই ভালো লাগল না। প্লট, চরিত্র, সংলাপ সবকিছুই যাচ্ছেতাই। কিন্তু মিটিঙে যেতেই হবে এবং বসতে হবে অ্যালেক্স ও টেডের সঙ্গে।

সকাল আটটায় ঢুকে পড়লাম পিগ অ্যান্ড হুইশল-এ। টেড এবং অ্যালেক্স একটা বুথে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি গল্পটির দুটো কপি নিয়ে এসেছি।

BanglaBook.org

'গল্পটা পড়ার আর তর সইছে না আমার,' বললেন অ্যালেক্স।

সায় দিল টেড। 'আমারও।'

আমি চেয়ারে বসলাম। ওঁদের হাতে দুটো কপি তুলে দিলাম। ওরা পড়তে শুরু করলেন। ওঁদের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না আমার। ওরা একের পর এক পৃষ্ঠা উল্টে চলেছেন। কোনো মন্তব্য করছেন না। নীরবে উল্টে চলেছে পাতা।

মন্তব্য না করাটাই স্বাভাবিক, মনে মনে ভাবছি আমি।

প্রচণ্ড চাপের মধ্যে কারও পক্ষে এক রাতে ভালো গল্প লেখা সম্ভব?

একই সময়ে দুজনের পড়া শেষ হয়ে গেল। অ্যালেক্স তাকালেন আমার দিকে। 'দারুণ হয়েছে।'

'অসাধারণ,' সুর মেলাল টেড। 'আপনি ঠিকই বলেছেন। *ডেনজারাস হলিডে*'র চেয়ে ভালো কাহিনী।'

যা শুনছি বিশ্বাস হচ্ছে না নিজের কানকে।

'আপনাদেরকে আমরা পাঁচশো ডলার দেব,' বললেন অ্যালেক্স। 'বেনকে নিয়ে এ টাকার মধ্যেই চিত্রনাট্য লিখে দিতে হবে।'

আমি বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম। 'আচ্ছা।'

আমি এবং বেন মিলে একটি মিরাকল সৃষ্টি করেছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুটো গল্প বিক্রি করেছি।

সে রাতে বেনকে নিয়ে হলিউডের অন্যতম ক্লাসিক রেস্টুরেন্ট মুসো অ্যান্ড ফ্রাংকে গেলাম। সেলিব্রেট করতে। জীবনে প্রথমবারের মতো এমন দামি একটা রেস্টুরেন্টে ঢোকার সুযোগ হয়েছে আমাদের। তার পরের দিন ছিল আমার জন্মদিন।

সাউথ অব পানামা প্রযোজনা করল প্রডিউসার্স রিলিজিং কর্পোরেশন। অভিনয় করলেন রজার প্রিয়র এবং ভার্জিনিয়া ভেল। আর প্যারামাউন্ট বানাল *ডেনজারাস হলিডে।* তবে ছবির নাম বদলে দিল তারা—*ফ্লাই-বাই-নাইট।* এ ছবির প্রধান কুশীলব রিচার্ড কার্লসন এবং ন্যান্সি কেলি।

বেন এবং আমার ব্যস্ততা বেড়ে গেল। প্রথমেই ফক্সের রিডারের চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। মি. যানুক আমাকে ছাড়াও চলতে পারবেন। ফক্স ত্যাগ করার অল্প কদিন পরে বেনকে সঙ্গে নিয়ে আরেকটি গল্প লিখলাম *বরোড হিরো।* বিক্রি করে দিলাম মনোগ্রাম নামে ছোট একটি স্টুডিওর কাছে। এরা 'বি' মুভি বানায়। PRC'র কাছে বিক্রি করলাম *ডেনজারাস লেডি* এবং *গ্যাম্বলিং ডটারস।* প্রতিটি গল্প এবং চিত্রনাট্যের জন্য আমরা পেলাম পাঁচশো ডলার। বেন আর আমি ভাগাভাগি করে নিলাম টাকাটা। মনে রাখার মতো ছবি ওগুলো ছিল না বটে তবে চিত্রনাট্যকার হিসেবে আমাদের একটি পরিচিতি গড়ে উঠেছিল।

বি মুভি যারা বানায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রিপাবলিক স্টুডিও'র প্রযোজক লিওনার্ড ফিল্ডস *'মি. ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ইন দ্য কার্টার কেস'* নামে একটি গল্প আমাদের কাছ থেকে কিনে নিলেন।

BanglaBook.org

গল্প এবং চিত্রনাট্য বাবদ আমাদেরকে দেয়া হলো ৬০০ ডলার।

ছবিটি হিট করল। লিওনার্ড ফিল্ডস আমাকে ফোন করলেন। 'তোমাকে আর বেনকে নিয়ে একটি চুক্তি করতে চাই।'

'বেশ তো!'

'প্রতি হপ্তায় পাঁচশো ডলার করে পাবে।'

'প্রত্যেকে?'

'না, দুজনে একসঙ্গে।'

রিপাবলিকে আমি আর বেন বছরখানেক চিত্রনাট্য লেখার কাজ করলাম। এক বছর পরে শেষ হয়ে গেল চুক্তি। ক্রিসমাসের সময় লিওনার্ড ফিল্ডস আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন।

'তোমরা খুব ভালো কাজ করছ। তোমাদের চুক্তি নবায়ন করতে চাই।'

'খুব ভালো কথা, লিওনার্ড। তবে আমাদেরকে ছশো ডলার করে দিতে হবে।'

লিওনার্ড ফিল্ডস মাথা দোলালেন। 'আচ্ছা, তোমাদেরকে ফোন করে জানাব।'

তিনি আর আমাদেরকে ফোন করেননি।

রে ক্রোসেটের সঙ্গে কথা বললাম। জানতে চাইলাম প্রতিষ্ঠিত কোনো স্টুডিওতে আমাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা যাবে কিনা।

'তোমাদের ক্রেডিট খুব বেশি ইমপ্রেসিভ নয়। তোমরা ওসব ছবির জন্য চিত্রনাট্য না লিখলে তোমাদের জন্য কাজ দেখতে আমার সুবিধে হতো।'

কাজেই বেন এবং আমি বি-ছায়াছবির জন্য গল্প লিখে চললাম। পেট চালাতে হবে তো।

থ্যাংকস গিভিং ডে'তে বেড়াতে গেলাম শিকাগো। পরিবারের সবাইকে অনেকদিন পরে দেখে খুব ভালো লাগছিল। আমার বাবা প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন এই বলে যে, 'এ আমার ছেলে সিডনি শেলডন। সে একা নিয়ন্ত্রণ করছে হলিউড!'

BanglaBook.org

এগারো

বাড়ি ফিরে খুব ভালো লাগছে। বড় হয়ে গেছে রিচার্ড। গ্রামার স্কুল শেষ করে হাইস্কুলে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে বাড়ি ফেরার আনন্দ অনেকটাই মাটি করে দিল নাটালি এবং অটোর ঝগড়াঝাঁটি। আর এখন রিচার্ড বেচারিকে ঝগড়ার ঝাপটা সইতে হচ্ছে।

নাটালি এবং অটোর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বললাম। কিন্তু তাঁদের মনোমালিন্য এমন তিক্ততায় পৌঁছেছে, দুজনের বিবাদ কিছুতেই মেটানো সম্ভব নয়। ওঁরা একে অপরকে সহ্যই করতে পারেন না।

সিদ্ধান্ত নিলাম রিচার্ডকে হলিউডে নিয়ে যাব। বেন এবং আমি যে-হারে গল্প বিক্রি করছি তাতে আমার এবং আমার ভাইয়ের খরচা দিব্যি চলে যাবে।

রিচার্ডকে বললাম, 'হলিউডে যাবি?'

আমার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'সত্যি বলছ!'

'আমি সিরিয়াস।'

এক মুহূর্ত নীরবতা, তারপর ও এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল, আমার কানে তালা লেগে গেল।

এক হপ্তা বাদে রিচার্ডকে নিয়ে উঠলাম গ্রেসির বোর্ডিং রুমে। সবার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম। রিচার্ডকে এত খুশি কোনোদিন দেখিনি আমি। ও আমাকে সাংঘাতিক মিস করছিল। আমিও।

তিন মাস পরে রিচার্ড এবং আমি শিকাগোকে বিদায় জানালাম। নাটালি এবং অটোর ডিভোর্স হয়ে গেছে। আমার কেমন মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো। তবে ছাড়াছাড়ি হয়ে সবার জন্যই ভালো হয়েছে।

একদিন ভোরবেলা একটি ফোন এল।

'সিডনি?'

'বলছি।'

'হাই দোস্তো, বব রাসেল বলছি।'

বব রাসেল নামে কাউকে আমি চিনি না, দোস্তি দূরে থাক।

'দুঃখিত,' বললাম আমি, 'আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।'

BanglaBook.org

'ম্যাক্স রিচের সঙ্গে তোমার কিছু গান করা উচিত ছিল।'

চমকে গেলাম। এ কথাটা এ লোক জানল কী করে! পরক্ষণে বুঝে ফেললাম কে কথা বলছে। 'সিডনি রোজেনথাল!'

'বব রাসেল,' শুধরে দিল সে আমাকে। 'আমি হলিউডে আসছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'ওহ্, দারুণ!'

এক হপ্তা পরে বব রাসেল এসে হাজির, ঠাঁই নিল গ্রেসির বোর্ডিং হাউজের সর্বশেষ লভ্য ঘরখানায়। ওকে দেখে খুব ভালো লাগছিল আমার। আগের মতোই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর।

'তুমি এখনও গান লিখছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ, তোমার গান লেখা ছেড়ে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি,' ভৎর্সনা করল ও।

মিশুকে স্বভাবের রিচার্ড ইতিমধ্যে সবার সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলেছে। হলিউড হাইতে ওর অনেক বন্ধুবান্ধব হয়ে গেছে। কখনও সে ওদেরকে গ্রেসির বোর্ডিং হাউজে নিয়ে আসে, আবার কখনও ওদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যায়।

এক রাতে, একটি ডিনার পার্টিতে আমাদের নিমন্ত্রণ, আমি গোসল করছি, সাবান তুলতে গেছি হাত বাড়িয়ে, আমার পিঠের চাকতিটা স্থানচ্যুত হলো, প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে পড়ে গেলাম মেঝেয়। পরবর্তী তিনদিন শুয়ে থাকতে হলো বিছানায়। বুঝতে পারলাম, গ্রাহ্য করি বা না করি, এ জিনিস নিয়ে আমাকে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

একদিন সন্ধ্যায় নাটালি ফোন করলেন। 'তোমাকে একটি খবর দিতে ফোন করেছি, ডার্লিং। আমি বিয়ে করছি।'

শুনে খুশি হলাম। আশা করলাম এবারে সংসারজীবনে সুখী হতে পারবেন আমার মা। 'কে তিনি? আমি কি তাঁকে চিনি?'

'ওর নাম মার্টিন লিব। খেলনার ব্যবসা আছে। আর ও নিজেই একটা পুতুল।'

'বাহ্, চমৎকার,' উল্লসিত আমি। 'কবে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে আমার?'

'আমরা তোমার ওখানে আসছি। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।'

রিচার্ডকে খবরটা দিলাম। সে-ও আমার মতোই উত্তেজিত।

পরের হপ্তায় ফোন করলেন অটো। 'সিডনি, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা!' চমকে গেলাম আমি। 'আমার জানাশোনা কেউ?'

'না। ওর নাম অ্যান কার্টিস। চমৎকার একজন নারী।'

'শুনে খুশি হলাম, অটো। আশা করি তুমি সুখী হবে।'

'অবশ্যই হব।'

তবে কথাটা বিশ্বাস হলো না আমার।

BanglaBook.org

বব রাসেলের সঙ্গে আড্ডা আর গল্পে চমৎকার কেটে যাচ্ছিল সময়।

ও ওর সাম্প্রতিক লেখা কতগুলো গান নিয়ে এসেছে। আমাকে দিয়ে বলল, 'এগুলো প্রেমের গান। দ্যাখো তো কেমন হয়েছে।'

আমি পিয়ানোয় গানগুলোর সুর তুললাম। বললাম, 'চমৎকার হয়েছে।' মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। 'শনিবার ইস্ট সাইডে এক ক্লাবে এক গায়িকাকে দিয়ে উদ্বোধনী করা হবে। তাকে দিয়ে তোমার গানগুলো গাওয়ানো যেতে পারে। ওকে দেব গানগুলো?'

'দাও।'

পরদিন ওই ক্লাবে গেলাম আমি। গায়িকাটিকে দেখলাম রিহার্সাল দিচ্ছে। তাকে গানগুলো দেখালাম।

'ভালোই তো,' বলল সে। 'এজন্য তোমাকে পঞ্চাশ ডলার দেব।'

'দিন।'

টাকাটা ববকে দিলে সে মুচকি হেসে বলল, 'ধন্যবাদ। আমি এখন পেশাদার গায়ক।'

হলিউডে প্রতিদিনই ছোটখাটো ঝড়-ঝাপটা বয়ে যেত। তবে আসল ঝড় পাকাচ্ছিল ইউরোপের আকাশে। ১৯৩৯ সালে শুরু হলো এ ঝড় যখন জার্মানি পোল্যান্ডের ওপরে হামলা চালিয়ে বসল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১৯৪০ সালে ইটালি যোগ দিল জার্মানীর সঙ্গে। ডজনখানেক ইউরোপীয় দেশ জড়িয়ে গেল যুদ্ধে। আমেরিকা যুদ্ধে জড়াবে না ঘোষণা করল। তবে বেশিদিন নিরপেক্ষ থাকতে পারল না।

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপানিরা হামলা চালাল পার্ল হারবারে, পরের দিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

রুজভেল্ট যুদ্ধ ঘোষণার এক ঘণ্টা পরে, মেট্রো গোল্ডউইন মেয়রের প্রধান লুইস বি মেয়ার, যাকে MGM-এর প্রেসিডেন্ট নিকোলাস শেঙ্ক নিয়োগ দিয়েছিলেন, তিনি শীর্ষস্থানীয় প্রযোজক এবং পরিচালকদের নিয়ে একটি মিটিং ডাকলেন। বৈঠকে গম্ভীর কণ্ঠে মেয়ার বললেন, 'গতকাল পার্ল হারবারে কী ঘটেছে সে-বিষয়ে সকলেই জ্ঞাত রয়েছেন। আমরা এ ব্যাপারটি কিছুতেই সহ্য করব না। আমরা যুদ্ধ করব।' ঘরের চারপাশে তিনি চোখ বুলালেন। 'আমার বিশ্বাস, আপনাদের সকলের ওপর আমি আস্থা রাখতে পারব এ ভেবে যে আপনারা সবাই আমাদের মহান প্রেসিডেন্ট নিকোলাস এম. শেঙ্কের পেছনে এসে দাঁড়াবেন।'

বেন, বব এবং আমার, তিনজনেরই সেনাবাহিনীতে কাজ করার বয়স রয়েছে। আমরা কাজ করতে চাইও।

বেন বলল, 'নিউ জার্সির ফোর্ট ডিক্সে একটি ট্রেনিং ফিল্ম ইউনিট আছে। আমি তালিকায় নাম লেখাব। দেখি সামরিক বাহিনীতে ঢুকতে পারি কিনা।'

পরদিন ও ফোর্ট ডিক্সে গেল এবং সেনাবাহিনী ওকে পেয়ে খুশিই হলো। এক হপ্তা পরে ও পুবে রওনা হলো।

'তুমি কী করবে?' জিজ্ঞেস করলাম ববকে।

'এখনও জানি না। আমার হাঁপানির রোগ আছে। ওরা আমাকে আর্মিতে নেবে না। নিউইয়র্কে ফিরে যাব ভাবছি। দেখি ওখানে বসে দেশের জন্য কী করা যায়। তুমি কী করবে?'

'আমি এয়ার কর্পসে যোগ দেব।'

১৯৪২ সালের ২৬ অক্টোবর আমি আর্মি এয়ার কর্পসে ভর্তির জন্য আবেদন করলাম।

আবেদনপত্র গ্রহণের জন্য তিনজন বিখ্যাত মানুষের সুপারিশপত্র লাগবে। কিন্তু কোনো বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। কংগ্রেসের সদস্যদের কাছে চিঠি লিখতে শুরু করলাম, বললাম আমি আমার দেশের সেবা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সেজন্য তাঁদের সাহায্য চাই। তিনটে চিঠি জোগাড় করতে আমার দুমাস লেগে গেল।

এরপরের কাজ হলো লস এঞ্জেলেসের ডাউনটাউনে অবস্থিত ফেডেরাল বিল্ডিং-এর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা। ওখানে লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। ঘরে কমপক্ষে দুশো আবেদনকারী দেখলাম। পরীক্ষার বিষয় যুক্তিবিদ্যা, ভোকাবুলারি, অংক এবং সাধারণ জ্ঞান। চারঘণ্টা চলল পরীক্ষা।

অঙ্ক পরীক্ষা দিতে গিয়ে গাড্ডায় পড়ে গেলাম। প্রায়ই স্কুল ত্যাগ করার কারণে অঙ্কের বেসিকগুলোই শেখা হয়নি। ফলে বেশিরভাগ অঙ্কের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। নিশ্চিত হয়ে গেলাম লিখিত পরীক্ষায় আমি টিকছি না।

তিনদিন পরে আমার কাছে একটি চিঠি এল, এয়ার কর্পস শারীরিক পরীক্ষার জন্য আমাকে যেতে বলা হয়েছে। আশ্চর্য, আমি লিখিত পরীক্ষায় পাস করে গেছি! পরে শুনেছি মাত্র ত্রিশজন ওই পরীক্ষায় টিকেছে।

শারীরিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে ডাক্তার জানতে চাইলেন, 'তোমার কোনো শারীরিক সমস্যা আছে?'

'না, স্যার,' জবাব দিলাম আমি। হঠাৎ পিঠের স্থানচ্যুত চাকতির কথা মনে পড়ে গেল। 'আমি—'

'কী?'

আগ বেড়ে কথাটা বলতে গিয়ে বোকামো করে ফেলেছি।

'আমার একটা সমস্যা আছে, স্যার। আমার পিঠের একটা চাকতি একবার জায়গা থেকে সরে যায়. তবে—'

BanglaBook.org

ডাক্তার আমার অ্যাপ্লিকেশনে লিখলেন 'herniated disc', তারপর লাল অক্ষরে। 'DISQUALIFIED' লেখা রাবার স্টাম্প তুলে নিলেন ছাপ মারার জন্য।

'এক মিনিট!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন ডাক্তার। 'কী?'

তীরে এসে তরী ডোবাতে চাই না আমি কিছুতেই। তাই বললাম, 'ওই চাকতি নিয়ে এখন আমার আর কোনো সমস্যা নেই। আমি সুস্থ হয়ে গেছি। শেষ কবে এ নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল তা-ও মনে নেই। আমি আপনাকে কথাটা বললাম শুধু এ-কারণে যে এরকম একটা সমস্যা আমার এক সময় ছিল।' আমি কী বলছি নিজেও জানি না, শুধু জানি উনি যদি লাল স্টাম্পের সিল মেরে দেন আমার আবেদনপত্রে তাহলেই আমি চিত্তির। আমি কথা বলেই যেতে লাগলাম। অবশেষে ডাক্তার নামিয়ে রাখলেন রাবার স্ট্যাম্প। 'ঠিক আছে। তুমি যদি নিশ্চিত থাকো—'

আমি অত্যন্ত সরল গলায় বললাম, 'আমি নিশ্চিত, স্যার।'

'বেশ।'

আমি পেরেছি! এখন শুধু চক্ষুপরীক্ষা বাকি। ওটা কোনো ব্যাপারই না।

আরেক অফিসে পাঠানো হলো আমাকে। হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো একজোড়া ইনডেক্স কার্ড, প্রতিটিতে একজন চোখের ডাক্তারের নাম লেখা। এঁরা আমার আবেদনপত্রের অনুমোদন দেবেন।

'দুজন ডাক্তারের কাছেই তোমাকে যেতে হবে,' বলা হলো আমাকে। 'চোখের পরীক্ষায় পাস করতে পারলে ওরা কার্ডে দস্তখত করে দেবেন। তারপর কার্ডগুলো নিয়ে এখানে চলে এসো।'

আমি গ্রেসিতে ফিরে এলাম। রিচার্ডকে বললাম সবকিছু মসৃণভাবে এগোচ্ছে। মনে হচ্ছে এয়ার কর্পসে সুযোগ পেয়ে যাব।

আমি চলে যাব শুনে রিচার্ডের বেজায় মন খারাপ।

'আমি ভীষণ একা হয়ে যাব।'

'গ্রেসি তোর কোনো অযত্ন করবেন না,' ওকে আশ্বস্ত করলাম আমি। 'মা আর মার্টি শীঘ্রি আসছেন এখানে। তাছাড়া যুদ্ধও বেশিদিন চলবে না।'

সিডনি যেন এক মহাজ্যোতিষী!

পরদিন ড. ফ্রেড সেভার্নের কাছে গেলাম। প্রথম কার্ডটিতে এঁর নাম লেখা। তাঁর রিসেপশনরুমে লোক ভর্তি। সবাই এসেছে চক্ষু পরীক্ষা করাতে। আমি ওয়েটিং রুমে ঘণ্টাখানেক বসে রইলাম। অবশেষে ডাক্তারের ঘরে আমার ডাক পড়ল।

'বসো,' আমার দেয়া কার্ডে চোখ বুলালেন তিনি।

'পাইলট হতে চাও, না?'

'জি, স্যার।'

BanglaBook.org

'দেখা যাক তোমার টোয়েন্টি/টোয়েন্টি ভিশন আছে কিনা। প্লেন চালাতে এটুকু দৃষ্টিশক্তি দরকার।'

ডাক্তার আমাকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে নিয়ে গেলেন। দেয়ালে বড়সড় একটি আই-চার্ট টাঙানো। ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলেন সেভার্ন।

'ওপর থেকে পড়ো তো।'

পড়তে লাগলাম সহজেই। তবে ঠেকে গেলাম শেষের দুটো লাইনে এসে। একটা অক্ষরও পড়তে পারছি না। অথচ আই-চার্ট খুব দূরেও ছিল না।

জ্বলে উঠল ঘরের বাতি।

ডাক্তার কার্ডে কী যেন লিখছেন।

আমি পেরেছি!

'এটা রিসেপশনিস্টকে দিও,' বললেন তিনি।

'ধন্যবাদ, ডক্টর।'

ঘরের বাইরে এসে কার্ডে তাকালাম। আমার নাম কার্ডের ওপরে লেখা, নিচে ডাক্তার মন্তব্য করেছেন, 'শারীরিকভাবে অসমর্থ। দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা রয়েছে।'

যা দেখছি বিশ্বাস হলো না। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না ব্যাপারটা। এয়ার কর্পসে আমাকে ঢুকতেই হবে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

কার্ড হাতে নিয়ে হাঁটা দিলাম।

রিসেপশনিস্ট বলল, 'স্যার, আপনার কার্ডটি দিয়ে যান।'

আমি না-শোনার ভান করে হাঁটতেই থাকলাম।

'স্যার—'

চলে এলাম দরজার বাইরে।

আরও একজন ডাক্তার আছেন আমাকে পরীক্ষা করবেন। আমি আমার চোখের ডাক্তার ড. স্যামুয়েল পিটার্সের কাছে গেলাম। সব কথা খুলে বললাম তাঁকে।

'টোয়েন্টি/টোয়েন্টি ভিশনের জন্য,' বললেন তিনি, 'তোমাকে সবগুলো লাইন পড়ে শোনাতে হবে।'

'এ পরীক্ষায় পাস করব কীভাবে? কোনো উপায় নেই?'

একটু ভেবে তিনি জবাব দিলেন, 'উপায় একটা আছে।'

ড্রয়ার খুলে একজোড়া গ্লাস বের করলেন, লেন্সসহ। জিনিসটা দেখতে কাচের বোতলের মতো।

'কী এটা?'

'এ দিয়েই এয়ার কর্পসের বৈতরণী পার হতে পারবে।'

'কীভাবে?'

'পরের চক্ষুপরীক্ষায় যাওয়ার আগে, এ জিনিসটি কিছুক্ষণ চোখে পরে থাকবে। পরীক্ষা দেয়ার সময় আগের চেয়ে ভালো দেখতে পাবে চোখে।'

BanglaBook.org

'বাহ্‌, দারুণ!' আমি ডাক্তারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

পরদিন সকাল দশটায় দ্বিতীয় চক্ষু-চিকিৎসক ড. এডোয়ার্ড গেলের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম।

ডাক্তারের অফিসের লবিতে ঢুকে বসে রইলাম একটি বেঞ্চিতে। মোটা কাচের চশমাটা দিলাম চোখে। অপেক্ষা করছি এগুলোর ম্যাজিক দেখার জন্য।

ত্রিশ মিনিট পরে চশমা খুলে নিয়ে হাজির হলাম ডাক্তারের রিসেপশন অফিসে।

'মি. শেলডন,' বলল নার্স। 'ডাক্তার আপনার টেস্ট নেয়ার জন্য বসে আছেন।'

আমি আত্মতৃপ্তির একটি হাসি উপহার দিলাম নার্সকে।

'ধন্যবাদ।'

ভেতরের ঘরে ঢুকে কার্ডখানা দিলাম ডা. গেলকে। তিনি ওতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'এয়ার কর্পস, হাহ্‌? বসো।'

ঘর অন্ধকার করে দিলেন তিনি, উদয় হলো আলোকিত একটি আই-চার্ট।

'শুরু করো। ওপর থেকে পড়ো।'

আমি চার্টের একটি অক্ষরও বুঝতে পারছি না।

অপেক্ষা করছেন ডাক্তার। 'শুরু করে দাও।'

প্রথম লাইনে সম্ভবত বড় করে লেখা 'A' অক্ষরটি। তবে ঠিক নিশ্চিত নই। ঝুঁকিটা নিলাম। বললাম : 'A'

'হ্যাঁ। বলে যাও।'

কিন্তু কী বলব? আমি তো কিছু পড়তেই পারছি না।

'আমি পারছি না—'

আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালেন ডাক্তার। 'পরের লাইনে কী লেখা?'

'আ—আমি পড়তে পারছি না।'

'আমার সঙ্গে মশকরা হচ্ছে?' রেগে গেছেন তিনি। 'একটা লাইনও পড়তে পারছ না?'

'না। আমি—'

'অথচ তুমি এয়ার কর্পসের পাইলট হতে চাও? ভুলে যাও।' আমার কার্ড তুলে নিলেন তিনি মন্তব্য লেখার জন্য।

আমার শেষ সুযোগটাও ফুরিয়ে গেল। আতঙ্কবোধ করলাম। তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, কিছু লিখবেন না, প্লিজ!'

আমার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকালেন ডাক্তার।

'ডক্টর, আপনি জানেন না গেল এক হপ্তা আমি একটি দিনের জন্যও ঘুমাতে পারিনি। আমার অসুস্থ মায়ের সেবা করতে হয়েছে। আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি

BanglaBook.org

না। আমার শরীরটাও কদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। এদিকে আমার সবচেয়ে প্রিয় চাচা মারা গেছেন। সবমিলে খুব ঝামেলার মধ্যে ছিলাম, ডক্টর। দয়া করে আমাকে আরেকটা সুযোগ দিন।'

আমার কথা শেষ হওয়ার পরে ডা. গেল বললেন, 'কিন্তু আমার পক্ষে—'

'প্লিজ, শুধু আরেকটা সুযোগ চাইছি।'

আমার কণ্ঠের আর্তি বোধহয় তাঁর অন্তর স্পর্শ করল। মাথা নাড়লেন তিনি। 'ঠিক আছে। কাল আবার এসো। তবে তুমি বেহুদাই—'

'অনেক ধন্যবাদ,' দ্রুত বললাম আমি। 'আমি কাল আবার আসব।'

আমি আমার চক্ষু-চিকিৎসকের কাছে এক ছুটে চলে গেলাম। কী ঘটেছে সব বললাম তাঁকে।

'তুমি কতক্ষণ চশমা পরে ছিলে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'বিশ/ত্রিশ মিনিট।'

'অথচ দশ মিনিট পরলেই চলত।'

এখন উনি এ কথা বলছেন আমাকে! 'আমাকে চান্স পেতেই হবে,' বললাম আমি। 'আমার জন্য কিছু একটা করুন।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ডাক্তার। ভাবছেন। 'তুমি চার্ট পড়ার সময় উনি কি ঘর অন্ধকার করে নিয়েছিলেন?'

'জি।'

'গুড।'

একটি ক্লজিটে হেঁটে গেলেন ডা. পিটার্স। একটি আই-চার্ট বের করলেন।

'বাহ্, চমৎকার,' বললাম আমি। 'আমি এটা মুখস্থ করে ফেলতে পারব।'

'কাজ হবে না। একেকটি চার্টে একেকরকমভাবে অক্ষর সাজানো থাকে।'

'তাহলে?'

'তুমি এ চার্ট নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে দাও। তেরছা চোখে অক্ষরগুলো পড়বে। তাতে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিচের লাইনদুটো পড়তে পারছ, কাজ চালিয়ে যাও। অন্ধকারে তোমার ডাক্তার বুঝতে পারবেন না তুমি কী করছ।'

সন্দেহ হলো আমার। 'আপনি কি নিশ্চিত—'

'পারা না-পারা পুরোটাই তোমার ওপর নির্ভর করছে। গুড লাক।'

সারা সন্ধ্যা আই-চার্টের লেখাগুলো পড়লাম। মনে হলো কাজ হচ্ছে। তবে ডা. গেলের সামনে কাজ হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

পরদিন সকাল দশটায় ডা. গেলের অফিসে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, 'কেন যে আমরা বিষয়টি নিয়ে খামোকা সময় নষ্ট করছি! গতকালকের পরে—'

BanglaBook.org

'আমাকে একবার চেষ্টা করতে দিন।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'আচ্ছা।'

সেই ঘরে আবার ঢুকলাম। ডাক্তার সবগুলো বাতি নিভিয়ে দিলেন। 'নাও, শুরু করো।' আমি চেয়ারে বসে তির্যক দৃষ্টিতে চার্টের লেখাগুলো পড়তে লাগলাম। ডাক্তার পিটার্স ঠিকই বলেছিলেন। সবগুলো অক্ষর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমি আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সবগুলো লাইন তরতর করে পড়ে গেলাম। জ্বলে উঠল ঘরের বাতি।

ডা. গেল আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এরকম ঘটনা জীবনে দেখিনি।' বলে চললেন তিনি। 'তুমি শেষ দুটো লাইনের কয়েকটা শব্দ মিস করেছ। তোমার ভিশন হলো, টোয়েন্টি/টোয়েন্টি টু। এয়ার কর্পস কী বলে দেখা যাক।' কার্ডে দস্তখত করে তিনি ওটা আমাকে দিলেন।

পরদিন সকালে ফেডেরাল বিল্ডিং-এর এক আর্মি অফিসারের কাছে রিপোর্ট করলাম আমি। তিনি কার্ডে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'টোয়েন্টি/টোয়েন্টি টু। মন্দ নয়, তবে কমব্যাট ফ্লাইংয়ে তোমাকে নেয়া যাবে না। ওজন্য দরকার টোয়েন্টি/টোয়েন্টি ভিশন।'

আঁতকে উঠলাম। 'তার মানে কী আমি—'

'তুমি কী করবে বলে দিচ্ছি। ওয়ার ট্রেনিঙের নাম শুনেছ?

'না, স্যার।'

'এটা আর্মি এয়ার কর্পসের নতুন শাখা। এর আরেকটা নাম আছে— সিভিল এয়ার প্যাট্রল। তবে যুদ্ধকালীন নাম ট্রেনিং সার্ভিস। ওরা তোমাকে ফেরি প্লেন চালানোর ট্রেনিং দেবে। ওই প্লেন নিয়ে তোমাকে ইউরোপে যেতে হতে পারে। অথবা ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টরের দায়িত্ব পাবে তুমি। করবে?'

'জি, স্যার।' যাকগে, অবশেষে এয়ার কর্পস পাইলট হওয়ার স্বপ্ন তো পূরণ হতে চলেছে।

'যেহেতু রেগুলার এয়ার কর্পসে তুমি সুযোগ পাচ্ছ না, কাজেই নিজের ইউনিফর্মের ব্যবস্থা তোমার নিজেকেই করতে হবে। ক্যাডেটের বেতন পাবে তুমি, থাকার একটা জায়গাও মিলবে। চলবে?'

'জি, স্যার।'

'তোমার ফ্লাইট ট্রেনিং হবে উটাহ্'র রিচফিল্ডে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তোমাকে রিপোর্ট করতে হবে।'

জীবনে কখনও এমন উত্তেজনা বোধ করিনি।

নাটালি তাঁর স্বামী এবং রিচার্ডকে নিয়ে শহরে এলেন। মার্টির সঙ্গে অবশেষে

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সাক্ষাৎ হলো আমার। তিনি খাটো, ধূসর চুল, বেশ গাট্টাগোট্টা শরীর, বন্ধুসুলভ চেহারা। দেখামাত্র পছন্দ হয়ে গেল মানুষটাকে। একসঙ্গে ডিনার করলাম। নাটালি এবং মার্টির কাছে সমস্ত ঘটনা বললাম।

'তোমার তাহলে একটি ইউনিফর্ম দরকার,' বললেন মার্টি। 'চলো, কিনে নিয়ে আসি।'

'না, না, আপনাকে কিনতে হবে না।'

'আমি কিনা।'

মার্টির সঙ্গে আর্মি-নেভি স্টোরে গেলাম। তিনি আমাকে অফিসারদের চমৎকার একটি ইউনিফর্ম কিনে দিলেন, সঙ্গে চামড়ার ফ্লাইং জ্যাকেট। আমি ঘাড়ে জড়িয়ে রাখার জন্য একটি সাদা স্কার্ফ কিনলাম।

এবারে আমি আমেরিকাকে যুদ্ধে জেতানোর জন্য প্রস্তুত।

বারো

মনরো পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা উটাহ্'র রিচফিল্ড ৬৫০০ জনসংখ্যার খুদে একটি শহর। মূল রাস্তায় সুন্দর একটি হোটেল আছে। নির্দেশ মেনে, আমরা ক্যাডেটরা যে যার ঘরে গেলাম। তারপর ফিরে এলাম লবিতে। সংখ্যায় আমরা মোট চোদ্দজন। আমরা লবিতে আসার আধঘণ্টা বাদে ওখানে উদয় হলেন লম্বা, রুখু চেহারার এক ইউনিফর্মধারী। আমাদের ওপর চোখ বুলালেন তিনি।

'সবাই এসেছে?'

সমস্বরে বলে উঠল সকলে, 'জি, স্যার।'

'গুড। আমি ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন, তোমাদের চিফ ইন্সট্রাক্টর। এ হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট পনেরো মিনিটের দূরত্ব। প্রতিদিন ভোর ছ'টায় একটি বাস তোমাদেরকে ওখানে নিয়ে যাবে। রাতে ভালোমতো ঘুমিয়ে নিও। ঘুমটা দরকার হবে তোমাদের।'

চলে গেলেন তিনি।

পরদিন সকালে সেনাবাহিনীর বাস এসে আমাদেরকে তুলে নিল, পৌঁছে দিল এয়ারফিল্ডে। যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক ছোট এয়ারপোর্ট।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

'ফলো মি,' বললেন তিনি।

কাছের একটি ভবন লক্ষ করে হাঁটা দিলেন তিনি, আমরা তাঁর পিছু নিয়ে বিল্ডিঙে ঢুকলাম। বিল্ডিংটি স্কুলে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে, ঘরগুলোকে বানানো হয়েছে ক্লাসরুম।

আমরা বসার পরে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন, 'তোমরা ছয় মাসের ফ্লাইং কোর্স করতে এসেছ।' বিরতি দিলেন তিনি। 'তবে যুদ্ধের কারণে আমরা কোর্স শেষ করব তিন মাসে। ক্লাসে তোমাদেরকে শেখানো হবে মানচিত্র পঠন, বায়ুগতিবিদ্যা, আবহাওয়া, নেভিগেশন, ক্রস-কান্ট্রি ফ্লাইট প্ল্যানিং এবং ইঞ্জিন থিয়োরি। তোমরা মোর্স কোড শিখবে, শিখবে কীভাবে নিজের প্যারাসুট প্যাক করতে হয়। প্রতিটি ক্লাসে আলাদা একজন ইন্সট্রাক্টর থাকবেন। এনি কোশ্চেন?'

'নো, স্যার।'

আমাদের প্রথম ক্লাসটি হলো বায়ুগতিবিদ্যা নিয়ে। এক ঘণ্টা চলল ক্লাস। ক্লাস শেষে ইন্সট্রাক্টর বললেন, 'তোমরা বায়ুগতিবিদ্যার টেক্সটবুক ভালো করে পড়বে

BanglaBook.org

অধ্যায় ১ থেকে ২০ পর্যন্ত হোমওয়ার্ক। এখান থেকে প্রশ্ন করা হবে। কাল জবাব রেডি করে নিয়ে আসবে। এখন ক্লাস শেষ।'

পরের ক্লাস হলো নেভিগেশন। এক ঘণ্টা পরে, যখন শেষ হলো ক্লাস, ইন্সট্রাক্টর বললেন, 'টেক্সটবুক নিয়ে যাও। ১ থেকে ১৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়বে। সবগুলো প্রশ্নের জবাব আমার চাই।'

আমরা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মস্ত চাপ পড়তে যাচ্ছে আমাদের ওপর।

তৃতীয় ক্লাস ইঞ্জিন-থিওরির। টেকনিকাল বিষয়। প্রচুর নোট নিতে হলো। ক্লাস শেষ করে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, ইন্সট্রাক্টর বললেন, 'তোমাদের বাড়ির কাজ পৃষ্ঠা ১ থেকে পৃষ্ঠা ১২০ পর্যন্ত। সবগুলো প্রশ্নের জবাব পড়ে ফেলো।'

হাসি পেলেও হাসতে পারলাম না। পাহাড় সমান এ হোমওয়ার্কের বোঝা বহন করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার, তা-ও সবগুলো ক্লাস এখনও শেষ হয়নি। শেষ ক্লাসে প্যারাসুট কীভাবে বাঁধতে হয় সে সবক দেয়া হলো। লম্বা একটি দিনের শেষে সবচেয়ে জটিল ও ক্লান্তিকর কাজ।

আমরা বুঝতে পারলাম ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন *'ছয় মাসের কোর্স কিন্তু আমরা শেষ করব তিন মাসে'* বলতে কী বুঝিয়েছেন। প্রতিটি ক্যাডেটই বোধহয় ভোর চারটা-পাঁচটা পর্যন্ত জেগে রইল হোমওয়ার্ক শেষ করার জন্য।

প্রতিদিন একই রুটিন। ক্লাস শেষ করে মাঠে যাই প্লেনগুলোর আদ্যোপান্ত জানতে। আমাকে পাইপার কাবস চালাতে হবে। প্রপেলার এ প্লেনে ছাত্রের পাশে বসে নির্দেশ না দেন ইন্সট্রাক্টর।

আমরা সবাই এখানে এসেছি প্লেনে চড়া শিখতে। কিন্তু হোমওয়ার্কগুলো শেষতক এমন গুরুভার হয়ে উঠল যে প্রতিদিন ভোর তিনটা/চারটা পর্যন্ত শুধু বাড়ির কাজই করতে হচ্ছে। প্রার্থনা করলাম আমাদের ফ্লাইটের পালা যেন আসে দেরি করে, ইতিমধ্যে হোমওয়ার্কের বোঝা থেকে মুক্ত হতে পারব।

আমি ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কাজ করছি। আমার প্রথম ফ্লাইটের জন্য প্যারাসুট বেঁধে বোঝাটা পিঠে নেয়ার কসরত তিনি লক্ষ করলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। প্লেনে ঢুকলাম আমরা।

'আমি কী করি ভালোভাবে খেয়াল করো,' বললেন তিনি।

দেখলাম দক্ষতার সঙ্গে টেকঅফ করলেন ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন। 'দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবে। প্রথমটা হলো স্যুইভেল। সবসময় মাথা ঘুরিয়ে ডানে-বামে তাকাবে। চারপাশে তাকিয়ে দেখবে কোনো প্লেন তোমার কাছাকাছি এসে পড়েছে কিনা। দ্বিতীয় কাজটি হলো উচ্চতার সঙ্গে তোমার গতির সমন্বয়। তাহলে প্লেন ক্রাশের বিপদ থেকে বেঁচে যাবে।'

আমরা ক্রমে ওপরের দিকে উঠছি। দেখতে পেলাম এয়ারফিল্ড। পুরোটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চতায় চলে আসার পরে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন

BanglaBook.org

বললেন, 'এবারে আমরা স্পিন করব।' প্লেন দ্রুত পাক খেতে লাগল। ওই সময় বুঝতে পারলাম আমার একটি সমস্যা আছে। আমি এয়ারসিক হয়ে পড়েছি।

আমার দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকালেন ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন। আমি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করলাম।

পরদিন সকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। আমি আবারও এয়ারসিক হয়ে পড়লাম।

অবতরণ করার পরে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন জিজ্ঞেস করলেন, 'সকালে নাশতা খেয়েছ?'

'জি, স্যার।'

'এখন থেকে লাঞ্চের আগে কিছু খাবে না।'

তার মানে আগের রাতে ডিনার খাওয়ার পরে পরদিন বেলা দেড়টার আগে আমার পেটে কিছু পড়ছে না।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন যেদিন প্রথম কন্ট্রোল তুলে দিলেন আমার হাতে, সমস্ত অসুস্থতা চলে গেল। তারপর থেকে যখনই প্লেন চালাতাম, দারুণ লাগত। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকত বিমান-চালনায়।

প্রতি হপ্তায় গ্রেসির বোর্ডিং হাউজে ফোন করে রিচার্ডের সঙ্গে কথা বলি আমি, যোগাযোগ হয় আমার মা এবং নতুন বাবার সঙ্গেও। তাদেরকে নিশ্চিত করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেরা বৈমানিক হতে চলেছি আমি।

একদিন রিচার্ড ফোন করল। 'একটা খবর আছে, ভাইয়া। আমি এনলিস্টেড হয়েছি।'

শুনে ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল কলজে। ওর বয়েস খুবই কম—হঠাৎ উপলব্ধিতে এল ও তো এখন আর সেই ছোট্ট খোকাটি নেই। বললাম, 'রিচার্ড, তোর জন্য আমার গর্ব হচ্ছে।'

এক হপ্তা বাদে, বুট ক্যাম্পে চলল ও।

ট্রেনিঙের সময়, নিয়মিত রুটিনে ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন কোনোরকম আভাস না দিয়ে বন্ধ করে দেন ইগনিশন।

'তোমার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, শেলডন। ইমার্জেন্সি ল্যান্ড করো।'

নিচে তাকাই আমি। অবতরণের কোনো জায়গা চোখে পড়ে না। কিন্তু ক্যাপ্টেনের চেহারা দেখে বুঝতে পারি একথা শুনতে তিনি মোটেই আগ্রহী নন। আমি দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছিলাম, শেষে অবতরণের মতো একটা জায়গা খুঁজে পাই।

ল্যান্ড করতে যাচ্ছি, ইগনিশনের সুইচ অন করে দিলেন ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন। 'গুড। টেক ইট আপ।'

ওইদিনই ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন, 'এবারে একা ওড়ার সময় হয়েছে তোমার, শেলডন।' শুনে রীতিমতো উত্তেজিত আমি।

'উচ্চতা আর গতির মধ্যে সমন্বয় যেন থাকে।'

BanglaBook.org

মাথা দোলালাম আমি, প্যারাসুট পিঠে বেঁধে নিয়ে ঢুকলাম প্লেনে। এবারই প্রথম একা। ফ্লাইট দলগুলো আমাকে লক্ষ করছিল। মাঠে দৌড় শুরু হলো আমার, একটু পরেই ভেসে পড়লাম শূন্যে। দারুণ লাগছিল। নিজেকে স্বাধীন স্বাধীন লাগছে। ধরিত্রীর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নতুন এক পৃথিবীতে যাত্রা করেছি যেন। একটুও এয়ারসিকে ভুগছি না।

৬১০০ ফুট উঁচুতে উঠে এলাম, তারপর রুটিন কাজগুলো করতে লাগলাম।

আমাকে কুড়ি মিনিট আকাশে ওড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ঘড়ি দেখলাম। এবার ওদেরকে দেখিয়ে দেয়া দরকার নিখুঁত অবতরণ কাকে বলে। স্টিক ঠেলে দিলাম সামনে, শুরু করলাম নিচের দিকে নামতে। নিচের লোকগুলোকে দেখতে পেলাম, আমাকে এয়ারফিল্ডে দেখার জন্য অপেক্ষমাণ।

অবতরণের আইনকানুনগুলো বেঁধে দেয়া। কতটুকু উচ্চতায় কতটা গতি নিয়ে উড়তে হবে তা আমাদের মস্তিষ্কে গেঁথে দেয়া হয়েছে। আমি সাঁ সাঁ করে মাটিতে নেমে আসছি, হঠাৎ আবিষ্কার কারলাম কতটুকু গতিতে অবতরণ করতে হবে তা বেমালুম ভুলে গেছি। আকাশে ওড়া নিয়ে যা-কিছু শিখেছি, অকস্মাৎ সবকিছু আমার মস্তিস্কের স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে গেছে। কী করছি নিজেই বুঝতে পারছি না।

আতঙ্কিত হয়ে স্টিক টেনে নিয়ে উচ্চতা ফিরে পাবার চেষ্টা করলাম, মাটিতে যাতে আছড়ে না পড়ি। অলটিটিউড এবং স্পিডের ফর্মূলাগুলো মনে করার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার মস্তিষ্ক একদম ফাঁকা হয়ে আছে। ল্যান্ডিং-এ ভুল করা মানে মাটিতে আছড়ে পড়ে মৃত্যুবরণ। আমি উড়তে থাকলাম, কাঁপছি, কী করব চিন্তা করছি। একবার ভাবলাম প্যারাসুট নিয়ে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ি। কিন্তু প্লেন ধ্বংস হলে এয়ারকর্পস আমাকে ছাড়বে না। কিন্তু সারাজীবন তো আর আকাশে চক্কর দিতে পারব না। আমাকে ল্যান্ড করতেই হবে।

আবার নামতে লাগলাম। এয়ারপোর্টের দিকে ওড়ার সময় বৃথাই মনে করার চেষ্টা করলাম আমার এয়ারস্পিড কত হওয়া উচিত। ১০০০ ফুটে ঘণ্টায় ৬০ মাইল...৩০০ ফুটে ঘণ্টায় ৫০ মাইল...আমি কি খুব দ্রুত চলছি? এয়ারফিল্ড ঘিরে বারতিনেক চক্কর দিলাম ক্রমে চলে আসছি মাটির কাছাকাছি। *ঘণ্টায় ৫০ মাইল। খুব বেশি? নাকি খুব ধীরে?* বুক ভরে দম নিলাম একটা। তারপর অবতরণ করলাম।

জমিনে প্লেনের চাকা স্পর্শ পেল, ঝাঁকি খেল, আবার এয়ারফিল্ডের মাটি ছুঁলো বিমান, আবার দুলে উঠল, আমি স্টিক টেনে ধরে ব্রেক কষার পরে দৌড় বন্ধ করল ওটা। আমি প্লেন থেকে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এলাম।

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন শহরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আকাশে প্লেন নিয়ে আমাকে গোত্তা খেতে দেখে আবার ফিরে এসেছেন। ছুটে এলেন আমার কাছে।

'করছিলে কী তুমি?' হুংকার ছাড়লেন তিনি।

আমি দরদর করে ঘামছি। 'আ—আমি ঠিক জানি না। পরের বারে—'

BanglaBook.org

'পরের বার বলে কোনো কথা নেই। এক্ষুনি করো!'

হতভম্ব আমি। 'এক্ষুনি?'

'হ্যাঁ। প্লেনে ফিরে যাও। আবার আকাশে ওঠো।'

ভাবলাম উনি ঠাট্টা করছেন।

'আমি অপেক্ষা করছি।'

ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। ফিরে এলাম প্লেনে, বসলাম। দম ফিরে পেতে চাইছি। যদি আমি মারা যাই সেজন্য দায়ী থাকবেন ক্যাপ্টেন।

আমি রানওয়েতে দৌড় শুরু করেছি, সবাই তাকিয়ে রইল।

আবার ভেসে পড়লাম শূন্যে। পেশিতে ঢিল দিয়ে গতি, উচ্চতা, অ্যাঙ্গেল ইত্যাদি যা-কিছু শেখানো হয়েছে তা মনে করার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল সবকিছু। আমি মিনিট পনেরো আকাশে থাকলাম, তারপর প্রায় নিখুঁতভাবে নেমে এলাম মাটিতে।

প্লেন থেকে নামছি, ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন, 'মন্দ হয়নি। কাল আবার করবে।'

আমার ফ্লাইট ট্রেনিংয়ের বাকি দিনগুলো ঘটনাবিহীনভাবে কেটে গেল, শুধু কোর্স শেষ হওয়ার কদিন আগে একটি ঘটনা ঘটল যা মনে থাকবে চিরদিন।

সেদিন সকালে টেকঅফ করতে যাচ্ছি, ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন বললেন, 'খবরে বলেছে ঝড় আসছে, শেলডন। কাজেই সাবধানে থেকো। ঝড় আসতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ড করবে।'

'জি, স্যার।'

টেকঅফ করলাম, আমার অলটিটিউডে পৌঁছে পাহাড়চুড়োর চারপাশে চক্কর দিতে লাগলাম। মনে পড়ল ক্যাপ্টেনের কথা :

খবরে বলেছে ঝড় আসছে... ঝড় আসতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ল্যান্ড করবে...

আমি যদি ঝড়ের মধ্যে পড়ে যাই এবং ল্যান্ড করার জায়গা খুঁজে না পাই?

কল্পনায় খবরের কাগজের হেডলাইন দেখতে পেলাম :

ঝড়ের কবলে পাইলট

রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচারিত হবে খবরটি। সারাবিশ্ব নিশ্বাস বন্ধ করে দেখবে তরুণ ক্যাডেটটি নিরাপদে ল্যান্ড করতে পারল কিনা। আমার নিচের ল্যান্ডিং ফিল্ডে গিজগিজ করবে অ্যাম্বুলেন্স, ভরে যাবে দমকল বাহিনীর যন্ত্রপাতিতে। দিবাস্বপ্নে এমন মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে লক্ষ্যই করিনি চারদিক হঠাৎ আঁধারে ঢেকে গেছে। অন্ধকার ঘনাবার কারণ আমার প্লেন ঝড়ের মধ্যে পড়েছে। চারদিক ঘিরে থাকা অশুভ কালো কালো মেঘের মধ্যে অন্ধের মতো প্লেন চালাতে লাগলাম আমি। এয়ারফিল্ড বা অন্যকিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু জানি আমার প্রতিটি পাশে উঁচিয়ে রয়েছে নির্দয়, নিষ্ঠুর পাহাড়চুড়ো। যে-কোনো মুহূর্তে ওগুলোর গায়ে বাড়ি খেয়ে পটল

BanglaBook.org

তুলতে পারি আমি। আমি দিক হারিয়ে ফেলেছি। এয়ারফিল্ড কি আমার সামনে নাকি পেছন দিকে! অথবা পাশে?

ঝড়ো বাতাসের ধাক্কায় ডিগবাজি খেতে শুরু করল প্লেন। যে হেডলাইন নিয়ে একটু আগে দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম তা এখন সত্যি হতে চলেছে। আমি ছোট ছোট বৃত্ত রচনা করে ক্রমে নেমে আসতে লাগলাম নিচের দিকে। জমিন থেকে ত্রিশ ফুট উঁচুতে এসেছি, এমন সময় চোখে পড়ল এয়ারফিল্ড। ক্রুদের সবাই ওখানে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

প্লেন ল্যান্ড করার পরে আমার ইন্সট্রাক্টর রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে এলেন।

'তোমার হয়েছেটা কী? বললাম না যে ঝড় থেকে দূরে থাকবে?'

'দুঃখিত। জি স্যার। ওটা হঠাৎ আমার গায়ে হামলে পড়েছিল।'

রিচফিল্ডে আসার তিন মাস পরে একদিন ক্যাপ্টেন অ্যান্ডারসন আমাদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা এখন BT-তে এবং DAT-6 প্লেন চালানোর ট্রেনিঙের জন্য প্রস্তুত। তবে অ্যাডভান্সড ফ্লাইট স্কুলগুলোতে এ মুহূর্তে জায়গা খালি নেই। কাজেই তোমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। যে-কোনো মুহূর্তে খালি হতে পারে জায়গা। এখানে বসে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। সার্জেন্টের কাছে তোমাদের ফোন নম্বর দিয়ে যেও। তোমাদেরকে যে-কোনো সময় ফোন করা হবে। যে মুহূর্তে অ্যাডভান্স ফ্লাইট স্কুলের ট্রেনিং শুরু হবে, তোমাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব। গুড লাক।'

বেন রবার্টসের কথা মনে পড়ল। ফ্লাইট স্কুলের জন্য অপেক্ষার সময়টা নিউইয়র্কে কাটাব স্থির করলাম। ম্যানহাটানের একটি হোটেলে রিজার্ভেশন করে নাম্বারটা সার্জেন্টকে দিলাম। বারবার মনে হচ্ছিল যে-মুহূর্তে আমি নিউইয়র্কে পৌছাব ঠিক সে-মুহূর্তে ফ্লাইট স্কুলে ফিরে যাওয়ার অর্ডার চলে আসবে।

আমার সহকর্মীদেরকে বিদায় জানিয়ে বিকেলের প্লেনে নিউইয়র্কে রওনা হয়ে গেলাম বেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

BanglaBook.org

তেরো

যাত্রা হলো মসৃণ, আরামদায়ক। বৃহদায়তনের একটি বিমানে চড়েছি আমি, পরনে এয়ারকর্পস ইউনিফর্ম উইংগুলো চকচক করছে। একটু পরপর এয়ারসিক হয়ে পড়ছি দেখে যাত্রীরা আড়চোখে তাকাতে লাগল আমার দিকে। আমি নিশ্চিত, আমাকে যদি যুদ্ধ বিমান চালানোর ট্রেনিং দেয়া হত, যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল হত আরও সংক্ষিপ্ত।

নিউইয়র্কে পৌঁছালাম। স্মৃতিতে ভিড় করে এল ব্রিল বিল্ডিং, RKO জেফারসন এবং ম্যাক্স রিচ। যেন এরা সবাই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা।

আমাকে স্বাগত জানাতে এয়ারপোর্টে এসেছে বেন রবার্টস। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল। হোটেলে ফেরার পথে ওর কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি দিয়ে গেল।

'আমি এখন ফোর্ট নক্সে আছি,' জানাল ও, 'যুদ্ধ ট্রেনিং-এর ফিল্মের গল্প লিখছি। এ যে কী জিনিস না-দেখলে বিশ্বাস করবে না। এক ছবিতে দশ মিনিট ধরে রিক্রুটদেরকে বোঝাতে হলো কীভাবে গাড়ির হুড তুলতে হয়। এ যেন পাঁচবছরের বাচ্চাদের জন্য চিত্রনাট্য রচনা। তুমি নিউইয়র্কে কদ্দিন আছ?'

'এক ঘণ্টা হতে পারে আবার এক হপ্তাও থাকতে পারি। তবে মনে হয় না এক ঘণ্টার বেশি থাকতে পারব।' আমার অবস্থা ব্যাখ্যা করলাম ওকে। 'এয়ারকর্পসে রিপোর্ট করার জন্য যে-কোনো সময় ওরা আমাকে ডেকে পাঠাতে পারে।'

যে হোটেলে রিজার্ভেশন করেছি সেখানে পৌঁছে ক্লার্ককে বললাম, 'আমার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লং ডিসট্যান্ট ফোন আসতে পারে। খুবই জরুরি। ফোনটা এলেই আমাকে ডেকে দেবেন, প্লিজ।'

পরের রাতে বেনের সঙ্গে ডিনার করব স্থির হলো।

পরের দিন সকালে ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার এজেন্ট লুইস শ্যুরকে ফোন করলাম। জানালাম এ মুহূর্তে নিউইয়র্কে আছি। আমার সেকেন্ডারি ফ্লাইং স্কুল ট্রেনিং শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ফ্রি।

'তুমি অফিসে গিয়ে আমার পার্টনার জুলেস জিগলারের সঙ্গে দেখা করো,' পরামর্শ দিল সে আমাকে। 'ও হয়তো তোমার জন্য কিছু করতে পারবে।'

জুলেস জিগলার নিউইয়র্ক অফিস প্রধান, চল্লিশের কোঠায় বয়স।

'লুই বলেছে তুমি আসছ,' বলল সে। 'তুমি কি কোনো প্রজেক্টে কাজ করতে চাইছ?'

BanglaBook.org

'ইয়ে মানে আমি—'

'আমার কাছে ইন্টারেস্টিং কিছু অফার আছে। জ্যান কিয়েপুরার নাম শুনেছ?'

'না। কে তিনি?'

'জ্যান কিয়েপুরা ইউরোপের বড় এক অপেরা-তারকা। তাঁর স্ত্রী মার্টা এগার্থও তাই। ওরা ওখানে বহু ছবি করেছেন। ওঁরা ব্রডওয়েতে *দ্য মোর উইন্ডো'* শো করতে চান।'

'দ্য মোর উইডো ফ্রাঞ্জ লেহারের এক বিখ্যাত অপেরা। এ এক ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজকুমারের গল্প যে এক ধনবতী বিধবাকে তাঁর টাকার লোভে বিয়ে করে। এ নাটকটি পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সবসময় প্রদর্শিত হচ্ছে।'

'ওরা বইটিকে আপডেট করতে চান। তুমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলবে?'

লাভ কী? আমি নিউইয়র্কে একটি চিঠি লেখার সময়টুকু পর্যন্ত থাকতে পারব না, ব্রডওয়ে শো দূরে থাক।

'মনে হয় না আমি—'

'অন্তত ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ তো করো।'

জ্যান কিয়েপুরা এবং তাঁর স্ত্রী মার্টা এগার্টের সঙ্গ পরিচয় হলো অ্যাসটর হোটেলে, তাদের সুইটে। কিয়েপুরা দরজা খুলে উইনিফর্ম পরা আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই সেই লেখক নাকি?'

'জি।'

'ভেতরে আসুন।'

জ্যান কিয়েপুরার বয়স চল্লিশ, পেশিবহুল শরীর, হাঙ্গেরিয়ান অ্যাকসেন্টে কথা বলেন। মার্টা হালকাপাতলা গড়নের, আকর্ষণীয়া, কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ-খেলানো চুল, সদাশয় হাসি মুখে।

'বসুন,' বললেন কিয়েপুরা।

বসলাম।

'আমরা *দ্য মেরি উইডো* করব। তবে কাজটা হবে আধুনিক স্টাইলে। জুলেস বলেছে আপনি একজন ভালো লেখক। আপনি কী কী লিখেছেন?'

'ফ্লাই-বাই-নাইট, সাউথ অব পানামা...' আমি আর বেন মিলে যেসব বি-মুভির গল্প লিখেছি সেগুলোর নাম বললাম।

ওরা পরস্পরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন। 'আমরা পরে আপনাকে জানাচ্ছি।'

ব্যস্, ঘটনার এখানেই শেষ। এমনই হয়।

ত্রিশ মিনিট পরে জুলেস জিগলারের অফিসে ফিরে এলাম আমি।

'ওরা একটু আগে ফোন করেছেন,' বলল জিগলার। 'ওরা শো'র জন্য তোমাকে দিয়ে লেখাতে চাইছেন।'

আমার মাথার ওপরে কালো মেঘের ঘনঘটা। আমি কাজটা করতে পারব না। ব্রডওয়ে প্রতিটি লেখকের জন্য মক্কাশরিফ। আমি ব্রডওয়ের নাটক লেখার কী জানি?

BanglaBook.org

কিছুই জানি না। এ কাজ করা মানে নিজে বোকা বনে যাওয়া এবং প্রডাকশনকে ধ্বংস করা। তাছাড়া যে-কোনো মুহূর্তে এয়ারকর্পসে যোগদানের জন্য ফোন আসতে পারে।

জুলেস জিগলার আমাকে লক্ষ করছিল। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

শো করব না সে-কথা ওকে বলার সাহস আমার হলো না।

'অবশ্যই।'

'ওঁরা তোমাকে কাজটা এখুনি শুরু করে দিতে বলছেন।'

'নিশ্চয়ই।'

হোটেল রুমে ফিরে এলাম। ওদেরকে বলে দেব কাজটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হলো এ কাজ একজনকে দিয়ে করানো সম্ভব *বেন রবার্টস।* বেন নাটকটি আমার সঙ্গে যৌথভাবে লিখবে। আর প্রজেক্টের মাঝপথে এয়ারকর্পস থেকে আমার ডাক এলে বেন একাই শেষ করতে পারবে কাজ।

আমি ফোর্ট ডিক্সে ফোন করলাম।

'নতুন কী খবর আছে বলো?' জানতে চাইল বেন।

'নতুন একটা খবর আছে। তুমি আর আমি মিলে *দ্য মেরি উইডো* নতুন করে লিখব।'

ও-প্রান্তে নীরবতা। 'জানতাম না তুমি মাতাল হয়ে আছ।'

'আমি সিরিয়াস। আমি শো'র তারকাদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আমাদেরকে চাইছেন।'

বাক্যহারা বেন।

পরদিন যে থিয়েটারে *দ্য মেরি উইডো* দেখানো হবে সেখানে গেলাম। এ শো প্রযোজনা করছে দ্য নিউ অপেরা কোম্পানি। এর মালিক ইয়োলান্ডা মেরো-ইরিয়ন নামে বেঁটে, মধ্যবয়স্কা, চিলের মতো কণ্ঠস্বরের এক মহিলা।

প্রথম শ্রেণীর প্রডাকশন। কোরিওগ্রাফি করেছেন কিংবদন্তির কোরিওগ্রাফার জর্জ ব্যালানচিন, ইনি শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ব্যালানচিন মাঝারি উচ্চতার, নৃত্যশিল্পীদের মতো সুঠাম শরীর। ঠোঁটে মৃদু হাসি, কথায় রাশান উচ্চারণের মৃদু টান আছে।

এ শো'র পরিচালক প্রতিভাবান ফেলিক্স ব্রেনটানো, সুরকার অসাধারণ কম্পোজার রবার্ট স্টোলজ। প্রধান ব্যালেরিনা হলেন ইউরোপের শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দরী মিলাডা ম্লাদোভা।

আমি ব্যালানচিন, স্টোলজ এবং ব্রেনটানোর সঙ্গে কথা বললাম। গীতিনাটকটি ছিল মূল প্রতিপাদ্য।

'যতদূর সম্ভব আধুনিক করতে হবে নাটকটিকে,' বললেন পরিচালক, 'তবে সময়ের ফ্লেভার থেকে আমরা দর্শকদের বঞ্চিত করতে চাই না।'

'বিনোদন এবং মজা দুটোই চাই,' বললেন ব্যালানচিন।

'হালকা যেন হয়, গুরুভার নয়,' মন্তব্য করলেন রবার্ট স্টোলজ।

আমি বললাম. 'নো প্রবলেম।'

BanglaBook.org

কীভাবে বেনের সঙ্গে মিলে কাজটা করব তা ঠিক করে ফেলেছি। নিউজার্সির ফোর্ট ডিক্সে যেহেতু সারাদিন ওকে ট্রেনিং ফিল্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, কাজেই রাতের বেলা ও আসবে নিউইয়র্কে, আমরা ডিনার সেরে রাত একটা/দুটো পর্যন্ত কাজটা করব।'

ব্রডওয়ের নাটক লেখার ভীতি আমার চলে গেল। বেনের সঙ্গে কাজ করার সময় কোনো কাজই আর কাজ বলে মনে হয় না, ও অবিশ্বাস্যরকম সৃজনশীল এবং আমার ভেতরে সে আত্মবিশ্বাসও সৃষ্টি করেছে।

প্রথম অংশ লেখা শেষ করে নাটকটি নিয়ে আমাদের প্রযোজক ইয়োলান্ডা-মেরো-ইরিয়নের অফিসে গেলাম। তিনি লেখা পড়ছেন, আমি অধীর আগ্রহে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। পড়া শেষ করে আমার দিকে তাকালেন প্রযোজিকা, 'এটা কিস্যু হয়নি। একদম বাজে।' থু থু করে থুতু ছিটালেন। আমি রীতিমতো হতভম্ব। 'কিন্তু আমরা তো সবই—'

'তুমি আমার জন্য একটা ফ্লপ জিনিস লিখে এনেছ! ফ্লপ! শুনতে পাচ্ছ আমার কথা।' হিসিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমি দুঃখিত। আমাদেরকে কি একটু কষ্ট করে বলতে পারবেন কোন্ কোন্ জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়নি। তাহলে আমি আর বেন মিলে শুধরে নিতাম—'

তিনি সিধে হলেন, আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চলে গেলেন।

আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই ঘটল। আমাকে কে বলেছে আমি ব্রডওয়ের নাটক লেখার উপযুক্ত?

আমি ওখানে বসে রইলাম, সামনে যে দুর্যোগ নেমে আসতে যাচ্ছে তার কথা ভাবছি, এমন সময় অফিসে ঢুকলেন জর্জ ব্যালানচিন এবং ফেলিক্স ব্রেনটানো।

'তুমি নাকি নাটকের প্রথম অংশ লিখে এনেছ?'

আমি অন্ধকার মুখে মাথা দোলালাম, 'জি।'

'কই, দেখি।'

নাটকটি দেখাতে ইচ্ছে করছিল না। তবু বললাম, 'দেখুন।'

ওরা নাটক পড়তে শুরু করলেন, আমার মনে হচ্ছিল এখানে এ-মুহূর্তে না থাকলেই বরং ভালো হত।

খিকখিক হাসির শব্দ শুনলাম। ফেলিক্স ব্রেনটানো। তারপর জোরে হাসি। জর্জ ব্যালানচিন। পড়ার সময় দুজনেই হাসছেন।

লেখাটা ওদের পছন্দ হয়েছে।

পড়া শেষ করে ফেলিক্স ব্রেনটানো আমাকে বললেন, 'চমৎকার লিখেছ, সিডনি। ঠিক এ জিনিসটিই আমরা চাইছিলাম।' জর্জ ব্যালানচিন বললেন, 'যদি দ্বিতীয় অংশটিও এটির মতো ভালো হয়—'

খবরটা বেনকে দিতে আমার তর সইছিল না।

BanglaBook.org

হোটেলে, টেলিফোনের সঙ্গে সেঁটে রইলাম, যে-কোনো সময় আর্মি এয়ারকর্পস থেকে ফোন আসতে পারে। হোটেল থেকে বেরুবার সময় বলে যাই কোথায় আমাকে পাওয়া যাবে।

ব্যাচেলরদের জন্য নিউইয়র্ক বড্ড একাকী শহর। আমাদের নাটকের প্রধান নায়িকা ব্যালেরিনা মিলাডা মলাদোভার সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করতাম। দুজনে দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। এক রোববার, রিহার্সাল ছিল না, মিলাডাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালাম। ও নেমন্তন্ন গ্রহণ করল।

ডিনার শেষে বিল দিতে বললাম। বিল এল ৩৫ ডলারের। খুব বেশি নয়। তবে মুশকিল হলো আমার কাছে ৩৫ ডলার ছিল না। অনেকক্ষণ বিলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তখন ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন হয়নি।

'কোনো সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল মিলাডা।

'না,' দ্রুত বললাম আমি। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। 'আমি আসছি এখুনি।'

চেয়ার ছেড়ে সিধে হলাম, পা বাড়ালাম এন্ট্রান্সে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন রেস্টুরেন্ট মালিক ভিনসেন্ট সার্দি।

'মি. সার্দি?'

'বলুন...'

বলাটা কঠিন। ভিনসেন্ট সার্দি বাকি-খাওয়ানোর জন্য রেস্টুরেন্ট-ব্যবসা খুলে বসেননি।

'আমার খাবার বিলের ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাইছিলাম,' নার্ভাস গলায় বললাম আমি।

আমাকে তিনি লক্ষ করছিলেন। কেউ খাবারের বিল দিতে না পারলে বা বাকি রাখতে চাইলে তিনি চেহারা দেখেই বুঝতে পারেন।

'কোনো সমস্যা?'

'না, সব ঠিক আছে। তবে কী, আ—আমার কাছে বিল মেটানোর মতো টাকা নেই।' মিলাডা আমার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা কে জানে। আমি দ্রুত বলে চললাম, 'মি. সার্দি, ম্যাজেস্টিক থিয়েটারে যে-নাটকটি দেখানো হবে আমি ওটার নাট্যকার। তবে প্রদর্শনী এখনও শুরু হয়নি। আপনি যদি আপাতত একটু ইয়ে মানে ছাড় দেন।'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'ঠিক আছে। কোনো সমস্যা নেই। আপনি এখানে যে-কোনো সময় চলে আসবেন।'

আমার ভেতরের শক্তি আবার ফিরে এল। 'অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই,' আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। আমার মুঠোর ভেতরে গুঁজে দিলেন ৫০ ডলারের একটি নোট।

আমাদের প্রযোজক, ইয়োলান্ডা, আমি এবং বেন যা লিখি কোনোকিছুই তার পছন্দ হয় না। আমার মনে হয় উনি না-পড়েই চিল্লাচিল্লি করেন।

'এ নাটক ধরা খাবে.' বলেন তিনি. 'নির্ঘাত ধরা খাবে।'

BanglaBook.org

আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম ইয়োলান্ডার কথা যেন সত্যি না হয়।

তবে আমার এবং বেনের লেখা খুব পছন্দ করেন জর্জ ব্যালানচিন, ফেলিক্স ব্রেনটানো এবং রবার্ট স্টোলজ।

রিহার্সালের সময় ইয়োলান্ডা স্টেজে প্রকাণ্ড ঘাসফড়িঙের মতো লাফাতে ঝাঁপাতে লাগলেন। সবাইকে ধমকধামক দিয়ে অতিষ্ঠ করে ফেললেন। তবে পেশাদাররা তাঁকে পাত্তা দিল না।

একদিন রিহার্সালের বিরতির সময় ব্যালানচিন এসে আমাকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'বলুন? কোনো সমস্যা, জর্জ?'

'না। আমার এক বন্ধু, ভিন্টন ফ্রিডলি, নতুন একটি নাটক নামাচ্ছে। লেখক খুঁজছে। তোমার কথা বলেছি তাকে। তোমার সঙ্গে সে কথা বলতে চায়।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বললাম আমি। 'আমি আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব।'

'ব্যালানচিন ঘড়ি দেখলেন। 'বেলা একটার সময় তোমার সঙ্গে ওর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি আমি।'

একই সময় ব্রডওয়েতে দুটো নাটক? অবিশ্বাস্য!

ভিন্টন ফ্রিডলি ব্রডওয়ের একজন অন্যতম প্রভাবশালী প্রযোজক। তিনি *ফানি ফেস, গার্ল ক্রেজি* সহ কমপক্ষে আধডজন হিট নাটক প্রযোজনা করেছেন। ফ্রিডলি একজন দক্ষ বিজনেস প্রডিউসার যাকে বোঝা সহজ।

'জর্জ বলেছে আপনি ভালো লেখেন।'

'আমি চেষ্টা করব।'

'আমি *জ্যাকপট* নামে একটি শো করছি। একটি মেয়েকে নিয়ে গল্প। সে যুদ্ধে সাহায্য করতে টাকা তোলার জন্য নিজেকে লটারির টিকেট হিসেবে বিক্রি করে এবং লটারির ড্রতে বিজয়ী হয় তিনজন সৈনিক।

'বেশ মজার গল্প মনে হচ্ছে,' বললাম আমি।

'গাই বোল্টন নামে আমার একজন লেখক আছে। সে ইংরেজ। ওঁর একজন আমেরিকানের সঙ্গে কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি। কাজটা করবেন আপনি?'

'নিশ্চয় করব,' তারপর যোগ করলাম, 'তবে একটা কথা, আমার একজন সহ-লেখক আছেন, বেন রবার্টস। উনি আমার সঙ্গে কাজ করেন।'

মাথা দোলালেন ফ্রিডলি। 'দ্যাটস ফাইন। মিউজিক স্কোর করছেন ভারনন ডিউক এবং হাওয়ার্ড ডিয়েজ।'

ব্রডওয়ের দুই সেরা নাম।

'কবে থেকে শুরু করতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভিন্টন ফ্রিডলি।

'এক্ষুনি,' জোর দিয়ে কথাটা বলতে চাইলাম কিন্তু মনটা খচখচ করছিল যে-কোনো সময় আমার ফোন চলে আসতে পারে এবং অ্যাডভান্সড ফ্লাইট ট্রেনিঙে রিপোর্ট করতে যেতে হবে আমাকে।

BanglaBook.org

ফ্রিডলি বলে চলেছেন, 'কাস্টিংও শুরু করে দিয়েছি। এখন পর্যন্ত নেয়া হয়েছে অ্যালান জোনস এবং নানেট ফ্যাব্রেকে। চলুন, আপনাকে সেট দেখিয়ে আনি।'

নাটকই লেখা হয়নি অথচ এখনই সেট রেডি! ফ্রিডলির সঙ্গে আলভিন থিয়েটারে গেলাম।

মঞ্চে বিশাল, সাদা একটি দক্ষিণী স্টাইলের বাড়ি, সামনে খুঁটা দিয়ে তৈরি বেড়া।

আমি ফ্রিডলির দিকে তাকালাম, খানিকটা বিভ্রান্ত।

'আপনি না বললেন নাটকটি আমেরিকান সৈন্যদের নিয়ে, তারা লটারিতে একটি মেয়েকে জিতে নেয় এবং—'

'এটা আমার শেষ নাটকের সেট,' জানালেন ফ্রিডলি।

'নাটকটা ফ্লপ হয়েছে। আমরা বর্তমান নাটকের জন্য এ সেট ব্যবহার করতে চাই। তাহলে অনেকগুলো টাকা বেঁচে যাবে।'

আমি বুঝতে পারলাম না আধুনিক যুদ্ধের গল্পের সঙ্গে গথিক স্টাইলের বাড়িটি কীভাবে যাবে।

'অফিসে চলুন। গাই'র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

গাই বোল্টন হাসিখুশি স্বভাবের এক ইংরেজ, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। তিনি ব্রিটিশ আইকন পি.জি. উডহাউজের সঙ্গে অনেক নাটক লিখেছেন।

আমার ভেতরে শঙ্কা কাজ করছিল ভেবে উনি হয়তো তাঁর নাটকে আরেকজন নাট্যকারের উপস্থিতি পছন্দ করবেন না। তবে তিনি বললেন, 'আমরা একসঙ্গে কাজ করব বলে আমি আনন্দিত।'

বুঝতে পারলাম এ মানুষটির সঙ্গে ভাব হতে সময় লাগবে না।

হোটেলে ফিরে ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলাম আমার নামে কোনো ম্যাসেজ আছে কিনা। ও মুখ খোলার সময় বন্ধ করে রইলাম নিশ্বাস।

'কোনো মেসেজ নেই, মি. শেলডন।'

চমৎকার। এখুনি অ্যাডভান্সড ফ্লাইং স্কুলে ছুটতে হচ্ছে না।

দ্রুত নিজের ঘরে ঢুকে ফোর্ট ডিক্সে ফোন করলাম বেনকে।

'তুমি আর আমি মিলে ভিন্টন ফ্রিডলির জন্য একটি গীতিনাট্য লিখছি,' বললাম আমি।

দীর্ঘ নীরবতা। 'ওরা *দ্য মেরি উইডো* থেকে আমাদেরকে বাদ দিয়েছে?'

'না। আমরা *দ্য মেরি উইডো* এবং ফ্রিডলির নাটক দুটোই করছি।'

'মাই গড। তুমি অ্যারেঞ্জ করলে কীভাবে?'

'আমি করিনি। জর্জ ব্যালানচিন করেছেন। আমরা গাই বোল্টন নামে এক ইংরেজ লেখকের সঙ্গে কাজ করব।'

BanglaBook.org

চোদ্দ

আমি ব্যস্ত এবং ফুরফুরে মেজাজে থাকলেও ফোনটা কখন এসে পড়ে ভেবে একটা শঙ্কাও কাজ করছিল মনে।

পরবর্তী তিন হপ্তার সকালবেলাটা ব্যস্ত রইলাম *দ্য মেরি উইডো* নিয়ে, বিকেল কাটল *জ্যাকপট* নিয়ে আর সন্ধ্যাগুলো বেনর সঙ্গে দুটো নাটক লেখা নিয়েই কাটতে লাগল। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, একটু রিল্যাক্স না করলেই নয়।

এক রোববারে গেলাম USO-তে, এটি নিউইয়র্কে ছুটি কাটাতে আসা সৈন্যদের জন্য একটি বিনোদন-কেন্দ্র। এখানে গান হয়, সুন্দরী তরুণীদের উপস্থিতি দেখা যায়, অনেকেই নাচে এবং সুস্বাদু খাবারের থাকে ঢালাও ব্যবস্থা।

এক সুন্দরী স্বর্ণকেশী আমাকে দেখে এগিয়ে এল। 'আমার সঙ্গে নাচবে, সোলজার?'

অবশ্যই।

আমরা মাত্র নাচ শুরু করেছি, কাঁধে টোকা পড়ল। বললাম, 'হেই, আমরা মাত্র শুরু করেছি। এখন বিরক্ত—।' ঘুরলাম। দুই বিশালদেহী মিলিটারি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো, সোলজার। আমাদের সঙ্গে চলো।'

গ্রেফতার? 'কেন, আমি কী দোষ করেছি?'

'নকল অফিসার সেজে থাকার দোষ করেছ।'

'মানে?'

'তুমি অফিসারের ইউনিফর্ম পরেছ। তোমার অফিসারের ইনসিগনিয়া কোথায়?'

'আমার কোনো ইনসিগনিয়া নেই। আমি অফিসার নই।'

'সেজন্যই তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। চলো।' ওরা দুপাশ থেকে খামচে ধরল আমার দুবাহু।

'দাঁড়ান দাঁড়ান! আপনারা ভুল করছেন। এ ইউনিফর্ম পরার অধিকার আমার আছে।'

'অনুমতিটা কে দিয়েছে, তোমার মা?'

আমাকে ডান্সফ্লোর থেকে টেনে নামাতে চাইছে ওরা।

ভয় পেয়ে গেলাম। 'আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন না। আমি এয়ারকর্পসের স্পেশাল ব্রাঞ্চে আছি—'

BanglaBook.org

'বুঝলাম।'

কথা বলছি, ওরা ধাক্কাতে ধাক্কাতে আমাকে দরজার দিকে নিয়ে চলল।

'সত্যি বলছি। আর্মির ওয়ার ট্রেনিং সার্ভিস শাখার নাম শুনেছেন কখনও?'

'না।'

বাইরে এসে পড়েছি। ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি অফিশিয়াল কার।

'ভেতরে ঢোকো।'

আমি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। 'আমি যাব না। আপনারা ফোন করুন। আবারও বলছি আমি আর্মি এয়ারকর্পসের ওয়ার ট্রেনিং সার্ভিস নামে একটি শাখায় আছি। আমরা যে-কোনো পোশাক পরার অধিকার রাখি।'

পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই মিলিটারি পুলিশ। 'তোমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' বলল একজন। 'তবু আমি ফোন করছি। কার সঙ্গে কথা বলব?'

আমি তাকে নাম্বার দিলাম। সে তার বন্ধুর দিকে তাকাল।

'তুমি এর সঙ্গে থাকো। এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারে বাধা দান-এর অভিযোগ আনব। আমি আসছি এখুনি।'

কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এল সে, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাকে।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল অপর মিলিটারি পুলিশ।

'এক জেনারেলের সঙ্গে কথা বলেছি। ওয়ার ট্রেনিং সার্ভিস নামের আউটফিটের নাম জীবনে শুনিনি বলায় ধমক দিলেন।'

'তার মানে ওটা বৈধ?'

'বৈধ কিনা জানি না, তবে এর অস্তিত্ব আছে। এটা আর্মি এয়ারকর্পসের একটা শাখা।'

অপর মিলিটারি পুলিশ ছেড়ে দিল আমার হাত। 'দুঃখিত। আমাদের ভুল হয়ে গেছে।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ভেতরে গেলাম আমি। সেই মেয়েটিকে দেখলাম আরেকজনের বাহুলগ্ন হয়ে নাচছে।

BanglaBook.org

গাই বোল্টনের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে। তিনি বহু সফল নাটক লিখেছেন, থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি ইংরেজি বাগধারায় কথা বলেন, আমরা সেগুলো আমেরিকান শব্দগুচ্ছে রূপান্তর ঘটাই। জর্জ বার্নার্ড শ'র একটা কথা মনে পড়ে যায় আমার 'The Americans and the English are divided by a common language।'

লং আইল্যান্ডে চমৎকার একটি বাড়ি ভাড়া করেছেন গাই। বেন এবং আমি ওখানে তাঁর সঙ্গে কাজ করি। অত্যন্ত সামাজিক মানুষ তিনি, তাঁর বন্ধুরাও বেশ মজার।

এক সন্ধ্যায় এক ডিনার পার্টিতে আমি অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণীর পাশে বসেছি। এমন রূপবতী জীবনেও দেখিনি। মেয়েটি বলল, 'গাই বলল আপনি ওর সঙ্গে মিলে একটি ব্রডওয়ে মিউজিকাল নাকি লিখছেন।'

'জি।'

'বাহ্, চমৎকার।'

'আপনি কী করেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'আমি একজন অভিনেত্রী।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'আমার নাম ওয়েন্ডি ব্যারি।'

ওয়েন্ডি ব্যারি ব্রিটিশ অভিনেত্রী, ইংল্যান্ডে আধডজন ছবিতে কাজ করেছে। তাঁর গডফাদার জে.এম. ব্যারি। তিনি ওয়েন্ডির নাম ব্যবহার করেছেন তাঁর বিখ্যাত ক্লাসিক গ্রন্থ 'পিটার প্যান'-এ। ওয়েন্ডির সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে তবে মেয়েটিকে দেখে মনে হলো কী নিয়ে যেন দুশ্চিন্তায় আছে।

ডিনার শেষ হওয়ার পরে বললাম, 'আপনি ঠিক আছেন তো?' মাথা নাড়ল সে। 'চলুন, হাঁটি।'

আমরা বাইরে চলে এলাম। চাঁদের আলোয় নুড়ি-বেছানো রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। যুদ্ধকালীন ব্ল্যাকআউটের কারণে কোনো বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে না, শুধু জোসনার আলো ছড়াচ্ছে প্রকৃতিতে। হাঁটছি, হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল ওয়েন্ডি।

দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'কী হলো?'

'কিছু না...আমি...জানি না কী করব।'

'কী ব্যাপার?'

'আ—আমার বয়ফ্রেন্ড। সে—সে আমাকে ধরে মারে।' কান্নার দমকে অস্পষ্ট শোনাল কথাগুলো।

আমার খুব রাগ হলো। 'আপনি ওকে গায়ে হাত তুলতে দেন কেন? আপনি ওকে ছেড়ে এলেই পারেন।'

'জা—জানি না কী করব। কাজটা—কাজটা খুব কঠিন।' ফোঁপাতে লাগল সে। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম এক হাতে।

'ওয়েন্ডি, শোনো। লোকটা তোমার গায়ে আরও হাত তোলার সুযোগ পেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। তুমি ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রেখো না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' গভীর দম নিল ওয়েন্ডি। 'আমি ওকে ত্যাগ করব।'

'তোমার জন্য সেটাই ভালো হবে।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগছে। ধন্যবাদ।'

'মাই প্লেজার। তুমি কি নিউইয়র্কে থাকো?'

'হুঁ।'

'কাল রাতে কোনো কাজ আছে?'

BanglaBook.org

আমার দিকে তাকাল ওয়েন্ডি। 'না।'

'তাহলে চলো, একসঙ্গে ডিনার করি।'

'আপত্তি নেই।'

পরদিন রাতে ওয়েন্ডিকে নিয়ে সার্দিতে ডিনার করলাম। তারপর দুহপ্তা প্রতিদিনই ওর সঙ্গে সময় কাটাতে লাগলাম আমি।

শুক্রবারের এক সন্ধ্যায় একটি ফোন কল পেলাম আমি।

'সিডনি?'

'বলছি।'

'জীবনটা উপভোগ করো বুঝি?'

'খুব। কিন্তু কেন বলো তো?'

'জীবনটাকে উপভোগ করতে চাইলে ওয়েন্ডি ব্যারির ধারেকাছেও ঘেঁষো না।'

'মানে?'

'জানো ওই মেয়ের সমস্ত খরচাপাতি কে জোগায়?'

'না। আমরা কখনও— ও কোনোদিন বলেনি আমাকে।'

'জাগসি সিগেল।'

মাফিয়ার হিটম্যান।

তারপর আর ওয়েন্ডি ব্যারির ধারেকাছেও যাইনি আমি।

জ্যাকপট-এর দুই তারকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো আমার। অ্যালান জোনস এবং ন্যানেট ফ্যাব্রে। অ্যালান জোনস মুভি তারকা, ছয় ফুট লম্বা, সুগঠিত, পেশিবহুল শরীর, ঠোঁটে চেষ্টাকৃত হাসি। তাঁর গানের গলাটি চমৎকার, তিনি একজন রেকর্ডিং আইকন। ন্যানেট ফ্যাব্রে চমৎকার একটি মেয়ে। বয়স হবে একুশ/বাইশ, দারুণ ফিগার, ব্যক্তিত্বময়ী এবং ন্যাচারাল একজন কমেডি অভিনেত্রী— রোলটার জন্য পারফেক্ট।

আমার মনে হচ্ছিল শো-টা দারুণ জমবে।

একদিন রিহার্সাল শেষে, *জ্যাকপট*-এর পরিচালক রয় হারগ্রেভ বললেন, 'তোমরা দুজনে মিলে চমৎকার একটা স্ক্রিপ্ট করেছ।'

ইয়োলান্ডা মেরো— ইরিয়নের কথা মনে পড়ল। 'ধন্যবাদ, রয়।'

'আমার এক বন্ধু একটি মিউজিক্যাল করছে, লেখক খুঁজছে। তোমার কথা বলেছি। ওর সঙ্গে কথা বলবে?'

অসম্ভব। বেন আর আমি দুটো শো'র কাজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি, আর এয়ারকর্পস থেকে যে-কোনো মুহূর্তে আমার ডাক আসতে পারে।

'বলব,' বললাম আমি।

'ওর নাম রিচার্ড কোলমার। ডরোথি কিলগ্যালেনের স্বামী।'

আমি কাগজে ডরোথি কিলগ্যালেনের জনপ্রিয় কলামগুলো পড়েছি। ওরা স্বামী-স্ত্রী ব্রডওয়ের প্রভাবশালী এক দম্পতি।

BanglaBook.org

'আমি ফোন করে ডিকের সঙ্গে তোমার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করছি।'

রয় হারগ্রেভ ফোন করল। তারপর জানাল, 'কাল সকাল দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

রিচার্ড কোলমার বেশ কয়েকটি হিট ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল প্রযোজনা, পরিচালনা এবং অভিনয় করেছে। তার বয়েস মাত্র ত্রিশের কোঠায়। একহারা গড়নের মানুষটি সদাহাস্যময়, বন্ধুসুলভ আচরণ।

'রয় বলেছে আপনি খুব ভালো লেখেন,' বলল সে। 'আমি একটি ফ্যান্টাসি মিউজিকাল করছি। বিশাল সেট এবং দারুণ কস্টিউম নিয়ে বড় ধরনের একটি প্রডাকশন হতে চলেছে এটি। এক সোপ অপেরা লেখককে নিয়ে গল্প যে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখে সে শেহেরজাদী হয়ে গেছে এবং সুলতানের তাকে অনবরত গল্প বলে যেতে হবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য।'

'বেশ মজার তো! শেহেরজাদীর ভূমিকায় কে অভিনয় করছেন?'

'ভেরা যোরিনা।'

বিশ্বখ্যাত ব্যালে ডান্সার, বর্তমানে ব্রডওয়ের নাটক করছে এবং ঘটনাক্রমে জর্জ ব্যালানচিনের ঘরনি।

'রোনাল্ড গ্রাহাম ওঁর বিপরীতে আছেন। ডরোথিকে নিয়ে নাটকটা আপনি লিখে দিতে পারবেন?'

'পারব,' বললাম আমি। 'তবে একটা কথা, আমার কিন্তু একজন সহযোগী আছেন।'

মাথা দোলাল কোলমার। 'বেন রবার্টস। কবে নাগাদ শুরু করতে পারবেন?'

'এক্ষুনি।'

যুদ্ধ শেষ হলে আমি আর বেন ঘুমিয়ে নেবখন।

হোটেলে ফিরেই ফোন করলাম বেনকে।

'আমরা রিচার্ড কোলমারের জন্য একটি মিউজিকাল লিখব 'Dream with Music' নামে।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' বলল বেন। 'অন্য শোগুলো কি বাদ?'

'না, বাদ হবে কেন? অন্য শোগুলোও আমরা করব।'

'একসঙ্গে তিনটে ব্রডওয়ে শো করছি আমরা?'

'সবাই কি তা-ই করছে না?'

এখনও আমার পরনে ইউনিফর্ম, অ্যাডভান্সড ফ্লাইট ট্রেনিঙের ডাক আসার অপেক্ষায় আছি। এ মুহূর্তে তিনটে নাটক লেখা নিয়ে এমন ব্যস্ত যে মনে মনে প্রার্থনা করলাম ডাকটা যেন পরে আসে। আমার আর দু-তিনমাস সময় দরকার।

দেবতারা আমরা প্রার্থনা শুনে হাসছিলেন।

রিচার্ড কোলমারের সঙ্গে দেখা করার দুই ঘণ্টা পরে ফোনটা এল।

'সিডনি শেলডন?'

'বলছি।'

BanglaBook.org

'আমি মেজর বেকার। কাল সকাল নটায় ব্রনক্সের আর্মি সদরদপ্তরে ক্যাপ্টেন বার্নসের সঙ্গে দেখা করো।'

চুপসে গেলাম ভয়ানক। তিনটে শো বাদ দিতে হবে আমাকে। বেনকে রাতের বেলা ছাড়া পাওয়া যাবে না, আর ততক্ষণে আমি অনেক দূরে চলে যাব।

ক্যাপ্টেন বার্নস লম্বা, টাকমাথা, নিভাঁজ ইউনিফর্ম পরনে। আমাকে অফিসে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইলেন।

'শেলডন?'

'জি, স্যার।'

'বসো।'

বসলাম। আমাকে এক ঝলক পরখ করে নিলেন তিনি।

'তুমি প্রাথমিক ফ্লাইট ট্রেনিং শেষ করেছ?'

'জি, স্যার।'

ডেস্কে রাখা এক টুকরো কাগজে চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি।

'সেকেন্ডারি ফ্লাইট স্কুলে তোমার যোগ দেয়ার কথা?'

'জি, স্যার।'

'প্ল্যান বদলানো হয়েছে।'

বিস্মিত আমি। 'বদলানো হয়েছে?'

'যুদ্ধ নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। আমরা এখন আক্রমণাত্মক পর্যায়ে। হারামজাদাদের ধাওয়া করছি। আমাদের এখন ফাইটার পাইলট দরকার। চোখের ত্রুটির কারণে তুমি যুদ্ধ-পাইলট হতে পারোনি। আমাদের কাছে নির্দেশ এসেছে গোটা ওয়ার ট্রেনিং সার্ভিস ইউনিট বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে।'

কথাটা হজম করতে সময় লাগল। 'তার মানে—'

'WTS-এর ভলান্টিয়ারদেরকে একটি পছন্দ দেয়া হয়েছে। তুমি আর্মির ইনফ্যান্ট্রি ইউনিটে প্রাইভেট হিসেবে রিপোর্ট করতে পারো অথবা তোমার নাম আমরা ড্রাফট বোর্ডে পাঠাতে পারি।'

ড্রাফট বোর্ডে আমার কাগজপত্র রেডি হতে মাসখানেক তো লাগবেই, তারপর ওরা আমাকে দেশের বাইরে পাঠাবে। এ সময়ের মধ্যে আশা করি নাটকগুলোর কাজ শেষ করতে পারব।

'আমি ড্রাফট বোর্ডে থাকতে চাই, স্যার।'

তিনি আমার কথাটা লিখে নিলেন। 'ওরা তোমাকে খবর দেবে।'

কিন্তু প্রশ্ন হলো কবে? বেন, গাই এবং ডরোথির সঙ্গে নাটকটা দাঁড়া করাবার মতো সময় কি আমি পাব? হপ্তায় সাতদিন কাজ করলে এক মাসের মধ্যে নাটকটা নামানো সম্ভব। *সেনাবাহিনী যদি আমাকে এক মাস সময় দিত...*

হোটেলে ফিরেই ফোন করলাম বেনকে। 'আজ অনেক রাত অবধি কাজ করতে হবে।'

BanglaBook.org

'কেন কী হয়েছে?'

'আগে এসো তারপর বলি।'

অনেক রাত মানে তিনটা পর্যন্ত কাজ করতে হলো বেনকে। তারপর ফিরে গেল ফোর্ট ডিক্সে।

খবর শুনে বেনও আমার মতোই বিমর্ষ। ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। 'চিন্তা কোরো না। ড্রাফট বোর্ডের কাজ হয় খুব ধীরগতিতে।'

পরবর্তী তিনটা দিন পাগলের মতো কাজ করলাম, দৌড়ালাম এক থিয়েটার থেকে অন্য থিয়েটারে, মনে সর্বদা শঙ্কা কখন না-জানি ড্রাফট বোর্ড থেকে ডাক আসে।

চতুর্থ দিনে, হোটেলে ফিরেছি, হোটেল ক্লার্ক আমার হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিল। শুরুতেই লেখা : *শুভেচ্ছা রইল।*

দমে গেল মন। আগামীকাল ব্রনক্সে, ড্রাফট বোর্ডে রিপোর্ট করতে হবে। নাট্যকর হিসেবে আমার ক্যারিয়ার শুরুর আগেই শেষ হয়ে গেল। আমার ওপর নির্ভরশীল তিনটে শো ছেড়ে যেতে হবে আমাকে। আর সাগরপাড়ি দেব সম্ভাব্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য। হঠাৎ কেন জানি তীব্র অনুপ্রেরণা বোধ করতে লাগলাম।

নিজের আবেগের ওপর আমার কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। জানি না এর কারণ কী। আয়নায় নিজের বোকার মতো হাসিখুশি মুখখানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কাঁদতে লাগলাম।

পরদিন সকাল নটায় আর্মি ড্রাফট হেডকোয়ার্টার্সে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য রিপোর্ট করতে হলো। ক্যালিফোর্নিয়ায় একই রকম পরীক্ষা করা হয়েছে আমার। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল পরীক্ষা, ডাক্তারের অফিসে যেতে হলো।

ডাক্তার কতগুলো কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন। 'তোমার মেডিকেল রিপোর্টে লেখা আছে তোমার পিঠের একটা চাকতি আলগা।'

'জি, স্যার। আমার প্রথমবার পরীক্ষার সময়ই ওদেরকে ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম এবং—'

তিনি বাধা দিলেন আমাকে। 'তোমাকে ওদের দলে নেয়া উচিত হয়নি। কমব্যাটের সময় তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো তাহলে নিজের জীবনই শুধু বিপন্ন হবে না, অন্যদের জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠবে। এটা মেনে নেয়া যায় না।'

'স্যার—'

'তোমাকে আমি 4F দিলাম।'

আমি বাক্যহারা।

'আমি ক্যালিফোর্নিয়ায় তোমার ড্রাফট বোর্ডকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছি। ইউ আর ডিসমিসড।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম ওখানে, যা ঘটেছে তা বোঝার চেষ্টা করছি। তারপর সিধে হলাম চলে যাওয়ার জন্য।

BanglaBook.org

দরজার কাছে পৌঁছেছি, ডাক্তার পেছন থেকে হাঁক ছাড়লেন, 'ইউনিফর্মটা খুলে রেখে যাও।'

আমি আবার আমজনতা।

বিকেলে দোকানে গিয়ে দুজোড়া সুট, কয়েকটি শর্টস, শার্ট এবং টাই কিনলাম। নাট্যকারের ভূমিকায় আবার লেগে যাওয়ার জন্য তৈরি।

১৯৪৩ সালের ৪ আগস্ট ম্যাজেস্টিক থিয়েটারে প্রদর্শিত হলো *দ্য মেরি উইডো*, ব্রডওয়েয়ের অন্যতম দারুণ সফল নাটক বলে বিবেচিত হলো এটি। সবাই দারুণ প্রশংসা করল।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস লিখল : এ যেন এক পুনর্জাগরণ।

দ্য হেরাল্ড ট্রিবিউন : গর্বিত এবং সুখি হওয়ার জন্য শহরবাসীকে এক চমৎকার উপহার।

দ্য মিরর : চমৎকার, সুস্বাদু এবং সুরময়।

দ্য জার্নাল আমেরিকান : একটি দারুণ মজার হাসির প্রেমকাহিনী।

সমালোচকরা নাট্যকার হিসেবে আমার এবং বেন রবার্টসের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

একটি গেল, এখনও দুটো বাকি।

নাটকটি ব্রডওয়েতে প্রায় এক বছর চলার পরে আরও দুবছর তার গৌরবযাত্রা অব্যাহত রাখল। উদ্বোধনী রাতে, শো শেষে, গোটা কোম্পানি মিলে গেল সার্দিতে সেলিব্রেট করতে। ভিনসেন্ট সার্দি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'এবারে আপনার পাওনাটা আমি মিটিয়ে দিতে পারব, মি. সার্দি।'

হাসলেন তিনি। 'পাওনা আপনি ইতিমধ্যে মিটিয়ে দিয়েছেন। আমি রাতে আপনার শো দেখেছি।'

BanglaBook.org

পনেরো

ডরোথি কিলগ্যালেন প্রতিভাময়ী, সৃজনশীল এবং সুরসিক একজন নারী। তার সঙ্গে কাজ করার মজাই আলাদা।

ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে প্রথমে বিখ্যাত হয়ে ওঠা ডরোথি পরবর্তীতে ব্রডওয়ে এবং হলিউডের প্রভাবশালী একজন প্রাবন্ধিক হিসেবে পরিচিত পেয়ে যায়। তার অত্যন্ত বিখ্যাত একটি তদন্ত রিপোর্ট ছিল ড. স্যাম লেপার্ডকে নিয়ে। এ রিপোর্ট ড. শেপার্ডের মামলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এবং এ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয় *দ্য ফিউজিটিভ।*

ডরোথি এবং বেন ব্যস্ত *ড্রিম উইথ মিউজিক* নিয়ে, ওদিকে আমি আর গাই বোল্টন *জ্যাকপট* লেখা শেষ করেছি। ভিনটন ফ্রিডলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্রডওয়েতে প্রদর্শনের আগেই এ শো ট্যুরে পাঠাবেন যাতে লাভজনক ব্যবসা হয়। অ্যালান জোনস এবং ন্যানেট ফ্যাব্রে ছাড়াও এ নাটকে এখন অভিনয় করছেন জেরি লেস্টার ও বেটি গ্যারেট।

১৯৪৪ সালের ১৩ জানুয়ারি, ব্রডওয়ের এলভিন থিয়েটারে প্রদর্শিত হলো *জ্যাকপট।* বেশিরভাগ সমালোচকের পছন্দ হলো নাটকটি।

হেরাল্ড ট্রিবিউন : জ্যাকপট দারুণ হয়েছে, একটি অভিজাত প্রযোজনা।

দ্য মিরর জ্যাকপট-এর গানগুলো শ্রুতিমধুর, কাস্টিংও বেশ ভালো। ন্যানেট ফ্যাব্রে খুবই চমৎকার। জেরি লেস্টার ও বেনি বেকার দর্শক হাসাতেও পারেন বটে!

নিউইয়র্ক পোস্ট : ফ্রিডলে ফ্যাক্টরির আরেকখানা হিট।

বেন এবং আমার আরেকটি বিজয়। সার্দিতে গেলাম সেলিব্রেট করতে। আমি তখন সাতাশে পা দেব আর এক মাস পরেই।

আমরা জানতাম আমাদের সবচেয়ে হিট নাটকটি তখন আসছে।

শুরু থেকেই সবাই ধরে নিয়েছিল *ড্রিম উইথ মিউজিক* সুপারহিট হবে। ভিন্টন ফ্রিডলির মতো রিচার্ড কোলমারও তার প্রযোজনার জন্য উদার হাতে পয়সা ঢালছিলেন। অসাধারণ সেট বানিয়েছেন স্টুয়ার্ট চেনি, মাইলস হোয়াইটের কস্টিউমের তো তুলনাই নেই। কোরিওগ্রাফার জর্জ ব্যালানচিন। এক দৃশ্যে দেখানো হবে উড়ুক্কু গালিচায় চেপে আসছেন আমাদের প্রধান অভিনেতা রোনাল্ড গ্রাহাম। একটি ঘানি দিয়ে টেনে ঘোরানো হবে গোটা মঞ্চ, সেটা ফেলা হয়েছে বাগদাদের প্রাসাদ, বাজার এবং নানা রঙের জীবজন্তু দিয়ে।

BanglaBook.org

বেন এবং আমি একইসঙ্গে কাজ করছি। দিনের বেলা ডরোথি কিলগ্যালেনের সঙ্গে লিখি তার চমৎকার পেন্টহাউজ অ্যাপার্টমেন্টে বসে আর বেনকে নিয়ে আমার হোটেল রুমে বসে রাতে কাজ করি। কাজ শেষে ও ফোর্ট ডিক্সে চলে যায়।

এক রাতে বেন আর আমি লিখছি, আমার হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল। ঝুঁকে ওটা তুলতে গেছি, পিঠের চাকতিটা স্থানচ্যুত হলো, তীব্র ব্যথা নিয়ে আমি পড়ে গেলাম মেঝেয়, নড়াচড়া করতে পারছি না। অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিল বেন, পরের তিনটি দিন হাসপাতালে কাটল বিছানায় শুয়ে। খুবই বাজে সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি আমি। হাতে এখনও কত কাজ!

হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লাম লেখায়, শেষ করলাম গীতিনাট্য।

ডরোথি, বেন এবং আমি থিয়েটারে বসে রিহার্সাল দেখলাম। শ্বাসরুদ্ধকর! মঞ্চ ঝলমল করছে বর্ণালি কস্টিউম, রঙিন ব্যাকগ্রাউন্ড আর ভেরা যোরিনার অপূর্ব নৃত্যে।

ভেরা যোরিনা এবং রোনাল্ড গ্রাহামের রোমান্টিক দৃশ্যটি অভিনীত হলো চমৎকারভাবে। রিচার্ড কোলমার ড্রেস রিহার্সাল দেখার পরে মন্তব্য করল, 'আমরা এখন প্রস্তুত।'

উদ্বোধনী প্রদর্শনের রাতে নিউইয়র্ক থেকে উড়ে এলেন নাটালি এবং মার্টি। আমরা সবাই প্রেক্ষাগৃহের সামনের সারির কাছে বসলাম। দ্রুত পূর্ণ হয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহ। রহস্যময় কোনো কারণে নাট্যমোদীরা সবসময় বুঝতে পারে তারা একটি হিট শো'র উদ্বোধনী দেখতে এসেছে। আমি এবং বেন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম। পরপর তিনটি হিট নাটক।

নাটক শুরুর উদ্বোধনী সংগীত বেজে উঠল। ক্লে ওয়ারনিক এবং এডোয়ার্ড ঈগারের সুরের মূর্ছনায় ভেসে গেল প্রেক্ষাগৃহ। শুরু হলো নাটক।

যন্ত্রসংগীত বাজছে, মঞ্চের পর্দা ক্রমে ওপরে উঠতে লাগল। দর্শকদের টানটান উত্তেজনা আমরা অনুভব করতে পারছি। পর্দা মাঝামাঝি উঠেছে, এমন সময় গোলাপি রঙের চমৎকার বো'টি একটি থামের সঙ্গে বেঁধে গিয়ে বিশ্রী শব্দে ছিঁড়ে গেল, পড়ল অর্কেস্ট্রার আসনে। আঁতকে উঠল দর্শক। আমরা তখনও জানি না আমাদের কপালে যে দুর্ভোগ নেমে আসছে এ ছিল তার সূচনা মাত্র।

ড্রিম উইথ মিউজিক দুটি অঙ্কে বিভক্ত। মোট দৃশ্য তেরোটি। প্রথম দৃশ্যে সুন্দর করে সেজে আফ্রিকান-আমেরিকান নৃত্যশিল্পীরা আসবে, তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, প্রকাণ্ড, ঘুরন্ত মঞ্চে হেলেদুলে তারা হাঁটবে। কিন্তু দৃশ্যটি শুরু হওয়ার পরে, মঞ্চটি যে-ই বেগে ঘুরতে শুরু করল, মেয়েগুলো মেঝেতে একের পর এক হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে লাগল। দর্শক তাদের কাণ্ড দেখে হাঁ।

এ ছিল শুরু মাত্র। আরও বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটা তখনও বাকি।

বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যালেরিনা ভেরা যোরিনা, রিহার্সালে নিখুঁতভাবে নেচেছেন, কিন্তু মঞ্চে ব্যালে শুরু করার কিছুক্ষণ পরে, মাঝপথে পা হড়কে দড়াম করে হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন, দর্শক আতঙ্ক নিয়ে দৃশ্যটা দেখল। বেন

BanglaBook.org

আর আমি পারলে নিজেদের আসনের মধ্যে ঢুকে পড়ে মুখ লুকাই। কিন্তু তখনও পিছু ছাড়েনি দুর্ভোগ।

দুটো দৃশ্য পরে ভেরা যোরিনা এবং রোনাল্ড গ্রাহাম ঝলমলে পোশাক পরে মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তাদের পেছনে অরণ্যের অপূর্ব ব্যাকগ্রাউন্ড, নরম চাঁদের আলোয় তাঁরা প্রেমের দৃশ্যে অভিনয় করবেন। ডরোথি, বেন এবং আমার লেখা মধুর প্রেমের সংলাপ বলতে লাগলেন তাঁরা। তরতর করে এগিয়ে চলল দৃশ্য, দর্শক আগ্রহ নিয়ে দেখছে।

হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের সবগুলো আলো নিভে গেল। দর্শক এবং অভিনেতারা ডুবে গেল কালিগোলা আঁধারে। যোরিনা এবং গ্রাহাম মঞ্চে দাঁড়িয়ে রইলেন, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। ইতস্তত ভঙ্গিতে তাঁরা কিছুক্ষণ সংলাপ আওড়ানোর পরে থেমে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না এগোবেন নাকি আলো জ্বলবার পরে আবার শুরু করবেন।

এমন সময় কনুই পর্যন্ত গোটানো শার্ট গায়ে স্টেজ ম্যানেজারের আবির্ভাব ঘটল ফ্ল্যাশলাইট হাতে। সে একছুটে মঞ্চের মাঝখানে চলে এল, দুই প্রেমিকের মাথার ওপর ফ্ল্যাশলাইট ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রঙ ঝলমলে রাজকীয় পোশাক পরা দুই তারকার মাঝখানে কনুই পর্যন্ত শার্টের হাতা গোটানো ম্যানেজারকে এমন হাস্যকর ও সামঞ্জস্যহীন লাগছিল, খিকখিক হাসতে শুরু করল দর্শক। দুই অভিনেতা সাহস নিয়ে প্রেমের দৃশ্যটিতে অভিনয় শুরু করে দিলেন। এমন সময় থিয়েটারের সবগুলো আলো জ্বলে উঠল।

ব্রডওয়ের ইতিহাসে অমন হতচ্ছাড়া উদ্বোধনী প্রদর্শনী আর কোনোদিন হয়নি। সার্দিতে সেলিব্রেট করার প্রশ্নই নেই; নাটালি, মার্টি, বেন এবং আমি নির্জন এক রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকলাম, লোকের গালিগালাজ নির্বিকার চিত্তে হজম করার জন্য প্রস্তুত।

তবে সবাই আমাদেরকে ছুলে ফেলেনি। কেউ কেউ সদয় হওয়ার চেষ্টা করেছিল। যদিও বেশিরভাগ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে ছুরি চালিয়েছে।

চার হপ্তা চলার পরে বন্ধ হয়ে গেল শো। *ড্রিম উইথ মিউজিক* বন্ধ হওয়ার কয়েকদিন পরে একটি অদ্ভুত ফোন এল আমার কাছে। হাঙ্গেরি অ্যাকসেন্টে এক লোক বলল, 'আমার নাম লাডিস্লাউস বুশ-ফেকেটি। জর্জ হ্যালি আপনাকে ফোন করতে বলেছেন।'

জর্জ হ্যালি হলিউডে আমার পরিচিত এক লেখক। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. বুশ-ফিকেটি?'

'আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। একসঙ্গে কি লাঞ্চ করা যাবে?'

'যাবে।'

ফোন রেখে দিল অচেনা মি. ফেকেটি। আমি জর্জ হ্যালিকে ফোন দিলাম। 'ল্যাডিস্লাউস বুশ-ফিকেটিটা কে?'

BanglaBook.org

হেসে উঠল সে। 'ইউরোপের বিখ্যাত নাট্যকার। হাঙ্গেরি বাড়ি। ওখানে তার বহু হিট নাটক আছে।'

'আমার কাছে সে কী চায়?'

'একটা নাটক লিখতে চায়। আমার কাছে এসেছিল কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত বলে তোমার কথা বলেছি। ভালো ইংরেজি বলতে পারে এমন কারও সঙ্গে সে কাজ করতে চায়। ওর সঙ্গে কথা বলতে পারো তুমি। কোনো সমস্যা নেই।'

আমরা হোটেলে লাঞ্চ করলাম। ল্যাডিস্লাউস বুশ-ফেকেটি অমায়িক মানুষ, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতা, ওজন কমপক্ষে তিনশো পাউন্ড। তাঁর সঙ্গে মা-মা চেহারার, হাসিখুশি এক ভদ্রমহিলা আছেন।

'ইনি আমার স্ত্রী, মারিকা।'

আমরা হাত মেলালাম। চেয়ারে বসার পরে বুশ-ফেকেটি বললেন, 'আমরা দুজনে নাটক লিখি। ইউরোপে আমাদের অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।'

'জানি আমি। জর্জ হ্যালি বলেছে।'

'মারিকা এবং আমি মিলে একটি চমৎকার নাটকের আইডিয়া বের করেছি। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে নাটকটি লেখেন, আমরা অত্যন্ত খুশি হব।'

'কী আইডিয়া?' সতর্কভাবে জানতে চাইলাম।

'এক সৈনিককে নিয়ে গল্প। সে যুদ্ধ থেকে একটি ছোট শহরে, তার ফিয়াসেঁর কাছে ফিরে আসে। সমস্যা হলো সৈনিকটি যুদ্ধক্ষেত্রে আরেকজনের প্রেমে পড়েছিল।'

আইডিয়াটি আমার কাছে চমকপ্রদ কিছু মনে হলো না।

'কিছু মনে করবেন না,' বললাম আমি। 'আমার কাছে ঠিক—'

'গল্পের চমকপ্রদ ব্যাপারটি হলো যে সৈন্যটি শহরে এসেছে সে একজন নারী।'

'ওহ্,' আমার কাছে এবার আকর্ষণীয় মনে হতে লাগল গল্প।

'মেয়েটিকে এখন তার ফিয়াসেঁ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচয় হওয়া সৈনিকের যে-কোনো একজনকে বেছে নিতে হবে।'

'আপনি ইন্টারেস্টেড?' জানতে চাইলেন মারিকা।

'আমি ইন্টারেস্টেড। তবে আমার একজন পার্টনার আছে। আমরা একসঙ্গে কাজ করি।'

লাডিস্লাউড বুশ-ফেকেটি বললেন, 'তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে তাঁর পারিশ্রমিক আপনার ভাগ থেকে দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি, 'আচ্ছা।'

সন্ধ্যায় ফোন করে বেনকে বললাম ঘটনা।

'এবারের কাজটা আমাকে ছাড়াই করতে হবে তোমাকে,' বলল বেন। 'আমার সিও খেপে আছে আমার ওপর। আমার নাকি অফিসের কাজ বাদ দিয়ে বাইরের কাজে বেশি মনোযোগ। আমি আর বেরুতে পারছি না!'

'ধ্যাত্তেরি! আমি তোমাকে খুব মিস করব।'

BanglaBook.org

‘আমিও, দোস্তো। গুড লাক।’

লাসি, বুশ-ফেকেটি ও নামেই আমাকে ডাকতে বলেছেন, মারিকা এবং আমি নেমে পড়লাম কাজে। মারিকার ইংরেজি উচ্চারণ মন্দ নয়, তবে লাসির কথা বোঝা খুব কঠিন। আমরা নাটকের নাম দিলাম : Star in the window.

চারমাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেল চিত্রনাট্য। আমার এজেন্ট Choate and Elkins নামে একটি প্রযোজনা সংস্থাকে নাটকটি দেখাল। তারা নাটক প্রযোজনা করতে রাজি হয়ে গেল। পরিচলক জোসেফ ক্যালিয়া। আমরা কাস্টিং শুরু করলাম। নায়িকার ভূমিকায় নেয়া হলো পেগি কংকলিন নামে এক দুর্ধর্ষ ব্রডওয়ে অভিনেত্রীকে। পুরুষ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অনেকের অডিশন নেয়া হলেও পছন্দ হলো না কাউকে। একদিন এজেন্ট এক তরুণ অভিনেতাকে পাঠাল আমাদের কাছে।

‘একটু পড়ে শোনাবেন?’ বললাম আমি।

‘অবশ্যই।’

আমি তাকে চিত্রনাট্য থেকে পাঁচ পৃষ্ঠা দিলাম পড়ে শোনাবার জন্য। সে এবং পেগি কংকলিন পড়তে লাগল। দুই মিনিট পড়া হয়েছে, আমি তরুণ অভিনেতাকে বললাম, ‘অনেক ধন্যবাদ।’

লাল হয়ে গেল অভিনেতার গাল, রাগত গলায় বলল, ‘আচ্ছা।’

সে কাগজগুলো আমার হাতে গুঁজে দিয়ে স্টেজ থেকে নামতে শুরু করল।

‘দাঁড়ান দাঁড়ান,’ হাঁক ছাড়লাম আমি। ‘আপনি পার্টটা পেয়ে গেছেন।’

দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ‘কী!’

‘জি।’

অভিনেতা চরিত্রটির মধ্যে মুহূর্তে ঢুকে গেছে। আমি বুঝতে পারছিলাম এ চরিত্রের জন্য এ-ই সেরা।

‘কী নাম আপনার?’ জিজ্ঞেস করলাম আমি।

‘কার্ক ডগলাস।’

রিহার্সাল খুব ভালোভাবে চলল। চমৎকার জুটি হিসেবে প্রমাণিত হলো কার্ক ডগলাস এবং পেগি কংকলিন। রিহার্সাল শেষে আমরা নাটকটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আশাহত করলেন না সমালোচকরা।

‘*স্টার ইন দ্য উইন্ডো* জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।’

‘পেগি কংকলিন লেফটেনেন্টের ভূমিকায় দারুণ অভিনয় করেছে।’

‘সার্জেন্ট স্টিভের চরিত্রে কার্ক ডগলাসকে চমৎকার মানিয়েছে, সংলাপ উচ্চারণ ছিল নিখুঁত।’

‘দর্শক গতরাতে *স্টার ইন দ্য উইন্ডো* দারুণ উপভোগ করেছে। তাদের হাততালিতে সিক্ত হয়ে মঞ্চের পর্দা উঠেছে।

BanglaBook.org

আমি খুব খুশি। 'ড্রিম উইথ মিউজিক'-এর মহাপতনের পরে ব্রডওয়েতে এটি হিট নাটক হিসেবে বিবেচিত হতে চলেছে। নিউইয়র্কে প্রদর্শনের আগে প্রযোজকরা নাটকের নাম বদলে রাখলেন 'Alice in Arm.'

১৯৪৫ সালের ৩১ জানুয়ারি ব্রডওয়েতে প্রদর্শিত হলো নাটকটি। সবকিছুই মসৃণগতিতে এগিয়ে চলল। আমরা নাটক শেষে সার্দিতে গেলাম সেলিব্রেট করতে। কারণ জানি সবাই এ নাটকের প্রশংসা করবে। কিন্তু নাটকটির সমালোচনা করতে গিয়ে *নিউইয়র্ক টাইমস* লিখল বাড়িতে প্লেগ লাগার মতো নাটক। সংলাপগুলো এমন শক্ত ও আড়ষ্ট, করাত দিয়ে কাটা যাবে।

ডেইলি নিউজ : আ মিসটেক।

হেরাল্ড ট্রিবিউন : যাচ্ছেতাই।

পিএম : বিরক্তিকর।

এগুলো ছিল ভদ্রভাষার সমালোচনা। অন্যগুলোর কথা না-ই বা বললাম।

আমি পরের তিনটি দিন হোটেল থেকেই বেরুলাম না। টেলিফোনও ধরলাম না। সমালোচনাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। সমালোচকরা ঠিকই বলেছেন। ব্রডওয়ের নাটক লেখার উপযুক্ত আমি নই।

ভাগ্যে যা-ই থাকুক না কেন, বাকি জীবনটা আমি হোটেলরুমে নিজের জন্য আফসোস করে নিশ্চয় কাটাব না। হলিউডে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। একটি মৌলিক গল্প লিখব, ওটা বিক্রির চেষ্টা করব। এবং চিত্রনাট্য লিখব। তবে মুশকিল হলো মাথায় কোনো গল্প আসছে না। আগে সহজেই গল্প চলে আসত মাথায়, কিন্তু ইদানীং মন এমন বিচলিত থাকে, কিছুতে মনোযোগ দিতে পারি না। আগে কোনো আইডিয়া পাবার জন্য নিজের ওপর চাপ দিইনি কিন্তু এখন একটি ভালো গল্প পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি আমি।

পরদিন সকালে আমার হোটেলরুমের মাঝখানে পিঠখাড়া একটি চেয়ারে বসলাম হলুদ রঙের মোটা প্যাড আর কলম নিয়ে। প্রতিজ্ঞা করেছি পছন্দসই গল্পের আইডিয়া না-পাওয়া পর্যন্ত চেয়ার ছেড়ে নড়ব না। একটার-পর-একটা গল্প নিয়ে চিন্তা করে চললাম পরবর্তী দুই ঘণ্টা তারপর একটা আইডিয়া এল মাথায়। মনে হলো এ দিয়ে কাজ চালানো যাবে।

আমি ত্রিশ পৃষ্ঠার একটি আউটলাইন তৈরি করলাম। নাম দিলাম *Suddenly its spring*। এবারে আমি হলিউডের জন্য প্রস্তুত।

লস এঞ্জেলসে ফেরার পথে যাত্রাবিরতি দিলাম শিকাগোতে নাটালি এবং মেরির সঙ্গে দেখা করার জন্য।

নাটালি দোরগোড়ায় আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন।

'আমার লেখক।'

আমি তাকে 'এলিস ইন আর্মস'-এর সমালোচনা সম্পর্কে কিছু বলিনি তবে উনি

BanglaBook.org

কীভাবে যেন ঘটনাটা জেনে গেছেন। বললেন, 'নাটকের টাইটেল বদলানো উচিত হয়নি ওদের।'

কয়েকটা দিন শিকাগোতে দেরি করে আমার খালা ফ্রান, এমা এবং পলিনের সঙ্গে দেখা করলাম। সবার সঙ্গে একত্রিত হতে পেরে খুব ভালো লাগছিল আমার। আমাকে নিয়ে ওঁদের কত গর্ব!

অবশেষে সময় হলো বিদায় নেয়ার। বিমানে চেপে ফিরে এলাম হলিউডে।

যেন সারাজীবনের জন্য এখান থেকে চলে গিয়েছিলাম, যদিও দূরত্বটা বেশিদিনের নয়— মাত্র দুবছর। এ সময়ে ঘটে গেছে অনেক কিছুই। আমি প্লেন চালাতে শিখেছি, এয়ারকর্পস থেকে হয়েছি বিতাড়িত। আমার লেখা দুটো ব্রডওয়ে নাটক হিট করেছে, দুটো ফ্লপ খেয়েছে।

তখনও শেষ হয়নি যুদ্ধের হুংকার, থাকার জায়গার বড্ড অভাব। তবে আমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। *জ্যাকপট*-এর এক নায়িকার বেভারলি হিলসে ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্ট ছিল। সে ওটা আমাকে ভাড়া দিতে রাজি হলো। অ্যাপার্টমেন্টটি পাম ড্রাইভে, ওখানে পৌঁছে দরজার তালায় চাবি ঢোকাতে যাচ্ছি, ঝড়াং করে খুলে গেল কবাট। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এক তরুণ। সে আমার হাতে ধরা চাবির দিকে তাকাল।

'হ্যালো।'

'হ্যালো।'

'ক্যান আই হেল্প য়ু?'

'কে আপনি?'

'আমার নাম বিল ওর।'

'সিডনি শেলডন।'

তার চেহারা উজ্জ্বল দেখাল। 'ওহ্, হেলেন বলেছে আপনি আসছেন।'

দরজার পাল্লা মেলে ধরল সে, ভেতরে ঢুকলাম আমি। সুসজ্জিত, সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট, একটি বেডরুম, ক্ষুদ্রকায় লিভিংরুম, ডেন এবং রান্নাঘর।

'আপনাকে চলে যেতে বলতে লজ্জাই লাগছে আমার,' বললাম আমি। 'তবে আমি—'

'আমি অবশ্য এমনিতেই চলে যাচ্ছিলাম।'

পরদিন সকালের *লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস*-এ পড়েছিলাম বিল ওর জ্যাব ওয়ার্নারের মেয়েকে বিয়ে করছে। পরে সে ওয়ার্নার টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করে।

এরপরে গেলাম কারমেন স্ট্রিটে গ্রেসির বোর্ডিং হাউজে। মুখ ছাড়া এ বাড়ির আর কিছুই বদলায়নি। ভবিষ্যতের তারকা, পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যানরা সবাই একটি ফোনকলের জন্য অপেক্ষমাণ।

গ্রেসি একদম আগের মতো আছেন। আগের মতোই উড়ে বেড়ান সারা ঘরময়, তাঁর পুত্রসম ভাড়াটেদের মাতৃস্নেহে সেবা করেন, প্রয়োজনে পরামর্শ দেন।

BanglaBook.org

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন গ্রেসি 'শুনেছি তুমি এখন বিখ্যাত হয়ে গেছ' বলে। আমি বিখ্যাত নাকি কুখ্যাত নিজেই জানি না।

'আমি কাজ করছি,' বললাম আমি।

দুজনে মিলে বেশ খানিকক্ষণ পুরনো দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করলাম। তারপর বিদায় নিলাম গ্রেসির কাছ থেকে কাজ আছে বলে। আমার এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

আমি হলিউডের অন্যতম খ্যাতনামা এজেন্সি উইলিয়াম মরিস এজেন্সি'র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি এবং পুরো ব্যাপারটা দেখাশোনা করছে আমার করিতকর্মা এজেন্ট স্যাম উইসবোর্ড। স্যামি উইলিয়াম মরিসে অফিসের পিয়ন হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। পরে এর প্রেসিডেন্ট হয়।

স্যামি কয়েকজন এজেন্ট এবং এজেন্সির ভাইস প্রেসিডেন্ট জনি হাউজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

'আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি,' বলল হাউড। 'আশা করি একত্রে মজাদার কিছু করতে পারব।'

এমন সময় ওর সেক্রেটারি ঢুকল ঘরে।

'এ ডোনা হলোওয়ে।'

ডোনা বেশ সুন্দরী, লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চোখ, মুখে উষ্ণ হাসি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'হ্যালো, মি. শেলডন। আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন জেনে আমি খুব খুশি।'

এজেন্সিটিকে ভালো লাগতে শুরু করেছে আমার।

স্যামি এবং জনি হাউজকে বললাম, 'আমার লেখা একটি মৌলিক গল্প নিয়ে এসেছি।'

'চমৎকার,' বলল স্যামি। 'এখুনি কাজ শুরু করে দিই না কেন?'

'কোনো আপত্তি নেই।'

'আমাদের এক ক্লায়েন্ট, এডি ক্যান্টরের সঙ্গে RKO-তে একটি ছবির চুক্তি হয়েছে। সমস্যা হলো তার গল্প পছন্দ হয়নি স্টুডিওর। তিন মাসের মধ্যে স্টুডিওর পছন্দসই গল্প জমা দিতে ব্যর্থ হলে আমাদের এ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সে তোমাকে একটা স্ক্রিপ্ট লিখতে বলেছে। হপ্তায় পারিশ্রমিক এক হাজার ডলার।'

'আমি রাজি।'

'তাহলে আজ বিকেলেই ওর সঙ্গে দেখা করো।'

BanglaBook.org

ষোলো

এডি ক্যান্টর আধডজন ছবিতে অভিনয় করেছেন, নিঃসন্দেহে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় একজন কমেডিয়ান। ফ্লোরেঞ্জ জিগফেল্ডের ব্রডওয়ে নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। *হুপ্পি!* ও *রোমান স্ক্যান্ডালস* তাঁকে ছায়াছবির তারকা বানিয়েছে। নিজেই একটি টিভি শো উপস্থাপনা করেন এবং ওখানেও পেয়েছেন বিপুল সাফল্য।

বেভারলি হিলসের রক্সবারিতে এডির প্রকাণ্ড বাড়িতে সাক্ষাৎ হলো তাঁর সঙ্গে। তিনি খর্বকায়, ডাইনামিক একজন মানুষ, একদণ্ডও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। কথা বলার সময় পায়চারি করতে থাকেন। যখন তিনি শ্রোতা, তখনও তাঁর পায়চারি থামে না। আমার তো মনে হতে লাগল আমরা যে বসে আছি, আসলে এডি মনে মনে ঠিকই পায়চারি শুরু করে দিয়েছেন।

'ব্যাপারটা ওরা তোমাকে ব্যাখ্যা করেছে কিনা জানি না, সিডনি, তবে পরিস্থিতি হলো এই যে আমার ছেলেদের তৈরি তিনটি চিত্রনাট্য প্রত্যাখ্যান করেছে RKO। 'তাঁর ছেলেরা' মানে রেডিওর লেখক। 'আমার হাতে সময়ও বিশেষ নেই। আমার এমন একটি স্ক্রিপ্ট দরকার যার তিনমাসের মধ্যে অনুমোদন পেতে হবে নইলে চুক্তি বাতিল। আমার জন্য ব্লকবাস্টার কোনো গল্প লিখতে পারবে?'

'চেষ্টা করব।'

'গুড। তুমি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্ক্রিপ্ট শেষ করো। তবে প্রথম ড্রাফটের কাজ শেষ হওয়ার পরে, স্টুডিওর যদি ওটা পছন্দ হয়ে যায়, সংলাপ সাজিয়ে লেখাসহ যা যা পরিবর্তন দরকার সবকিছুর জন্য অঢেল সময় পাবে।'

'বাহ্, বেশ।' বললাম আমি।

'আমরা এ মুহূর্তে ভয়াবহ চাপের মধ্যে আছি। হপ্তায় আটদিন আমাদের কাজ করতে হবে।'

ব্রডওয়ের নাটক লেখার চাপের কথা মনে পড়ে গেল। 'এসবে আমার অভ্যাস আছে,' বললাম আমি।

বেজে উঠল ফোন, তিনি রিসিভার তুললেন, 'এডি ক্যান্টর বলছি।'

আজ পর্যন্ত কোনো মানুষকে এমন গর্বের সুরে নিজের নাম উচ্চারণ করতে শুনিনি আমি।

কাজে নেমে গেলাম। যে গল্প নিয়ে কাজ শুরু হবে তার ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করলাম। প্রধান ভূমিকায় থাকছেন এডি এবং জোন ডেভিস। গল্প এডির

BanglaBook.org

খুব পছন্দ হয়েছে। আমি লেখা ধরলাম। বাড়িতে বসেই সাধারণত কাজ করি আমি। টেবিলে বসি বেশ ভোরে, সন্ধ্যা সাতটায় উঠে পড়ি লেখা ছেড়ে। শনি এবং রোববারগুলোতেও কাজ করি।

সন্ধ্যাগুলো একান্ত আমার। এসময় আমি রিল্যাক্স করি। একটি খুব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, ওকে নিয়ে ডিনারে যেতে লাগলাম। তবে সে বিরতি দিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে।

কৌতূহল নিয়ে একদিন জানতে চাইলাম, 'যেসব সন্ধ্যাগুলো তুমি আমার সঙ্গে কাটাও না, সে সময় কোথায় থাকো?'

'আমি আরেকজনের সঙ্গে ডেটিং করি, সিডনি। তবে আমি তোমাদের দুজনকেই খুব পছন্দ করি। কিন্তু মনস্থির করে উঠতে পারছি না।'

'অপর লোকটি কে?'

'তার নাম হোসে ইটুরবি। সে আমাকে বিয়ে করতে চায়।'

হোসে ইটুরবি একজন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক, সারা বিশ্বে কনসার্ট করে বেড়ান। তিনি MGM, প্যারামাউন্ট এবং ফক্সের হয়ে মিউজিক্যালে কাজ করেছেন। ইটুরবির মতো বিখ্যাত লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আমি পারব কেন?

মেয়েটি আমাকে বলল, 'হোসে বলেছে তুমি একটা কোকা-কোলা।'

চোখ পিটপিট করলাম, 'আমি কী?'

'কোকা-কোলা। সে বলেছে তোমার মতো লক্ষ লক্ষ লোক আছে আর তার মতো আছে শুধু একজন— সে নিজে।'

মেয়েটির সঙ্গে আমি আর মিলিত হইনি।

RKO'র সঙ্গে এডি ক্যান্টরের চুক্তি শেষ হওয়ার তিনদিন আগে আমি আমার চিত্রনাট্য হস্তান্তর করলাম। স্যামি ওয়েসবোর্ড ওটা RKO-তে পাঠিয়ে দিল, পরদিনই ওটা অনুমোদন পেল। এখন আমি সময় নিয়ে সংলাপগুলো ঘষামাজা করতে পারব, স্ক্রিপ্টও আরও মজবুত হবে। চিত্রনাট্য নিয়ে আরও অনেক কাজ করা যাবে যা সময়ের অভাবে করা হয়নি।

স্যামি ওয়েসবোর্ড আমাকে ফোন করল, 'সিডনি, তোমাকে ছবি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।'

কথাটা ঠিকমতো শুনিনি ভেবে প্রশ্ন করলাম, 'কী বললে?'

'ক্যান্টর তার রেডিওলেখকদের দিয়ে তোমার চিত্রনাট্য ঘষামাজা করাচ্ছেন।'

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করল জাপান। রিচার্ড বাড়ি ফিরছে। ওকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।

ক্রিসমাসের সময় রিচার্ডের জাহাজ পৌঁছাল স্যানফ্রান্সিসকো। লস এঞ্জেলসে ওর সঙ্গে ডিনার করলাম। ও শুকিয়ে গেছে তবে ফিজিকালি ফিট লাগছে। ওর গল্প

BanglaBook.org

শোনার আর তর সইছে না। ও কোথায় কোথায় গেছে আমি জানি। নিউ গিনি, মরোটাই, লেইটি, লুজন...

'কেমন লাগল ওসব দেশ?'

আমার ভাই অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'ওসব কথা থাক। আমি এ নিয়ে কথা বলতে চাই না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই এখন কী করবি?'

'মার্টি লিব আমাকে একটি চাকরির অফার দিয়েছেন। ভাবছি ওটা করব। মা'র সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে পারব।' শুনে খুশি হলাম। জানি মার্টির সঙ্গে ওর জমবে ভালো।

স্যাম ওয়েসবোর্ড পরদিন আমাকে ডাকল। *'সাডেনলি ইটস স্প্রিং'*-এর জন্য তোমার কাছে দুটো অফার আছে।'

'বেশ তো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম আমি, 'কারা তারা?'

'একজন ওয়াল্টার ওয়াগনার।' ইনি প্রচুর সুরুচির ছবি বানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে *স্টেজ কোচ, ফরেন করেসপন্ডেন্ট,* এবং *দ্য লং ভ্য়েজ হোম।*

'অপরজন?'

'ডেভিড সেলযনিক।'

আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল মুহূর্তের জন্য, 'ডেভিড সেলযনিক?'

'তোমার লেখা তাঁর পছন্দ। ডোর স্কারি তার সঙ্গে সহ-প্রযোজনা করবেন। ওয়ানগার চল্লিশ হাজার ডলার দিতে চাইছে। সেলযনিকের অফার পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার। তবে দুটি ক্ষেত্রেই এ পারিশ্রমিকের মধ্যে তোমাকে চিত্রনাট্য লিখে দিতে হবে।'

টাকা নিয়ে ভাবছি না আমি। সেলযনিকের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারটাই তো চমকপ্রদ। তাছাড়া তিনিই তো এ জগতে আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমার সহ-রিডারের সঙ্গে আবার কাজ করতে ভালোই লাগবে।

'সেলযনিকের অফারটা নিয়ে নাও।'

পরদিন সকালে ডেভিড সেলযনিক এবং ডোর স্কারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সেলযনিক লম্বা-চওড়া মানুষ, চমৎকার সুসজ্জিত অফিসের প্রকাণ্ড একটি ডেস্কের পেছনে বসেছেন তিনি। ডোর স্কারি কালো, হালকা-পাতলা গড়ন, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। আমরা হাত মেলালাম।

সেলযনিক বললেন, 'বসো, শেলডন। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখি হলাম।'

ভাবলাম মি. সেলযনিকের সঙ্গে একটু দেখা করব—

সম্ভব নয়, মি. সেলযনিক খুব ব্যস্ত মানুষ।

'তোমার গল্প খুব পছন্দ হয়েছে। চমৎকার গল্প। আশা করি চিত্রনাট্যটিও গল্পের মতোই ক্ষুরধার হবে।'

ডোর বললেন. 'নিশ্চয় হবে।'

BanglaBook.org

সেলযনিক আমাকে একটু পরখ করে নিয়ে বললেন, 'শুনলাম ওয়ানগারের কাছ থেকেও তুমি নাকি অফার পেয়েছ। তবে তুমি আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছ বলে আমি খুশি। তোমার এজেন্টের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমরা তোমাকে গল্প এবং চিত্রনাট্যের জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার দেব।'

মনে পড়ল সেলযনিকের সেক্রেটারির দেয়া খামটির কথা। *এখানে দশ ডলার আছে।*

ওই দিন সকালেই শুরু করে দিলাম কাজ। RKO স্টুডিওতে আমাকে অফিস দেয়া হয়েছে। ওখানে বসে তৈরি করা হবে *সাডেনলি ইটস স্প্রিং*। RKO একটি বিখ্যাত স্টুডিও। *সম্প্রতি ইটস আ ওয়ান্ডার ফুল নাইট, দ্য ফার্মার্স ডটার* এবং *ডিক ট্রেসিং'র* শূটিং চলছে ওখানে। শূটিঙে জেমস স্টুয়ার্ট, রবার্ট মিচাম এবং লরেটা ইয়ংকে দেখলাম। এদের বহু ছবি দেখেছি আমি, তাই ওদেরকে পুরনো বন্ধু বলে মনে হচ্ছিল। তবে ওঁদের কারও সঙ্গে কথা বলার সাহস হয়নি।

চিত্রনাট্য লেখার কাজটি উপভোগ করছিলাম। এক প্লেবয়, এক তরুণী, তার বোন এবং এক বিচারককে নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্প। ক্যারি গ্রান্টকে মাথায় রেখে চিত্রনাট্য লিখছিলাম। তবে উনি যেরকম ব্যস্ত অভিনেতা, তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

চিত্রনাট্য লেখার কাজ ভালোই চলছিল। একই প্রজেক্টে বারবার লেখক বদলের প্রবণতা রয়েছে সেলযনিকের। তবে তিনি আমাকে বাদ দেননি দেখে আমি আত্মশ্লাঘা বোধ করছিলাম। একদিন ডোর স্কারিকে লেখা সেলযনিকের একটি চিঠি আমি ঘটনাক্রমে দেখে ফেলি। ওতে লেখা ছিল :

শেলডনকে বাদ দিয়ে অন্য আরেকজন লেখক আমরা নিয়ে আসছি না কেন?

তবে ডোর এ চিঠির কথা কখনও বলেননি আমাকে।

আমার মন-মেজাজের টানাপড়েন এখনও চলছে। হঠাৎ হঠাৎ উল্লসিত হয়ে উঠি, আবার ডুবে যাই বিমর্ষতায়। একদিন সন্ধ্যায় ব্রাউন ডার্বি রেস্টুরেন্টে ঢুকেছি, আমার এক বন্ধু আমাকে দেখে হাত তুলে ডাকল। তার সঙ্গে এক তরুণী।

'সিডনি, এ হলো জেন হার্ডিং।'

জেন নিউইয়র্কের মেয়ে। আমুদে, বুদ্ধিমতী এবং অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারিণী। ওর প্রেমে পড়ে গেলাম প্রথম দর্শনেই। ডেটিং শুরু করলাম, দুই মাসের মাথায় বিয়েও করে ফেললাম।

BanglaBook.org

মধুচন্দ্রিমা করার সময় পাইনি। স্টুডিও *সাডেনলি ইটস* স্প্রিং-এর কাস্টিং শুরু করে দিয়েছিল, ডোর আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে আমার রিরাইটিঙের কাজটা দ্রুত শেষ করে ফেলি।

এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে জেন এবং আমি তিক্ততার সঙ্গে বুঝে ফেললাম আমরা আসলে একটা ভুল করেছি। আমাদের রুচি এবং ব্যক্তিত্ব একজনের সঙ্গে অপরজনের একদমই মেলে না। পরের নটা মাস খামোকাই চেষ্টা করলাম সম্পর্কটি

টিকিয়ে রাখতে। যখন বুঝতে পারলাম এ সংসারের ভাঙন অনিবার্য, ডিভোর্স নিতে রাজি হয়ে গেলাম দুজনে। বেদনা ছিল অবিশ্বাস্য। ডিভোর্সের দিন আমি জীবনে প্রথমবার মদ খেয়ে মাতাল হলাম।

বাড়িতে সবকিছু উল্টোপাল্টা চললেও স্টুডিওতে আমার কাজ মসৃণ গতিতে চলছিল। আমি স্ক্রিপ্ট শেষ করে ফেললাম।

ডেভিড সেলযনিক তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন আমাকে। 'ক্যারি গ্রান্টের কাছে তোমার স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'আচ্ছা? তা—কী বললেন উনি?'

নাটকীয়ভাবে চুপ করে রইলেন সেলযনিক। 'সে তো ওটা পড়ে খুশিতে বাগবাগ। কাজটা করবে বলেছে।'

শুনে রোমাঞ্চ বোধ করলাম, 'বাহ্, চমৎকার।'

'আমরা শার্লি টেম্পল এবং মিরনা লয়কেও সাইন করিয়েছি।'

পারফেক্ট কাস্ট।

'ছবি পরিচালনা করবে আর্ভিং রেইস। ক্যারি গ্রান্ট তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে।'

কমেডির জন্য সকলেরই সবার আগে প্রথম পছন্দ ক্যারি গ্রান্ট। দ্বিতীয় পছন্দ বলে কিছু নেই। ক্যারি গ্রান্টকে না পাওয়া গেলে ছবি করার ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিতে হবে।

ক্যারি গ্রান্টকে খুব পছন্দ করতাম আমি। দারুণ রকম সুদর্শন, বুদ্ধিমান একজন মানুষ। আমি পরবর্তীতে বহু তারকার সঙ্গে কাজ করেছি তবে ক্যারির নিজের ব্যাপারে কোনো অহংকার ছিল ন।

ক্যারির আসল নাম আর্চিবল্ড আলেকজান্ডার লিচ। জন্ম ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে, মধ্যবিত্ত পরিবারে। তিনি সার্কাসে রশির ওপর লাঠি নিয়ে হেঁটে বেড়ানোর খেলা দেখাতেন।

আর্চি লিচের বয়স যখন নয়, তার মাকে পাগলা গারদে পাঠানো হয়। ক্যারিকে বলা হয়েছিল তার মা সাগরতীরের একটি রিসর্টে গেছেন হাওয়া বদলাতে। কুড়িতে পা দেয়ার পরে মা'র সঙ্গে আবার দেখা হয় ক্যারির। এর আগে আর মা'র সঙ্গে দেখা হয়নি তার।

ক্যারি গ্রান্ট ছিলেন এক কিংবদন্তির নাম— বিনয়ী, পরিশীলিত এবং সরল।

শার্লি টেম্পলের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয়, তার বয়স তখন মাত্র আঠেরো। খুব চমৎকার মেয়ে শার্লি। শৈশবেই সে চলচ্চিত্রজগতের সবচেয়ে বড় তারকা হয়ে ওঠে, তার ছবি কোটি কোটি ডলার ব্যবসা করত। এত নাম-যশ সত্ত্বেও শার্লি ছিল আটপৌরে স্বভাবের একটি মেয়ে।

আমার ছবিতে মিরনা লয়ও অভিনয় করছিলেন। একজন দক্ষ অভিনেত্রী। মিরনা *দ্য থিন ম্যান* সিরিজ, *দ্য বেস্ট ইয়ার্স অভ আওয়ার লাইভস*, *অ্যারোস্মিথ*সহ আরও ডজনখানেক ছবিতে কাজ করেছেন।

BanglaBook.org

ছবির কাস্ট খুবই ভালো। আমরা এবারে ছবির কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত।

ক্যারি এবং আমি স্টুডিওতে বসে একদিন লাঞ্চ করছিলাম। *'সাডেনলি ইটস স্প্রিং'*-এর কাজ আর হপ্তাখানেকের মধ্যে শুরু হবে।

ক্যারি বললেন, 'দ্বিতীয় পুরুষ-চরিত্রটিতে অভিনয়ের জন্য উপযুক্ত কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। আধডজন লোকের টেস্ট নেয়া হয়েছে, মনে ধরেনি কাউকে। এ চরিত্রের জন্য কে সবচেয়ে পারফেক্ট জানো?'

'কে?' কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম।

'তুমি। তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে?'

বিস্মিত হয়ে তাকালাম ক্যারি গ্রান্টের দিকে। আমি কি অভিনেতা হতে চাই? এ কথাটা কোনোদিন ভাবিনি। তবে নয় কেন? আমি লেখক/অভিনেতা দুটোই হতে পারি। নোয়েল কাওয়ার্ডসহ কয়েকজন লেখালেখি এবং অভিনয় দুটোই একসঙ্গে চালিয়ে গেছেন।

'তুমি ইন্টারেস্টেড, সিডনি?'

'হ্যাঁ,' আমি জানি অভিনয় করা খুব সহজ। গল্পের লেখক আমি, চিত্রনাট্য এবং টেস্ট সিনগুলো আমারই তৈরি। কাজেই দৃশ্যের প্রতিটি সংলাপ আমার জানা। আমাকে শুধু যা করতে হবে তা হলো লাইনগুলো আউড়ে যাওয়া। ও কাজ যে-কেউ করতে পারবে।

ক্যারি চেয়ার ছাড়লেন, ফোন করলেন ডোর স্কারিকে। লাঞ্চ শেষ করে আমি আর ক্যারি ফিরে এলাম সেটে। টেস্ট সিনটি করব আমি আর তিনি। সাধারণ একটা দৃশ্য। গোটা বারো সংলাপ শুধু আওড়াতে হবে।

ক্যারির দিকে যে-ই তাকিয়েছি আমি, সঙ্গে সঙ্গে মনে যে চিন্তাটি উদয় হলো তা হলো— চলচ্চিত্রজগৎটা আমার জন্য কীরকম হবে? ক্যারি গ্রান্টের সঙ্গে কোনো ছবিতে অভিনয় করা মানে আমার জীবনযাত্রার ধরণটা পাল্টে যাওয়া। আমি অন্যান্য ছবিতেও অভিনয় করার জন্য প্রস্তাব পেতে থাকব। আমি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাব। তারপর থেকে আমার জীবনে প্রাইভেসি বলে কিছু থাকবে না, পাব না বিশ্রামের সুযোগ। আমার জীবনের মালিক হয়ে উঠবে জনগণ। তবে এটুকু স্যাক্রিফাইস করতে আমি রাজি আছি।

সাউন্ড স্টেজে চলে এলাম আমরা। আর্ভিং রেইস বললেন, 'সবাই চুপ।'

ক্যারি আমাকে আমার কিউ দিলেন। আমি তাঁর দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম, তিনি অপেক্ষা করছেন আমার সংলাপ শোনার জন্য। আমি মুখ তুলে তাকালাম, মনে হলো লাখ লাখ মানুষ ক্যাটওয়াক থেকে আমার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। সাথে সাথে স্কুলের সেই স্মৃতি মনে পড়ে গেল। আমি আমার লেখা নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে স্টেজে দাঁড়িয়ে উন্মাদের মতো শুধুই হাসছিলাম। হঠাৎ আতঙ্কবোধ করলাম আমি, একটিও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে একছুটে পালিয়ে এলাম সাউন্ড স্টেজ থেকে।

BanglaBook.org

আমার অভিনয়ের ক্যারিয়ার ওখানেই খতম। আমাকে আর তারকাজগতের বোঝা বইতে হবে না, আমি আমার চিত্রনাট্য লেখার কাজে ফিরে যেতে পারব।

আমার জায়গায় রুডি ভ্যালিকে নিয়ে নিলেন ডোর। *সাডেনলি ইটস স্প্রিং*- এর শূটিং শুরু হয়ে গেল। যেভাবে কাজ এগোচ্ছিল তাতে সবাই খুশি।

একদিন ডেভিড সেলযনিকের অফিসে আমার ডাক পড়ল।

'আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়, কী কাজ বলুন, ডেভিড?'

'ন্যাশনাল ব্রাদার হুড উইকের জন্য কাজ। প্রতি বছর সকল ধর্মকে একত্রিত করার গল্প নিয়ে একেকটি স্টুডিও একেকটি শর্টফিল্ম বানায়।'

আমি ব্যাপারটা জানি। ছবি শেষ হওয়ার পরে, প্রেক্ষাগৃহে যখন জ্বলে ওঠে আলো, টিকেট-চেকাররা উপবিষ্ট দর্শকদের কাছ থেকে চ্যারিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে।

'এ বছরে কাজটা আমাদেরকে করতে হচ্ছে। আমি চাই গল্পটা তুমি লিখবে।'

'কোনো সমস্যা নেই।'

'আধ ডজন তারকা থাকবেন এ ছবিতে। সবার জন্য দুমিনিট করে জায়গা দিতে হবে।'

'আমি এক্ষুনি কাজে লেগে যাচ্ছি।'

পরদিন দুই পৃষ্ঠার একটি স্ক্রিপ্ট লিখে নিয়ে দেখালাম সেলযনিককে। তিনি পড়ে বললেন, 'ভালোই হয়েছে। এটা ভ্যানের কাছে নিয়ে যাও। সে বাংলোতে আছে। স্টুডিওর পেছনেই ওর বাংলো।'

ভ্যান জনসনকে স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্রটির প্রথম শূটিং শুরু করতে হবে। আমি স্ক্রিপ্ট নিয়ে ভ্যানের বাংলোয় গেলাম। আমাকে দেখে দরজা খুললেন তিনি। ওই সময় ভ্যান জনসন MGM-এর সবচেয়ে বড় তারকাদের একজন।

'আপনার জন্য পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছি,' বললাম আমি। 'আপনি প্রস্তুত হলেই আমরা শুরু করে দেব ছবির শূটিং।'

'ধন্যবাদ,' তেতো গলায় বললেন তিনি। 'কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম মেট্রো গোল্ডউইন মেয়র থেকে মস্ত এক তারকা এসেছেন এ ছবিতে অভিনয় করতে। কিন্তু বার বার সংলাপ বদলানোর কারণে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভেঙে যায় আমার।'

হেসে উঠলাম আমি। 'চিন্তা করবেন না। আপনার সংলাপ কেউ বদলাবে না।'

তিনি হেসে কাগজগুলোর ওপরে চোখ বুলালেন। 'আমি কিছুক্ষণের মধ্যে রেডি হয়ে আসছি।'

আমি সেলযনিকের অফিসে ফিরলাম।

BanglaBook.org

'সব ঠিক আছে।' বললাম আমি।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' বললেন সেলযনিক। 'ভ্যানের সংলাপগুলো বদলে দাও।'

'ডেভিড, আমি এইমাত্র তাঁর বাসা থেকে এলাম। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর সংলাপ বদলে ফেলা হচ্ছে।'

'ও গোল্লায় যাক। আমি যা করতে বলছি তা করো,' সেলযনিক দৃশ্যটির জন্য নতুন নির্দেশনা দিলেন আমাকে। আমি নিজের অফিসে এসে দ্রুত নতুন সংলাপ লিখে নিয়ে দেখালাম সেলযনিককে।

'গুড,' বললেন তিনি, 'এমনটাই চেয়েছিলাম।'

আমি দ্রুত চললাম ভ্যান জনসনের বাংলোয়। দরজা খুলে দিলেন তিনি।

'আমি রেডি।'

'ভ্যান, স্ক্রিপ্টে একটু পরিবর্তন আনা হয়েছে, মি. সেলযনিকের ধারণা এতে স্ক্রিপ্ট আরেকটু মজবুত হয়েছে।' আমি নতুন সংলাপের কথাটা জানালাম তাঁকে। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল অভিনেতার।

'সিডনি, আমি আমার স্বপ্ন নিয়ে ঠাট্টা করিনি। আমি সত্যি—'

'ভ্যান, মাত্র দুপৃষ্ঠার ব্যাপার তো।

গভীর দম নিলেন তিনি, 'ঠিক আছে।'

আমি ডেভিড সেলযনিকের অফিসে ফিরলাম।

'আমার মাথায় আরেকটা বুদ্ধি এসেছে,' বললেন তিনি, 'আমরা যদি ভ্যানকে এ অ্যাঙ্গেলে শূট করি তাহলে আরও অনেক ভালো হবে এবং...'

আতঙ্কবোধ করলাম। 'ডেভিড, মানুষটা ইতিমধ্যে ভয় খেয়ে গেছেন। তাঁর সংলাপগুলো আর বদল করা উচিত হবে না।'

'ও তো একজন অভিনেতা, তাই না? ওকে শিখতে দাও।'

সেলযনিক কী চাইছেন বুঝিয়ে বললেন আমাকে। আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের অফিসে গিয়ে আবারও পাণ্ডুলিপি ঘষামাজা করলাম।

এবারে সবচেয়ে শক্ত কাজ— আবার ভ্যান জনসনের মুখোমুখি হতে হবে।

গেলাম ভ্যানের বাংলোয়। উনি কী যেন বলতে চাইছিলেন, আমার চেহারার ভাব দেখে থেমে গেলেন। 'তুমি নিশ্চয়...'

'ভ্যান, মাত্র তো দু'পৃষ্ঠার ব্যাপার। এবারই শেষ।'

'গড ড্যাম ইট। আমাকে নিয়ে এসব কী শুরু করেছ তোমরা!'

বহু কষ্টে শান্ত করলাম তাঁকে। 'রেডি হয়ে সেটে চলে আসুন।' বললাম তাঁকে।

আমি আর ডেভিড সেলযনিকের অফিসে গেলাম না। ভ্যানকে নিয়ে বাকি কাজ ঠিকঠাক এগোল।

রিচার্ড পরদিন ফোন করল।

'ভাইয়া!'

BanglaBook.org

ওর গলা শুনতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে আমার। 'খবর কিরে, রিচার্ড?'

'খবর ভালো, ভাইয়া। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

শুনে রোমাঞ্চবোধ করলাম। 'বাহ্, দারুণ। ওকে কি আমি চিনি?'

'হ্যাঁ, জোন স্টিয়ার্নস।' জোন এবং রিচার্ড শিকাগোতে একই স্কুলে পড়ত।

'কবে হচ্ছে বিয়ে?'

'তিন হপ্তার মধ্যে।'

'ধ্যাৎ! তখন আমি দেশে থাকব না। ন্যাশনাল ব্রাদার হুড উইকের জন্য ছবির শূটিং-এ ব্যস্ত থাকতে হবে ওই সময়।'

'তুমি ফিরে এসে ওর সঙ্গে দেখা কোরো। আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

রিচার্ড কথা রাখল। এক মাস পরে ওর সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে লস এঞ্জেলেসে চলে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওদেরকে দেখেই বোঝা যায় একে অন্যের প্রেমে দিওয়ানা। একটা হপ্তা আমাদের খুব চমৎকার কেটে গেল। তারপর ওরা ফিরে গেল শিকাগো।

পরদিন সকালে অফিসে ঢুকেছি, আমার সেক্রেটারি বলল, 'মি. সেলযনিক আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। 'সিডনি, তোমার জন্য খবর আছে।'

'কী খবর?'

'আমি ছবির নাম বদলেছি। ওটার নাম আর *সাডেনলি ইটস্ স্প্রিং* থাকছে না।'

'তবে?'

'নতুন নাম দিয়েছি *দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি-সক্সার*।'

আমি ভাবলাম সেলযনিক ঠাট্টা করছেন। কিন্তু তিনি সিরিয়াস।

'ডেভিড, *দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি-সক্সার* কোনো ছবির নাম হলে তা কেউ দেখতে যাবে না।'

তবে সৌভাগ্যবশত আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

BanglaBook.org

সতেরো

দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি-সক্সার ৬০০০ আসনবিশিষ্ট, বিশ্বের বৃহত্তম প্রেক্ষাগৃহ রেডিও সিটি মিউজিক হল-এ মুক্তি পেল। টানা সাত হপ্তা চলল ওই হল্-এ এবং সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম ব্যবসা-সফল ছবি হিসেবে বিবেচিত হলো। ইংল্যান্ডে ছবিটি 'গন উইথ দ্য উইন্ড'-এর পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম হিট ছবির মর্যাদা পেল।

সমালোচনাগুলো আমাকে উজ্জীবিত করল :

'আপনাদেরকে অনুরোধ করছি, প্লিজ, *দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি-সক্সার* মিস করবেন না...'

'এক বছরেরও বেশি পরে অন্যতম সেরা কমেডি ছবি...'

'মজা, খামখেয়ালিপনা আর প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয়...'

'প্রথম শ্রেণীর কমেডি। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরবে...'

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হলো, প্রশংসিত হলেন পরিচালক। প্রতিটি সমালোচক ছবিটির প্রশংসা করলেন। ছবিটি বক্স অফিস ব্লু রিবন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হলো আর আমি পেলাম অস্কার নমিনেশন। আমি জানতাম আমাকে এখন আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। হলিউডে ক্যারিয়ার হলো এলিভেটরে চেপে ক্রমাগত উড্ডয়ন এবং অবতরণ। কৌশল হলো যখন নিচে নামছে এলিভেটর তখন ওটা ত্যাগ না-করা।

আমার এলিভেটর ওপরের দিকে উঠছিল। নিজেকে পরম সুখী মনে হচ্ছিল।

আমি বৈবাহিক সংকট নিয়ে *অর্কিডস ফর ভার্জিনিয়া* নামে একটি গল্প লিখেছিলাম। RKO'র পরিচালক এডি ডিমিট্রিকের গল্পটি বেশ পছন্দ হয়ে যায়।

'আমি স্টুডিওকে বলব আমার জন্য যেন গল্পটি কিনে নেয়। তুমি এটার চিত্রনাট্য করবে। তোমাকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার দেব।'

'বেশ,' খুব খুশি হলাম, কারণ টাকাটার বড্ড দরকার ছিল।

এক হপ্তা বাদে ডোর স্কারিকে RKO'র চার্জ অব প্রডাকশনের নির্বাহী প্রযোজক করা হলো। তাঁর অফিসে আমার ডাক পড়ল। জানি *অর্কিডস ফর ভার্জিনিয়া'র* জন্য তিনি আমাকে অভিনন্দিত করবেন। জিজ্ঞেস করব কত দ্রুত চিত্রনাট্য লিখতে হবে।

'এডি ডিমিট্রিক তোমার গল্প নিয়ে ছবি বানাতে চায়,' বললেন ডোর।

হাসলাম আমি। 'জি।'

'তবে তোমার ও গল্প আমরা নেব না।'

BanglaBook.org

মুখের হাসি নিভে গেল আমার, 'কী? কেন?'

'অবিশ্বস্ত স্বামী তার স্ত্রীকে খুন করতে চায়, এরকম গল্প দিয়ে আমি ছবি বানাব না।'

'কিন্তু ডোর—'

'দ্যাটস অল। তোমার গল্প ফেরত নিয়ে যেয়ো।'

মনটাই গেল খারাপ হয়ে। 'আচ্ছা।'

আরেকটা গল্প খুঁজতে হবে আমাকে।

আমি জানতাম না ডোর-এর প্রত্যাখ্যান আমার জীবনটাকে কীভাবে বদলে দিতে যাচ্ছিল।

আমার এজেন্ট স্যামি ওয়েসবোর্ড ফোন করল।

'MGM-এর সঙ্গে কথা বলে তোমার জন্য একটা কাজ ঠিক করেছি। দুই হপ্তার মধ্যে *প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস*-এর চিত্রনাট্য লিখে দিতে হবে।'

বইটি সে-ই কবে পড়েছি, গল্পটি ভালো করে মনেও নেই। শুধু মনে আছে এটা জেন অস্টিনের লেখা, ইংলিশ সোসাইটি ক্ল্যাসিক, পাঁচ বোন স্বামী খুঁজে বেড়ায়।

MGM-এর সঙ্গে কাজ করার উত্তেজনাই আলাদা। এ হলো সকল স্টুডিওর রাজা। এদের প্রযোজিত ক্ল্যাসিক ছবির মধ্যে রয়েছে গন উইথ দ্য উইন্ড, মিট মি ইন সেন্ট লুই, দ্য উইজার্ড অব ওজ, দ্য ফিলাডেলফিয়া স্টোরি, দ্য গ্রেট যিগফেল্ডসহ আরও ডজনখানেক বিখ্যাত চলচ্চিত্র।

MGM স্টুডিওতে আমি যখন প্রথম প্রবেশ করি তখন আমার বয়স উনত্রিশ। স্টুডিও দেখে আমি রীতিমতো বাক্যহারা। MGM নিজেই একটা শহর। এর রয়েছে নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ, খাদ্য এবং পানীয়ের ব্যবস্থা। যা যা প্রয়োজন কোনোকিছুর অভাব নেই এখানে।

এ স্টুডিওটি অন্যান্য প্রধান ছটি স্টুডিওর মতোই হপ্তায় গড়ে একখানা ছবি বানায়। MGM-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেন ১৫০জন লেখক। এদের মধ্যে বিখ্যাত উপন্যাসিক এবং নাট্যকারও রয়েছেন।

ওখানে যাওয়ার প্রথম দিন প্রকাণ্ড কমিসারিতে লাঞ্চ করলাম। লেখকদের টেবিলে বসতে দেয়া হলো আমাকে। ওখানে ডজনখানেক লেখক ছিলেন। সবার আচরণ বন্ধুসুলভ। নানারকম উপদেশ দিলেন তাঁরা।

'তোমার কোনো পাণ্ডুলিপি যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, হতাশ হয়ো না। এখানে তিন বছরে একটি পাণ্ডুলিপির কাজ যদি তুমি পেয়ে যাও তাহলেই তোমাকে সৌভাগ্যবান বলা যাবে।'

'আর্থার ফ্রিডের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাও কিনা দেখো। সে এখানকার বড় প্রযোজক।'

'তোমার চুক্তি যখন প্রায় ফুরিয়ে যাওয়ার পথে, নতুন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট পাবার চেষ্টা করবে তাহলে ওরা তোমাকে আবার নিয়ে নেবে।'

BanglaBook.org

আমি আর বললাম না যে আমার চুক্তি মাত্র দুই হপ্তার।

আমাকে একটি ছোট অফিস এবং একজন সেক্রেটারি দেয়া হলো।

'আমরা *প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস* বানাব,' বললাম সেক্রেটারিকে। 'বইটির একটি কপি এনে দিতে পারবে? আরেকবার পড়া দরকার।'

'নিশ্চয়।'

স্টুডিওর নাম্বারে সেক্রেটারি ফোন করে বলল, 'মি. শেলডনের *প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস*-এর একটি কপি দরকার।'

আধঘণ্টার মধ্যে চলে এল বই।

স্টুডিও সিস্টেমের সঙ্গে এভাবে পরিচয় ঘটল আমার। প্রতিটি স্টুডিওরই একটি লাইব্রেরি, রিসার্চ বিভাগ, কাস্টিং বিভাগ, সেট বিভাগ, সিনেমাটোগ্রাফি বিভাগ এবং বিজনেস বিভাগ ছিল। শুধু চাইবার অপেক্ষা মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে এসে যাচ্ছে জিনিস।

পরদিন সকালে স্যামি উইসবোর্ড এল আমার অফিসে।

'চলছে কেমন?'

'মাত্র তো শুরু করলাম,' বললাম আমি।

'আর্থার ফ্রিড তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

বিস্মিত আমি। 'কেন?'

'তাঁর কাছ থেকেই কারণটা জেনে নিয়ো। উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

আর্থার ফ্রিডের গল্প আমি জানি। ইনসিওরেন্স সেলসম্যান ছিলেন, পরে সফল গীতিকার হিসেবে পরিচিত পান। তার সঙ্গে লুইস বি মেয়ারের খাতির আছে। লুইসই তাকে প্রযোজক বানিয়েছে।

শ্রুতি আছে, আর্থার ফ্রিড নাকি সবজান্তা। এক লেখক তাঁর সম্পর্কে একটি গল্প বলেছিল আমাকে।

এক বন্ধু ফ্রিডকে একটি নাটকের উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ করেছে। 'আমি ওটা দেখেছি,' বললেন ফ্রিড।

আরেক বন্ধু ফ্রিডের কাছে জানতে চাইল রাতের বেলা বেসবল খেলা হবে, উনি খেলা দেখতে যাবেন কিনা।

'ও আমি দেখেছি,' ফ্রিডের জবাব।

স্যামিকে নিয়ে এলিভেটরে চেপে তিনতলায় উঠে এলাম। এখানে আর্থার ফ্রিডের অফিস। ফ্রিডের অফিসটি প্রকাণ্ড। ফ্রিড গাট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ, বয়স পঞ্চাশ, মাথায় পাতলা, ধূসর চুল।

'বসো, শেলডন।'

বসলাম।

'একটা সমস্যা হয়েছে। আমার কাছে একটা স্ক্রিপ্ট আছে তবে কেউ এতে অভিনয় করতে চাইছে না। যার কাছে পাঠিয়েছি. সে-ই ফেরত দিয়েছে। গীতিনাট্য।

BanglaBook.org

লেখাটা ভালোই তবে গল্পটা ভালো না। বড্ড বেশি ভারী প্লট। এটাকে হালকা করতে হবে। পারবে?'

'আমি এ মুহূর্তে *প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস* নিয়ে কাজ করছি, তবে—'

'আর কাজ করার দরকার নেই,' বললেন ফ্রিড। 'তুমি আমারটা নিয়ে কাজ করো।'

'কী নাম ওটার?'

'*ইস্টার প্যারেড।* আর্ভিং বার্লিনের সঙ্গে কাজ করবে।'

মুহূর্তটি যেন ছিল জাদুর। MGM-এ আমার তৃতীয় দিন অথচ এখনই আমি কিংবদন্তির আর্ভিং বার্লিনের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছি।

'করব,' বললাম আমি।

'এতে জুডি গারল্যান্ড এবং জিন কেলি অভিনয় করবেন।'

উদাস ভাব ফোটানোর চেষ্টা করলাম চেহারায়। 'আচ্ছা!'

'যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করে দাও।'

'জি, স্যার।'

'চিত্রনাট্যটায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখো আর কী করা যায়। কাল এখানে আর্ভিং-এর সঙ্গে তোমার মিটিং।'

আমি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ফ্রিডের অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। ওয়েসবোর্ড আমাকে দেখে হাসল।

'কাজটা শেষ করো,' বলল সে, 'জীবন নিয়ে আর ভাবতে হবে না।'

আমি খুশিতে জ্বলজ্বল করছিলাম, 'জানি আমি।'

এলিভেটর সত্যি তরতর করে ওপরপানে উঠছিল।

ইস্টার প্যারেড-এর মূল চিত্রনাট্য লিখেছিলেন অ্যালবার্ট হ্যাকেট এবং ফ্রান্সিস গুডরিচ মিলে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। দুজনেই খুব ভালো লেখেন। *দ্য ডায়েরি অব অ্যানি ফ্রাঙ্ক*-এর মঞ্চনাট্যরূপও তাঁরা দিয়েছিলেন।

তবে ফ্রিড ঠিকই বলেছিলেন। চিত্রনাট্যে একটু কৌতুকের ছোঁয়া দরকার ছিল এবং আরও হালকাভাবে লিখলে ভালো হত। মিউজিকালের জন্য বড্ড বেশি সিরিয়াস জিনিস লিখে ফেলেছেন হ্যাকেট-দম্পতি। আমি নতুন স্টোরি লাইন তৈরি করতে বসে গেলাম।

পরদিন সকালে আর্থার ফ্রিডের অফিসে ডাক পড়ল আমার। তাঁর সঙ্গে এক খর্বকায় ব্যক্তি, নধরকান্তি চেহারা, চোখজোড়া উজ্জ্বল ঝকমকে।

'ইনি আরভিং বার্লিন।'

রক্তমাংসের ইনি সেই প্রতিভাবান যিনি 'আলেকজান্ডারস র‍্যাগটাইম ব্যান্ড,' 'গড ব্লেস আমেরিকা', 'দেয়ার'স নো বিজনেস লাইক শো বিজনেস,' 'পুটিং ইন দ্য রিজ,' এবং 'টপ হ্যাট'-এর মতো নাটক রচনা করেছেন। একবার জেরোমি কার্নকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, আমেরিকান মিউজিকে আরভিং বার্লিনের জায়গা কোথায় হওয়া

BanglaBook.org

উচিত বলে তিনি মনে করেন। কার্ন সরল গলায় জবাব দিয়েছিলেন, 'আরভিং বার্লিনই আমেরিকান মিউজিক।'

'আমি সিডনি শেলডন,' বললাম আমি, কিংবদন্তিসম মানুষটাকে সামনাসামনি দেখে যে বিস্ময়ে থ মেরে গেছি সে ভাবটুকু গোপন করে রাখলাম চেহারায়। মি. বার্লিন হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখি হলাম। শুনেছি আমরা একসঙ্গে কাজ করব।'

'জি, স্যার।'

আমরা যখন *ইস্টার প্যারেড*-এর কাজ শুরু করলাম, আরভিং বার্লিনের বয়স ওইসময় ষাট তবে তাঁর উৎসাহ তরুণদের মতো।

তাঁর জন্ম রাশিয়ায়। আসল নাম ইসরায়েল বেলিন। পাঁচ বছর বয়সে চলে আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিউইয়র্কের চায়না টাউন ক্যাফেতে গায়ক ওয়েটার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু। তিনি কখনও পিয়ানো বাজানো শেখেননি। শুধু পিয়ানোর কালো চাবিগুলো টেপাটেপি করতে পারতেন।

চিত্রনাট্যটি কীরকম হওয়া উচিত এ নিয়ে যখন কথা বললাম, অসংখ্য প্রশ্নে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন আরভিং বার্লিন, কিন্তু আমরা কী করছি সে ব্যাপারে কোনো আগ্রহই যেন নেই আর্থার ফ্রিডের। একদম নীরব দর্শক তিনি। আমি একদিন আরভিং বার্লিনকে বললাম, 'মি. বার্লিন, একটা কথা বলতে চাই—'

আমাকে বাধা দিলেন তিনি। 'শুধু আরভিং বলে ডাকবে।'

'ধন্যবাদ। আমি বলতে চাইছি আপনার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি ভীষণ উত্তেজিত।'

হাসলেন তিনি। 'আমরা খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারব।'

আর্থার ফ্রিডের নীরবতার কারণ উদ্‌ঘাটিত হলো। আসলে আরভিং বার্লিনের সঙ্গে আমার সখ্য তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না।

লেখার কাজ বেশ ভালোই এগোচ্ছিল। স্যাম ওয়েসবোর্ডের কথাটা মনে পড়ল, *এ কাজটা শেষ করো। জীবন নিয়ে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।*

BanglaBook.org

দিনের মধ্যে প্রায়ই, স্ক্রিপ্ট লিখছি আমি, আরভিং বার্লিন গোত্তা খেয়ে আমার অফিসে ঢুকে পড়েন।

'গানটা কেমন হয়েছে বলো তো' মহাউৎসাহে বলেন তিনি। তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে মাত্র লিখে আনা একটি গানের সুর গাইতে থাকেন। মুশকিল হলো তাঁর গলায় কোনো সুর নেই এবং ফলে গানটার মাজেজাও আমি বুঝতে পারতাম না। তিনি পিয়ানো বাজাতে পারতেন না, গান গাইতে পারতেন না। শুধু ছিল তাঁর অসাধারণ গীতিনাট্য তৈরির দারুণ প্রতিভা।

কমিসারিতে প্রতিদিন লেখকদের টেবিলে লাঞ্চ করতে যেতাম। কোনো-না-কোনো লেখক প্রতিদিনই লাঞ্চের পরে তাঁর সেটে নিয়ে যেতেন আমাকে। আমি

সাউন্ড স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত তারকাদের মহড়া দেখতাম। এসব তারকাদের আমি RKO জেফারসন প্রেক্ষাগৃহের রুপালি পর্দায় দেখেছি। এখন এদেরকে সামনাসামনি দেখছি। বেশ ভালো লাগত আমার।

ইস্টার প্যারেড-এর কাজ শেষ করছি, স্যামি ওয়েসবোর্ড ঢুকল আমার অফিসে।

'ভালো খবর আছে, সিডনি। MGM ফোন করেছিল। তোমার সঙ্গে দীর্ঘ একটি চুক্তিতে যেতে চায়।'

'বাহ্, বেশ!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। প্রতিটি হলিউড লেখকের এটাই হলো স্বপ্ন।

'তবে বিস্তারিত কিছু আলোচনা হয়নি। এখনও অনেক কিছু আলোচনা বাকি রয়ে গেছে।' হাসল সে। 'তবে ভেবো না। তুমি কাজটা পেয়ে যাবে।'

উল্লাসবোধ করলাম। আর্থার ফ্রিডকে চিত্রনাট্য দিয়ে দিলাম। তার প্রতিক্রিয়া শোনার অপেক্ষায় রইলাম, কিন্তু ও-তরফ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চয় চিত্রনাট্য পছন্দ হয়নি, ভাবলাম আমি।

আরেকদিন চলে গেল। আমি স্ক্রিপ্টটি নতুন করে পড়লাম। নিউইয়র্কের সমালোচকরা ঠিকই বলেছেন আমার মেধার বড় অভাব। আমর নাটকের সংলাপগুলো কাষ্ঠখণ্ডের মতো নিরেট।

কাজেই আর্থার ফ্রিড যে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন না তাতে আর বিচিত্র কী!

আর্থার ফ্রিডকে স্ক্রিপ্ট দেয়ার এক হপ্তা পরে তাঁর সেক্রেটারি ফোন করল।

'মি. ফ্রিড কাল সকাল দশটায় আপনাকে তাঁর অফিসে হাজির থাকতে বলেছেন। আপনার সঙ্গে জুডি গারল্যান্ড এবং জিন কেলির পরিচয় করিয়ে দেবেন।'

হঠাৎ ভয় লাগল। ওঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাবে না। তাহলে ওঁরা টের পেয়ে যাবেন আমি একটা ভণ্ড, যেমনটি বুঝে গেছেন আর্থার ফ্রিড। ওঁরা কেউ আমার চিত্রনাট্য পছন্দ করবেন না। নাহ্, ওদের ধারেকাছেও যাওয়া ঠিক হবে না। ম্যাক্স রিচের সঙ্গে সেবার যেরকম দেখা করিনি এবারেও সেভাবে পালাতে হবে।

সে-রাতে ঘুম হলোই না বলতে গেলে। স্বপ্ন দেখলাম আমার গায়ে আমার যাচ্ছেতাই চিত্রনাট্যটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে গাঁক গাঁক স্বরে চিৎকার করছেন আর্থার ফ্রিড।

পরদিন সকালে সিদ্ধান্ত নিলাম মিটিংএ যাব বটে তবে কোনো কথা বলব না। ওঁরা আমার যত ইচ্ছা সমালোচনা করুক, চুপ করে থাকব। ওঁদের গালাগাল শেষ হওয়ার পরে চলে আসব। আমি পরবর্তী এক ঘণ্টা ব্যস্ত থাকলাম জিনিসপত্র বাঁধাছাদার কাজে, অফিস ত্যাগ করব।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় ঢুকলাম আর্থার ফ্রিডের অফিসে। ফ্রিড তাঁর ডেস্কে বসে আছেন।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'ইন্টারেস্টিং চিত্রনাট্য।'

BanglaBook.org

এ কথার মানে কী জানি না। হয়তো তিনি ঠাট্টা করছেন। আমি যে এ প্রজেক্টে আর নেই সে কথা সরাসরি না বলে ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করছেন।

এমন সময় জুডি গারল্যান্ড ঢুকল ঘরে। তাকে দেখে আমার খুশি-খুশি লাগল। এ যেন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

জুডি গারল্যান্ড ওরফে ফ্রান্সিস গাম MGM-এর সঙ্গে কৈশোর থেকে কাজ করছে। *দ্য উইজার্ড অব ওজ* মাত্র পনেরো বছর বয়সে তারকা বানিয়ে দেয় জুডিকে। এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সে, স্টুডিও তাকে একের পর এক ছবিতে কাস্ট করতে থাকে, বিশ্রাম শব্দটা হারিয়ে যায় জুডির জীবন থেকে। নয় বছরে সে উনিশটি ছবিতে অভিনয় করেছে।

শক্তি সঞ্চয় করতে সে বার্বিটিউরেট বড়িতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, দিনের বেলা নেশা করে, রাতে ঘুমায় স্লিপিং পিল খেয়ে। আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল এবং যদ্দূর জানি আমার সঙ্গে যখন জুডি সাক্ষাৎকার করতে আসছিল তখন মাত্র মেনিনজার ক্লিনিক থেকে মুক্তি পেয়েছে।

তাঁর প্রথম কথাটি ছিল, 'হ্যালো, সিডনি। তোমার চিত্রনাট্য আমার পছন্দ হয়েছে।'

এক মুহূর্তের জন্য আমি রা হারিয়ে ফেললাম। তারপর বোকার মতো হাসতে লাগলাম। 'ধন্যবাদ।'

'বেশ ভালো লিখেছে ও, তাই না?' বললেন আর্থার ফ্রিড। এই প্রথম আমার চিত্রনাট্য সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে শুনলাম ওঁকে।

খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন জিন কেলি। আমি রিল্যাক্স অনুভব করছি। জিন কেলি আরেকটি পরিচিত মুখ। তাঁর অভিনীত হিট ছবির মধ্যে রয়েছে থাউজ্যান্ডস চিয়ার, কাভার গার্ল এবং অ্যাংকর্স অ্যাওয়ে, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ এবং শূন্য প্রেক্ষাগৃহে এঁর ছবি আমি দেখেছি। এ-ও আমার পুরনো বন্ধুর মতো।

জুডি এবং আর্থারের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমার দিকে ফিরলেন তিনি। 'লেখক লেখক,' বললেন জিন কেলি।

'তুমি দারুণ একটা কাজ করেছ।'

'বেশ ভালো কাজ হয়েছে, তাই না?' বললেন আর্থার ফ্রিড।

হঠাৎ দারুণ উল্লাস বোধ করলাম। তাহলে এতদিন বেহুদাই টেনশন করেছি।

'যদি তোমাদের কোনো পরামর্শ থাকে—' বললাম আমি।

'একদম আমার মনের মতো চরিত্র লিখেছ তুমি,' বললেন জুডি।

যোগ করলেন জিন কেলি, 'আমারটাও তাই, ইটস পারফেক্ট।'

হাসলেন আর্থার ফ্রিড। 'বুঝতে পারছি আমাদের আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার অবকাশ নেই। আমরা কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত। সোমবার থেকে শূটিং।'

মিটিং শেষে আমি ফিরে এলাম অফিসে। জিনিসপত্র আবার খুলে ফেলতে লাগলাম।

BanglaBook.org

আমার সেক্রেটারি চোখ বড়বড় করে আমাকে লক্ষ করছিল।

'কী ঘটছে জানতে পারি কি?'

'আমি মত বদলে ফেলেছি।'

শুক্রবার আর্থার ফ্রিডের ডাকে তাঁর অফিসে যেতে হলো।

'একটা ঝামেলা হয়েছে,' বললেন তিনি।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আমার। 'স্ক্রিপ্ট নিয়ে কোনো ঝামেলা?'

'না, জিন কেলি। ভলিবল খেলতে গিয়ে মচকে ফেলেছেন পায়ের গোড়ালি।'

ঢোক গিললাম। 'তার মানে ছবির কাজ বন্ধ?'

'ফ্রেড অ্যাস্টেয়ারের কাছে তোমার স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছি। গতবছর রিটায়ার করেছেন তিনি। তবে তোমার স্ক্রিপ্ট পছন্দ হলে কাজটা করবেন তিনি।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'ফ্রেড অ্যাস্টেয়ারের বয়স আটচল্লিশ। আর জুডি মাত্র পঁচিশ। দর্শক তাদের জুটি মোটেই পছন্দ করবে না।'

ধৈর্য ধরে ফ্রিড বললেন, 'দেখি ফ্রেড কী বলেন।'

'হ্যাঁ', বললেন ফ্রেড অ্যাস্টেয়ার।

পরদিন আর্থার ফ্রিডের অফিসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। বললেন, 'চমৎকার স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য ধন্যবাদ। কাজটা উপভোগ করব আমি।'

মানুষটার দিকে তাকিয়ে আমার সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। অত্যন্ত তরুণ, সতর্ক এবং অ্যানার্জেটিক দেখাচ্ছে তাঁকে। পারফেকশনিস্ট হিসেবে তাঁর একটি খ্যাতি আছে। এক ছবিতে জিঞ্জার রজার্সের সঙ্গে কাজ করছিলেন তিনি। একের-পর-এক মহড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি, শেষে নায়িকার পা ফেটে রক্ত বেরুতে শুরু করলে ক্ষান্ত দেন।

সোমবার, *ইস্টার প্যারেড*-এর শূটিং-এর প্রথম দিনে, চলে এলাম সাউন্ড স্টেজে। স্টেজের দূরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন ফ্রেড অ্যাস্টেয়ার। ওখানে শূটিং হবে। আমি স্টেজের অপর প্রান্তে, জুডিকে গল্প বলছি। গল্পের মাঝামাঝি সময়ে সহকারী পরিচালক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। 'আমরা আপনার জন্য রেডি, মিস গারল্যান্ড।'

আমি চেয়ার ছেড়ে সিধে হতে গেলাম।

'না,' বাধা দিল জুডি, 'গল্পটা শেষ করো।'

'আচ্ছা,' দ্রুত গল্প বলতে লাগলাম কারণ জানি শূটিং কোম্পানিকে দেরি করিয়ে দিলে কত লোকসান। তাকালাম স্টেজের অন্যপ্রান্তে, ওখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, 'জুডি, গল্পটা পরে বলি। এখন—'

'না,' গোঁ ধরল সে, 'আমি এখনই শুনব।'

'জুডি, তুমি এ দৃশ্যটা করতে চাইছ না?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল সে, 'না।'

'কেন?'

BanglaBook.org

একটু ইতস্তত করল জুডি, তারপর দ্রুত বলল, 'এ দৃশ্যে মি. অ্যাস্টেয়ারকে চুমু খেতে হবে অথচ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ই নেই।'

অথচ সবাই ভেবেছে এ দুই সুপারস্টার একে অপরকে চেনেন। জুডির জন্য অকস্মাৎ মায়া হলো আমার।

'এসো,' ওর হাত ধরে স্টেজের অপর প্রান্তে এগোলাম, ওখানে সকলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

'ফ্রেড,' বললাম আমি, 'এ হলো জুডি গারল্যান্ড।'

হাসলেন তিনি। 'ওঁকে খুব ভালো চিনি আমি। আমি আপনার মস্ত একজন ভক্ত।'

'আমিও আপনার ভক্ত,' হাসল জুডি।

পরিচালক চাক ওয়াল্টারস বললেন, 'আপনারা নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান।'

শুরু হয়ে গেল *ইস্টার প্যারেড*-এর শূটিং।

ছবিতে একটু হাস্যরস আমদানির জন্য জুলে মুনশিন নামে নিউইয়র্কের এক অভিনেতাকে ভাড়া করে এনেছিলেন আর্থার ফ্রিড। আমি ওয়েটারের ছোট একটি পার্ট লিখে দিয়েছিলাম তার জন্য। মুনশিনের শূটিং শুরু হওয়ার আগের দিন আমার পিঠের চাকতি আবার নড়ে গেল। বিছানা নিলাম ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে।

ফোন বেজে উঠল। জুলে মুনশিন।

'সিডনি, তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।'

'এখন না। তিনদিন পরে সুস্থ হব তখন—'

'না, আজই দেখা করা দরকার। এবং এক্ষুনি।'

ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছিলাম আমি, রা বেরুচ্ছিল না মুখ থেকে। 'জুলে, এখন কথা বলতে পারব না। আমার শরীরটা মোটেই ভালো নেই। আমি—'

'তোমার সেক্রেটারির কাছ থেকে তোমার ঠিকানাটা জোগাড় করেছি। পনেরো মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে যাচ্ছি তোমার বাড়িতে।'

আমি আরেকটি ব্যথানাশক বড়ি গিলে দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে রইলাম বিছানায়।

পনেরো মিনিট পরে আমার কাছে এসে হাজির জুলে মুনশিন। দাঁত বের করে হেসে বলল, 'তোমাকে তো দারুণ লাগছে হে—'

আমি কটমট করে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

'স্টুডিও আমাকে নিউইয়র্ক থেকে নিয়ে এসেছে অথচ আমার দৃশ্য মোটে একটা। তুমি ওই দৃশ্যটা গুরুত্ব পায় এরকম কিছু একটা করে দাও।'

ব্যথার চোটে ওর নামই ভুলে গেছি আমি।

'কাল আমার শূটিং,' মনে করিয়ে দিল সে আমাকে।

চোখ বুজে ওর জন্য লেখা দৃশ্যটির কথা মনে করার চেষ্টা করলাম। ছবিতে সে কাউকে পরোয়া না করা এক ওয়েটার, নিজেকে মনে করে সালাদ বানাতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ। সে টেবিলে খাবার পরিবেশন করবে— ব্যস্, এটুকুই তার সিন।

BanglaBook.org

'দৃশ্যটার মধ্যে অভিনয় দেখানোর কোনো অবকাশ নেই,' বলল জুলে।

কীভাবে ওর চরিত্রটিকে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, হঠাৎই বুদ্ধিটি এল মাথায়। বললাম, 'জুলে, টেবিলে কোনো সালাদ থাকবে না। তুমি মূকাভিনয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবে দারুণ সালাদ বানিয়েছ।

ইস্টার প্যারেড বক্স অফিস ব্লু রিবন অ্যাওয়ার্ড এবং WGA Screen Award পেল সেরা আমেরিকান মিউজিকাল ছবি হিসেবে। সেরা চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার ভাগাভাগি করে নিলাম আমি, ফ্রান্সিস গুডরিচ এবং আলবার্ট হ্যাকেট।

ছবিটি MGM-এর সর্বকালের অন্যতম সফল মিউজিক্যাল হিসেবে ঘোষিত হলো। গত ৫৭ বছর ধরে প্রতি ইস্টারে ছবিটি টিভিতে দেখানো হয়েছে।

BanglaBook.org

আঠেরো

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর, আমেরিকান ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের শুরু হলো। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত একটি বজ্র হলিউডে আঘাত করার জন্য ঝলসে উঠল।

রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রীর অবসান ঘটেছে, আমেরিকায় ছড়িয়ে দেয়া হলো রুশদের প্রতি ঘৃণা। জোসেফ ম্যাকার্থি নামে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ সিনেটর নিজেকে পরিচিত করে তোলার আশায় একদিন অকস্মাৎ ঘোষণা করে বসলেন সেনাবাহিনীতে কম্যুনিস্ট রয়েছে।

'কতজন?' জিজ্ঞেস করা হলো তাঁকে।

'শতাধিক।'

ম্যাকার্থির জবাব সৃষ্টি করল উন্মাদনা, তিনি প্রতিটি সংবাদপত্র এবং সাময়িকীর প্রথম পৃষ্ঠায় কাভার পেতে লাগলেন।

তাঁর পরবর্তী ঘোষণা এল যে তিনি জানতে পেরেছেন নৌবাহিনী এবং প্রতিরক্ষা শিল্পেও লুকিয়ে আছে কম্যুনিস্টরা, প্রেসের কাছে যতবার সাক্ষাৎকার দিলেন তিনি, প্রতিবার বদলে যেতে লাগল সংখ্যাটা— সবসময়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কয়েকজন কংগ্রেসম্যান এবং জে. পারনেল টমাসকে নিয়ে গঠিত হলো তদন্ত কমিটি। নাম HUA—the House of un-American Activities Committee. কমিটি প্রথমেই হলিউডের কিছু চিত্রনাট্যকারের একটি দলকে টার্গেট করল। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো ওঁরা কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য এবং তাঁদের চিত্রনাট্যে কম্যুনিস্ট প্রোপাগান্ডা প্রবেশ করাচ্ছেন। ওয়াশিংটনে কমিটির সামনে শুনানির জন্য সাক্ষাৎ দিতে সাক্ষীদের তলব করা হলো।

ম্যাকার্থির খ্যাতি যত বাড়ছে ততই তিনি দুর্দমনীয় হয়ে উঠলেন। কম্যুনিস্টের মিথ্যা তকমা এঁটে দেয়া হলো নিরীহ মানুষের গায়ে, তারা চাকরি হারাল। স্বপক্ষে কিছু বলার কোনো সুযোগই দেয়া হরো না এদেরকে। ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিসহ অন্য ব্যবসাবাণিজ্যে নাক গলাল কমিটি তবে হলিউডে ছিল সবচেয়ে বড় শো-বিজনেস। আর এ সুযোগটাই তারা নিল।

লেখক, প্রযোজক এবং পরিচালকদের সাক্ষ্য দিতে তিনটে পছন্দ বেছে নিতে বলা হলো তারা স্বীকার করতে পারে যে তারা কম্যুনিস্ট এবং অন্যদের নাম ফাঁস করতে হবে তাদেরকে; তারা যে কম্যুনিস্ট এ কথা তারা অস্বীকারও করতে পারে, অথবা তারা সাক্ষ্য দিতে রাজি না হলে জেল খাটতে পারে। কমিটি ছিল অত্যন্ত

BanglaBook.org

নির্দয়। তারা বলল যারা নিজেদেরকে কম্যুনিস্ট বলে স্বীকার করবে তাদেরকে অবশ্যই সহকর্মী কম্যুনিস্টদের নাম বলতে হবে।

দশজন লেখক সাক্ষ্য দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। একই সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির ৩২৪ জনকে করা হলো তালিকাভুক্ত, শতশত নিরপরাধ মানুষের জীবন গেল ধ্বংস হয়ে।

হলিউডে, স্টুডিও প্রধানরা গোপন বৈঠক ডাকলেন এ সিদ্ধান্ত নিতে যে কীভাবে এ ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাঁরা ঘোষণা করলেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে যারা ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁদের কাউকে চাকরি দেয়া হবে না। দশ বছরের কালো তালিকার ওটা ছিল শুরু।

RKO স্টুডিওর প্রধান নির্বাহী ডোর স্কারি সাহসের সঙ্গে ঘোষণা দিলেন কম্যুনিস্ট হওয়ার অভিযোগে কোনো লেখককে চাকরিচ্যুত করার আগে তিনি নিজেই স্টুডিও ছেড়ে চলে যাবেন। এ ঘোষণার কয়েকদিন পরে কমিটি যখন RKO স্টুডিওতে কর্মরত এক কম্যুনিস্ট লেখকের নাম জানাল, স্কারি তাকে চাকরিচ্যুত করলেন। স্ক্রিনরাইটার্স গিল্ডের সদস্যরা রেগে আগুন হলো। লেখকদের পক্ষে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার একটি সুযোগ প্রার্থনা করলেন স্কারি। গিল্ড অডিটরিয়াম ওইদিন লোকে লোকারণ্যে।

'আপনাদের সকলকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে,' বললেন স্কারি, 'আমিও একজন লেখক। লেখালেখি থেকেই আমার ক্যারিয়ারের শুরু। আমি জানি ওরা যখন আমার একজন লেখককে চাকরিচ্যুত করতে আমাকে বাধ্য করল তখন আপনারা সবাই আশা করেছিলেন RKO'র প্রধান হিসেবে আমার পদত্যাগ করা উচিত ছিল। তবে আমি পদত্যাগ করিনি এ কারণে যে, স্টুডিওর মাথা হিসেবে থাকলে আপনাদেরকে প্রটেক্ট করার জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ থাকবে আমার।'

তাঁর কথা শুনে উল্টো আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল দর্শক। তারা তাঁকে দুয়ো দিল। মিটিংয়ের ওখানেই সমাপ্তি।

এসব যখন চলছে, এরকম এক সময়ে, সকালবেলায় মারভিন শেংক নামে এক স্টুডিও নির্বাহী তাঁর অফিসে আমাকে ডেকে পাঠালেন। ইনি নিকোলাস শেংকের ভাই। কেউ জানত না মারভিন শেংকের কাজটা কী তবে লোকে বলত মারভিনকে হপ্তায় তিন হাজার ডলার বেতন দেয়া হত শুধু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে দেখার জন্য যে-কোনো হিমবাহ স্টুডিওর ওপর হামলে পড়তে যাচ্ছে কিনা।

মারভিনের বয়স ৪৭/৪৮। ক্ষুদ্রকায়, টাকমাথা, আন্ডারটেকারের মতো চেহারা।

'বসো, সিডনি।'

বসলাম আমি।

আমার দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে তিনি বললেন, 'গত রাতে রাইটার্স গিল্ড মিটিঙে তুমি আলবার্ট মালজকে ভোট দিয়েছ?'

BanglaBook.org

নতুন বোর্ড অব ডিরেক্টর্স নির্বাচনের জন্য গত রাতে আমরা মিটিং করেছিলাম। ওটা ছিল রুদ্ধদ্বার বৈঠক। প্রশ্নটা শুনে এমন চমকে গেলাম যে আমার ভোট দেয়ার কথা উনি কীভাবে জানতে পারলেন জিজ্ঞেস করার বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত মাথায় এল না।

'হ্যাঁ, দিয়েছি,' জবাব দিলাম আমি।

'মালজকে কেন ভোট দিলে?'

'আমি তাঁর একটি বই পড়েছি কয়েকদিন আগে 'The Journey of Simon Mckeever' নামে। চমৎকার একটি কাহিনী। গিল্ড'স বোর্ডে তাঁর মতো ভালো লেখকদের আমাদের দরকার।'

'ওকে ভোট দিতে কে বলেছে তোমাকে?'

আমার খুব রাগ হচ্ছিল। 'কেউ বলেনি। কেন ভোট দিয়েছি বললামই তো।'

'কেউ-না-কেউ নিশ্চয় তোমাকে বলেছে ওকে ভোট দিতে।'

আমার গলার স্বর চড়ে গেল। 'মারভিন—আমি তো তোমাকে বললামই আমি তাঁকে ভোট দিয়েছি কারণ উনি একজন অসাধারণ লেখক।'

তিনি সামনে রাখা একতাড়া কাগজে চোখ বুলিয়ে তাকালেন আমার দিকে। 'তুমি কি গত কয়েকদিন ধরে হলিউড টেন-এর শিশুদের জন্য স্টুডিওর দ্বারে দ্বারে ঘুরেছ চাঁদা তোলার জন্য?'

এবারে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। মারভিন যা বলছেন তা সত্য। 'যেসব বাচ্চার বাবারা জেলে গেছেন তাদের পরিবারকে অর্থ সাহায্য করার জন্য আমি চাঁদা তুলেছি।'

আমি খুব একটা মেজাজ হারাই না তবে রেগে গেলে বাঘ।

'আমি দোষ করেছি, মারভিন। আমার কাজটা করা উচিত হয়নি। বাচ্চাগুলো না খেয়ে থাকলে আমার কী? ওদের বাবারা অপরাধ করে জেল খেটে মরছে, কাজেই বাচ্চাগুলো না-খেয়ে মরুক, আমার কী এসে যায়? ওরা সবাই মরে ভূত হয়ে যাক!' রীতিমতো চেঁচাচ্ছিলাম আমি।

'শান্ত হও,' বললেন মারভিন, 'শান্ত হও। বাড়ি যাও এবং মনে করার চেষ্টা করো কে তোমাকে আলবার্ট মালজকে ভোট দিতে বলেছিল। কাল সকালে দেখা হবে।'

আমি ঝড় তুলে বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে। ভীষণ অপমানিত বোধ করছি। সে রাতে আর ঘুম হলো না। সারারাত এপাশ-ওপাশ করে কাটালাম। অবশেষে একটি সিদ্ধান্তে এলাম। পরদিন সকাল নটায় মারভিন শেংকের অফিসে ঢুকলাম।

'আমি তোমাদের চাকরি আর করব না,' বললাম আমি। 'আমার চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে পারো। এ স্টুডিওতে আর কাজ করার কোনো আগ্রহ বোধ করছি না।' বলে পা বাড়ালাম দরজায়।

'দাঁড়াও। চটজলদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে বসো না। আমি সকালে নিউইয়র্কে ফোন করেছি। ওরা বলেছে তুমি যদি একটি বিবৃতিতে সই করো যে তুমি কম্যুনিস্ট নও এবং কোনোদিন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলে না তাহলে পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া হবে।' আমার হাতে এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিলেন মারভিন, 'সই করবে?'

BanglaBook.org

আমি কাগজটির দিকে তাকালাম, আস্তে আস্তে শান্ত হয় মেজাজ। 'হ্যাঁ,' বললাম আমি, 'সই করব কারণ আমি কম্যুনিস্ট নই এবং কোনোদিন কম্যুনিস্ট ছিলাম না।'

অপমানকর অভিজ্ঞতা ছিল ওটা, তবে ওই সময়ে শত শত নিরীহ মানুষকে যে অত্যাচারের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছিল, এর সঙ্গে তুলনায় এ অপমান কিছুই না।

আমি একথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে আমার ডজনখানেক প্রতিভাবান বন্ধুরা আর কোনোদিন হলিউডে কাজ করতে পারবে না।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোশন পিকচার অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের নমিনেশন ঘোষণা করা হলো। পাঁচজনের মধ্যে আমিও নমিনেশন পেয়েছি। *দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি সক্সার*-এর অরিজিনাল স্ক্রিন প্লে'র জন্য জুটেছে নমিনেশন। আমার সহকর্মী এজেন্ট এবং বন্ধুরা আমাকে অভিনন্দিত করতে লাগল। তবে ওরা একটা কথা জানে না যা আমি জানি : অস্কার জেতার কোনো সুযোগই আমার নেই।

যেসব ছবির বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করতে হচ্ছিল ওগুলো ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। এসব ছবির মধ্যে ছিল চার্লি চ্যাপলিনের *মশিউ ভার্দু, আ ডাবল লাইফ, বডি অ্যান্ড সোল* এবং শক্তিশালী বিদেশী চলচ্চিত্র *শুশাইন।* স্রেফ একজন নমিনি যে হতে পেরেছি এ সম্মানটুকুই ঢের। আমি ভাবছিলাম এর মধ্যে কোন্ ছবিটি জিতে নেবে অস্কার।

ডোনা হলোওয়ে আমাকে ফোন করে অভিনন্দন জানাল। ডোনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আমরা প্রায়ই একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাই কিংবা উপভোগ করি কনসার্ট, ওর সঙ্গ বেশ উপভোগ্য।

অস্কার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের দিন সকালে আমাকে ফোন করল ডোনা। সে উইলিয়াম মরিসকে ছেড়ে কলম্বিয়া স্টুডিওতে ঢুকেছে। হ্যারি কোহনের সাতপুরুষের ভাগ্য যে ডোনার মতো একটি মেয়েকে পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট হিসেবে পেয়েছে।

'অস্কারে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছ তো?' জিজ্ঞেস করল ডোনা।

'আমি যাচ্ছি না।'

কণ্ঠ শুনে মনে হলো চমকে গেছে ডোনা। 'মানে?'

'ডোনা, আমার পুরস্কার জেতার কোনোই সম্ভাবনা নেই। কাজেই ওখানে খামোকা বসে থেকে বিব্রত হব কেন?'

'সবাই যদি তোমার মতো করে চিন্তা করত তাহলে কেউ অস্কার অনুষ্ঠানে হাজির হত না,' বলল ডোনা। 'তোমার যাওয়া উচিত। কি, যাবে না?'

আমি ভাবলাম যাই, ঘুরে আসি। যে পুরস্কার পাবে তাকে অন্তত হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করব। 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'অবশ্যই। তোমাকে আমি স্টেজে দেখতে চাই।'

বিশতম অ্যানুয়াল অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রাইন অডিটরিয়ামে। তখন অবশ্য টিভিতে অনুষ্ঠান দেখানোর অবকাশ ছিল না, তবে ২০০ ABC রেডিও স্টেশন এবং আর্মড ফোর্সেস নেটওয়ার্ক অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করত।

BanglaBook.org

অভিনেতা জর্জ মার্ফি ছিলেন উপস্থাপক। অডিটরিয়াম দেখলাম কানায় কানায় পূর্ণ। আমি এবং ডোনা আসন গ্রহণ করলাম।

'তুমি কি নার্ভাস?' প্রশ্ন করল ডোনা।

জবাব দিলাম 'না'। এ অনুষ্ঠান তো আর আমার নয়। এ অনুষ্ঠান অন্য লেখকদের জন্য যারা অস্কার পাবে। আমি এখানে দর্শক মাত্র। আমার নার্ভাস হওয়ার প্রশ্নই নেই।

শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান। বিজেতারা স্টেজে যেতে লাগলেন তাদের অস্কার পুরস্কার নিয়ে আসার জন্য। আমি রিল্যাক্স মুডে চেয়ারে বসে তা দেখছি।

অবশেষে শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিত্রনাট্যর জন্য পুরস্কার ঘোষণার পালা এল। জর্জ মার্ফি ঘোষণা করলেন, 'নমিনিরা হলেন... *বডি এবং সোল*-এর জন্য রুম গর্ডন ও গারসন কানিন...*দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি সক্সার*-এর জন্য সিডনি শেলডন, *মশিউ ভার্দু*'র জন্য চার্লি চ্যাপলিন...এবং শূশাইন-এর জন্য সের্গিও আমিডি, অ্যাডলফো ফ্রাঙ্গি, সিজার গিউলিও ভায়োলা ও সিজার জাভাতিনি।

খাম খুললেন জর্জ মার্ফি।

'অ্যান্ড দ্য উইনার ইজ...সিডনি শেলডন, ফর *দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি-সক্সার!*

নিজের আসনের মধ্যে জমে গেলাম। সব নমিনিই পুরস্কার জেতার আশায় আগেই বক্তৃতা লিখে নিয়ে আসে কাগজে, কিন্তু আমি সেরকম কোনো প্রস্তুতিই নিইনি!

জর্জ মার্ফি আবার আমার নাম ধরে ডাকলেন, 'সিডনি শেলডন।'

ডোনা আমাকে ঠেলছিল। 'যাও!'

হতভম্বের মতো চেয়ার ছাড়লাম, টলতে টলতে এগোলাম মঞ্চে, ওদিকে দর্শকরা সবাই হাততালি দিতে শুরু করেছে। আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম, জর্জ মার্ফি আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

'অভিনন্দন!'

'ধন্যবাদ,' কোনোমতে বললাম।

জর্জ মার্ফি বললেন, 'মি. শেলডন, আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে বলবেন এ গল্পের আইডিয়া কীভাবে পেলেন?'

আমি কেন কিছু বলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এলাম না?

আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি জর্জ মার্ফির দিকে।

'আ— ইয়ে—আমি যখন নিউইয়র্কে থাকতাম তখন ওখানে আপনারা— ইয়ে— জানেন অনেক ববি সক্সাররা ঘুরে বেড়ায়। ওদেরকে দেখে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে যে এদেরকে নিয়ে ছবি বানানো যায়। আর তা থেকেই এ— এ ছবির গল্প লেখা।'

গাধার মতো কী বলছি নিজেই জানি না। নিজেকে আস্ত একটা নির্বোধ বলে মনে হচ্ছিল। যা হোক, অবশেষে ছবির কলাকুশলী এবং আরভিং রিসকে ধন্যবাদ দেয়ার

BanglaBook.org

কথা মনে পড়ল। মনে হলো ডোর স্কারিকেও ধন্যবাদ জানানো উচিত, যদিও সে আমার সঙ্গে বাজে আচরণ করেছে। কিন্তু ছবির সহ-প্রযোজক তো সে।

'...এবং ডোর স্কারিকেও ধন্যবাদ,' বলে অস্কার পুরস্কার নিয়ে টলতে টলতে নেমে এলাম স্টেজ থেকে।

নিজের আসনে ফেরার পরে ডোনা বলল, 'দারুণ বলেছ। কেমন অনুভব করছ এখন?'

কেমন অনুভব করছি? জীবনেও এমন হতাশ অনুভব করিনি। মনে হচ্ছিল আমি যেন পুরস্কারটা কারও কাছ থেকে চুরি করে এনেছি এবং এটা আমার প্রাপ্য নয়। নিজেকে ভণ্ড, প্রতারক মনে হচ্ছিল।

পুরস্কার প্রদান চলতে লাগল। কিন্তু মঞ্চে কী ঘটছে সেদিকে আমার মনোযোগ ছিল না। সবকিছু কেমন ঝাপসা লাগছিল। মনে হচ্ছিল এ পুরস্কার প্রদানের যেন কোনো শেষ নেই। বিরামহীনভাবে চলবে এ অনুষ্ঠান। আমার আর ভালো লাগছিল না ওখানে। যে রাতটি হওয়া উচিত ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের রাত, আমি কিনা সেখানে আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিলাম! *আমার আসলে একজন মনোবিজ্ঞানী দেখানো দরকার,* ভাবলাম আমি। *কিছু একটা হয়েছে আমার।*

মনোবিজ্ঞানীর নাম ড. জুড মার্মার। আমার এক বন্ধু এর ঠিকানা দিয়েছে। সে এ মনোবিজ্ঞানীকে দেখিয়েছে। ড. মার্মারের অনেক পসার আছে বলে শুনেছি।

ডাক্তার বৃহদায়তনের মানুষ, চুলের রঙ রুপালি ধূসর, নীল, তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ।

'মি. শেলডন, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি জানি না,' সরল গলায় বললাম।

'তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'আমার একটা সমস্যা হয়েছে কিন্তু সমস্যাটা যে কী তা-ই বুঝতে পারছি না। আমি MGM-এ চাকুরি করি, প্রচুর টাকা কামাই। কদিন আগে অস্কার পুরস্কার জিতেছি—' কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'তবু আমার মনে সুখ বলে কিছু নেই। আমি হতাশায় ভুগছি।'

'আই সি। আপনি কি প্রায়ই হতাশায় ভোগেন?'

'মাঝে মাঝে,' জবাব দিলাম আমি, 'তবে সবাইই তো হতাশায় ভোগে। আমি বোধহয় বেহুদা আপনার সময় নষ্ট করছি।'

'আমার হাতে সময়ের অভাব নেই। অতীতে কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে হতাশায় ভুগতেন তা একটু বলুন তো।'

আমার মনে পড়ে গেল যখন সুখি বোধ করার কথা তখন আমার মনে তীব্র দুঃখ জন্ম নিয়েছে আর যখন হতাশ হওয়ার কথা তখন সুখ বোধ করেছি।

'ওয়েল, আমি তখন নিউইয়র্কে, ম্যাক্স রিচ নামে এক গীতিকার—' আমি শুরু করলাম, উনি শুনতে লাগলেন।

BanglaBook.org

'কখনও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছে?'

'জি।'

'আত্মসম্মানবোধের অভাব অনুভব করেছেন?'

'করেছি।'

'এরকম মনে হয়েছে কি যে সাফল্য যেটুকু পেয়েছেন তা পাবার যোগ্য আপনি নন?'

মনোবিজ্ঞানী আমার মনের ভেতরটা পড়তে পারছেন। 'মনে হয়েছে।'

'নিজেকে অপর্যাপ্ত এবং অপরাধী মনে হয়েছে?'

'জি, মনে হয়েছে।'

'এক্সকিউজ মি,' তিনি ঝুঁকে ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন।

'মিস কুপার, আমার নেক্সট পেশেন্টকে বলুন একটু দেরি হবে।'

আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল।

ড. মার্মার ঘুরে তাকালেন আমার দিকে। 'মি. শেলডন, আপনি ম্যানিক ডিপ্রেশনে ভুগছেন।'

শব্দটা পছন্দ হলো না আমার। 'মানে কী এর?'

'এ হলো ব্রেইন ডেভিয়েশন, এর সঙ্গে সিরিয়াস ম্যানিয়া এবং ডিপ্রেশন জড়িত। এ রোগে মানুষের মনমেজাজ হঠাৎ উল্লসিত হয়ে ওটে, আবার বিষণ্নতা গ্রাস করে তাকে। মনে হয় যেন আপনার এবং পৃথিবীর মাঝখানে একটি পাতলা পর্দা ঝুলছে। নিজেকে আপনার একজন বহিরাগত বলে মনে হবে।'

আমার মুখের ভেতরটা শুকিয়ে মরুভূমি। 'কতটা সিরিয়াস ব্যাপারটা?'

'ম্যানিক ডিপ্রেশিভ অসুস্থতা লোকের ওপর ভয়ংকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কমপক্ষে কুড়ি লাখ আমেরিকান এ রোগে ভুগছে, প্রতি দশটি পরিবারের একটি পরিবার এ রোগে আক্রান্ত। কিছু কারণে শিল্পীমনাদের ওপর রোগটি হামলা চালায় বেশি। ভিনসেন্ট ভ্যান গখ এ-রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। হারমান মেলভিল, এডগার অ্যালান পো, ভার্জিনিয়া উলফসহ অনেক বিখ্যাত মানুষের এ রোগ ছিল।'

'সুস্থ হতে কতদিন লাগবে আমার?' আমার প্রশ্ন।

দীর্ঘ বিরতি। 'কোনোদিন সুস্থ হবেন না।'

ভয় পেয়ে গেলাম। 'কী?'

'ওষুধ দিয়ে রোগটিকে বড়জোর নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে পারি,' ইতস্তত গলায় বললেন মনোবিজ্ঞানী। 'তবে সমস্যা হলো এসব ওষুধের খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। ম্যানিক ডিপ্রেসিভ রোগীদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করে। কুড়ি থেকে পঞ্চাশ ভাগ জীবনে অন্তত একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এ রোগে বছরে ত্রিশ হাজার মানুষ সুইসাইড করেছে।'

আমি বসে বসে শুনছি আর অসুস্থ বোধ করছি।

'তারপর একদিন হঠাৎ করেই, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপনি কাজকর্ম করা এবং কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন।'

BanglaBook.org

আমার নিশ্বাস নিতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। ডা. মার্মার বলে চললেন, 'রোগটার বিভিন্ন টাইপ রয়েছে। কারও কারও সপ্তাহ, মাস, বছর চলে যায়, কোনোরকম উত্থান-পতন ঘটে না শরীর এবং মনে। স্বাভাবিক মূডে থাকে তারা। এ টাইপকে বলে 'euthymia'। আপনি এ মুহূর্তে এ স্টেজে রয়েছেন বলে আমার ধারণা। তবে আবারও দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এর কোনো চিকিৎসা নেই।'

আমার যা হচ্ছে তার তবু একটা নাম খুঁজে পাওয়া গেল। ডাক্তার আমাকে একটি প্রেসক্রিপশন দিলেন। আমি তাঁর অফিস থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলাম। তখন আমার মনে হলো, *ডাক্তার আসলে এখন আবোলতাবোল বকেছেন। আমি ঠিক আছি এবং খুব ভালো আছি।*

BanglaBook.org

উনিশ

অস্কার নিয়ে কত গুজব-গুঞ্জনই যে ছড়ায়। অস্কার পুরস্কার একবার জিতলে আপনি আর ওটা পেতে চাইবেন না। আর পুরস্কার জিতে গেলে কাজ করতেও আর মন চাইবে না।

অস্কার পাবার হপ্তাখানেক বাদে স্যাম ওয়েসবোর্ড আমার অফিসে এসে হাজির।

'আবারও অভিনন্দন। পুরস্কারটি কোথায় রাখছ?'

'ভাবছি আমার বাড়ির ছাদে রেখে আধডজন স্পটলাইট জ্বালিয়ে দেব যাতে সবার চোখে পড়ে।'

হা হা করে হাসল স্যাম। 'বুদ্ধি খারাপ না!'

'স্যামি, সত্যি বলছি তোমাকে, পুরস্কার পাব কল্পনাও করিনি।'

'জানি আমি,' শুকনো গলায় বলল সে, 'তোমার বক্তৃতা আমি শুনেছি!' বসে পড়ল চেয়ারে। ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলল, 'বাই দা ওয়ে, বেনি থাউর অফিস থেকে ফিরলাম আমি।' থাউ মেট্রোর ডিল মেকার। 'ওরা তোমার সঙ্গে সাত বছরের একটা চুক্তি করেছে। আমরা যা যা দাবি করেছিলাম সবকিছু দিতে রাজি হয়েছে।'

অবিশ্বাস্য! দারুণ! এ হলো অস্কার পাবার ফল।

'তুমি বছরের যে-কোনো সময় তিন মাসের ছুটি কাটাতেও পারবে।'

'গ্রেট।' এ সময়ে আমি অন্য কাজগুলো করতে পারব।

আমি ওয়েস্টউডে ছোট একটি বাড়িতে উঠেছি। বাড়িটিতে রয়েছে ছোট একটি বেডরুম, খুদে একটি ডেন, একটি ক্ষুদ্রাকৃতির লিভিংরুম, ছোট কিচেন এবং দুটো ছোট বাথরুম। একটি গ্যারেজও আছে, বাড়িটির চেয়ে আকারে বড়। বিখ্যাত অভিনেতা টনি কার্টিস এবং জ্যানেট লেই-এর অ্যাপার্টমেন্ট আমার বাড়ি থেকে কয়েক গজ দূরে। ওদের একটি গাড়ি আছে, তবে পার্ক করার জায়গা নেই।

এক রাতে এক ডিনার পার্টিতে টনি বলল, 'রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রাখতে সমস্যা হচ্ছে। তোমার গ্যারেজটা কি ভাড়া হবে?'

'না, ভাড়া হবে না,' জানালাম আমি, 'তবে ইচ্ছে করলে তোমাদের গাড়িটি আমার গ্যারেজে রাখতে পারো।' তারপর থেকে ওদের গাড়ি আমার গ্যারেজে রাখতে শুরু করল।

পার্টি দেয়ার জন্য আমার বাড়িটি খুবই ছোট। কিন্তু ব্যাপারটা আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। প্রচুর পার্টি দিতাম। আমার ভাগ্য ভালো চমৎকার একজন

BanglaBook.org

ফিলিপিনো কুক পেয়ে গিয়েছিলাম। সে একই সঙ্গে ছিল আমার বাটলার এবং ঘরদোর ঝাঁটও দিত। MGM-এ থাকাকালীন বহুলোকের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। আমার পার্টিতে আসতেন ইরা গারশউইন, কার্ক ডগলাস, সিড সিজার, স্টিভ অ্যালেনসহ আরও অনেকে। হলিউডের সবচেয়ে প্রভাবশালী এজেন্সি MCA'র প্রধান জুলেস স্টেইন আসত তার স্ত্রী ডরিসকে নিয়ে। চেয়ারের অভাবে আমরা মেঝেয় বসে আড্ডা দিতাম। কিন্তু কেউ কিছু মনে করতেন না।

খুব মজার মানুষ ছিল রবার্ট শিফার, ডিজনি স্টুডিওর প্রধান মেকআপম্যান। তিনি জাতিতে ইংরেজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রয়াল এয়ার ফোর্সের প্লেন চালিয়েছেন। নিজের ইয়টে চড়ে প্রায় গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন।

১৯৪৬ সালে শিফার রিটা হেওয়ার্থের একটি ছবিতে কাজ করছিলেন। হ্যারি কোহনের আরেকটি ছবিতে কাজ করার কথা ছিল রিটার। তিনি শিফারকে নিয়ে মেক্সিকোয় কেটে পড়েন। তাদের এই রোমান্টিক ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ ছিল ছবির কাজ। দুজনকে খুঁজে না পেয়ে হ্যারি কোহনের মাথা খারাপ হওয়ার দশা।

প্রতি শনিবার বিকেলে আমার বাড়িতে জিন গেমের আসর বসত। এতে নিয়মিত অতিথি ছিলেন জনাছয়েক মানুষ। এদের মধ্যে ছিলেন লেখক-প্রযোজক জেরী ডেভিস, স্টানলি ডোনেন, বব শিফারসহ আরও অনেকে। এলিজাবেথ টেলর তখন একুশ বসন্তের তন্বী। স্ট্যানলির সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল। আমরা খেলা নিয়ে ব্যস্ত, এলিজাবেথ ওইসময় আমাদের জন্য লাঞ্চ বানাতেন।

এলিজাবেথ ছিলেন খুব সুন্দরী এবং আবেদনময়ী, অপূর্ব সুন্দর একজোড়া বেগুনি চোখ, তাঁর চোখের জাদুতে জাদু করে ফেলেছিলেন দুনিয়া, একসময় হয়ে ওঠেন কিংবদন্তি। এ কথা এখন বিশ্বাস করা কঠিন বিশ্বখ্যাত এই অভিনেত্রীটি প্রতি শনিবার আমার রান্নাঘরে বসে স্যান্ডউইচ বানাতেন।

সিড চ্যারিস MGM-এর সঙ্গে কাজ করত। সেক্সি এবং ট্যালেন্টেড এক অভিনেত্রী। তেরো বছর বয়সে ব্যালে রুশে যোগ দেয় সে। দুর্দান্ত নাচতে পারত। বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে ডেট করেছি আমি। এক শনিবার রাতে ডেটিঙে যাওয়ার কথা, ফোন করে ডেট ক্যান্সেল করে দিয়েছিল সিড।

'কোনো সমস্যা?' জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিল সিড, 'সোমবারে বলব।'

আমাকে আর বলতে হয়নি ওর। কাগজেই বেরিয়েছিল খবরটি। সিড জনপ্রিয় গায়ক টনি মার্টিনকে বিয়ে করেছে।

আমাকে ফোন করেছিল সিড। 'খবরটা শুনেছ বোধহয়।'

'শুনেছি। দোয়া করি টনিকে নিয়ে সুখি হও।'

নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থেকে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম সিডকে।

MGM-এর গল্প বিভাগের প্রধান কেনেথ ম্যাকেনা ডেকে পাঠালেন তাঁর অফিসে। ম্যাকেনা মধ্য-পঞ্চাশ, ধূসরচুলো কঠোর নিয়মনিষ্ঠ মানুষ, নিজের বিভাগকে ভূস্বামীর মতো চালান।

BanglaBook.org

সম্ভাষণের কোনো বালাই নেই। 'তোমার জন্য একটি অ্যাসাইনমেন্ট আছে। *শো বোট।*'

দারুণ অ্যাসাইনমেন্ট। *শো বোট* এক অসাধারণ মিউজিকাল। গানগুলো যেমন চমৎকার, লেখাও তেমনি। আমার খুব পছন্দের একটি মিউজিকাল। তবে আমার একটি সমস্যা ছিল।

'কেনেথ,' বললাম আমি, 'আমি সবে দুটো রূপান্তরের কাজ করেছি। এখন মৌলিক কিছু নিয়ে কাজ করতে চাই।'

চেয়ার ছেড়ে খাড়া হলেন তিনি। 'আমি তোমাকে যা করতে বলব তা-ই করবে। তুমি এ স্টুডিওর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। তোমাকে মেঝেয় ঝাড়ু দিতে বললে তাই-ই করবে।'

আমি *শো বোট* করিনি। পরবর্তী কয়েক হপ্তা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে মেঝে ঝাড়ু দেয়াও হয়নি।

বছরে তিন মাস ছুটি আমার। প্ল্যান করেছিলাম এসময়টা ইউরোপে ঘুরে বেড়াব। ছুটির বিষয়টি নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলাম। ফরাসি জাহাজ 'লিবার্টি'তে রুম বুকও করে ফেলেছিলাম।

নাটালি, মার্টি, রিচার্ড এবং জোনকে ফোন করে বিদায় বললাম, তারপর নিউইয়র্কে উড়ে গেলাম জাহাজে চড়তে।

জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ছিল চার্লস ম্যাকআর্থার, এর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছে। প্রতিভাবান নাট্যকার, সে বেন হেকটের সঙ্গে *ফ্রন্ট পেজ* লিখেছে, লিখেছে *জাম্বো* এবং *টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি।* তার সঙ্গে ছিলেন আমেরিকার প্রখ্যাত অভিনেত্রী হেলেন হেস।

হেলেনের সঙ্গে চার্লসের পরিচয় এক পার্টিতে। অভিনেত্রীকে দেখেই প্রেমে পড়ে যায় সে। এক বাটি চিনাবাদাম নিয়ে অভিনেত্রীকে দিয়ে বলে, 'আহা, এগুলো যদি হিরে হত!'

কিছুদিন পরে তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। পরের বছর, হেলেনের জন্মদিনে, চার্লস বউকে ছোট এক বাটি হিরে উপহার দিয়ে বলেছিল, 'আহা, এগুলো যদি চিনাবাদাম হত!'

অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন রোসালিও রাসেল এবং তাঁর প্রযোজক স্বামী ফ্রেড বিসন এবং বিখ্যাত পার্টি লেডি এলসা ম্যাক্সওয়েল, একে নিয়ে *কল মি ম্যাডাম* নাটকটি লেখা হয়েছিল।

BanglaBook.org

সমুদ্রযাত্রার প্রথম দিনেই চার্লস আমাকে বলল, 'এলসা ম্যাক্সওয়েল শুনেছেন তুমি অস্কার পেয়েছ। তিনি আজ রাতে তাঁর ডিনার পার্টিতে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে চাইছেন। তবে আমি বলেছি তুমি পার্টি-ফার্টিতে যেতে তেমন পছন্দ করো না।'

'চার্লি! আমি অবশ্যই ওঁর পার্টিতে যাব।'

হাসল চার্লস। 'আচ্ছা, আমি তাঁকে বলব তোমার কথা।'

সেদিন বিকেলে এলসা ম্যাক্সওয়েল এসে বললেন, 'মি. শেলডন, আমি আজ বিকেলে ছোটখাটো একটি ডিনার পার্টির আয়োজন করেছি। আপনি আসলে খুব খুশি হব।'

'আসব।'

ডিনারের খাদ্যগুলো ছিল সুস্বাদু, অতিথিরা বেশ উপভোগ করলেন পার্টি। খাওয়া শেষে উঠতে যাচ্ছি, এক স্টুয়ার্ড এসে বলল, 'মাফ করবেন, মি. শেলডন। আপনার খাবারের বিল হয়েছে তিন ডলার।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'আমি মিস ম্যাক্সওয়েলের মেহমান।'

'জি, স্যার জানি। তবু খাবারের বিলটা আপনাকেই শোধ করতে হবে।'

আমি খুব রেগে গেলাম।

চার্লি আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। 'সিডনি, ভদ্রমহিলা এরকমই। লোকজনকে ডিনার পার্টির দাওয়াত দেয়। তবে খাবারের বিল অতিথিদেরকেই শোধ করতে হয়।'

লন্ডনে এসে স্যাভয় হোটেলে উঠলাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও ইংল্যান্ড তখনও ধকল সামলে উঠতে পারেনি। খাবারে রেশনিং চলছিল, সবকিছুই দুষ্প্রাপ্য।

সকালে রুম সার্ভিস ওয়েটার এসেছে, আমি নাশতার অর্ডার দিলাম, 'আমার জন্য আঙুর, স্ক্রাম্বলড এগ, বেকন আর টোস্ট নিয়ে এসো।'

ব্যথিত দেখাল লোকটাকে। 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, স্যার। এসব কিছুই পাওয়া যাবে না। মাশরুম অথবা শুঁটকি খেতে হবে।'

'ওহ্,' মাশরুমের অর্ডার দিলাম।

পরদিন সকালে শুঁটকির অর্ডার দিলাম।

সে রাতে এক রেস্টুরেন্টে গেছি খেতে, মেনুতে উল্লিখিত খাবারের প্রায় কিছুই মিলল না।

পরদিন সকালে আমাকে অবাক করে দিয়ে ফোন করল টনি মার্টিন। 'আপনি এখানে এসেছেন জানাননি কেন?'

'ব্যস্ত ছিলাম।'

'আজ রাতে আমার শো দেখতে আসুন।'

যে নারীকে আমি ভালোবাসতাম তার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। 'আমি বোধহয় যেতে পারব না, আমি—'

'বক্স অফিসে আপনার জন্য টিকেট থাকবে,' বলল টনি। 'শো শেষে ব্যাক স্টেজে চলে আসুন।' ফোন রেখে দিল সে।

টনির শো দেখার কোনো আগ্রহই বোধ করছিলাম না। ব্যাক স্টেজে গিয়ে বলব ও খুব ভালো গেয়েছে, তারপর চলে আসব।

টনির শো দেখতে গেলাম সন্ধ্যাবেলায় এবং দেখে মুগ্ধ হলাম। দর্শক ওকে খুব পছন্দ করে। ব্যাকস্টেজে, ড্রেসিংরুমে গেলাম ওকে অভিনন্দন জানাতে। সিডও ছিল। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল। পরিচয় করিয়ে দিল টনির সঙ্গে।

BanglaBook.org

'চলুন, আমাদের সঙ্গে সাপার করবেন,' বলল টনি। মাথা নাড়লাম আমি। 'ধন্যবাদ। কিন্তু আমি—'

'চলুন তো।'

টনি মার্টিনকে খুব ভালো লেগে গেল আমার।

সাপার খেলাম একটি প্রাইভেট ক্লাবে। ওয়েটার জানতে চাইল, 'স্টিক খাবেন?'

আমরা স্টিকের অর্ডার দিলাম।

ওয়েটার আমাকে বলল, 'আপনার স্টিকে কি ডিম দেব, স্যার?'

লন্ডনে আসার পরে ওই প্রথম ডিম খেতে পেলাম আমি।

ওই দিনের পর থেকে প্রতিটি রাত আমার কাটতে লাগল সিড এবং টনির সঙ্গে। ওরা হানিমুন করছিল।

এক রাতে টনি আমাকে বলল, 'আমরা কাল সকালে প্যারিসে যাচ্ছি। জিনিসপত্র বেঁধেছেদে ফেলো। তুমিও যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে।'

আমি আপত্তি করলাম না।

প্যারিসে উড়ে গেলাম আমরা। দেখার মতো শহর। টনি একটি লিমুজিন ভাড়া করল। আমরা সে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ালাম ল্যুভর, আর্ক ডি ট্রায়স্কি, নেপোলিয়নের সমাধিস্তম্ভ। সবরকম সুস্বাদু খাবারের স্বাদ নিলাম।

সোমবার সকালে টনি লিমুজিন ভাড়া করেছিল আমাদেরকে নিয়ে লং চ্যাম্পসে যাবে ঘোড়দৌড় দেখতে। কিন্তু আগের রাতে এক রেস্টুরেন্টে খেয়ে সবার ফুড পয়জনিং হয়ে যায়। খুবই খারাপ অবস্থা।

ফোন করল টনি। 'সিড এবং আমার অবস্থা কেরোসিন। আমরা রেস দেখতে যেতে পারব না।'

'আমিও পারব না, টনি। আমারও অবস্থা—'

'নিচতলায় তোমার জন্য লিমুজিন অপেক্ষা করছে। ওটা নিয়ে যাও।'

'টনি—'

'ওটা নিয়ে রওনা হয়ে যাও। আমাদের নামে কোনো ঘোড়ার ওপর বাজি ধোরো।'

প্রায় আধা-অজ্ঞান অবস্থান লং চ্যাম্পসে গেলাম আমি। একা। বেটিং উইন্ডোতে পৌঁছার পরে কাউন্টারে বসা লোকটা জিজ্ঞেস করল: 'Oui?'

আমি ফরাসি ভাষা বলতে পারি না। আমি কাউন্টারে কিছু টাকা দিয়ে একটি আঙুল তুলে দেখালাম। 'নাম্বার une' এবং নিজের নাক স্পর্শ করলাম। লোকটা দুর্বোধ্য স্বরে কী যেন বলে টাকাগুলো ফেরত দিল আমাকে। আমি আবার চেষ্টা করলাম, 'নাম্বার une', আবার এক আঙুল তুলে দেখালাম। কিন্তু কাউন্টারের লোকটা টাকাগুলো আবারও ঠেলে পাঠিয়ে দিল আমাকে। আমার পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলো অধৈর্য হয়ে উঠছিল। এক লোক সারি থেকে বেরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

'কী হয়েছে?' ইংরেজিতে জানতে চাইল সে।

'আমি একে টাকা দিয়ে বলছি এক নাম্বার ঘোড়ার ওপরে বাজি ধরতে,' ব্যাখ্যা

BanglaBook.org

করলাম লোকটাকে। সে ক্যাশিয়ারের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কথা বলে আমার দিকে ফিরল।

'নাম্বার এককে খেলা থেকে তুলে নেয়া হয়েছে,' বলল সে। 'অন্য কোনো ঘোড়ার ওপর বাজি ধরুন।'

আমি দুই নাম্বার ঘোড়ার ওপর বাজি ধরলাম এবং টলতে টলতে এগোলাম রেস দেখতে।

দুই নাম্বার ঘোড়া জিতল। টাকাটা আমি, সিড এবং টনি মিলে খরচ করে ফেললাম।

ওই ভ্রমণটি ছিল অবিস্মরণীয়। তারপর থেকে প্রতি বছর আমি ইউরোপ ঘুরতে যেতাম।

লুইস বি মেয়ারের অনুরোধে, আগস্টে RKO-এর প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে MGM-এর প্রডাকশন হেড-এর দায়িত্ব নিলেন ডোর স্কারি। আমার পুরনো বস এবারে আমার নতুন বস হলেন।

আমাকে Nancy Goes to Rio'র চিত্রনাট্য লিখতে দেয়া হলো। এ ছবিতে অভিনয় করছেন অ্যান সদার্ন, জেন পাওয়েল, ব্যারি সুলিভান, কারমেন মিরান্ডা এবং লুইস ক্যাল হার্ন।

ছবির প্রযোজক মধ্যবয়স্ক এক হাঙ্গেরিয়ান, জো পাস্তারনাক। MGM-এ আসার আগে তিনি ইউনিভার্সালে কিছু স্বল্প বাজেটের ছবি প্রযোজনা করেছেন। ইউনিভার্সাল তখন দেউলিয়া ঘোষণার পথে। MGM-এর চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় ডিয়ানা ডারবিন নামে এক তরুণী অভিনেত্রী ইউনিভার্সালে ছবি করতে গিয়েছিল। জো পাস্তারনাককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই ডিয়ানাকে নিয়ে Three Smart Girls নামে একটি ছবি করার।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে ছবিটি বক্স অফিসে বিস্ফোরণ ঘটায়। রাতারাতি প্রধান একজন তারকায় পরিণত হয় ডিয়ানা ডারবিন, দেউলিয়া ঘোষণার কবল থেকে রক্ষা পায় ইউনিভার্সাল। এর কিছুদিন পরে জো পাস্তারনাককে MGM থেকে প্রযোজক হিসেবে যোগদানের প্রস্তাব দেয়া হয়।

একদিন ডোর স্কারি স্টুডিওর প্রযোজকদেরকে ডেকে মিটিং করলেন।

তাঁর অফিসে সবাই আসার পরে স্কারি বললেন, 'একটা ঝামেলায় পড়েছি। আমি Tea and Sympathy নামে একটি নাটক কিনেছি। ব্রডওয়ের হিট নাটক, তবে সেন্সরশিপ অফিস এটিকে দিয়ে ছবি বানাতে দিতে চাইছে না। কারণ এর সঙ্গে সমকামিতার ব্যাপারটি জড়িত। গল্পটি অন্যভাবে সাজাতে হবে। আপনাদের কার কী পরামর্শ শুনতে চাই।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। ভাবছেন। এক প্রযোজক বললেন, 'নায়ককে সমকামীর বদলে মদ্যপ বানিয়ে ফেলুন।'

আরেকজন প্রযোজকের পরামর্শ. 'নায়ক নেশাখোরও হতে পারে।'

BanglaBook.org

'কিংবা পঙ্গু।'

নানা জনের নানা পরামর্শ কিন্তু কারোরটাই মনঃপূত হলো না ডোর স্কারির।

শেষে জো পাস্তারনাক বললেন, 'চরিত্র যেমন আছে তেমনই থাকুক। তবে শেষে দেখাবেন গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা স্বপ্ন।'

মিটিং-এর ওখানেই সমাপ্তি।

আমার এক এজেন্ট সুন্দরী, অল্পবয়সী এক সুইডিশ অভিনেত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ইনগ্রিড নাম। আমেরিকা এসেছে ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে স্ক্রিন টেস্ট দিতে। মেয়েটিকে দেখে আমি মুগ্ধ। ওর প্রেমে পড়ে গেলাম আমি। চুটিয়ে প্রেম করতে লাগলাম দুজনে।

কয়েকদিন পরে, রোববারের এক ভোরবেলায় ঘুমাচ্ছি আমি, এমনসময় বাজতে লাগল ডোরবেল। বিছানার পাশে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালাম। চারটা বাজে। আরও জোরে, অধৈর্যভঙ্গিতে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কেউ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠলাম বিছানা থেকে, গায়ে রোব জড়িয়ে খুলে দিলাম দরজা। এক আগন্তুক, হাতে বন্দুক, আমাকে ধাক্কা মেরে ঠেলে সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

পাঁজরে ধড়াশ ধড়াশ বাড়ি খেতে লাগল হৃৎপিণ্ড। 'দেখো ভাই, তোমার যা-খুশি ইচ্ছা নিয়ে যাও—'

'হারামজাদা! আমি তোকে খুন করব!'

লোকটা ডাকাতি করতে আসেনি। অন্য কোনো লেখক হলে হয়তো এ সময়ে ভাবত গল্প লেখার চমৎকার মালমশলা পাওয়া গেছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম : *আমি মারা যাচ্ছি।*

'কিন্তু আমাকে মারতে চাইছ কেন, ভাই,' বললাম আমি। 'আমি তো তোমাকে চিনি না।'

'কিন্তু তুই তো আমার বউকে চিনিস,' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তুই আমার বউ'র সঙ্গে ঘুমাস।'

এ লোক ভুল করেছে। অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে আমাকে। কোনো বিবাহিত নারীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বললাম, 'দ্যাখো, ভাই। তুমি কী বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার বউকে আমি চিনি না।'

'ইনগ্রিড,' বন্দুক তুলল সে।

'আ—' না, ভুল করেনি সে। 'এক মিনিট! ইনগ্রিড আমাকে কোনোদিন বলেনি সে বিবাহিতা।'

'মাগী আমাকে বিয়ে করেছিল যাতে এ দেশে আসার ভিসা পেতে সুবিধে হয়।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে উঠে গেলাম আমি।

'আমি এসব কিছু জানি না। ইনগ্রিডের হাতে কখনো বিয়ের আংটি দেখিনি, কোনোদিন বলেনি তার স্বামী আছে, কাজেই সত্য কথাটা জানার কোনো উপায় ছিল না আমার। বসুন। বসে কথা বলি।'

একটু ইতস্তত করে চেয়ারে বসল সে। আমরা দুজনেই দরদর করে ঘামছিলাম।

BanglaBook.org

'আমি কাজটা করতে চাইনি,' বলল সে, 'তবে আ—আমি ওকে ভালোবাসি, আর ও কিনা আমার সঙ্গে এরকম করল!'

'রেগে যাওয়ার জন্য আপনাকে দোষ দেব না। আসুন, একটু ড্রিংক করা যাক।' দুজনের জন্যেই ড্রিংক বানালাম।

পাঁচ মিনিট বাদে লোকটা তার জীবনকাহিনী শোনাল। সে পেশায় লেখক, ইনগ্রিডের সঙ্গে পরিচয় ইউরোপে। লোকটি হলিউডে কোনো কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না।

আমি বললাম, 'আপনার কাজের দরকার? দেখি কী করতে পারি। আমি মেট্রোর কেনেথ ম্যাকেনার সঙ্গে কথা বলব।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'সত্যি? তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

পাঁচ মিনিট পরে সে তার বন্দুকসহ বিদায় নিল।

আমি ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুতে গেলাম। হাঁপাচ্ছি বেদম। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি, এমন সময় সদর দরজায় দমাদম বাড়ি।

লোকটা ফিরে এসেছে, ভাবলাম আমি। *বদলে ফেলেছে মত। এবারে আর রক্ষা নেই আমার।*

বিছানা থেকে নামলাম আমি। খুলে দিলাম দরজা। ইনগ্রিড। ভয়ানক মার খেয়েছে। মুখে আঘাতের চিহ্ন, চোখের নিচে কালশিটে দাগ, ঠোঁট কেটে ঝরছে রক্ত। আমি ওর হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে এলাম। কথা প্রায় বলতেই পারছে না ইনগ্রিড। 'আমি তোমাকে বলতে এসেছি—'

'তোমাকে কিস্যু বলতে হবে না। তোমার স্বামী এসেছিল এখানে। বিছানায় শুয়ে পড়ো। আমি ডাক্তার ডাকছি।'

ডাক্তারের ঘুম ভাঙালাম। এক ঘণ্টা পরে তিনি হাজির হলেন আমার অ্যাপার্টমেন্টে ইনগ্রিডের চিকিৎসা করতে। ওর বুকের পাঁজর ভেঙেছে, সারা শরীরে ক্ষত।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে ইনগ্রিড বলল, 'জানি না কী করব। আজ সকালে ইউনিভার্সালে আমার স্ক্রিন টেস্ট।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'এ চেহারা নিয়ে টেস্ট ফেস্ট দিতে যেতে পারবে না তুমি। আমি ফোন করে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি টেস্ট।' এবং তা-ই করলাম।

ইনগ্রিড সে সন্ধ্যায় চলে গেল। আর ফিরল না।

BanglaBook.org

১৯৪৮ সালে সাই ফুয়ের এবং আর্নি মার্টিন এল স্টুডিওতে আমার সঙ্গে দেখা করতে। এরা নতুন প্রযোজক টিম।

'আমরা Where's Charley নামে একটি ব্রডওয়ে নাটক করছি। *চার্লিস আন্ট* নামের ক্লাসিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে বানানো হচ্ছে নাটক। ফ্রাঙ্ক লোয়েসার গান লিখবেন। অভিনয় করছেন রে বোলজার।'

ফ্রাংক লোয়েসার প্রচুর জনপ্রিয় গান লিখেছেন, তবে ব্রডওয়ের নাটকের জন্য কখনও কাজ করেননি। আমি চার্লিস আন্ট-এর গল্প জানি। আমার ধারণা এটি বড় ধরনের হিট করবে।

'ফ্রাংকের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই।'

'ব্যবস্থা করছি।'

এক ডায়নামোর নাম ফ্রাংক লোয়েসার। বয়স ৩৭/৩৮, প্রতিভাবান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। যুদ্ধকালীন প্রচুর হিট গান আছে তাঁর।

'আমার কাছে আইডিয়ার অভাব নেই,' বলরেন ফ্রাংক, 'আমরা নাটকটিকে হিট করে ছাড়ব।'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস।'

'আপনার সঙ্গে গল্পটা লিখতে চাই।'

'বেশ তো, ফ্রাংক,' বললাম আমি, 'আর আমি গান লেখায় আপনাকে সাহায্য করব।'

হাসলেন তিনি, 'নেভার মাইন্ড।'

ডোর স্কারির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। 'আমার পাওনা তিন মাসের ছুটিটা চাই,' বললাম আমি, 'ব্রডওয়ের শো করব।'

'কী শো?'

'*হোয়ার ইজ চার্লি? চার্লিস আন্ট*-এর রিমেক।'

মাথা নাড়লেন ডোর। 'ব্রডওয়ে ঝুঁকি হয়ে যাবে।'

হেসে উঠলাম আমি। 'তা জানি। আমি ওখানে কাজ করেছি, ডোর।'

'তোমার এর সঙ্গে জড়ানো উচিত হবে না।'

'কিন্তু আমি কথা দিয়ে ফেলেছি এবং—'

'তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই। Annie get your Gun? এর চিত্রনাট্য লিখবে?'

'কী?'

নাটকের কথা ভুলে গেলে আমি তোমাকে *অ্যানি* লিখতে দেব।'

অ্যানি গেট ইয়োর গান ব্রডওয়ের সবচেয়ে বড় হিট নাটক। এটি টানা তিন বছর প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে হার্বাট এবং ডরোথি ফিল্ডস গিয়েছিলেন রিচার্ড রজার্স ও অস্কার হ্যামার স্টানের কাছে অ্যানি ওকলিকে নিয়ে একটি শো করার জন্য। ডরোথি ফিল্ডস গান লিখবেন, মিউজিক করবেন জেরোম কার্ন।

নিউইয়র্কে পৌছার তিনদিন পরে স্ট্রোক হয়ে মারা যান কার্ন। রজার্স' এবং হ্যামার স্টিন আর্ভিং বার্লিনকে দিয়ে স্কোর করানোর সিদ্ধান্ত নেন। নাটকের অর্ধডজন গান হিট করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'দেয়ার ইজ নো বিজনেস লাইক শো বিজনেস।' MGM *অ্যানি গেট ইয়োর গান*-এর স্বত্ব কিনে নিতে ৬ লাখ ডলার দিয়েছিল। কোনো মিউজিকালের জন্য আর কোনো নাটক এত চড়া দামে বিকোয়নি।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করলেন ডোর।

BanglaBook.org

ভাবছিলাম *হোয়ার ইজ চার্লি* নিশ্চিতভাবেই হিট করবে, তবে আরভিং বার্লিনের সঙ্গে আবার কাজ করার সুযোগ পাবার মজাটাই আলাদা। ডোরের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া অসম্ভব।

'কাজটা করব আমি,' বললাম আমি।

সেদিন বিকেলে ফুয়ের, মার্টিন এবং ফ্রাংককে ডেকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম।

'আমি জানি তোমাদের নাটক বিরাট হিট করবে,' বললাম আমি।

আমার ভবিষ্যৎদ্বাণী ফলে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

কুড়ি

আরভিং বার্লিনের সঙ্গে কাজ করার মজাই আলাদা। তাঁর শক্তি আগের মতোই অটুট। নাচতে নাচতে আমার অফিসে ঢুকলেন তিনি, হাসতে হাসতে বললেন, 'নাটকের চেয়েও ভালো কাজ হবে এটা। চলো,. আর্থারের সঙ্গে কথা বলি।'

আর্থার ফ্রিড তাঁর অফিসেই ছিলেন। আমাদেরকে ঘরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চাইলেন।

'দারুণ একটা প্রডাকশন হবে এটা,' বললেন ফ্রিড। 'স্টুডিও হান্ড্রেড পার্সেন্ট সহযোগিতা করবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কাকে কাস্ট করবেন?'

'জুডি গারল্যান্ড অ্যানির ভূমিকায় অভিনয় করবে আর প্রতিভাবান এবং তরুণ এক গায়ক, হাওয়ার্ড কিল অভিনয় করবে ফ্রাংকের চরিত্রে। বাফেলো বিলের ভূমিকায় নিচ্ছি লুই কালহানকে। জর্জ সিডনি ছবির পরিচালক।'

আবার জুডির সঙ্গে কাজ করব আমি। সময় কাটবে লু কালহার্নের সঙ্গে।

আর্থার ফ্রিড আমাকে বললেন, 'তোমাকে আমরা নিউইয়র্ক এবং শিকাগো পাঠাব নাটকটা দেখার জন্য।'

নিউইয়র্কের নাটকে অ্যানি সেজেছেন ইথেল মারম্যান আর শিকাগোতে অ্যানির ভূমিকায় অভিনয় করছেন মেরি মার্টিন।

'কবে যাব?'

'কাল সকাল নটায় তোমার প্লেন।'

অ্যানি গেট ইয়োর গান এক চমৎকার বিনোদনের নাম। হার্বার্ট এবং ডরোথি ফিল্ডসের লেখা চমৎকার, ইথেল মারম্যান অ্যানির চরিত্রে অনবদ্য। পরদিন সকালে আমি শিকাগো উড়ে গেলাম মেরি মার্টিনের অভিনয় দেখতে।

মেরি অন্যরকমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন চরিত্রটি। তাঁর অ্যানি লাজুক, চমৎকার একটি মিষ্টিভাব তাঁকে ঘিরে থাকে সর্বদা। ওদিকে ইথেলের অ্যানি লাউড, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, লজ্জাহীন। আমাকে এসব বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে একটি চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে।

অ্যানি গেট ইয়োর গান-এর মতো হিট নাটক নিয়ে কাজ করার বিপদ আছে। মূল উপাদান থেকে খুব বেশি সরে আসা যাবে না এবং সিনেমা-উপযোগী একটি চিত্রনাট্য লিখতে হবে। যেসব দৃশ্য মঞ্চে প্রদর্শন করা সহজ তা ফিল্মে আবার দেখানো যাবে না। নতুন দৃশ্য তৈরি করতে হবে।

BanglaBook.org

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো নাটকের প্রথম অঙ্ক এবং দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখানের গ্যাপ। মঞ্চে দেখানো হয়েছে প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে অ্যানির ইউরোপ-ত্যাগের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হয় তার প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে। সমস্যা হলো দুটো অঙ্কের মধ্যে কীভাবে সেতুবন্ধন করে চিত্রনাট্য রচনা করব?

আমি বিভিন্ন দেশে অ্যানির সংক্ষিপ্ত মন্তাজ দৃশ্য দেখিয়ে দিতে পারি, অথবা একটিমাত্র দেশের ওপর কেন্দ্রীভূত করতে পারি মনোযোগ। বিরতি কি দীর্ঘ হবে নাকি সংক্ষিপ্ত? তবে এটা আমার ভাববার বিষয় নয়, কারণ এসব দৃশ্যের শূটিঙের সঙ্গে বড় অঙ্কের অর্থ জড়িত। সিদ্ধান্ত নেবেন প্রযোজক।

আর্থার ফ্রিডের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম। একঘণ্টা পরে তাঁর সেক্রেটারি ফোন করে জানাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল। আমি পরদিনের জন্য আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম। সেক্রেটারি ওটাও বাতিল হয়ে গেছে বলে জানাল। এরকম চলল পরপর তিনদিন। তৃতীয় দিন বিকেলে আমার অফিসে আবির্ভূত হলো স্যামি ওয়েসবোর্ড।

'আমি মাত্রই আর্থার ফ্রিডের অফিস থেকে আসছি। উনি তোমাকে নিয়ে খুবই হতাশ।'

ভয় খেয়ে গেলাম। 'আমি আবার কী করলাম?'

'আর্থার বললেন তুমি নাকি তাঁকে চিত্রনাট্যই দেখাওনি।'

'কিন্তু আমি তো বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁকে—'

হঠাৎ বুঝতে পারলাম ঘটনা কী। চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা করার কোনো আগ্রহই নেই আর্থার ফ্রিডের। তাঁর যাবতীয় আগ্রহ ছবির গান নিয়ে— নাচ, গান, নর্তকী। আমি বুঝতে পারছিলাম দৃশ্যগুলো কীভাবে তৈরি করা হবে তা কল্পনা করার শক্তিই নেই আর্থার ফ্রিডের। আমার *ইস্টার প্যারেড*-এর চিত্রনাট্য নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। ছবির শিল্পীরা চিত্রনাট্য নিয়ে মন্তব্য করার আগ পর্যন্ত তিনি এ নিয়ে একটি কথাও বলেননি।

আর্থার ফ্রিডের একটাই গুণ— কোন্ চরিত্রে কাকে নিলে ভালো হবে তা তিনি বেশ বুঝতে পারেন। আমি গভীর দম নিলাম। কারও গাইডেন্সের দরকার নেই আমার, নিজের সিদ্ধান্তেই চলব ঠিক করেছি। চিত্রনাট্য নিয়ে লেগে পড়লাম কাজে। দ্রুত এগিয়ে চলল কাজ। এবং মসৃণ গতিতে।

চিত্রনাট্য শেষ হলো, পাঠিয়ে দিলাম কর্তৃপক্ষের কাছে এবং নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম কার কাছ থেকে প্রথম প্রতিক্রিয়া জানা যাবে তা ভেবে।

পরদিন এ ছবির পরিচালক জর্জ সিডনি এলেন আমার অফিসে।

'তোমাকে খুশি করতে কথাটা বলব নাকি সত্যিটা জানতে চাও?'

আমার মুখের ভেতরটা হঠাৎ শুকিয়ে এল। 'সত্যি কথাটাই বলুন শুনি।'

হাসলেন জর্জ সিডনি। 'তোমার চিত্রনাট্য পছন্দ হয়েছে আমার! দারুণ কাজ দেখিয়েছ।' তাঁর চোখ ঝকমক করছে। 'দারুণ একটা ছবি বানাব আমরা।'

BanglaBook.org

চিত্রনাট্য নিয়ে অভিনয়শিল্পীদের সবার মন্তব্য শোনার পরে আর্থার ফ্রিড বললেন, 'তুমি সুরটা ঠিকমতো ধরতে পেরেছ, সিডনি।'

জুডির গান রেকর্ড করা হলো, শুরু হয়ে গেল প্রডাকশনের কাজ।

মাঝে মাঝে, শূটিং-এর অবসরে জুডি আমার অফিসে আসে গল্প করতে।

'কাজ ভালোভাবেই এগোচ্ছে, তাই না, সিডনি?' নার্ভাস শোনায় জুডির কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, জুডি।'

'ঠিক তো?' প্রশ্ন করে জুডি।

আমি জুডির দিকে তাকাই। সংকল্পবদ্ধ একটি মুখ, আমি অনুমান করার চেষ্টা করি মেকআপের আড়ালে ওর চেহারাটা কীরকম দেখাবে।

নানান গুজব-গুঞ্জন কানে আসছিল আমার। জুডি সবসময় দেরি করে সেটে আসে, সংলাপগুলোও ঠিকমতো মুখস্থ করে না। প্রডাকশনের কাজ বিঘ্নিত হয়। জুডি রাত দুটোর সময় জর্জ সিডনিকে ফোন করে বলে সে পরদিন সেটে আসতে পারবে কিনা নিশ্চিত নয়।

অবশেষে বাগড়া পড়ল প্রডাকশনের কাজে। একই দিনে স্টুডিও ঘোষণা করল বাদ দেয়া হয়েছে জুডি গারল্যান্ডকে। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি ওকে ফোন করব ভাবছি, শুনলাম জুডি ইউরোপে পালিয়ে গেছে, বিধ্বস্ত।

অ্যানির চরিত্রের জন্য পছন্দ করা হলো বেটি গ্যারেটকে। প্রতিভাময়ী, তরুণী এক অভিনেত্রী। বেটি বিয়ে করেছে *দ্য জনসন স্টোরি* খ্যাত ল্যারি পার্কসকে।

বেনি থাউ যোগাযোগ করল বেটির এজেন্টের সঙ্গে। থাউ বলল, 'বেটিকে আমরা আগামী তিনটি ছবিতে নিতে চাই।'

মাথা নাড়ল গ্যারেটের এজেন্ট। 'আপনি ওকে শুধু এ ছবিটিতেই নিতে পারবেন।'

এজেন্টের গোয়ার্তুমিতে বেটি গ্যারেট দারুণ একটি সুযোগ হারাল। অ্যানির চরিত্রে কাস্ট হলো বেটি হাটন। এবং কোনো ঝামেলা ছাড়াই এগিয়ে চলল প্রডাকশনের কাজ।

একদিন সকালে, শূটিং চলাকালীন আরভিং বার্লিন আমার অফিসে ঢুকে বললেন, 'সিডনি, আমরা দুজনে মিলে কেন ব্রডওয়ের নাটক বানাই নি?'

আমার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। আরভিং বার্লিনের সঙ্গে মিউজিকাল রচনা মানে নিশ্চিত হিট নাটক। আমি গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, 'আমি আপনার সঙ্গে একখানা নাটক লিখতে চাই, আরভিং।'

'গুড। আমার মাথায় একটি গল্প এসেছে।'

পায়চারি করতে করতে গল্প শোনাতে লাগলেন আরভিং।

আমি ঘড়ি দেখলাম।

'গল্পের মাঝখানে বাধা দিতে জঘন্য লাগছে,' বললাম আমি, 'তবে সাড়ে বারোটার সময় আমার লাঞ্চের একটা দাওয়াত আছে। তাই এখুনি যেতে হবে। ফিরে এসে বাকি গল্প শুনব।'

Banglabook.org

'কোথায় লাঞ্চ করবে?'

'বেভারলি হিলসে, ব্রাউন ডার্বিতে।'

'চলো, তোমার সঙ্গে যাই।'

আরভিং বার্লিন আমার গাড়িতে চড়ে বসলেন। চললেন রেস্টুরেন্টে যাতে যেতে যেতে গল্পটা বলতে পারেন। গল্পটা শেষ করার তর সইছিল না তাঁর। এমনই উৎসাহ। তাঁর শোফার আমাদের পেছন পেছন আসতে লাগল গাড়ি নিয়ে।

সেদিন বিকেলে আরভিং জানালেন তিনি পুব লস এঞ্জেলেসে যাবেন। এক নতুন গায়িকা তাঁর একটি গান গাইবে। এই হলেন আরভিং বার্লিন। ষাট বছর বয়সেও শক্তি আর সৃষ্টির উল্লাসে টগবগ করে ফুটছেন।

তবে আরভিং-এর শেষ সময়টা ভালো যায়নি। নব্বুই বছর বয়সে মানসিক বৈকল্যের শিকার হন তিনি। ব্রডওয়ের প্রতিভাবান প্রযোজক এবং কোরিওগ্রাফার টমি টিউন তাঁকে ফোন করেছিরেন।

'আরভিং, আপনার কয়েকটি গান নিয়ে আমি একটি ব্রডওয়ে মিউজিকাল করতে চাই।'

'না। কোরো না।'

বিস্মিত টমি টিউন। 'কেন?'

ফিসফিসিয়ে জবাব দিলেন আরভিং বার্লিন, 'আজকাল অনেক লোক আমার গান গাইছে।'

আমার আফসোস, আরভিং-এর সঙ্গে একত্রে আর সেই মিউজিকালটি করা হয়নি।

অ্যানি গেট ইয়োর গান লেখার সময় আমার যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন হাওয়ার্ড কিল। লম্বা চওড়া একজন মানুষ, অসাধারণ তাঁর কণ্ঠ। সিনেমায় একটি দৃশ্যে অভিনয়ের আগে শূটিং স্কিট প্রাকটিস করতে হয়েছে হাওয়ার্ডকে। আমিও তার সঙ্গে গুলি ছুড়তাম। তবে শূটিং স্কিটে সবসময় হাওয়ার্ডই জিততেন।

জর্জ সিডনির তত্ত্বাবধানে ছবির কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছিল। অবশেষে শেষ হলো পোস্ট প্রডাকশন।

১৯৫০ সালে মুক্তি পেল *অ্যানি গেট ইয়োর গান*। সমালোচকরা ছবিটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। নিউইয়র্কে সমালোচকরা ছবিটিকে অভিহিত করলেন 'বছরের সেরা মিউজিকাল' বলে। কেউ বলল, 'মঞ্চের চেয়েও সিনেমার অ্যানি ভালো হয়েছে। বার্লিন এবং ফিল্ডসেসের প্রশংসা করতেই হয়।'

সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসেবে বেটি হাটন পেল ফটো প্লে অ্যাওয়ার্ড এবং চিত্রনাট্যের জন্য আমাকে দেয়া হলো রাইটার্স গিল্ড অব আমেরিকা স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড।

১৯৫০ সালে ভ্যারাইটি পত্রিকা সর্বকালের সেরা অর্থ উপার্জনকারী চলচ্চিত্রের একটি তালিকা তৈরি করেছিল। সে তালিকায় আমার লেখা তিনটি ছবি ছিল *দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি সক্সার, ইস্টার প্যারেড* এবং *অ্যানি গেট ইয়োর গান*।

BanglaBook.org

আমার ভেতরে সে হতাশাটা আর নেই। মনোবিজ্ঞানী আমাকে ম্যানিক ডিপ্রেসিভ বলে যে মন্তব্য করেছেন তা এখন মনে হচ্ছে ভুয়া। আমি বেশ আছি। ডোনা হলোওয়ের সঙ্গে ডেটিং করছি, ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকি।

এক সন্ধ্যায়, ডিনারের সময় ডোনা বলল, 'মেরিলিন মনরোর সঙ্গে দেখা করবে?'

'করতে পারলে মন্দ হয় না,' বললাম আমি।

'আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করছি।'

মেরিলিন মনরো সুপারস্টার এক সেক্সসিম্বলের নাম।

তাঁর জীবন কেটেছে নানান প্রতিকূলতার মাঝে। মেরিলিনের মা ছিলেন পাগল, মেরিলিন বিভিন্ন ফস্টার হাউজে বড় হয়েছেন, তাঁর বিয়েটা টেকেনি, মদ আর পিলের নেশায় ছিলেন আচ্ছন্ন। তবে তাঁর মাঝে একটি জিনিস ছিল যা কেউ তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনি : ট্যালেন্ট।

পরদিন ফোন করল আমাকে ডোনা : 'শুক্রবার রাতে মেরিলিন মনরোর সঙ্গে তোমার ডিনার। ওকে ওর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেয়ো।'

ঠিকানাটা দিল আমাকে ডোনা।

শুক্রবার রাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। মেরিলিন মনরো ইতিমধ্যে *জেন্টলমেন প্রেফারস ব্লন্ড, হাউ টু ম্যারি আ মিলিয়নেয়ার* এবং *মাঙ্কি বিজনেস*-এর মতো হিট ছবি উপহার দিয়েছেন।

শুক্রবার নির্ধারিত সময়ে গেলাম মেরিলিনের বাড়িতে। এক মহিলা খুলে দিল দরজা।

'মিস মনরো এখুনি আসছেন, উনি কাপড় পরছেন।'

সেই 'এখুনি'র সময় শেষ হলো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে।

মেরিলিন অবশেষে যখন তাঁর বেডরুম থেকে বেরুলেন, দারুণ লাগছিল তাঁকে দেখতে।

আমার হাত ধরে মৃদু গলায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমার ভালো লাগছে, সিডনি। তোমার কাজ আমার খুব পছন্দ।'

বেভারলি হিলসের একটি রেস্টুরেন্টে আমরা ডিনার করলাম।

'আপনার কথা বলুন,' বললাম আমি।

কথা বলতে শুরু করলেন মেরিলিন। তবে আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি দস্তয়ভস্কি, পুশকিনসহ অন্যান্য রাশান লেখকদের কথা বলতে লাগলেন। এই অপূর্ব সুন্দরী তরুণী যেসব বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন তা যেন একেবারেই তাঁর সঙ্গে যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আমি দুজন ভিন্ন লোকের সঙ্গে ডিনার করছি। মনে হচ্ছিল তিনি যা বলছেন না-বুঝেই বলছেন, ঝেড়ে দিচ্ছেন মুখস্থবিদ্যা। পরে আমি জানতে পারি মেরিলিন আর্থার মিলার এবং ইলিয়া কাযানের সঙ্গে ডেটিং করছেন এবং তাঁরা তাঁর গুরু। মেরিলিন মনরোর সঙ্গে আমার সন্ধ্যা মন্দ কাটেনি, তবে আমি আর তাঁকে ফোন করিনি।

BanglaBook.org

মেরিলিনের সঙ্গে ডিনার করার কিছুদিন পরে তিনি আর্থার মিলারকে বিয়ে করেন।

১৯৬২ সালের আগস্টের এক সন্ধ্যায়, আমি আমার ডাক্তার হাই ইঙ্গেলবার্গের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে বসে ডিনার করছি, খাওয়ার মাঝখানে একটা ফোন এল। তিনি ফোনে কথা বলে আবার টেবিলে এসে বললেন, 'একটা জরুরি কল এসেছে। ফিরছি একটু পরেই।'

দুঘণ্টা পরে তিনি ফিরলেন।

'দুঃখিত,' ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন ডাক্তার, 'আমার এক রোগিণী,' ইতস্তত গলায় যোগ করলেন, 'মেরিলিন মনরো। মারা গেছেন।'

মেরিলিন মনরোর বয়স তখন মাত্র ছত্রিশ।

কলম্বিয়া পিকচার্সের প্রডাকশন হেড হ্যারি কোহনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ডোনা হলোওয়ের মাধ্যমে। হলিউডের সবচেয়ে কঠিন স্টুডিও হেড বলে পরিচিত কোহন। একবার বেশ বড়াই করে বলেছিলেন তিনি, 'আমার আলসার হয় না, আমি লোকের আলসার বানিয়ে দিই।'

শ্রুতি আছে কোহন একজন মানুষকেই ভয় পেতেন। তিনি হলেন লুইস বি মেয়ার। মেয়ার একদিন কোহনকে ডেকে বলেছিরেন, 'হ্যারি, তোমার কপালে খারাবি আছে।'

ভীত কোহন জানতে চেয়েছিলেন, 'খারাবিটা কী, এল.বি?'

'এক অভিনেতার সঙ্গে তুমি চুক্তি করেছ কিন্তু ওকে আমার দরকার।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কোহন বলেন, 'ওকে তুমি নিতে পারো, এল.বি। যাকে খুশি তুমি নিতে পারো।'

বিভিন্ন ডিনার পার্টিতে বহুবার হ্যারি কোহনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রথম পরিচয়েই তিনি লেখকদেরকে গালাগাল করে বলেছিলেন তারা হচ্ছে অলস।

'সেক্রেটারিদের মতো আমিও আমার লেখকদেরকে সকাল নটায় অফিসে আসতে বাধ্য করি।'

'আপনার যদি মনে হয় এভাবে ভালো স্ক্রিপ্ট আদায় করতে পারবেন তাহলে আপনার বরং অন্য ব্যবসা দেখা উচিত।' বললাম আমি।

'মানে কী বলতে চাইছ তুমি?'

তারপর শুরু হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে ঝগড়া। পরে আরেক পার্টিতে দেখা হলে, নিজেই এগিয়ে এলেন আমার কাছে। তর্ক করতে ভালোবাসতেন তিনি। লাঞ্চের দাওয়াত দিলেন কোহন।

'কোনো প্রযোজক ভাড়া করার আগে, শেলডন,' হ্যারি কোহন বললেন আমাকে, 'আমি সবসময় তার গলফ স্কোর জানতে চাই।'

'কেন? গলফ স্কোর জেনে কী হবে?'

BanglaBook.org

'তার স্কোর যদি হয় কম, আমি তাকে ভাড়া করি না। আমি সেসব প্রডিউসার চাই যারা প্রকৃত অর্থেই আমার জন্য প্রযোজনা করতে আগ্রহী।' আরেকবার তিনি আমাকে বলরেন, 'আমি কেন নামীদামি পরিচালক ভাড়া করি, জানো? পরিচালকের ছবি ফ্লপ গেলে তার পারিশ্রমিকও কমে যায়।'

একদিন হ্যারি কোহনের অফিসে বসে আছি, ইন্টারকমে ভেসে এল স্টুডিও ম্যানেজারের কণ্ঠ।

'হ্যারি, ডোনা রিড লাইনে আছে। টনির রেজিমেন্টকে দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছে। টনি রওনা না-হওয়া পর্যন্ত সময়টা স্যানফ্রান্সিসকোতে ওর সঙ্গে থাকতে চায় ডোনা।'

টনি ওয়েন হলো ডোনার স্বামী। সে একজন প্রডিউসার। 'ও যেতে পারবে না,' বলে আমার দিকে ফিরলেন কোহন।

এক মিনিট পরে আবার কথা বলল স্টুডিও ম্যানেজার।

'হ্যারি, ডোনা খুব আপসেট। হয়তো স্বামীর সঙ্গে বহুদিন তার দেখা হবে না। তাছাড়া ডোনাকে এ মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজনও নেই।'

'আমার জবাব হলো 'না,' বললেন কোহন।

তৃতীয়বারের মতো শোনা গেল স্টুডিও ম্যানেজারের গলা।

'হ্যারি, ডোনা কান্নাকাটি করছে। বলছে ওকে যেতেই হবে।' হাসলেন হ্যারি কোহন। 'ঠিক আছে। ওকে বাদ দিয়ে দাও।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে এগিয়ে রইলাম হ্যারি কোহনের দিকে। ভাবছিলাম কোনো দানবের সঙ্গে বসে আছি আমি।

BanglaBook.org

একুশ

কেনেথ ম্যাকেনা আমাকে *রিচ, ইয়াং অ্যান্ড প্রিটি* লেখার দায়িত্ব দিলেন। এ মিউজিকালে অভিনয় করবেন জেন পাওয়েল, ডেনিয়েল ডারিউক্স, ওয়েন্ডেল কোরি এবং এক তরুণ গায়ক, নাম ভিক ডামোন। চমৎকার কাস্ট।

গল্প গড়ে উঠেছে এক মহিলাকে ঘিরে যে তার কন্যাকে পরিত্যাগ করে এবং বহু বছর পরে মেয়ের সঙ্গে আবার তার দেখা হয়।

একদিন সকালে জুরেস স্টেইন আমাকে ফোন করলেন, 'ডোরিস আর আমি তোমার সঙ্গে আজ রাতে ডিনার করছি। আমাদের সঙ্গে কাউকে নিয়ে এলে আপত্তি নেই তো?'

'অবশ্যই না,' বললাম আমি।

সেদিন সন্ধ্যায় এক সুদর্শন তরুণকে নিয়ে হাজির হলেন জুরেস এবং ডোরিস।

'এ হলো ফার্নান্ডো লামাস। তোমার ছবিতে কাজ করবে।'

ফার্নান্ডোর উচ্চারণে দক্ষিণ আমেরিকার টান রয়েছে। সে খুব মজার মানুষ, বুদ্ধিমানও।

আমি *রিচ, ইয়াং, অ্যান্ড প্রিটি*র প্রথম শূটিং-এর দিনে হাজির হলাম সেটে। স্ক্রিপ্ট লিখেছি ডারোথি কুপারের সঙ্গে। সে চুক্তিভিত্তিক একজন লেখক। খুব ভালো লেখে। এটি ভিক ডামোনের প্রথম ছবি। কাজেই সে বেজায় নার্ভাস। পরিচালক নরমান টাউরোগ কঠিন এক পাত্র।

'ঠিক আছে। এবারে টেক শুরু করো,' হাঁক ছাড়লেন নরমান। ভিক ডামোন ভয়ে ভয়ে বলল, 'মাফ করবেন, টাউরোগ, আমি কি আগে এক গ্লাস পানি পান করতে পারি?'

নরমান টাউরোগ অভিনেতার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, 'না। ক্যামেরা রোল করো!'

শুরু হয়ে গেল *রিচ, ইয়াং অ্যান্ড প্রিটি'র* শূটিং।

রিচ, ইয়াং অ্যান্ড প্রিটি বক্স অফিস সফল হলো। ওই একই বছর আমি আরেকটি মিউজিকাল লিখলাম *ন্যান্সি গোজ টু রিও* নামে। পাত্রপাত্রী হলেন অ্যান সদার্ন, জেন পাওয়েল এবং ব্যারি সুলিভান। এক মা এবং তার কন্যাকে নিয়ে রোমান্টিক কমেডি। দুজনে একই লোকের প্রেমে পড়ে যায়। এটির কাজ শেষ করে লিখে ফেললাম *নো কোশ্চেন আস্কড।* অভিনয়ে ব্যারি সুলিভান, আর্লিন ডাহল এবং জর্জ মার্ফি।

BanglaBook.org

এক স্টুডিও নির্বাহী নিউইয়র্কে যাচ্ছিলেন প্লেনযোগে। বিমানে পাগ ওয়েলস নামে এক স্টুয়ার্ডেসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। স্বতঃস্ফূর্ত, উৎফুল্ল মেয়েটি তাকে মুগ্ধ করে। মেয়েটির জীবন-ইতিহাস জেনে স্টুডিও নির্বাহী আরও বেশি মুগ্ধ। স্টুডিওতে ফিরে সে ওই মেয়েকে নিয়ে একটি ছবি বানানোর পরামর্শ দেয় ডোরকে। ডোর গল্পটা আমাকে লিখতে বলেন।

আমি রুথ ব্রুকস ফ্লিপেনের সঙ্গে কাজ করছিলাম। এ হলো স্টুডিও'র শীর্ষস্থানীয় লেখকদের একজন। প্রযোজক আরমন্দ ডয়েশ। একে পুব থেকে নিয়ে এসেছেন ডোর। আরমন্দ ওরফে আর্দির ছবি বানানোর কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। তবে ডোর এ লোকের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রথম পরিচয়ের দিনেই আর্দিকে পছন্দ হয়ে গেল আমার। বেশিরভাগ প্রযোজক ভাব মেরে চলেন, আর্দি একদম তার বিপরীত, সর্বদা উৎসাহে ভরপুর।

আমি চিত্রনাট্য লিখতে বসে গেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম পাগ ওয়েলসের জীবনে তিনজন পুরুষকে এনে জটিল করে তুলব গল্প। এ ভাবনা থেকে ছবির নাম রাখা হলো *থ্রি নাইস নেমড মাইক।*

আমার চিত্রনাট্যের শুরুটা আর্দিকে দেখালে সে উত্তেজনায় আক্ষরিক অর্থেই লম্ফঝম্প শুরু করে দিল। এতে কী হলো, পুরো চিত্রনাট্য ওকে না-দেখিয়ে পারলাম না। এ লোকের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভালো লাগছিল আমার। চিত্রনাট্য শেষ করেছি আমি, আর্দি বলল, 'জেন উইম্যানকে এ চরিত্রে দারুণ মানাবে।'

'আর অন্যান্য চরিত্রের কুশীলবরা কে হবেন শুনি?'

'ভ্যান জনসন, হাওয়ার্ড বিল এবং ব্যারি সুলিভান হলো আমার স্বপ্নের কাস্ট।'

স্বপ্নের কাস্টদেরকে পেয়ে গেল আর্দি। ১৯৫০ সালের বসন্তে আমরা শুরু করে দিলাম শূটিং। ছবিটি বেশ ভালো চলল।

হঠাৎ আমার মাথায় বাই চাপল অভিনয় করব। আর্দিকে নিজের ইচ্ছের কথা বললাম।

'চমৎকার,' বলল সে। 'কোন্ চরিত্রটি তুমি করতে চাও?'

'এখনও সে চরিত্রটি লেখা হয়নি,' জবাব দিলাম আমি।

কীভাবে চরিত্র চিত্রায়ন করতে হয় ভালোই জানা আছে আমার। আমি নিজের জন্য এক মালির চরিত্র সৃষ্টি করলাম যে কিনা পর্দায় ব্যারি সুলিভানকে পরিচয় করিয়ে দেয়।

কিন্তু পরদিন নিজেই নিজের অভিনয় দেখে এমন লজ্জা পেলাম যে মনে মনে বললাম : ধরনি দ্বিধা হও। তোমার ভেতরে লুকিয়ে মুখ বাঁচাই।

আমাকে *জাস্ট দিস ওয়ান্স*-এর স্ক্রিপ্ট লিখতে দেয়া হলো। এ চমৎকার গল্পটির মূল আইডিয়া ম্যাক্স ট্রেল। স্ক্রিপ্ট শেষ করার পরে মনে হলো ছবিটিতে ক্যারি গ্রান্টকে নেয়া গেলে চমৎকার হবে। কিন্তু ক্যারির কাছে স্ক্রিপ্ট পাঠানো হলে সে ওটা ছুড়ে ফেলে দিল।

এ ছবিতে নেয়া হলো পিটার লফোর্ড, জ্যানেট লেই এবং লুইস স্টোনকে।

BanglaBook.org

বছর খানেক বাদে, ছবি মুক্তির পরে ক্যারি গ্রান্ট আমাকে ফোন করে বলল, 'সিডনি, তুমি ঠিকই বলেছিলে। ওই পার্টে আমার অভিনয় করা উচিত ছিল।'

আজতক *জাস্ট দিস ওয়ান্স* আমার অন্যতম প্রিয় ছবি।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেনেথ ম্যাকেনা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

'আমরা *রিমেইনস টু বী সীন* নামে ব্রডওয়ের একটি নাটক কিনেছি।'

এ নাটকের সমালোচনা আমি পড়েছি। ব্রডওয়ের অন্যতম হিট এ নাটক জুটি বেঁধে লিখেছেন বিখ্যাত টিম হাওয়ার্ড লিন্ডসে এবং রাসেল ক্রুসে। নিউইয়র্কের এক ব্যান্ড-গায়িকাকে নিয়ে গল্প। সে যে-বাড়িতে বসবাস শুরু করে সেখানে তার ধনী চাচা খুন হয়ে যায়। মেয়েটি যখন খুনির পরিচয় নিয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠে, খুনি ওকে খুন করবে ঠিক করে।

'এ কাজটা তুমি করবে,' বললেন ম্যাকেনা।

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'আচ্ছা, কেনেথ।'

'তুমি নিউইয়র্কে গিয়ে শো দেখে প্রযোজক লেল্যান্ড হাওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করে এসো।'

লেল্যান্ড হাওয়ার্ড *দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি, দ্য স্পিরিট অব সেন্ট লুই* এবং *মি. রবার্টসের* মতো খ্যাতনামা ছবি প্রযোজনা করেছেন।

আমি পরদিন উড়াল দিলাম নিউইয়র্কের পথে। বিমানে বসে *রিমেইনস টু বি সিন*-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে ফেললাম। খুব ভালো লেখা।

নিউইয়র্ক পৌঁছানোর পরের দিন লেল্যান্ড হাওয়ার্ডের সঙ্গে প্লাজা হোটেলে ডিনার করলাম। এ লোক নারী পটাতে ওস্তাদ। তিনি পামেলা চার্চিল, মার্গারেট সুলাভান এবং ন্যান্সি হককে বিয়ে করেছেন। তিনজনই ডাকসাইটে সুন্দরী। লেল্যান্ড বেশ ক্যারিশম্যাটিক, মাথাভর্তি ধূসর চুল পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো। আর সর্বদা পরনে ধোপদুরস্ত পোশাক।

আমাকে দেখে চেয়ার ছাড়লেন লেল্যান্ড, 'ইটস আ প্লেজার টু মিট ইউ।' তাঁকে আর মনে করিয়ে দিলাম না যে বারো বছর আগে আমি তাঁর এজেন্সিতে সাপ্তাহিক ১৭ ডলার বেতনে কাজ করেছি। আমরা লাঞ্চ খেতে খেতে নানান বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগলাম। সবশেষে এল নাটকের প্রসঙ্গ।

'স্ক্রিপ্ট পড়েছি আমি। খুব ভালো লেখা।'

'গুড। আমি খুশি যে আপনি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন।'

সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে নাটকটি দেখানোর ব্যবস্থা করলেন লেল্যান্ড। বিখ্যাত সব অভিনেতারা এতে কাজ করেছেন— জ্যাকি কুপার, হ্যারি শ লোয়ি, মেডেলিন মোরকা এবং জেনিস পেত। এদের সঙ্গে ওই সময়ে অপরিচিত আরও দুজন দারুণ অভিনয় করেছিরেন। পরবর্তীতে তাঁরা হয়ে ওঠেন সুপারস্টার ফ্রাংক কাম্পানেল্লা এবং ওসি ডেভিস।

চিত্রনাট্য লিখতে ফিরে এলাম হলিউড। তিন মাস লাগল লেখা শেষ হতে। প্রযোজক আর্থার হর্ন ব্লোকে দিলাম জিনিসটা।

BanglaBook.org

'খুব ভালো হয়েছে,' বললেন তিনি। 'শীঘ্রি শুরু করে দেব প্রডাকশন।'

'কাকে কাকে নিচ্ছেন ছবিতে?'

'জুন এলিসন এবং ভ্যান জনসন।'

'চমৎকার।'

কয়েকদিন পরে ডোরের অফিসে ডাক পড়ল আমার। 'বেনজামিন গুডম্যানের চরিত্রে লুইস কালহার্নকে সবচেয়ে ভালো মানাবে।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বললাম আমি। 'ও একজন গিফটেড অভিনেতা।'

'তবে একটা সমস্যা আছে।'

'কী?'

'সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে খুব ছোট চরিত্র।'

ঠিকই বলেছেন, মনে মনে বললাম আমি।

ডোর বলে চললেন, 'তুমি তো লুইসের ভালো বন্ধু, তাই না?'

'হুঁ।'

'এ বিষয়টি নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলো। ছবির জন্য ও বড় একটা অ্যাসেট।'

পরদিন কালহার্নকে এক রেস্টুরেন্টে ডিনারের দাওয়াত দিলাম আমি। সে ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, 'আশা করি আমাদেরকে কেউ একত্রে দেখে ফেলবে না। তাহলে আমার বদনাম হয়ে যাবে। আমার মুখোশ পরে আসা উচিত ছিল।'

'শুনলাম তুমি বেনজামিন গুডম্যানের চরিত্রটি করতে চাইছ না।'

'ওটাকে চরিত্র বলে?' নাক কোঁচকাল ও। 'বাই দা ওয়ে, তোমার স্ক্রিপ্ট কিন্তু আমার পছন্দ হয়েছে।'

আমি তোষামোদের সুরে বললাম, 'লুইস, এটা একটা দারুণ ছবি হতে চলেছে। আমি এ ছবিতে তোমাকে দেখতে চাই। তোমার অভিনয়ক্ষমতার গুণেই ছবি চলবে। তোমার ক্যারিয়ার উঠে যাবে শীর্ষে। তোমার জন্য খুবই ভালো হবে—'

পরবর্তী আধঘণ্টা অটোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম আমি। তোষামোদী শেষে কালহার্ন বলল, 'ঠিক আছে। ছবিটি আমি করছি।'

বক্স অফিসে ছবিটি মোটামুটি চলল, সমালোচনাও হলো ইতিবাচক, তবে কালহার্নের ক্যারিয়ার শীর্ষে যেতে পারল না।

BanglaBook.org

বছরখানেক বাদে MGM-এর আন্তর্জাতিক পরিবেশক এবং প্রদর্শকদের কালভার সিটিতে আমন্ত্রণ জানানো হলো আসন্ন ছবি সম্পর্কে ধারণা দিতে। স্টুডিওর জন্য সে এক উত্তেজনাকর সময়। সারাবিশ্ব থেকে ডজনেরও বেশি প্রতিনিধিরা এতে যোগ দিলেন। সবাই ভিড় জমালেন প্রকাণ্ড সাউন্ড স্টেজের চারদিকে, নতুন ছবির খবর শোনার আসায়।

ডোর অভ্যাগতদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমাদের অন্যতম সেরা একটি বছর হতে যাচ্ছে এটি।'

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে তিনি আসন্ন মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির তালিকা, শিল্পী, পরিচালক এবং লেখকদের নাম পড়ে শোনাতে লাগলেন। কয়েকটি ছবির নাম বলার পরে আমার নাম ঘোষণা করলেন তিনি।

'*রিচ, ইয়াং অ্যান্ড প্রিটি*, লেখক সিডনি শেলডন,' ডোর কয়েকটি ছবির নাম বললেন।

তারপর, '*ন্যান্সি গোজ টু রিও*, লেখক সিডনি শেলডন।'

'*নো কোশ্চেন আস্কড*, লেখক সিডনি শেলডন।'

'*থ্রি গাইজ নেমড মাইক*, লেখক সিডনি শেলডন।'

দর্শক হাসতে শুরু করল।

স্কারি ডোর মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'শেলডন এ বছরে আমাদের বেশিরভাগ ছবির কাহিনী লিখেছেন।'

সেদিন বিকেলে ডোর তাঁর অফিসে আমাকে ডাকলেন।

'প্রডিউসার হবে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বিস্মিত আমি। 'প্রডিউসার হওয়ার কথা কস্মিনকালেও চিন্তা করিনি।'

'চিন্তা করো। কারণ আজ থেকে তুমি প্রডিউসার।'

'কী বলব বুঝতে পারছি না, ডোর।'

'তোমার নিজের যোগ্যতায় প্রডিউসার হয়েছ। গুড লাক।'

'ধন্যবাদ।'

নিজের অফিসে ফিরে চিন্তা করতে লাগলাম। *আমার বয়স ৩৪। ইতিমধ্যে আমি অস্কার পেয়েছি এবং বিশ্বের বৃহত্তম মোশন পিকচার স্টুডিওর প্রডিউসার বনে গেছি।*

এ সময়ে উল্লসিত হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল আমার জন্য। বদলে ভয় লাগল। ছবি প্রযোজনার কিছুই জানি না আমি। ডোর একটা ভুল করে ফেলেছেন। আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। ডোরকে ফোন করে বলে দেব আমি তার প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না। উনি একথা শুনে রেগে গিয়ে আমাকে হয়তো তাড়িয়ে দেবেন এবং আমাকে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে।

সে রাতে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। এল না ঘুম। মাঝরাতে জামাকাপড় পরে রাস্তায় হাঁটতে বেরুলাম এবং আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এক এক করে মনে করতে লাগলাম। মনে পড়ে গেল বাবার কথা। তিনি বলেছিলেন *প্রতিটি দিন বইয়ের একটি আলাদা পৃষ্ঠা এবং বিস্ময়ে ভরপুর সে পৃষ্ঠাগুলো। তুমি পৃষ্ঠা না-ওল্টানো পর্যন্ত জানতে পারছ না পরবর্তীতে কী ঘটবে। এত দ্রুত তুমি বইটিকে বন্ধ করে দিতে পারো না। তাহলে সকল উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হবে।*

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সিদ্ধান্ত নিলাম অন্তত একটি ছবি প্রযোজনা করব। ব্যর্থ হলে আবার লেখকের জীবনে ফিরে যাব।

সেদিন সকালে স্টুডিওতে গিয়ে দেখি আমার জন্য বড়সড় একটি অফিস সাজানো হয়েছে। জানলাম মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের প্রযোজক হওয়া খুব সহজ। গল্প বিভাগ থেকে প্রতিটি প্রযোজককে বই এবং নাটকের সিনোপসিস পাঠানো হয়।

BanglaBook.org

এসব নাটক এবং গল্প স্টুডিওতে জমা দিয়ে যান লেখকরা। প্রডিউসারদেরকে শুধু এখান থেকে একটি গল্প বাছাই করতে হয়।

এরপরে প্রযোজকদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় লেখক-তালিকা। পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেলে কাস্টিং বিভাগ নেমে পড়ে কাজে। তারা প্রযোজক এবং পরিচালকদেরকে তারকাদের একটা তালিকা দিয়ে জানতে চায়, 'এদের মধ্যে কাকে কাকে আপনারা নিতে চান?'

সবশেষে কাজটা বেনি থাউ'র। সে লেখক, তারকা এবং পরিচালকদের এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। মেট্রোর প্রযোজকরা আসলে অফিসে বসে থেকে শুধু বোতাম টেপেন। এখানে প্রযোজকের কাজটা সত্যি সহজ।

BanglaBook.org

বাইশ

এখন আমি প্রযোজক। আমার অফিসে সাহিত্যের প্রচুর উপাদান আসতে লাগল। এর মধ্যে রয়েছে নাটক, চিত্রনাট্য এবং মৌলিক কাহিনী। তবে একটি লেখাও আমার মনঃপূত হলো না। স্থির করেছি প্রথম যে ছবিটি আমি প্রযোজনা করব ওটাকে নিয়ে যেন গর্ব করা যায়। প্রযোজক হওয়ার তিন হপ্তা পরে ডোর স্কারির সেক্রেটারি আমাকে ফোন করল।

'মি. স্কারি আপনাকে অফিসে দেখা করতে বলেছেন।'

'ওঁকে বলুন আমি আসছি।'

দশ মিনিট পরে ডোরের অফিসে ঢুকলাম।

একটু ইতস্তত করে ডোর বললেন, 'হ্যারি কোহন ফোন করেছিল।'

'আচ্ছা!'

'সে তোমাকে কলাম্বিয়ার প্রডাকশন হেড করতে চায়। তোমার মতামত জানতে চাইছে।

আমি মহাবিস্মিত। 'ঠিক বুঝতে পারছি না তিনি কেন—'

'মি. মেয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি হ্যারিকে 'না' বলে দেব। এর দুটো কারণ আছে। প্রথমত এখানে তোমার কাজ নিয়ে আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট। আর দ্বিতীয়ত, আমাদের আশঙ্কা হ্যারি কোহন তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। তার সঙ্গে কাজ করা খুবই মুশকিল। আমি কোহনকে ফোনে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছি।' আমার দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'পুরো ব্যাপারটাই অবশ্য তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

একটি প্রধান স্টুডিও চালাতে পারা হলিউডে অত্যন্ত সম্মানের কাজ। অবশ্য স্কারি এবং মেয়ার ঠিকই বলেছেন কোহনের সঙ্গে আমার ব্যাটেবলে মিলবে না। কোহনের অফিসের সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখে।

হ্যারি, ডোনা রিড লাইনে আছে। টনির রেজিমেন্টকে দেশের বাইরে পাঠানো হচ্ছে এবং টনি চলে যাওয়ার আগে ডোনা সানফ্রান্সিসকোতে তার সঙ্গে কটা দিন কাটাতে চাইছে।

ও যেতে পারবে না বলে দাও।

BanglaBook.org

আমি এরকম লোকের সঙ্গে কাজ করব কী করে? নিয়ে ফেললাম সিদ্ধান্ত। 'আমি এখানেই ভালো আছি, ডোর।'

হাসলেন তিনি। 'গুড। আমরা তোমাকে হারাতে চাই না।'

নিজের অফিসে ফিরে দেখি হলিউডের শীর্ষস্থানীয় এজেন্সি MCA'র এজেন্ট হ্যারিস ক্যাটলম্যান অপেক্ষা করছে আমার জন্য। 'শুনলাম হ্যারি কোহন নাকি তোমাকে কলম্বিয়ার দায়িত্ব দিতে চাইছেন।'

খবর বাতাসের আগে ধায়। মনে মনে বললাম। 'ঠিকই শুনেছ। ডোর এইমাত্র কথাটা জানালেন আমাকে।'

'আমাদের এজেন্সি তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে আগ্রহী, সিডনি। তোমার জন্য দারুণ একটা চুক্তির ব্যবস্থা আমরা করে দেব এবং—'

মাথা নাড়লাম আমি, 'ধন্যবাদ, হ্যারিস। তবে আমি কোহনের সঙ্গে কাজ করব না।'

বিস্মিত দেখাল ওকে। 'স্টুডিও চালানোর সুযোগ পেয়েও কেউ এমন লোভনীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারে, এমন কথা বাপের জনমে শুনিনি।'

'কিন্তু এখন তো শুনলে।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিল হ্যারিস, কিছু বলার কথা হয়তো ভাবছিল। তবে বলার কিছু ছিল না।

ডোরের সঙ্গে কথা বলার খানিক পরে, স্টুডিও'র কমিসারিতে লাঞ্চ করছি, দেখলাম কাছের এক টেবিলে বসে আছেন শাশা গ্যাবর। সঙ্গে এক সুন্দরী কৃষ্ণকেশী। শাশা'র সঙ্গে পরিচয় আমার কয়েক মাস আগে। তাঁকে বেশ ভালোই লেগেছিল আমার। তিনি আর তাঁর দুই বোন, ইভা ও মাগডা, হলিউডের কিংবদন্তি। তাঁরা এসেছেন হাঙ্গেরি থেকে, হলিউডে নিজেদেরকে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন খেয়ালি এবং প্রতিভাময়ী হিসেবে। আমি লাঞ্চ শেষ করে শাশা'র কাছে গেলাম। ওঁর সঙ্গে গল্প করতে মজাই লাগে।

'ডার্লিং—' শাশা চেনা-অচেনা সবাইকেই এরকম সম্বোধন করেন।

'হাই, শাশা,' আমরা পরস্পরের দিকে হলিউডি উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিলাম।

তরুণীর দিকে ফিরলেন শা শা। 'এ হলো জোরজা কার্টরাইট। খুব ভালো অভিনেত্রী। আর এ হলো সিডনি শেলডন।'

মাথা দোলাল জোরজা। 'হ্যালো।'

'বসো, ডার্লিং।'

বসলাম। তাকালাম জোরজার দিকে। 'আপনি তাহলে অভিনেত্রী। কী কী কাজ করেছেন?'

আবছা গলায় জবাব দিল সে. 'নানান কাজ।'

BanglaBook.org

ওর প্রতিক্রিয়ায় আমি বিস্মিত। অভিনেত্রীরা সুযোগ পেলে নিজেদেরকে জাহির করে প্রডিউসারদের কানের পোকা নাড়িয়ে দেয়।

আরও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করলাম মেয়েটিকে। ওর মধ্যে চৌম্বকীয় আকর্ষণের মতো কিছু একটা আছে। খুব সুন্দরী, ক্লাসিকাল চেহারা, গভীর, বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া বাদামি চোখ, তা সংকল্পে পূর্ণ। গলার স্বর সামান্য খসখসে এবং মাদকতাময়।

'লাঞ্চ শেষ করে আপনারা দুজন একবার আমার অফিসে আসুন না?' বললাম আমি।

'নিশ্চয় যাব, ডার্লিং।'

জোরজা কিছু বলল না।

অফিসে ফেরার পথে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জেরি ডেভিসের কাছে গেলাম। সে স্টুডিওর একজন লেখক।

'জেরি, যাকে আমি বিয়ে করব তার খোঁজ পেয়ে গেছি।'

'কে সে? আমি তার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।'

'উঁহুঁ, এখুনি আমি ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় করাব না। কারণ কোনো প্রতিযোগিতা আমি চাইছি না।'

পনেরো মিনিট পরে শাশা এবং জোরজা আমার অফিসে এলেন।

'প্লিজ, বসুন,' বললাম আমি।

এটা সেটা নিয়ে খানিক গল্প করার পরে অবশেষে জোরজাকে বললাম, 'আপনার বিশেষ কেউ না থাকলে চলুন না এক রাতে একসঙ্গে ডিনার করি?'

কলম তুলে নিলাম হাতে। 'আপনার ফোন নাম্বারটা যেন কত?'

'দুঃখিত, আমি খুব ব্যস্ত,' বলল জোরজা।

শাশা দারুণ চমকে তাকালেন জোরজার দিকে, 'বোকার মতো কথা বোলো না, ডার্লিং। সিডনি একজন প্রডিউসার।'

'আয়াম সরি,' বলল জোরজা, 'আমি তেমন আগ্রহবোধ করছি না—'

শাশা জোরজার কথায় কর্ণপাত না করে ওর ফোন নাম্বারটা আমাকে দিলেন। জোরজা কটমট করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। বেজায় আপসেট।

'স্রেফ ডিনার করব আমরা,' বললাম আমি জোরজাকে। 'আমি আপনাকে ফোন করব।'

জোরজা সিধে হলো। 'ইট ওয়াজ নাইস মিটিং ইউ, মি. শেলডন।'

ঘরের শীতল পরিবেশটা আমি অনুভব করতে পারলাম। ওদের চলে যাওয়াটা লক্ষ করলাম আমি। *কাজটা খুব একটা সহজ হবে না,* অনুমান করলাম আমি।

জোরজা কার্টরাইট কী কী কাজ করেছে তা ওর ক্রেডিট ঘেঁটে দেখলাম। সে টেলিভিশন, মোশন পিকচার এবং ব্রডওয়েতে কাজ করেছে। ব্রডওয়ের হিট নাটক *আ স্ট্রিটকার নেমড ডিজায়ার*-এ স্টেলার ভূমিকায় অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

BanglaBook.org

নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, স্টেলার ভূমিকায় জোরজা কার্টারাইট অসাধারণ। ও *হুইশল স্টপ*সহ ডজনখানেক টিভি-শো করে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে।

পরদিন সকালে জোরজাকে ফোন করে ডিনারের দাওয়াত দিলাম। বলল, 'আমি দুঃখিত যেতে পারব না। ব্যস্ত আছি।'

পরপর চারদিন ওকে ফোন করলাম। একই জবাব পেলাম।

পঞ্চম দিনে ফোন করে বললাম, 'আমি শুক্রবার রাতে ডিনার পার্টি দিচ্ছি। পার্টিতে অনেক বড় বড় প্রযোজক এবং পরিচালক আসবেন। ওদের সঙ্গে পরিচয় হলে আপনার ক্যারিয়ারের জন্য ভালোই হবে।'

অনেকক্ষণ বিরতির পরে জোরজা বলল, 'ঠিক আছে।'

আমার ধারণা জোরজা এবারের দাওয়াত কবুল করেছে এজন্য যে আমাদের দুজনের একা হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

পার্টিতে যেসব প্রযোজক-পরিচালক এলেন, এদের কেউ কেউ জোরজার অভিনয় দেখেছেন। তাঁরা ওর কাজের খুব প্রশংসা করলেন।

পার্টি শেষে জোরজাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সন্ধ্যাটা কি উপভোগ করেছেন?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দেব।'

মাথা নাড়ল সে। 'আমার নিজের গাড়ি আছে। একটি সুন্দর সন্ধ্যার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' পা বাড়াল দরজায়।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বললাম আমি। 'আমার সঙ্গে কি এক রাতে ডিনার করা যায় না?'

একটু ভেবে জবাব দিল জোরজা। 'আচ্ছা,' তবে তার বলার ভঙ্গিতে উৎসাহের নিতান্তই অভাব।

পরদিন সকালে ফোন করলাম ওকে। 'আজ সন্ধ্যায় ডিনারে আসতে পারবেন?'

প্রথমবারের মতো জোরজা বলল, 'পারব।'

'আমি সাড়ে সাতটায় এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।'

ওটা ছিল শুরু।

আমরা চেসেন'স-এ ডিনার করলাম। অভিনেত্রীদের সঙ্গে আমার ডিনার করার অভিজ্ঞতা এরকম যার সঙ্গেই ডিনার করেছি সে বলত 'আমি অমুক পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছি... কিংবা 'আমি ক্যামেরাম্যানকে বলেছিলাম... অথবা 'আমার বিপরীতে অভিনয় করছেন...' অভিনেত্রীরা শো-বিজনেস ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে কথা বলতেই পারে না। জোরজা শো-বিজনেসের ধারেকাছে দিয়েও গেল না। সে তার পরিবার এবং বন্ধুদের নিয়ে কথা বলল। জানাল আরকানসাসের ছোট একটি শহর মেনা থেকে এসেছে, ওর শিকড় মফস্বল শহরে।

ডিনার শেষে আমি প্রশ্ন করলাম, 'জোরজা, তুমি আমার সঙ্গে বাইরে যেতে দ্বিধা করছিলে কেন?'

BanglaBook.org

ইতস্তত করল জোরজা। 'সত্যি কথাটা জানতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বদনাম আছে বহু নারীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। আমি আপনার তালিকার একজন নারী হতে চাইনি।'

'তুমি অন্যদের মতো নও। আমাকে কেন একটা সুযোগ দিচ্ছ না?'

আমাকে এক মুহূর্ত পরখ করল জোরজা। 'ঠিক আছে। দেখা যাবে।'

প্রতি সন্ধ্যায় জোরজার সঙ্গে দেখা করতে লাগলাম আমি। ওর সঙ্গে যতবার দেখা হচ্ছে, ততবারই উপলব্ধি করতে পারছিলাম আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি। ওর রসবোধ চমৎকার, আমরা গল্প করার সময় প্রাণখুলে হাসি। ক্রমে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলাম।

তিন মাস পরে জোরজাকে বাহুডোরে বেঁধে নিয়ে বললাম, 'চলো, বিয়ে করে ফেলি।'

পরদিনই লাস ভেগাসের পথে উধাও হয়ে গেলাম দুজনে।

নাটালি এবং মার্টিকে হলিউডে আসতে বলেছিলাম জোরজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। ওদের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তুলল জোরজা। নাটালি জোরজাকে শ-খানেক প্রশ্ন করার পরে নিশ্চিত হলেন মেয়েটা সত্যি আমাকে ভালোবাসে।

ইউরোপে মধুচন্দ্রিমা যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি বেভারলি হিলসে কোল্ড ওয়াটার ক্যানিয়নের ধারে ছোট একটি বাড়ি কিনেছিলাম।

অটো এবং তাঁর নতুন বউ অ্যান লস অ্যাঞ্জেলসে বাস করছিলেন। জোরজার কথা শুনে তিনি আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'খুব ভালো খবর। তোমাদের বিয়েতে উপহার হিসেবে তোমার বাড়িটি আমি সাইডিং করে দেব।'

অটোর লেটেস্ট পেশা হলো সাইডিং বিজনেস, বাড়ির বাইরেটা অ্যালুমিনিয়ামের সাইডিং দিয়ে সাজিয়ে দেয়া। ব্যয়বহুল একটা ব্যাপার।

BanglaBook.org

'গ্রেট, থ্যাংকস,' বললাম আমি।

কেনেথ ম্যাকেনাকে বললাম আমি তিন মাসের ছুটিতে ইউরোপে বেড়াতে যাব জোরজাকে নিয়ে। ওটা ছিল স্বপ্নের হানিমুন। আমরা ঘুরে বেড়ালাম লন্ডন, প্যারিস, রোম এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা— ভেনিস। সুখের সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম আমি। কালো মেঘটা পড়ে রয়েছিল অনেক পেছনে।

অবশেষে সময় হলো বাড়ি ফেরার। লস অ্যাঞ্জেলসে এসে দেখি অটো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা বাড়ি ফেরার পথে তিনি বললেন, 'আমার ধারণা আমার কাজ তোমাদের পছন্দ হবে।'

ঠিকই বলেছেন তিনি। উজ্জ্বল, চকচকে অ্যালুমিনিয়ামের সাইডিং দিয়ে ঘেরা বাড়িটি দারুণ লাগছিল দেখতে। উদার গলায় যোগ করলেন অটো, 'তবে এটার খরচ তোমাকে দিতে হবে।'

১৯৫২ সালের বসন্তে, MGM-এর একটি প্রজেক্ট আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। নাম *ড্রিম ওয়াইফ।* আলফ্রেড লেভিটের একটি ছোটগল্প।

গল্পটি নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব নিয়ে। এক ব্যাচেলর স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক সুন্দরী কর্মকর্তার প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে তেলসমস্যা নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে মেয়েটি বিয়ে করার সময় করে উঠতে পারে না। হতাশ ব্যাচেলর যুবক এক সুন্দরী রাজকুমারীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজকুমারীর সঙ্গে তার পরিচয় মধ্যপ্রাচ্যে। বিশ্ব তৈলসংকটের কারণে শুরু হয় জটিলতা।

চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করার জন্য হার্বাট বেকার নামে উৎসাহী এক তরুণ লেখককে আমার সঙ্গে নিলাম। লেখা দ্রুত এগিয়ে চলল। নায়ক চরিত্রে ক্যারি গ্রান্টকে ভাবছিলাম। কিন্তু সে এখন মহাব্যস্ত।

আমি কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করলে সময়জ্ঞান থাকে না। এক রাতে স্টুডিওতে বসে কাজ করছি, হঠাৎ একটি দৃশ্যের জন্য একটি আইডিয়া মাথায় আসতে উত্তেজিত হয়ে হার্বাট বেকারকে ফোন করলাম।

'এক্ষুনি চলে এসো,' বললাম তাকে। 'একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে মাথায়। তোমার খুব পছন্দ হবে,' ফোন রেখে দিয়ে আবার ডুবে গেলাম কাজে।

ঘণ্টাখানেক পরে, তখনও হার্বার্ট বেকার আসেনি দেখে ওকে আবার ফোন করার জন্যে। রিসিভারে হাত বাড়িয়েছি, চোখ চলে গেল ঘড়িতে।

সকাল চারটা বাজে।

ড্রিম ওয়াইফ-এর চিত্রনাট্য অবশেষে শেষ হলো। আমি পাত্রপাত্রী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হলাম।

'কাকে চান আপনি?' জানতে চাইল কাস্টিং বিভাগ।

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিলাম, 'আমার সবচেয়ে পছন্দ হলো ক্যারি গ্রান্ট এবং ডেবোরা কার।'

'দেখি কী করা যায়।'

ক্যারির কাছে পাঠানো হলো চিত্রনাট্য, পাঁচদিন পরে জবাব পেলাম। 'স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয়েছে ক্যারির। তিনি কাজটা করবেন।'

খুশি হয়ে গেল মন।

'উনি যেসব পরিচালকের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী তাঁদের একটা তালিকাও দিয়েছেন। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি কে কোথায় আছেন।'

পরদিনই এল দুসংবাদ। 'ক্যারির পছন্দের সকল পরিচালক অন্য ছবি নিয়ে ব্যস্ত। আপনি নিজে ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখুন না!'

আমি ক্যারির সঙ্গে লাঞ্চের ব্যবস্থা করলাম।

'ক্যারি, একটা ঝামেলা হয়েছে। তুমি যেসব পরিচালকের কথা বলেছ তাঁরা নিজেদের কাজ নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত। এখন আমাদের কী করণীয়?'

BanglaBook.org

একটু ভেবে নিয়ে ক্যারি বলল, 'এ ছবি কার পরিচালনা করা উচিত তা আমি জানি।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম আমি। 'কে?'

'তুমি।'

আমি? ডানে বামে মাথা নাড়লাম। 'ক্যারি, আমি কোনোদিন ছবি পরিচালনা করিনি।'

'তোমার মন কীভাবে কাজ করে তা আমি খুব ভালো জানি। আমি চাই ছবিটি তুমি পরিচালনা করবে।'

নিঃসন্দেহে এ-বছরটি চমৎকার একটি বছর হতে চলেছে আমার জন্য। একটি এলিভেটর কত উঁচুতে উঠতে পারে?

আমি ডোর স্কারির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

'ক্যারি চাইছে *ড্রিম ওয়াইফ* যেন আমি পরিচালনা করি।'

মাথা দোলালেন ডোর স্কারি। 'ও আমাকে ফোন করেছিল। ও যদি তা-ই চায় তবে তা-ই হোক। তুমিই এ ছবির ডিরেক্টর।'

এ যেন এক মিরাকল। বছর কয়েক আগে আমি ছিলাম সিনেমাহলের টিকেট চেকার; গ্ল্যামারাস, নাগালের বাইরে এসব তারকাদেরকে দর্শন করতাম পর্দায়। আর এখন আমি তাদের জন্য গল্প লিখছি, ছবি প্রযোজনা করছি, পরিচালনা করছি, তাঁদের জীবন স্পর্শ করছি যেভাবে একদা তাঁরা আমাকে স্পর্শ করেছিলেন।

আমার সুখ আর ধরে না। বিখ্যাত এবং প্রতিভাবান সব পরিচালক, যাঁরা ক্যারিকে নিয়ে কাজ করেছেন, এবারে আমিও তাঁদের কাতারে শামিল হব। ক্যারি গ্রান্টকে নিয়ে আলফ্রেড হিচকক কাজ করেছেন *সাসপিশন অ্যান্ড নটোরিয়াস* ছবিতে, জর্জ কাকুর *হলিডে এবং* ফিলাডেলফিয়া স্টোরিতে, *লিও ম্যাককারি দ্য অফুল ট্রুথ* এবং *ওয়াঙ্গ আপন এ হানিমুন* ছবিতে, হাওয়ার্ড হকস *ব্রিংগিং আপ বেবি* এবং *হিজ গার্ল ফ্রাইডে* ছবিতে।

আমরা কাস্টিং শুরু করে দিলাম। ওয়াল্টার পিজনকে কাস্ট করা হলো। তবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজকুমারীকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বেটা সেন্টজন নামে এক অভিনেত্রীর কথা শুনেছিলাম। সে লন্ডনে *সাউথ প্যাসিফিক* ছবিতে কাজ করছে।

মেয়েটির স্ক্রিন টেস্টের জন্য উড়ে গেলাম লন্ডন। রাজকুমারীর চরিত্রে একে খুব মানাবে। আমি আমার ছবিতে ওকে সাইন করালাম। তারপর ফিরে এলাম স্টুডিওতে। শুনলাম হ্যারি কোহন ফোন করেছিলেন। আমি তাকে ফিরতি কল দিলাম।

'শেলডন, শুনলাম তুমি ক্যারি গ্রান্টকে নিয়ে ছবি পরিচালনা করছ।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'সাবধান।'

BanglaBook.org

'মানে?'

'ক্যারি গ্রান্ট ইজ আ কিলার। সে সবকিছুতে নাক গলাতে চায়। সে তোমাকে দিয়ে ছবিটি কেন পরিচালনা করাতে চাইছে বুঝতে পারছ না?'

'ওর ধারণা আমি—'

'ও তোমাকে দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করে নেবে। ও বুঝতে পেরেছে একজন অনভিজ্ঞ পরিচালককে দিয়ে ও যা-খুশি তা-ই করিয়ে নিতে পারবে। একটা কথা মনে রেখো, শেলডন। একটি ছবিতে একজনই পরিচালক থাকে। এটা ওকে বলে দিও।'

কিন্তু কথাটা ক্যারিকে বলার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।

'ধন্যবাদ, হ্যারি।'

পরদিন আমার বাসায় লাঞ্চ করতে আসবে ক্যারি। আমি তখন ওকে বলব *আমার ওপরে তুমি বিশ্বাস রেখেছ এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ... আমাকে এরকম একটি সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই...আমি জানি তুমি আমাকে সবরকমের সহযোগিতা করবে... তোমার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাই হবে আনন্দময়...*

ক্যারি হাসিমুখে ঘরে ঢুকল।

'শুনলাম তোমার রাজকুমারীকে নাকি লন্ডনে পেয়ে গেছ,' বলল ও।

'হ্যাঁ। খুব ভালো অভিনেত্রী।'

বসল ক্যারি। আমি বললাম, 'তোমাকে আগেই একটা কথা স্পষ্ট করে বলি, ক্যারি। একটি ছবিতে একজন মাত্র পরিচালক থাকে। ছবির কাজ শুরু করার আগে বিষয়টি আমাদের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে থাকা দরকার, নাকি?'

কথাটা ঠিক এভাবে বলতে চাইনি, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। ক্যারি শুধু বিশ্বখ্যাত অভিনেতাই নয়, আমার বন্ধুও। তবে মাঝে মাঝে মানুষ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না, মুখ ফস্কে অনেক কিছু বলে ফেলে। ক্যারি চাইলে ছবি থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে বাদ দিয়ে দিতে পারে।

তবে আমার কথা শুনে ও খানিকক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

শূটিং শুরু হওয়ার আগেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেল।

ক্যারি একদিন সকালে সাউন্ড স্টেজে ঢুকল। একটি সেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'সেটের চেহারা এরকম হবে জানলে এ ছবিতে আমি কাজ করতাম না।'

আমি স্ক্রিপ্ট থেকে অপ্রয়োজনীয় তিনটি লাইন ফেলে দিয়েছি। ক্যারি বলল, 'যদি জানতাম তুমি ওই সংলাপগুলো ফেলে দেবে তাহলে এ ছবিতে আমি কাজ করতাম না।'

পোশাকের ওয়াড্রোব দেখে ক্যারি মন্তব্য করল, 'যদি জানতাম এ-ধরনের পোশাক আমাকে পরতে হবে তাহলে এ ছবিতে কাজ করতাম না।'

BanglaBook.org

শূটিং শুরু আগের রাতে ডেবোরা ফের আমাকে ফোন করে বলল, 'সিডনি, তোমাকে এ কথা জানাতে ফোন করেছি যে ক্যারি তোমার বিরুদ্ধে আমাকে নিয়ে দল পাকাতে চায়। কিন্তু আমি রাজি হইনি।'

'ধন্যবাদ, ডেবোরা।'

এ কিসের মধ্যে নিজেকে জড়িয়েছি আমি!

পরদিন সকালে শূটিং শুরু করেছি, প্রথম দৃশ্যই ভজকট করে ফেলল ক্যারি।

আমি বললাম, 'কাট—' ক্যারি ফিরল আমার দিকে।

'আমি যখন কোনো দৃশ্যের মাঝামাঝি থাকব তখন কক্ষনো 'কাট' বলবে না।'

সাউন্ডস্টেজের সবাই ওর কথা শুনতে পেয়েছে। এভাবে আমাকে পদে পদে অপদস্থ করে চলল ক্যারি। শেষ বিকেলের দিকে আমার সহকারী পরিচালককে বললাম, 'এটাই শেষ দৃশ্য। আমি আর এ ছবি করছি না।'

'না, আপনি হাল ছাড়বেন না। আরেকটু ধৈর্য ধরুন। ক্যারি ঠিক হয়ে যাবে।'

ক্যারি আগের মতো বাধা দিল না বটে তবে সুযোগ পেলেই আমাকে হেনস্তা করল।

একটি দৃশ্যে আছে ক্যারিকে ডেবোরা বলছে সে ক্যারির সঙ্গে একত্রে ডিনার করতে পারবে না কারণ স্টেট ডিপার্টমেন্টের কাজে তাকে মধ্যপ্রাচ্য যেতে হবে। ডেবোরা সংলাপ বলতে শুরু করেছে, হঠাৎ হেসে ফেলল হি হি করে।

'কাট,' বললাম আমি। 'আবার করো।'

ক্যামেরা রোলিং শুরু করল।

'আমি দুঃখিত, তোমার সঙ্গে ডিনার করতে যেতে পারছি না,' বলল ডেবোরা, 'কারণ আমাকে—' আবার হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

'কাট।'

ওদের সামনে এসে দাঁড়ালাম। 'সমস্যা কী?'

ক্যারি নিরীহ মুখ করে বলল, 'কোনো সমস্যা নেই।'

'ঠিক আছে,' আমি বললাম ওকে। 'দৃশ্যটা আমার সঙ্গে করো।'

আমরা দৃশ্য শুরু করলাম। আমি বললাম, 'আমি দুঃখিত, তোমার সঙ্গে ডিনার করতে যেতে পারছি না। কারণ আমাকে—

ক্যারি আমার দিকে এমন ড্যাবড্যাব করে, করুণমুখে তাকিয়ে রইল যে আমি আর হাসি থামিয়ে রাখতে পারলাম না।

'ক্যারি,' বললাম আমি, 'অমন কোরো না। সিনটা ঠিকঠাক মতো করো।'

মাথা দোলাল ও, 'আচ্ছা।'

তারপর আর কোনো ঝামেলা হলো না।

ক্যারি বেটসি ড্রেক নামে এক তরুণী অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিল। ওর সঙ্গে সে একটি সিনেমায় অভিনয়ও করেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায়, শূটিং শেষে, ক্যারি আর আমি

BanglaBook.org

সাউন্ড স্টেজ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করত জোরজা এবং বেটসি। ক্যারি জোরজার হাত ধরে সেদিন আমি কী কী করেছি তা নিয়ে নালিশ করত ওকে। আর আমি বেটসির হাত ধরে ক্যারির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতাম।

একদিন ওয়াল্টার পিজনের সঙ্গে একটি দৃশ্যে অভিনয় করার সময় ক্যারি গ্রুচো মার্ক্সের মতো তার ভুরু ওঠানামা করছিল।

'কাট! ক্যারি কী করছ তুমি?'

ভাজা মাছটি উল্টে খেতে না-জানার মতো মুখভঙ্গি করে ক্যারি জবাব দিল, 'অভিনয় করছি।'

'ভুরু ওঠানামা বন্ধ করো।'

'আচ্ছা।'

'অ্যাকশন।'

আবার শুরু হলো দৃশ্য এবং সে-সঙ্গে ভুরুর ওঠানামা। দৃশ্যটা এমন হাস্যকর যে আমার পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠতে লাগল হাসি। ক্যামেরার পেছনে ছিলাম বলে দৃশ্যটা নষ্ট করতে চাইলাম না। দাঁত দিয়ে হাত কামড়ে রাখলাম যাতে জোরে হাসির শব্দ শোনা না যায়। আমার দিকে পেছন ফেরা ক্যারি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'সিডনি, তুমি যদি ওভাবে হাসতে থাকো আমি কিন্তু সিনটা করতে পারব না।'

ক্যারি এবং আমার মধ্যে একধরনের আঁতাঁত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা একে অন্যকে এতটাই পছন্দ করতাম যে দুজনে সংঘর্ষ বাধার কোনো অবকাশ ছিল না।

একদিন এলভিস প্রিসলি এলেন শূটিং দেখতে। তিনি তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আমি তাঁকে দেখে কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তবে প্রিসলি ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী এবং ভদ্র একজন মানুষ। তিনি 'মি. শেলডন,' 'জি, স্যার,' 'না, স্যার' ছাড়া কথা বলছিলেন না। তাঁর অমায়িক আচরণে সকলেই যারপরনাই মুগ্ধ।

তবে এলভিস প্রিসলির জীবনে পরবর্তীতে যা ঘটেছে তা এককথায় ভয়ংকর। তিনি মাদক সেবন করে ধ্বংস করে ফেলেছিলেন গানের অপূর্ব গলা, বেজায় মোটা হয়ে গিয়েছিলেন, চেহারাটা একদম ভেঙে গিয়েছিল।

শূটিং শেষ করার পরে ক্যারি এবং আমি একত্রে লাঞ্চ করলাম।

ক্যারি বলল, 'সিডনি, যখনই তুমি অন্য কোনো ছবি পরিচালনা করবে, আমাকে খবর দিও। আমি এমনকি স্ক্রিপ্টও পড়ব না।'

যার পেছনে প্রতিটি স্টুডিও দৌড়াত সে-মানুষটি যখন আমাকে এমন একটি কথা বলেছিল তখন যে আমার আকাশছোঁয়ার মতো অনুভূতি হচ্ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

ছবিটি দেখলেন ডোরসহ অন্যান্য নির্বাহীরা। সবাই খুব প্রশংসা করলেন।

ডোর বললেন, 'ভালো খবর আছে। রেডিও সিটি মিউজিক হল তোমার ছবি চালাবে বলেছে।'

BanglaBook.org

শুনে আমি খুবই খুশি। প্রতিটি পরিচালকের স্বপ্ন তার ছবি রেডিও সিটি মিউজিক হল-এ প্রথমে মুক্তি পাবে। আর আমি আমার প্রথম ছবিতেই সে স্বপ্ন পূরণ করেছি।

'তোমাকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে,' বললেন ডোন। 'ইউ ডিড আ গ্রেট জব।'

এ ডি ম্যানিক্স বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা একটি হিট ছবি উপহার দিতে যাচ্ছি।'

পাবলিসিটি বিভাগের প্রধান মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন।

'আমরা ছবিটির জন্য বড় ধরনের পাবলিসিটি করব।'

ডোর হাসলেন, 'চলো, শুরু করা যাক।'

এলিভেটর ফ্লোরে উঠে এসেছে। সবকিছুই চলছে ঠিকঠাক মতো।

BanglaBook.org

তেইশ

এক সন্ধ্যার ডিনার পার্টিতে আমি গ্রুচো মার্ক্সের পাশে বসে আছি।

আমি তার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে বললাম, 'আমি সিডনি শেলডন।'

আমার দিকে ফিরে কটমট করে তাকাল সে, 'না' বলে মদের গ্লাসে চুমুক দিল।

আমি বিস্মিত। 'না মানে কী?'

'আপনি একটা ভণ্ড। আমি সিডনি শেলডনকে চিনি। সে আপনার চেয়ে সুদর্শন এবং লম্বা এবং দারুণ বাজিকর। আপনি ভোজবাজি জানেন?'

'না।'

'তো?'

'মি. মার্ক্স—'

'আমাকে মি. মার্ক্স বলবেন না।'

'তাহলে কী বলব?'

'স্যালি। আমি আপনার কিছু লেখা পড়েছি।'

'আচ্ছা!'

'হুঁ। আপনার নিজেকে নিয়ে লজ্জা হওয়া উচিত,' আমার দিকে আবার তাকাল সে। 'আপনি খুব বেশি রোগা। আপনি যে-ই হোন, কাল রাতে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাড়িতে আসবেন। ডিনারের দাওয়াত। রাত আটটার মধ্যে চলে আসবেন। দেরি করবেন না যেন।'

জোরজার সঙ্গে গ্রুচোর পরিচয় করিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। গ্রুচোর সঙ্গে আমাদের সারা জীবনের সম্পর্কের ওটাই শুরু।

গ্রুচোর ডিনার পার্টিতে সে অতিথিদেরকে কয়েকটি কথা বলবেই টিভিকে আমার মনে হয় বড্ড এডুকেশনাল। কেউ টেলিভিশন অন করলেই আমি অন্য কোনো ঘরে গিয়ে বই পড়তে থাকি... কুকুর ছাড়া, বই হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু... বিয়ে একটি চমৎকার ইন্সটিটিউশন, কিন্তু কে ইন্সটিটিউশন নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়?'

একবার গ্রুচো ডাক্তার দেখাতে গেছে। এক অপূর্ব সুন্দরী নার্স এসে তাকে বলল, 'ডাক্তার এখন আপনাকে দেখবেন। এদিক দিয়ে আসুন।'

গ্রুচো তরুণীর ঢেউ ওঠা নিতম্বের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি যদি ওভাবে হাঁটতে পারতাম তাহলে আর ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হত না।'

BanglaBook.org

গ্রুচোর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় আমাদের। ওকে যত দেখি উপলব্ধি করতে পারি লোকে আসলে ওকে ঠিক বুঝতে পারে না। গ্রুচো লোককে যখন অপমান করে, ভাবে মজা করছে। গ্রুচো নিজের অনুভূতিগুলোর বিষয়ে শতভাগ সৎ।

ছেলেবেলাটা ভালো কাটেনি গ্রুচোর। সাত বছর বয়সে ওর স্কুল জীবনের সমাপ্তি ঘটে। ওর ভাইয়েরা মঞ্চে কাজ শুরু করে। মার্ক্স ভাইয়েরা একত্রে চোদ্দটি ছবি বানিয়েছে। গ্রুচো নিজে বানিয়েছে আরও পাঁচটি।

গ্রুচো এবং আমি একদিন রোডিও ড্রাইভে হাঁটছি, এক লোক ছুটতে ছুটতে এসে গ্রুচোকে বলল, 'গ্রুচো, আমার কথা মনে আছে তোমার?'

গ্রুচো স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলল, 'তুমি এমন কী করেছ যে তোমার কথা আমাকে মনে রাখতে হবে?'

গ্রুচো টেলিভিশনে *'You Bet Your Life'* নামে অত্যন্ত সফল একটি শো চালিয়েছে টানা চোদ্দ বছর। এটি হিট হওয়ার কারণ কেউ জানত না গ্রুচো কী বলতে যাচ্ছে।

একবার শো'র এক প্রতিযোগী গ্রুচোকে জানায় তার দশটি সন্তান।

'এত ছেলেপিলে কেন?' জিজ্ঞেস করে গ্রুচো।

'কারণ আমি আমার স্ত্রীকে পছন্দ করি।'

গ্রুচো বলে, 'আমি সিগার খেতে পছন্দ করি, তবু মাঝে মাঝে আমি ধূমপান থেকে বিরতি নিই।'

একদিন গ্রুচোর আট বছরের মেয়ে মেলিন্ডাকে তার এক ক্লাসমেট একটি কান্ট্রি ক্লাবে দাওয়াত দিয়েছিল। সবাই বেদিংসুট পরে নেমে যায় সুইমিং পুলে।

ক্লাব ম্যানেজার ছুটে এসে মেলিন্ডাকে বলে, 'পুল থেকে উঠে পড়ো। ইহুদিদের আমরা সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে দিই না।'

মেলিন্ডা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে ঘটনা জানায় তার বাবাকে। গ্রুচো ক্লাব ম্যানেজারকে ফোন করে।

'আপনি অন্যায় করেছেন,' বলে গ্রুচো। 'আমার মেয়ে পুরো ইহুদি নয়, আধা ইহুদি। সে কি সুইমিংপুলে কোমর পানি পর্যন্ত নামতে পারে না?'

ড্রিম ওয়াইফ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে দেরি হবে জেনে সিদ্ধান্ত নিলাম এ সুযোগে জোরজাকে নিয়ে আরেকবার ইউরোপ ঘুরে আসা যায়।

ইউরোপ ভ্রমণের কথা শুনে আমার মতোই উত্তেজিত জোরজা। আমরা বসে আলোচনা করতে লাগলাম কোথায় কোথায় ঘুরতে যাব। লন্ডন, প্যারিস, রোম...প্ল্যানিং-এর মাঝপথে বাগড়া দিল টেলিফোন। লাডিস্লাস বুশ ফেকেটি, মিউনিখ থেকে। *এলিস ইন আর্মস*-এর পরে ল্যাসির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। তা প্রায় দশ বছর তো হবেই। ইতিমধ্যে কার্ক ডগলাস জনপ্রিয় অভিনেতা

BanglaBook.org

বনে গেছেন। এলিস ইন আর্মস ফ্লপ করলেও কার্ক ডগলাসের ক্যারিয়ারে তা কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।

'সিডনি,' হাঙ্গেরিয়ান অ্যাকসেন্টে বললেন ল্যাসি, 'কেমন আছ তুমি? মারিকা এবং আমি তোমাকে খুব মিস করছি।'

'আমরা ভালোই আছি, ল্যাসি। আমরাও তোমাকে মিস করছি।'

'ইউরোপে বেড়াতে আসবে কবে?'

'ইন ফ্যাক্ট, আগামী হপ্তায় রওনা হচ্ছি।'

'গুড। মিউনিখ এসো কিন্তু। আমাদের সঙ্গে দেখা কোরো। সম্ভব?'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'সম্ভব। জোরজার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব।'

'চমৎকার। কবে আসছ জানিও।'

'জানাব।'

ফোন রেখে জোরজাকে বললাম, 'লাডিস্লাস বুশ ফেকেটি ফোন করেছিল।'

আমার দিকে তাকাল জোরজা। 'এলিস ইন আর্মস।' হেসে উঠলাম আমি। 'লোকটাকে তোমার পছন্দ হবে। ওর বউ খুবই চমৎকার। আর মিউনিখও খুব সুন্দর শহর। ওখানে দারুণ সময় কাটবে আমাদের।'

আমরা রওনা হওয়ার আগে আগে ফোন করল স্যাম স্পিগেল।

স্যাম স্পিগেল হলিউডের এক অদ্ভুত চরিত্র। তার জন্ম অস্ট্রিয়ায়, হলিউডে এসেছিল ঈজিপশিয়ান কটন বিক্রি করতে। প্রতারণার অভিযোগে ব্রিক্সটন কারাগারে জেল খেটেছে। হলিউডে থাকাকালীন সিদ্ধান্ত নেয় সে প্রডিউসার হবে। নিজের নাম বদলে রাখে এসপি ঈগল। সবাই তার এ নাম নিয়ে তামাশা করত। ডেরিল জানুক ওর কথা শুনে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমার নামও বদলে রাখব জেড এ নুক।'

তবে স্যাম স্পিগেলকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শীঘ্রি বন্ধ হয়ে যায় তার পরপর কয়েকটি অস্কার পাওয়া ছবি উপহার দেয়ার কারণে। তার প্রযোজিত এসব ছবির মধ্যে রয়েছে *লরেন্স অব অ্যারাবিয়া, অন দ্য ওয়াটার ফ্রন্ট* এবং *দ্য আফ্রিকান কুইন।*

স্যামের দেয়া এক জমকালো পার্টিতে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় এবং আমরা দ্রুত বন্ধু হয়ে উঠি।

ফোন আসার পরে স্যামের সঙ্গে আমি আর জোরজা ডিনারে গেলাম। স্যাম বলল, 'আমি একটি বিদেশী ভাষার ছবির খুব প্রশংসা শুনেছি। ওটা রিমেক করতে চাই। তোমরা প্যারিসে গেলে ছবিটা একবার দেখে নিও। তারপর আমাকে বোলো কেমন লাগল ছবিটা।'

তিনদিন পরে জোরজাকে নিয়ে নিউইয়র্কে উড়ে গেলাম। ব্রডওয়েতে তখন কয়েকটি নাটক প্রদর্শিত হচ্ছিল। এক সন্ধ্যায় আমরা *দ্য ক্রুসিবল* নাটকটি দেখতে গেলাম। এটি আর্থার মিলারের নতুন নাটক। অভিনয়ে আছেন আর্থার কেনেডি,

BanglaBook.org

ই.জি. মার্শাল, বিয়েট্রিস স্ট্রেইট এবং মেডেলিন শেরউড। চমৎকার নাটক। জোরজা রীতিমতো রোমাঞ্চিত।

নাটক শেষ হওয়ার পরে জোরজা আমার দিকে ফিরল।

'এ নাটকের পরিচালক কে?'

'জেড হ্যারিস। উনি *আংকল ভানিয়া, আ ডলস হাউজ, আওয়ার টাউন* এবং *দ্য হেয়ারেস* পরিচালনা করেছেন।'

'অসাধারণ পরিচালক,' ঘোষণার সুরে বলল জোরজা। 'আমি এ লোকটির সঙ্গে কাজ করতে চাই।'

আমি জোরজার হাত ধরলাম। 'যদি সে সৌভাগ্য তাঁর হয়!'

BanglaBook.org

চব্বিশ

পরদিন আমরা জাহাজে চড়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হলাম। নিজেকে অত্যন্ত সুখি একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। যাকে আমি পছন্দ করি সে নারী আমার স্ত্রী। একটি প্রধান স্টুডিওর সঙ্গে আমার চুক্তি হতে যাচ্ছে, যে কাজটা ভালোবাসি সেটাই করছি এবং দ্বিতীয় হানিমুন পালন করতে যাচ্ছি ইউরোপে। এরচেয়ে সুখের সময় আর কী হতে পারে?

জেটিতে ভিড়ল জাহাজ। আমরা বোটট্রেনে পৌঁছালাম লন্ডনে। ওখানে কয়েকদিন কাটিয়ে চলে এলাম প্যারিসে। এখানে, রু ডি বেরিতে, চমৎকার হোটেল ল্যাংকাস্টারে উঠলাম। হোটেলের সামনে সুন্দর একটি বাগান আছে, ওখানে খাবার এবং ড্রিংক পরিবেশন করা হয়।

হোটেলে উঠেই প্রথমে ইউনাইটেড আর্টিস্ট-এর প্যারিস অফিসে ফোন করলাম। ম্যানেজার মি. বার্নসের সঙ্গে কথা বললাম।

'মি. স্পিগেল বলেছিলেন আপনি আমাদেরকে ফোন করবেন, মি. শেলডন। কবে ছবি দেখতে চান?'

'যে-কোনো সময় দেখালেই চলবে।'

'তাহলে কাল সকালে? ধরুন দশটার দিকে?'

'বেশ।'

জোরজাকে নিয়ে দিনটা কাটিয়ে দিলাম শহরের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখে। রাতে ডিনার করলাম বিখ্যাত ম্যাক্সিম-এ।

পরদিন সকালে আমি পোশাক পরছি, জোরজা তখনও বিছানায় শুয়ে।

'সকাল দশটায় সিনেমা শুরু হয়ে যাবে, হানি। উঠে পড়ো।'

মাথা নাড়ল জোরজা। 'আমার টায়ার্ড লাগছে। তুমি একাই যাও না। আমি একটু বিশ্রাম নিই। রাতে ডিনার করে থিয়েটারে যাব।'

'ঠিক আছে। আমি দেরি করব না।'

ইউনাইটেড আর্টিস্ট অফিস থেকে আমার জন্য একটি লিমুজিন পাঠানো হয়েছে ওদের হেডকোয়ার্টার্সে নিয়ে যেতে। ওখানে মাথাভর্তি রুপোলি কেশের, লম্বা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, মি. বার্নস নাম।

'প্লিজড টু মিট ইউ,' বললেন তিনি। 'চলুন, সিনেমাটা দেখে আসি।'

প্রকাণ্ড সিনেমাহল। ছবি দেখার জন্য এ প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহার করে কোম্পানি। ওখানে আমরা ছাড়া আর একজন মাত্র লোককে দেখতে পেলাম। তার চেহারার

BanglaBook.org

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঝকঝকে চোখজোড়া নজর কাড়ল। এমন চাউনি, কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। তবে তার নামটা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হলাম।

শুরু হলো ছবি। ফরাসি ওয়েস্টার্ন মুভি। একেবারেই বাজে।

স্যাম স্পিগেলের এ ছবি ভালো লাগবে না তা হলপ করে বলা যায়।

আমি আইলের দিকে তাকালাম। মি. বার্নস এবং সেই অচেনা লোকটি গভীর আলোচনায় মগ্ন।

আগন্তুক বলছিল, '...আমি জানুককে বলেছি এটা দিয়ে কোনো কাজ হবে না, ডেরিল...হ্যারি ওয়ার্নার আমার সঙ্গে চুক্তি করতে চেয়েছিল, কিন্তু ও একটা হাড়ে হারামজাদা...আর ডিনারে, ডেরিল আমাকে বলেছিল...'

এ লোকটা কে?

আমি ওদের দিকে হেঁটে গেলাম। 'এক্সকিউজ মি,' বললাম লোকটাকে, 'আপনার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না।'

আমার দিকে মুখ তুলে চাইল সে। 'হ্যারিস। জেড হ্যারিস।'

আমার হাসি দু-কানে গিয়ে ঠেকল। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য একজন মুখিয়ে আছে।'

'তাই নাকি?'

'এ মুহূর্তে কী করছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'তেমন কিছু করছি না।'

'আমার সঙ্গে কি হোটেলে যাওয়ার সময় হবে আপনার? আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতাম।'

'শিওর।'

পনেরো মিনিট পরে আমরা হোটেল ল্যাংকাস্টারের বাগানে চলে এলাম। নিচতলা থেকে ফোন করলাম জোরজাকে।

'হাই।'

'হাই। তুমি এসে পড়েছ? কেমন লাগল ছবি?'

'যাচ্ছেতাই। বাগানে চলে এসো। আমরা এখানে লাঞ্চ করব।'

'আমি এখনও ড্রেস পরিনি, ডার্লিং। আমাদের রুমে বসে খাওয়া যায় না?'

'না, না। নিচে এসো। তোমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দেব।'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়।'

মিনিট পনেরো পরে হাজির হলো জোরজা।

আমি জেডের দিকে ফিরলাম। 'এ হলো জোরজা।'

ফিরলাম জোরজার দিকে। 'জোরজা, ইনি জেড হ্যারিস।' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলাম নামটি। দেখলাম আলোকিত হয়ে উঠল জোরজার চেহারা।

আমরা বসলাম। জেড হ্যারিসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত রোমাঞ্চিত

BanglaBook.org

জোরজা। ওরা নাটক নিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিল আধঘণ্টা। আমি লাঞ্চের অর্ডার দিলাম। জেড হ্যারিস বেশ মজার মানুষ। বুদ্ধিমান, কৌতুকপ্রবণ এবং অতিশয় সজ্জন। তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগল না।

খেতে খেতে জেড হ্যারিস আমাকে বলল, 'আপনার কাজ আমি দেখেছি। খুব ভালো লেগেছে। আমার জন্য ব্রডওয়েয় একটা নাটক লিখে দিন না?'

জেড হ্যারিসের পরিচালনায় নাটক লিখে দেয়া মানে একজন অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ লাভ করা।

'নিশ্চয় দেব,' বললাম আমি। একটু ইতস্তত করে যোগ করলাম, 'তবে এ মুহূর্তে নাটকের কোনো গল্প মাথায় নেই।'

হাসল সে। 'আমার আছে।' বেশ কয়েকটি গল্প আমাকে শুনিয়ে দিল জেড হ্যারিস। আমি একটার-পর-একটা কাহিনী শুনে গেলাম। কখনও মন্তব্য করলাম 'তেমন মজার গল্প নয়।' কখনও বা 'সাদামাটা কাহিনী', আবার কখনও বললাম, 'এ গল্প আগেও কোথায় যেন শুনেছি।'

ছটা ভিন্ন ধরনের গল্প শোনার পরে শেষের গল্পটা আমার ভালো লেগে গেল। এ এক মহিলা এক্সপার্টকে নিয়ে গল্প, তাকে এক ফার্মে পাঠানো হয় কিছু লোককে পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু সে লোকগুলোর ক্যারিয়ার ধ্বংস করে ফেলে। গল্পের শেষে মহিলা প্রেমে পড়ে এবং সম্পূর্ণ বদলে যায়।

'এ গল্পটি ঠিক আছে,' বললাম জেডকে। 'তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে জোরজা এবং আমি কাল চলে যাচ্ছি। আমরা ইউরোপ ঘুরে দেখতে বেরিয়েছি।'

'নো প্রবলেম। আমি আপনাদেরকে সঙ্গ দেব। নাটক নিয়ে কাজ করব।'

একটু বিস্মিত হলাম আমি, 'তা বেশ তো।'

'প্রথমে কোথায় যাবেন?'

'মিউনিখ। ওখানে আমাদের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করব। সে হাঙ্গেরিয়ান এক চিত্রনাট্যকার, নাম—'

'হাঙ্গেরিয়ানদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ওদের নাটক এবং জীবনে দ্বিতীয় অঙ্ক বলে কিছু নেই।'

আমি এবং জোরজা দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

'সেক্ষেত্রে জেড, সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি—'

একটা হাত তুলল সে, 'না, না। কোনো সমস্যা নেই। আমরা নাটকটা নিয়ে কাজ করব।'

জোরজা আমার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

তিনজনে মিউনিখের একটি হোটেলে উঠেছি, ল্যাসি এবং মারিকা এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি একটু টেনশনে ছিলাম জেড হ্যারিসকে নিয়ে। হাঙ্গেরিয়ানদেরকে সে তো আবার পছন্দ করে না। কী না কী বলে ফেলে!

তবে খামোকাই দুশ্চিন্তা করেছি। ল্যাসি ঘরে ঢুকতেই জেড হ্যারিস তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনি দারুণ নাটক লেখেন। মলনারের চেয়েও ভালো।'

BanglaBook.org

ল্যাসি প্রায় লাজে রাঙা।

'আপনারা, হাঙ্গেরিয়ানরা খুব প্রতিভাবান,' বলল জেড। 'আপনাদের দুজনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সম্মানিত বোধ করছি।'

জোরজা এবং আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

ল্যাসি খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'মিউনিখে খুব বিখ্যাত একটি রেস্টুরেন্ট আছে। ওখানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মদ পাওয়া যায়।'

'চমৎকার।'

জেড চলে গেল তার ঘরে পোশাক পাল্টাতে আর আমি, ল্যাসি এবং মারিকা আড্ডায় মেতে উঠলাম।

আধঘন্টা পরে আমরা ইসার নদীর তীরে, একটি অভিজাত চেহারার রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। বসলাম অর্ডার দেয়ার জন্য। ওয়েটার আমাদের হাতে মেনু ধরিয়ে দিল। মেনুতে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মদের নাম লেখা আছে।

'আপনাদের কী ধরনের ওয়াইন পছন্দ?' জিজ্ঞেস করল ওয়েটার।

কেউ কিছু বলার আগে জেড বলে উঠল, 'আমি বিয়ার খাব।'

মাথা নাড়ল ওয়েটার। 'দুঃখিত, স্যার। আমাদের এখানে বিয়ার পাওয়া যায় না। আমরা শুধু মদ পরিবেশন করি।' জেড কটমট করে তাকাল। ঝড়াং করে খাড়া হলো। 'এখানে আর একদণ্ডও নয়।'

জেডের আচরণে আমি হতবাক। 'কিন্তু জেড—'

'চলুন। যেখানে বিয়ার পাওয়া যায় না সেখানে খাওয়া-দাওয়া করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।'

বিব্রত আমরা সকলে বেরিয়ে এলাম রেস্টুরেন্ট থেকে।

'হারামজাদা জার্মানের দল!' খেঁকিয়ে উঠল জেড হ্যারিস।

জোরজা এবং আমি মুখের রা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ট্যাক্সি চেপে ফিরে এলাম হোটেলে, সেখানে ডিনার সারলাম। ল্যাসি ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে জেডকে বললেন, 'আমি দুঃখিত। আরেকটা জায়গা চিনি আমি। ওখানে খুব ভালো বিয়ার পাওয়া যায়। কাল রাতে ওখানে যাব আমরা।'

পরদিন আমি আর জেড নতুন নাটক নিয়ে শুরু করে দিলাম কাজ। কিছু অংশ লিখছি বাগানে বসে, কিছু অংশ নিজেদের সুইটে বসে। আমি মূল গল্পকে ঘিরে পরিস্থিতি তৈরি করছি, জেড যেখানে যেমন প্রয়োজন পরামর্শ দিচ্ছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বুশ-ফেফেটি এলেন আমাদেরকে নিয়ে যেতে।

'এ জায়গাটা আপনার অবশ্যই পছন্দ হবে,' বললেন তিনি জেডকে।

রেস্টুরেন্টে বসেছি, ওয়েটার মেনু নিয়ে এল। 'প্রথমে কী দেব?' জানতে চাইল সে।

জেড বলল, 'আমার জন্যে ওয়াইন নিয়ে এসো।'

ওয়েটার বলল, 'দুঃখিত, স্যার। আমাদের এখানে শুধু বিয়ার পরিবেশন করা হয়। আমাদের কাছে প্রায় সব দেশের বিয়ার—'

BanglaBook.org

লাফ মেরে চেয়ার ছাড়ল জেড। 'এখান থেকে চলো সবাই।' আমি রীতিমতো শকড। 'জেড, তুমি—'

'কাম অন। যা চাইছি তা দিতে পারছে না, এরকম বাজে রেস্টুরেন্টে আর একদণ্ডও নয়।'

দরজায় পা বাড়াল সে। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। জেড হ্যারিস নামের মজার মানুষটা দেখছি হাড়ে হারামজাদা।

পরদিন জেড এল আমার সুইটে নাটক লিখতে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে গতকাল কিছুই ঘটেনি।

সকালে জোরজা এবং আমি নাশতা খেতে যাচ্ছি, আমাদেরকে থামাল হোটেল ম্যানেজার।

'মি. শেলডন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

'আপনার অতিথি মেইড এবং হাউজকিপারদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেন। ওরা সবাই খুব আপসেট হয়ে আছে। আপনি যদি একটু—'

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব,' বললাম আমি।

কথা বলার পরে জেড হ্যারিস বলল, 'এদের মান-সম্মান বোধ দেখছি প্রবল! মাই গড, ওরা তো স্রেফ চাকরানি আর ঝাড়ুদারনি!'

হ্যারিসের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল অভিনেত্রী জোরজা। সে হ্যারিসকে থিয়েটারের অভিজ্ঞতা নিয়ে নানান প্রশ্ন করছিল। এক সন্ধ্যায় ডিনারে হ্যারিসকে জোরজা বলল, 'আপনার 'দ্য ক্রুসিবল' নাটকে মেডেলিন শেরউড যখন মঞ্চ ছেড়ে নেমে যান, দারুণ ছিল তার প্রস্থান। তাঁর মোটিভেশন কী ছিল? আপনি তাঁকে কী কথা ভাবতে বলেছিলেন?'

জোরজার দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল হ্যারি, 'ওর পাওনা নিয়ে ভাবতে বলেছিলাম।'

জোরজা আর হ্যারিসের সঙ্গে তার নাটক নিয়ে কথা বলেনি।

পরদিন আমরা তিনজন দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির বিলাসবহুল স্পা বাডেন-বাডেন-এ গেলাম।

জেডের পছন্দ হলো না জায়গাটা।

আমরা গেলাম দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেস্টে। রাইন এবং নেকার নদীর মাঝখানে নব্বুই মাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত এক অপূর্ব পর্বতমালা।

কিন্তু জেড এ নিসর্গ দেখেও নাক কোঁচকাল।

যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের নাটকের কাজ এগোচ্ছিল খুব ধীরগতিতে। স্টোরি লাইন নিয়ে কাজ করার বদলে জেড আমাদের লেখা একটা দৃশ্য নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকত এবং বেহুদা এখানে-ওখানে বদল করত শব্দ। আমি জোরজাকে বললাম, 'আমরা এ লোককে ছাড়াই মিউনিখ ফিরব।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জোরজা। 'তাই ভালো।'

BanglaBook.org

আমার সুইটে এসেছে জেড কাজ করতে, আমি বললাম, 'জেড, আমি এবং জোরজা মিউনিখ ফিরে যাচ্ছি। তোমাকে সঙ্গে নিতে পারছি না।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে নাটকটি লেখার কোনো ইচ্ছেও আমার নেই।'

ঘণ্টাকয়েক পরে একটি ট্রেনে চেপে বসলাম আমি এবং জোরজা। গন্তব্য—মিউনিখ।

হোটেলে পৌঁছে ল্যাসিকে ফোন করতে যাচ্ছি, আমার পিঠের চাকতিতে টান পড়ল। আমি প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে দড়াম করে পড়ে গেলাম মেঝেয়, নড়াচড়া করতে পারছি না।

উন্মাদ হয়ে উঠল জোরজা, 'আমি ডাক্তারকে ফোন করছি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বললাম আমি। 'এরকম অবস্থা আমার আগেও হয়েছে। আমাকে কষ্ট করে একটু বিছানায় শুইয়ে দাও। দুতিন দিন টানা শুয়ে থাকলেই ব্যথা আপনাআপনি চলে যাবে।'

অনেক কষ্টে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল জোরজা। 'ল্যাসিকে ফোন করছি।'

এক ঘণ্টা পরে ল্যাসি চলে এলেন আমাদের হোটেলরুমে।

'দুঃখিত,' ল্যাসির দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। 'নানান প্ল্যান করে রেখেছিলাম। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না।'

আমার দিকে তাকিয়ে ল্যাসি বললেন, 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

'কীরকম?'

'এখানে এক লোককে চিনি আমি। পল হর্ন নাম।'

'উনি কি ডাক্তার?'

'না, ফিজিওথেরাপিস্ট। তবে সে বিশ্বখ্যাত বহু লোকের চিকিৎসা করেছে। তাঁরা ওর কাছে থেরাপি নিতে আসেন। তোমার চিকিৎসাও সে করতে পারবে।'

পরবর্তী দুটো দিন পড়ে রইলাম বিছানায়, তৃতীয় দিনে ল্যাসির অনুরোধে যেতে হলো পল হর্নের অফিসে।

পল হর্নের বয়স চল্লিশের কোঠায়। লম্বা, এলোমেলো চুল।

'মি. বুশ ফেকেটি আপনার কথা বলেছেন আমাকে,' বলল সে। 'এরকম ঘটনা কি ঘনঘন ঘটছে?'

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'অনিয়মিত ঘটে। কখনও কখনও হপ্তায় দুবার ঘটে। আবার কখনও বছরেও ঘটে না।'

মাথা দোলাল সে। 'আমি আপনাকে সুস্থ করে দেব।'

সন্দিহান আমি। UCLA এবং সেডারস অব লেবানন-এর ডাক্তারা আমাকে বলেছেন এ রোগের চিকিৎসা নেই।

BanglaBook.org

যদ্দিন পারেন অপারেশন থেকে দূরে থাকবেন। তবে ব্যথাটা যখন আর সহ্য হবে না, আমাদেরকে অপারেশন করতে হবে।

আর এ লোক কিনা বলছে আমাকে সুস্থ করে দেবে। অথচ সে ডাক্তারও নয়।

'আপনাকে এখানে হপ্তা তিনেক থাকতে হবে। আমি প্রতিদিন আপনার চিকিৎসা করব। হপ্তায় সাতদিন।'

শুনে খুব একটা ভরসা পেলাম না। 'আমি বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে ডাক্তার দেখাই—'

ল্যাসি ফিরলেন আমার দিকে। 'সিডনি, এ মানুষটা পৃথিবীর বড়বড় লোকের চিকিৎসা করেছেন। একে একটা সুযোগ দিয়েই দ্যাখো না।'

আমি জোরজার দিকে তাকালাম। 'আচ্ছা, দেখা যাক।'

পরদিন সকালে শুরু হলো চিকিৎসা। আমি একটা টেবিলের ওপর শুয়ে থাকি, পিঠে টানা দুঘণ্টা হিটল্যাম্পের সেঁক দেয়া হয়। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম শেষে আবার দুঘণ্টার থেরাপি। এভাবে চলল সারাদিন।

দ্বিতীয় দিনে পল হর্নের তৈরি দোলনায় শুয়ে থাকতে হলো। এতে আমার পিঠের পেশিগুলো রিল্যাক্স পেল। আমি দোলনায় শুয়ে রইলাম পাঁচঘণ্টা। প্রতিদিন এরকম চলল।

পল হর্নের ওয়েটিংরুমে দেখতাম নানা দেশের লোকজনে গিজগিজ করছে। অনেকের ভাষা বুঝতেও পারতাম না।

তিন হপ্তা পরে, চিকিৎসার শেষ দিনে, পল হর্ন জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বোধ করছেন এখন?'

'ভালো,' যদিও জানি চিকিৎসা ছাড়াও এরকমই বোধ করতাম।

'আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন,' খুশি গলায় বলল সে।

কিন্তু আমার মনের সন্দেহ গেল না। তবে এরপরে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। একবারের জন্যও আমার পিঠের চাকতি স্থানচ্যুত হয়নি। পল হর্ন ডাক্তার না হয়েও আমাকে সুস্থ করে তুলেছিল।

এবারে হলিউডে ফেরার সময় হয়েছে।

BanglaBook.org

MGM-এ ফেরা যেন নিজের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন।

'তোমার জন্য একটি উপহার আছে,' বললেন ডোর। 'আমরা ঈজিপশিয়ান থিয়েটারে *ড্রিম ওয়াইফ*-এর প্রিভিউ প্রদর্শনী করছি।'

ডোর আমার হাসি দেখে মন্তব্য করলেন, 'এ ছবি হিট করবে।'

একটা নিয়ম ছিল যে ছবি মুক্তির আগে প্রিভিউ প্রদর্শনী হবে। মূলত *ভ্যারাইটি* এবং *হলিউড রিপোর্টার* পত্রিকাদুটি আসন্ন মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি নিয়ে সমালোচনা লিখত।

তাদের সমালোচনার ওপর নির্ভর করত অনেক কিছু। তারা একটি ছবিকে ধ্বংস করে দিতে পারত আবার হিট করাতেও তারা ভূমিকা রাখত।

ইজিপশিয়ান থিয়েটারে প্রদর্শিত হলো *ড্রিম ওয়াইফ*। দর্শক খুব মজা পেল ছবি দেখে। জোরজা আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'খুব ভালো হয়েছে ছবি।'

ছবি শেষ হওয়ার পরে সবার হাততালি পেলাম। সন্দেহ নেই *ড্রিম ওয়াইফ* হিট করবে। আমরা নিশ্চিত ছিলাম দুটি পত্রিকাই ভালো ভালো কথা লিখবে।

পরদিন সকালে আমি দোকানে গিয়ে *ভ্যারাইটি* এবং *হলিউড রিপোর্টার* কাগজ দুটো কিনে নিয়ে এরাম। বাসায় ফিরে দেখি তখনও বিছানায় শুয়ে আছে জোরজা। আমাকে দেখে হাসল। 'সমালোচনাগুলো ধীরে এবং জোরে জোরে পড়বে। আমি ওগুলো উপভোগ করতে চাই।'

আমি কাগজদুটো জোরজার হাতে ধরিয়ে দিলাম। 'তুমি নিজেই পড়ে দ্যাখো কী লিখেছে।'

জোরজা আমার দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত পড়তে লাগল কাগজ। ওর মুখ কালো হয়ে গেল। দুটো পত্রিকাই তুলোধুনো করে ছেঁড়েছে *ড্রিম ওয়াইফকে।* বলেছে এটা নাকি কোনো ছবিই হয়নি। প্রবল সমালোচনা করেছে ডোর স্কারি এবং ক্যারি গ্রান্টের।

MGM-এর পাবলিসিটি প্রধান হাওয়ার্ড স্ট্রিটকলিং আমাকে ফোন করে বললেন, 'সিডনি, তোমার জন্য দুসংবাদ আছে। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে তোমার ছবিটি যেন মুক্তি না দিই।'

ভয়ানক শকড হলাম আমি। 'মানে?'

'ডোর মিউজিক হল থেকে ছবিটি তুলে নিয়েছেন। আমরা এ ছবির কোনো পাবলিসিটি করতে পারব না। এটার অপমৃত্যু ঘটবে।'

'হাওয়ার্ড— কেন কেন এরকম করছ?'

'কারণ এ ছবিতে প্রযোজক হিসেবে ডোরের নাম গেছে। তিনি কোনো ফ্লপ ছবিতে নিজের নাম রাখতে চান না। *ড্রিম ওয়াইফ* যত দ্রুত সম্ভব মানুষের স্মৃতি থেকে তিনি মুছে ফেলতে চাইছেন।'

আমি ভয়ানক রেগে গেলাম। আমার ছবির কোনো প্রিভিউ হবে না, বুকিং হবে না, হবে না ইন্টারভিউ কিংবা বাজারজাত। জাহাজটা পাল তুলেছিল কিন্তু তার কাস্ট এবং ক্রুরা ইগোর সাগরে ডুবে মরেছে। ডোরই বলেছিলেন তাঁর নাম যেন ছবিতে প্রযোজক হিসেবে যায়। আর প্রযোজক হিসেবে নাম যাওয়ার কারণে তিনিই এখন ছবিটি ধ্বংস করছেন।

আমি জোরজাকে ফোন করে সব কথা জানিয়ে বললাম, 'এ লোকের সঙ্গে আমার আর কাজ করা সম্ভব নয়।'

'তুমি তাহলে কী করবে?'

BanglaBook.org

'আমি চাকরি ছেড়ে দেব। তোমার আপত্তি নেই তো?'

'তোমার কোনো কাজেই আমার আপত্তি নেই, ডার্লিং।'

পনেরো মিনিট পরে ডোর স্কারির অফিসে ঢুকলাম।

'আমি আর আপনার সঙ্গে কাজ করতে চাই না।'

যে মানুষটি কয়েক মাস আগে আমাকে বলেছিলেন তিনি চান না আমি অন্য কোনো স্টুডিওতে কাজ করি, সেই তিনি এখন বললেন, 'ঠিক আছে। আমি লিগাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলছি।'

পরদিন আমি MGM থেকে ফরমাল রিলিজ পেয়ে গেলাম।

নতুন চাকরি পাবার ব্যাপারে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। শত হলেও আমি একটি অস্কার পুরস্কার পেয়েছি এবং অনেক অনেক ভালো ভালো ছবির গল্প লিখেছি। নিশ্চিত ছিলাম শহরের যে-কোনো স্টুডিও আমাকে পেলে বর্তে যাবে।

কিন্তু সময়ে দেখা গেল আমার ধারণা ছিল ভুল। এলিভেটর তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

BanglaBook.org

পঁচিশ

বেভারলি ড্রাইভে একটি অফিস ভাড়া করলাম। গ্রুচো আমার কথা শুনেছে। বলল, 'এখন তুমি কী করবে, দাঁতের ডাক্তার হবে?'

আমি আমার এজেন্টকে ফোন করে বললাম এ মুহূর্তে ফ্রি আছি। আয়েশ করে বসে তার ফোনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ফোন আর এল না।

মঞ্চনাটকে একজন নাট্যকারকে বিচার করা হয় তার সেরা নাটকটি দিয়ে। তার কটা নাটক ফ্লপ গেছে তা দিয়ে কেউ তার বিচার করে না। কিন্তু হলিউডে একজন লেখককে বিচার করা হয় তার সর্বশেষ ছবি দিয়ে, এর আগে সে কতগুলো হিট ছবির কাহিনী বা চিত্রনাট্য উপহার দিয়েছে তা বিচার্য নয়। আমাকে বিচার করা হলো *ড্রিম ওয়াইফ* দিয়ে। MGM থেকে এমন একটা সময় আমি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি যখন ফিল্মের ব্যবসার পড়ন্ত দশা। ব্লক বুকিং-এর কারণে স্টুডিওগুলোর ত্রাহি অবস্থা।

ব্লক বুকিং-এর ব্যাপারটি হলো স্টুডিওগুলো প্রেক্ষাগৃহে কী ছবি চালাচ্ছে তা নিয়ে। ছবিতে যদি কোনো জনপ্রিয় তারকা থাকে, যেসব প্রেক্ষাগৃহ ওই তারকার ছবিটি চালাতে আগ্রহী, তাদেরকে ওই স্টুডিও থেকে আরও চারটে স্বল্প বাজেটের ছবি নিতে বাধ্য করা হয়। কাজেই সবসময় পাঁচটি ছবি ব্লক হয়ে থাকে। প্রদর্শকরা মামলা করলে সরকার এতে নাক গলায় এবং ব্লক বুকিং বন্ধ করে দেয়।

আরও সমস্যা ছিল। যুদ্ধের সময় লোকে বিনোদনের জন্য ছিল ক্ষুধার্ত, তারা দলে দলে ঢুকত প্রেক্ষাগৃহে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তাদের রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। টেলিভিশন এখন বিনোদনের নতুন মাধ্যম এবং এটির জনপ্রিয়তা চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আরেকটি সমস্যা বিদেশী সিনেমা থেকে আয় চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য বিশেষ অবদান রেখে চলছিল। কিন্তু বর্তমানে ইংল্যান্ড, ইটালি ও ফ্রান্স নিজেরাই তাদের ছবি নির্মাণ করছে বলে হলিউড স্টুডিওগুলোর বৈদেশিক রাজস্ব আয়ে টান পড়েছে।

আমি গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। জোরজা মাঝে সাঝে টেলিভিশন-শো করছে বটে তবে তা দিয়ে আমাদের খরচ সংকুলান হচ্ছে না। বহুদিন টাকা-পয়সা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হয়নি, কিন্তু এখন আমার একটি বউ আছে, তার ভরণপোষণ তো দিতেই হবে। হাতে কাজ নেই বলে মানসিক চাপটাও বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে কিন্তু কোনো চাকরির ব্যবস্থা করতে পারছি না।

নাটালি থাকলে বলতেন, 'হলিউড আসলে প্রতিভা যাচাই করতে জানে না।'

BanglaBook.org

ক্লার্ক গেবলকে MGM, ফক্স এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স প্রত্যাখ্যান করেছিল। ডেরিল যানুক বলেছিলেন, 'ওর কানজোড়া বড্ড বড়। ওকে দেখায় একটা বনমানুষের মতো।'

ক্যারি গ্রান্টকে বহু স্টুডিও ফিরিয়ে দিয়েছে— 'ওর ঘাড়টা বড্ড মোটা।'

ডিয়ানা ডারবিনকে MGM থেকে বের করে দিলে সে ওইদিনই ইউনিভার্সালে যোগ দেয়। জুডি গারল্যান্ডকে ইউনিভার্সাল বের করে দিলে সে MGM-এ যোগ দেয়। দুজনেরই নতুন স্টুডিওতে গিয়ে ফিরে গেছে ভাগ্য।

স্টার ট্রেক ছবিটি দেখার পরে এক নেটওয়ার্ক এক্সিকিউটিভ মন্তব্য করেছিল, 'সুচালো কানের ওই গর্দভটাকে ছবি থেকে বাদ দাও।'

হ্যারি কোহনের *হাই নুন* কেউ কিনতে চায়নি। অথচ ইউনাইটেড আর্টিস্টের তৈরি সর্বকালের সেরা সফল একটি ছবি ছিল ওটি।

প্যারামাউন্টের ওয়াই ফ্রাংক ফ্রিম্যান ভেবেছিলেন *শেন* ছবিটি ফ্লপ করবে। তিনি নানান স্টুডিওতে ছবিটি বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। কেউ কিনতে চায়নি ও ছবি। অথচ ছবিটি শেষে ক্ল্যাসিকে পরিণত হয়েছে।

অবশেষে একদিন বেজে উঠল ফোন। জুডি গারল্যান্ড।

'সিডনি, আমি *আ স্টার ইজ বর্ন* রিমেক করব। আমি চাই তুমি ছবির চিত্রনাট্য লিখে দেবে।'

আমার কলজে ধড়াশ করে লাফিয়ে উঠল তবে আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করলাম।

'বেশ তো, জুডি। তোমার কাজটা আমি করে দেব।' একটু ইতস্তত করে যোগ করলাম, 'তুমি বোধহয় জানো আমি ক্যারি গ্রান্টকে নিয়ে একটি ছবি বানিয়েছি। আমি *আ স্টার ইজ বর্ন* ছবিটিও বানাতে চাই।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়,' বলল জুডি।

উল্লসিত বোধ করলাম। *ড্রিম ওয়াইফ*-এর কষ্টটা এ থেকে ভোলা যাবে। আমার এজেন্টকে ফোন করলাম।

'জুডি গারল্যান্ড চাইছে আমি যেন *আ স্টার ইজ বর্ন* ছবির কাহিনী লিখে দিই এবং পরিচালনা করি।'

'বাহ্, বেশ ভালো খবর।'

কীভাবে চিত্রনাট্য রচনা করব ভাবতে বসলাম। *আ স্টার ইজ বর্ন* একটি ক্ল্যাসিক মুভি। কয়েক বছর আগে ছবিটি তৈরি হয়। অভিনয়ে ছিলেন ফ্রেডরিক মার্চ এবং হেডস গেনর।

BanglaBook.org

দিন দুই পরেও আমার এজেন্টের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না-পেয়ে তাকে ফোন করলাম।

'তুমি কি চুক্তিটা বাতিল করেছ?'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে এজেন্ট বলল, 'চুক্তিই হয়নি তো বাতিলের প্রশ্ন কোত্থেকে আসে? জুডির স্বামী, সিড লুফট, মস হার্টকে চিত্রনাট্য লিখতে দিয়েছেন এবং জর্জ কুকুর পরিচালনা করবেন ছবি।'

অভিনেতা কিংবা পরিচালকদের চেয়ে একটা সুবিধে ভোগ করেন লেখকরা। অভিনেতা বা পরিচালকরা যখন কাজ করতে চান, তাদেরকে কাউকে ভাড়া করতে হয়। কিন্তু একজন লেখক যে-কোনো সময় যে-কোনো জায়গায় কাজ করতে পারেন। তবে একটি শর্ত আছে লেখক বা লেখিকার ভেতরে এ আত্মবিশ্বাসটুকু অবশ্যই থাকতে হবে যে তাঁর গল্প কেউ কিনবেন। আর আমি সেই আত্মবিশ্বাসটুকুই হারিয়ে ফেলেছিলাম। হলিউডে সচল লেখক প্রচুর আছেন, কিন্তু আমি তাঁদের একজন নই। কেউ আমাকে চায় না।

জোরজা আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে 'তুমি অনেক ভালো ভালো গল্প লিখেছ, আবারও লিখতে পারবে। তুমি একজন অসাধারণ লেখক।'

কিন্তু একজনের বিশ্বাস আরেকজনের ভেতরে ঢোকানো যায় না। আমি যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলাম, লিখতে পারছিলাম না। মানসিকভাবে আমি একটি চোরাগলিতে ঢুকে পড়েছিলাম। আমি জানি না কতদিন এ অবস্থা সয়ে থাকতে পারব।

১৯৫৩ সালের ৩০ জুলাই, হলিউড রিপোর্টার এবং হলিউড ভ্যারাইটির নেতিবাচক সমালোচনার চার মাস পরে, দেশব্যাপী মুক্তি পেল *ড্রিম ওয়াইফ।* এ ছবির জন্য কোনোরকম পাবলিসিটি করা হয়নি, কোনো তারকার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়নি, ছবির জন্য বুকিংও করতে যায়নি কেউ। কিন্তু জাতীয় পত্রিকাগুলো ছবিটি সম্পর্কে এত ভালো ভালো মন্তব্য করতে লাগল যে আমি বিস্ময়ে থ মেরে গেলাম। সবাই আমার চিত্রনাট্য এবং পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করল।

ছবিটি এক্সিবিটর্স লরেল অ্যাওয়ার্ড-এর জন্য নমিনেশন পেল। কিন্তু আমার কোনো সুখবোধ হচ্ছিল না। ডোর ছবিটিকে ধ্বংস করেছেন। এ যেন লটারিতে জিতেছি কিন্তু লটারির টিকেট হারিয়ে ফেলেছি।

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল টেলিফোনের আওয়াজে। আবার কোন্ দুঃসংবাদ এল ভাবতে ভাবতে ফোন তুললাম। আমার এজেন্ট ফোন করেছে।

'সিডনি?'

'বলছি।'

'আজ সকাল দশটায় প্যারামাউন্টে, প্রডাকশন হেড ডন হার্টম্যানের সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

ঢোক গিললাম আমি। 'গুড।'

'ডন খুব পাংচুয়াল স্বভাবের মানুষ। কাজেই দেরি কোরো না।'

'দেরি? আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।'

ডন হারম্যানের ক্যারিয়ার শুরু লেখক হিসেবে। তিনি ডজনখানেক ছায়াছবির কাহিনী লিখেছেন। প্যারামাউন্টের পুরোধা ওয়াই ফ্রাংক ফ্রিম্যান দুবছর আগে ডন হার্টম্যানকে স্টুডিওর দায়িত্ব দিয়েছেন।'

BanglaBook.org

প্রতিটি স্টুডিওর নিজস্ব একটি আভা রয়েছে। প্যারামাউন্ট বিশ্বের প্রধানতম স্টুডিওগুলোর একটি। তারা *সানসেট বুলেভার্ড, গোয়িং মাই ওয়ে, ক্যালকাটার* মতো হিট ছবি উপহার দিয়েছে।

ডনের বয়স ৫২/৫৩। অমায়িক একজন মানুষ।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, সিডনি।'

আমি এখানে আসতে পেরে যে কী খুশি হয়েছি তা আর মুখে বললাম না।

'মার্টিন এবং লুইসের কোনো ছবি দেখেছ?'

'না,' তবে মার্টিন এবং লুইস সম্পর্কে জানি।

ডিনো ক্রোসেট্টি ছিল একজন বক্সার, ব্ল্যাকজ্যাক ডিলার, গায়ক এবং কৌতুকাভিনেতা। জোসেফ লেভিচ সারা দেশজুড়ে নাইট ক্লাবগুলোতে কৌতুক দেখিয়ে বেড়াত। ১৯৪৫ সালে দুজনের পরিচয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় একত্রে কাজ করবে। নিজেদের নাম বদলে রাখে মার্টিন এবং লুইস। আলাদাভাবে কেউই ভালো কিছু করতে পারছিল না। কিন্তু একত্রিত হয়ে জাদু দেখাতে শুরু করে। নিউইয়র্ক প্যারামাউন্ট থিয়েটারে তারা যখন নাটক করছিল তখন তাদের একটা নিউজরিল দেখেছিলাম। রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল ওদেরকে দেখার জন্য।

'ওদেরকে নিয়ে একটা ছবি বানাব। তুমি চিত্রনাট্য লিখবে। ছবির নাম *You're Never Too Young*। পরিচালনা করবেন নরমান টুরোগ।'

আমি *Rich, Yaung and Pretty* ছবিতে নরমানের সঙ্গে কাজ করেছি।

আবার কোনো স্টুডিওতে কাজ করব ভাবতেই ভালো লাগছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার একটা যুক্তি পাওয়া গেল— আমি যে কাজ করতে ভালোবাসি তা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছি, জোরজা বলল, 'তোমাকে একদম অন্যরকম লাগছে।'

সত্যি নিজেকে ভিন্নরকম কিছু মনে হচ্ছিল। দীর্ঘদিন বেকার থাকার হতাশা অনেক কিছু ক্ষয়ে ফেলে।

প্যারামাউন্ট স্টুডিওতে MGM-এর চেয়ে চাপ কম বলে মনে হলো।

ইউ আর নেভার টু ইয়ং এক তরুণ নাপিতের সহকারীর গল্প, যে গহনার দোকানে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বারো বছরের একটি কিশোরের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এটি ১৯৪২ সালের ছবি *দ্য মেজর অ্যান্ড দ্য মাইনর*-এর রিমেক। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন বিলি ওয়াইল্ডার, অভিনেতা জিঞ্জার রজার্স এবং রে মিলান্ড।

চিত্রনাট্য শেষ করার পরে ওটা পড়তে দিলাম শিল্পী, প্রযোজক এবং পরিচালককে।

ডিন এবং জেরিকে বললাম, 'কোনো সংলাপ যদি পছন্দ না হয় আমাকে বললেই ওটা বদলে দেব।'

BanglaBook.org

ডিন খাড়া হলো। 'খুব ভালো স্ক্রিপ্ট। আমার গলফ খেলা আছে। আমি গেলাম।' চলে গেল সে।

জেরি বলল, 'আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

দুঘণ্টা বসে জেরি আমাকে ছবির সেট, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল, কিছু দৃশ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে ইত্যাদি নানান প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

ইউ আর নেভার টু ইয়ং সমালোচক এবং দর্শক উভয়ের ভালো রায় পেল। আমার পুনরুজ্জীবিত ক্যারিয়ার নিয়ে সেলিব্রেট করার জন্য বেল এয়ারে সুইমিং পুল এবং সুন্দর বাগানঅলা একটি চমৎকার বাড়ি কিনে ফেললাম। সিদ্ধান্ত নিলাম জোরজাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব ইউরোপ-ভ্রমণে।

এলিভেটর আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে।

'মি. হার্টম্যান আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

ডনের অফিসে ঢুকলে তিনি আমাকে বললেন, 'একটা ছবি বানাব ভাবছি। কাজ করে তুমি মজাই পাবে। *দ্য লেডি ইভ দেখেছ?*'

দেখেছি। প্রেস্টন স্টুর্জাসের ছবি, অভিনয়ে বারবারা স্টানউইক এবং হেনরি ফন্ডা। এক জুয়াচোর এবং তার সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে গল্প। মেয়েটি ট্রান্সআটলান্টিক যাত্রায় এক কোটিপতিকে ধাপ্পা দিয়ে তার টাকা হাপিশ করে। তবে জটিলতার সৃষ্টি হয় যখন সে ওই লোকের প্রেমে পড়ে যায়।

'আমরা জর্জ গোবেলকে নিয়ে ছবিটি রিমেক করব,' জানালেন ডন, 'ছবির নাম হবে *The Birds and the Bees*,'

জর্জ গোবেল এক তরুণ কৌতুকাভিনেতা, টিভি থেকে উঠে এসেছে। ছবিটি পরিচালনা করবেন নরমান টুরেগ।

প্রেস্টন স্টুর্জাসের ছবির রূপান্তরিত চিত্রনাট্যের কাজ এগিয়ে চলল দ্রুত। ডেভিড নিভেন নামে এক মজার অভিনেতা করবেন পিতার চরিত্র, মেয়ে হচ্ছে মিটজি গেনর। ছবির কাজ শুরু হয়ে গেল।

শূটিং অর্ধেকটা হয়েছে, ডন তাঁর অফিসে আমাকে ডাকলেন, 'আমি *Anything Goes* কিনে নিয়েছি। তুমি এর চিত্রনাট্য লিখবে।'

এটি ব্রডওয়ে মিউজিকাল হিট। সংগীত পরিচালনা করেছেন এবং গান লিখেছেন কোল পোর্টার ও আমার সাবেক সহযোগী গাই বোল্টন। রচনা করেছেন পি.জি. ওডহাউজ।

কোল পিটারের মিউজিক-স্কোর দারুণ। কিন্তু গল্পটা আমার পছন্দ হয়নি। নাটকে ওরকম ওল্ডফ্যাশানের গল্প চললেও সিনেমার সঙ্গে তা যাবে না বলেই আমার ধারণা। ডনকে বললাম কথাটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন তিনি। 'তুমি ইচ্ছে করলে নতুন করে গল্পটা লিখতে পারো।'

আমি তা-ই করলাম। নতুন স্টোরিলাইন দেখালাম ডনকে।

BanglaBook.org

তিনি সম্মতি দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। 'চমৎকার হয়েছে। আমার কাস্টের সঙ্গে দারুণ যাবে।'

'আপনার কাস্ট কারা?'

'তোমাকে বলিনি বুঝি? বিং ক্রসবি, ডোনাল্ড ও কনর, মিটজি গেনর এবং যিযি জিন মেয়ার নামে এক অপূর্ব সুন্দরী ব্যালে ডান্সার। সে আবার আমাদের কোরিওগ্রাফার রোলান্ড পেটিটকে বিয়ে করেছে।'

বিং ক্রসবি! গোটা একটা জাতি তাঁর গান শুনে বড় হয়েছে।

বিং ক্রসবির ক্যারিয়ার শুরু একটি গানের দলের সঙ্গে। একবার বেহেড মাতাল হয়ে পড়ার কারণে তাঁকে এয়ার ব্রডকাস্ট থেকে বাদ দেয়া হয়। ওই ঘটনা যে-কোনো গায়কের ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে বিং ক্রসবি সাধারণ মানের কোনো গায়ক ছিলেন না। তাঁর অনুকরণীয় স্টাইল লোকের খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে আরেকবার সুযোগ দেয়া হয়। তিনি শীর্ষে উঠে আসেন। তাঁর গানের রেকর্ড ৪০০ মিলিয়ন কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। তিনি ১৩৮টি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

আমি বিং ক্রসবির ড্রেসিংরুমে গেলাম তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে। বিং আমুদে স্বভাবের মানুষ। ফলে দুজনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগল না।

'আমি খুশি যে আমরা একসঙ্গে কাজ করব,' বললেন তিনি। তাঁর কোনো ধারণাই নেই আমি কতটা খুশি ছিলাম। এ যেন স্বপ্নের বাস্তবায়ন। *এনিথিং গোজ*-এর শূটিং চলল কোনো বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই। রোলান্ড পেটিট বিশ্ববিখ্যাত কোরিওগ্রাফার আর যিযি জিনমেয়ার নাচেনও দারুণ। ডোনাল্ড ও কনর অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন মানুষ। ওঁকে মনে হচ্ছিল উনি যা করতে চাইবেন তা-ই পারবেন। ক্রসবির সঙ্গে তাঁর রসায়ন দারুণ মিলে গেল।

ছবি মুক্তি পাবার পরে প্রভূত প্রশংসা পেল। দর্শক তো বটেই সমালোচকদের নজরও কাড়ল *এনিথিং গোজ।*

বিং ক্রসবির চরিত্রের অন্ধকার যে একটি দিক আছে তা মানুষ জানতে পারল কয়েক বছর পরে। ওভারিয়ান ক্যান্সারে মারা যাওয়ার আগে তাঁর স্ত্রী ডিক্সি বন্ধুদেরকে বলে যান বিং ক্রসবি মোটেই তাঁকে দেখাশোনা করতেন না, বরং সবসময় অবহেলা করেছেন। ডিক্সির মৃত্যুর পরে ক্রসবি তাঁর সন্তানদের খুব কঠোর শাসন করতেন। এত শাসন সইতে না পেরে তাঁর দুই ছেলেমেয়ে লিন্ডসে এবং ডেনিস আত্মহত্যা করে।

আমি যখন *এনিথিং গোজ* নিয়ে কাজে ব্যস্ত ওই সময় জোরজা টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের ছবি *Love is a many- Splendore thing*-এ কাজ করছে। ছবির শূটিং শুরু হওয়ার কদিন পরে জোরজা আমাকে বলল, 'তোমার জন্য খবর আছে।'

'ছবির ব্যাপারে?'

'না। আমাদের ব্যাপারে। আমি মা হতে চলেছি।'

কী মধুর চারটা শব্দ!

BanglaBook.org

আমি বোকার মতো হাসতে লাগলাম, ওকে জড়িয়ে ধরলাম। পরক্ষণে ছেড়ে দিলাম। অনাগত সন্তানকে ব্যথা দিতে চাই না।

'তাহলে তোমার ছবির কী হবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। *লভ ইজ আ মেনি-স্পলেনডরড থিং*-এর কাজ তখন অর্ধেকটা হয়ে গেছে।

'আমি আজ সকালে ওদেরকে খবরটা বলেছি। বলেছে আমাকে দিয়ে শূটিং করতে ওদের অসুবিধে নেই।'

জোরজার সন্তান হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসছে, ও বাড়িতে নার্সারি বসিয়ে ফেলল। দেখা গেল জোরজা একজন অসাধারণ ডেকোরেটর। ও লরা থমাস নামে এক আফ্রিকান-আমেরিকান মেইড জোগাড় করে ফেলল। মহিলা ক্রমে হয়ে উঠল আমাদের পরিবারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

একদিন সকালে *এনিথিং গোজ*-এর রাশ দেখার পরে ডন হার্টম্যান বললেন, 'ডিন এবং জেরির জন্য আরেকটা চিত্রনাট্য লিখতে পারবে?'

'পারব,' ডিন এবং জেরির সঙ্গে কাজ করতে মজাই লেগেছে আমার।

'*Pardners* নামে একটি ওয়েস্টার্ন কিনেছি ওদের জন্য। তোমার পছন্দই হবে।'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'কিছু মনে না করলে বলি, আমি এ কাজটা একজনকে সঙ্গে নিয়ে করতে চাই।'

বিস্মিত ডন। 'কাকে সঙ্গে নিতে চাইছ?'

'জেরি ডেভিস,' জেরির হাতে এখন কাজটাজ নেই। এটা ওর জন্য বড় সুযোগ হতে পারে।

'জেরিকে চিনি আমি। ওকে নিয়ে কাজ করতে চাইলে করতে পারো।'

'ধন্যবাদ।'

খবর শুনে খুব খুশি জেরি। আর ওকে পেয়ে আমি আনন্দিত। খুব মজার মানুষ জেরি। ওকে মেয়েরা খুব পছন্দ করে। কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে গেলেও বন্ধুত্বটা বজায় থাকে।

জেরি আর আমি মিলে চিত্রনাট্যের কাজ শুরু করে দিলাম। সবকিছু মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলল। কেউ জানত না লুইস এবং মার্টিনের জুটিবদ্ধ শেষ ছবি এটাই। ওদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার নানান কারণ থাকতে পারে তবে আসল সত্যটা হলো ওদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল ব্যক্তিত্বের চরম সংঘাত। একজনের সঙ্গে অপরজনের মেজাজ একদমই যেত না। শেষে ওরা জুটি ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে *Pardners*টা একসঙ্গে করবে বলে কথা দিয়েছিল।

Pardners ওয়েস্টার্ন কমেডি, ডিন এবং জেরি এ ছবির জন্য আইডিয়াল চরিত্র। শো বিজনেসে আমার দেখা অন্যতম চমৎকার মানুষ পল জোনস ছবিটির প্রযোজক।

ছবিটির খুব ভালো রিভিউ হয়েছিল এবং বক্স অফিসে হিট করে।

BanglaBook.org

১৯৫৫ সালের ১৪ অক্টোবর পৃথিবীতে এল আমাদের মেয়ে মেরি রোয়ানে শেলডন। ১৪ অক্টোবর রাতে জোরজার প্রসববেদনা উঠল। ওর চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম বেডরুমে।

'ও আসছে,' বলল জোরজা। 'জলদি!'

জোরজার জিনিসপত্র একটা ব্যাগে গোছানোই ছিল। আমি ওকে নিয়ে সান্তা মোনিকার সেন্ট জন'স হসপিটালে ছুটলাম। কিন্তু রাস্তা চিনতাম না বলে উল্টোপাল্টা ঘুরতে লাগলাম। ওদিকে প্রসব বেদনায় অস্থির জোরজা। আর এদিকে আমি হাসপাতালের রাস্তা চিনতে পারছি না বলে ভয়ে আতঙ্কে অস্থির। যদিও হাসপাতালটা ছিল মেইন স্ট্রিট থেকে মাত্র বাইশ ব্লক দূরে।

হাসপাতালে পৌঁছার দুঘন্টা পরে জন্ম নিল মেরি।

খুব স্বাস্থ্যবতী হয়েছিল মেরি। ওর জন্মের পরে গ্রুচোকে অনুরোধ করলাম আমার মেয়ের গডফাদার হতে। গ্রুচো রাজি হওয়ায় খুব খুশি হলাম। আমার মেয়ের গডফাদার হিসেবে গ্রুচোর চেয়ে ভালো লোক কেউ হতে পারে না।

জন্মের তিনদিন পরে মেরিকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম আমরা। আমাদের মেইড লরা জোরজার কোল থেকে মেরিকে বুকে তুলে নিল।

'আমি ওকে দেখছি,' বলল সে।

তারপর থেকে সবাই বাচ্চার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। গভীর রাতে মেরি কেঁদে উঠলে জোরজা ছুটে ঘরে গিয়ে দেখতে পেত আমি মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে আছি। অথবা মেয়ের কান্না শুনে আমি ঘরে ছুটে গেলে দেখতে পাই ওর মা ওকে নিয়ে চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। মেরিকে কোলে তুলে নিলেই থেমে যেত কান্না।

জোরজাকে একদিন বললাম, 'হানি, বাচ্চাটাকে বেশি বেশি আদর দিয়ে নষ্ট করছি আমরা। ওকে অর্ধেক আদর করা উচিত।' জোরজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তুমি তোমার অর্ধেক অংশ কেটে নাও।'

আলোচনার ওখানেই অবসান।

BanglaBook.org

ছাব্বিশ

এক সোমবার সকালে আমার অ্যাসিস্টান্ট ইন্টারকমে জানাল, 'জনৈক মি. রবার্ট স্মিথ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

এ লোকের নাম জীবনেও শুনিনি। 'কী চায় সে?'

'উনি একজন লেখক। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

'ঠিক আছে। ওঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

রবার্ট স্মিথের বয়স ত্রিশের কোঠায়, ছোটখাটো গড়ন, আড়ষ্ট এবং নার্ভাস।

'আপনার জন্য কী করতে পারি, মি. স্মিথ?'

'আমি একটা আইডিয়া নিয়ে এসেছি,' জানাল সে।

হলিউডে সবাই আইডিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এবং বেশিরভাগ আইডিয়াই অতি জঘন্য। আমি আগ্রহী হওয়ার ভান করলাম। 'আচ্ছা!'

'বাস্টার ফিটনকে নিয়ে আপনারা ছবি বানাচ্ছেন না কেন?'

প্রস্তাবটি সঙ্গে সঙ্গে মনে ধরল।

বাস্টার কিটনকে বলা হয় নির্বাক চলচ্চিত্রের 'গ্রেট স্টোন ফেস'। নির্বাক ছায়াছবির অন্যতম সেরা অভিনেতা। তাঁর ট্রেড মার্ক হলো সবসময় পর্কপাই হ্যাট, চটর চটর শব্দে জুতো পায়ে হাঁটেন এবং চেহারায় সর্বদা ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি। তিনি উচ্চতায় খর্বাকৃতি, হালকা-পাতলা গড়ন, মুখখানা করুণ করে রাখেন, নিজের ছবির প্রডাকশন এবং ডিরেকশনে তিনিই সর্বেসর্বা, তাঁর সঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের তুলনা করা হত।

বাস্টার কিটন অত্যন্ত সফল একজন অভিনেতা ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর ক্যারিয়ারে নেমে আসে অশনি সংকেত। তাঁর ছবিগুলো একের-পর-এক ফ্লপ হচ্ছিল এবং একপর্যায়ে কাজ জোগাড় করাই তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। শেষে অন্য অভিনেতাদের স্টান্ট হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এ লোকের জীবনকাহিনী নিয়ে দারুণ একটি ছবি বানানো যায়, ভাবলাম আমি।

রবার্ট বলল, 'আমি এবং আপনি মিলে ছবিটি প্রযোজনা করব, লিখব চিত্রনাট্য তবে পরিচালনার দায়িত্ব আপনার।'

একটা হাত তুলে বাধা দিলাম আমি। 'এত জলদি নয়। আগে ডন হার্টম্যানের সঙ্গে একটু কথা বলি।'

সেদিন বিকেলে হার্টম্যানের কাছে গেলাম আমি।

'কী ব্যাপার?'

BanglaBook.org

'বব স্মিথ নামে এক লেখক এসেছিল আমার কাছে। তার একটি আইডিয়া আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। সে 'দ্য বাস্টার কিটন স্টোরি' নামে একটি ছবি বানানোর প্রস্তাব দিয়েছে।'

কোনোরকম দ্বিধা নেই ওপক্ষের। 'চমৎকার আইডিয়া। এমন দারুণ একটা জিনিস আরও আগে কেন কারও মনে পড়ল না।'

'বব এবং আমি ছবিটি প্রযোজনা করব, ডিরেকশনও দেব আমি।' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন হার্টম্যান, 'আমি স্বত্ব কিনে নেয়ার ব্যবস্থা করছি। বাস্টারের ভূমিকায় কাকে মানাবে বলে ভাবছ?'

'এ নিয়ে তেমন ভাবনা-চিন্তার অবকাশ পাইনি এখনও,' ডন হার্টম্যান বললেন, 'ডোনাল্ড ও'কনরকে নাও। ও খুব ভালো করবে এ চরিত্রে।'

শুনে খুশিই হলাম। 'ডোনাল্ডকে নিলে খুব ভালো হবে। আমি ওর সঙ্গে *এনিথিং গোজ*-এ কাজ করেছি। খুব ট্যালেন্ট।'

একটু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে হার্টম্যান বললেন, 'তবে ছোট একটি সমস্যা আছে। ডোনাল্ড বছরের শুরুতে আরেকটি ছবির প্রযোজককে কথা দিয়েছে। ওকে যদি আমরা পেয়ে যাই, আগামী দু মাসের মধ্যে শুরু করে দেব শূটিং।

এটি একটি বড় ধরনের সমস্যা। আমাদের স্টোরি লাইন এখনও তৈরি হয়নি। তবে ও'কনরকে আমি চাইছিলাম।

'যথাসময়ে স্ক্রিপ্ট রেডি করতে পারবে?'

'নিশ্চয়,' আত্মবিশ্বাসের সুরে কথাটা বললেও ভেতরে ভেতরে আসলে অতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম না আমি। স্ক্রিপ্ট লিখতে কতদিন লেগেছে তা জানতে দর্শকের বয়েই গেছে। তারা শুধু পর্দায় মজাটা দেখতে চায়। বব এবং আমি মিলে একটি অসম্ভব ডেডলাইন দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দিলাম কাজ। কাজ করার উপাদানের অভাব ছিল না। কারণ বাস্টারের জীবন ছিল খুবই নাটকীয়। বাস্টারের জন্ম হতদরিদ্র পরিবারে, বেশ কয়েকবার ডিভোর্সের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। মদের সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। আমি তাঁর অভিনীত *দ্য জেনারেল*, *দ্য নেভিগেটর* এবং *দ্য বোট* নামের শুরুর দিকের ক্লাসিক্যাল ছবিগুলো দেখেছি। দারুণ সব স্টান্ট দৃশ্য ছিল এসব ছবিতে, বাস্টার নিজে এসব দৃশ্যে অভিনয় করেছেন।

ডন হার্টম্যানকে ফোন করে বললাম, 'বব এবং আমি বাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ব্যবস্থা করা যাবে?'

'নিশ্চয়।'

সাক্ষাতের দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বাস্টার কিটন যেদিন আমার অফিসে ঢুকলেন, মনে হলো সরাসরি পর্দা থেকে নেমে এসেছেন। একদমই বদলাননি ভদ্রলোক। সেই আগের মতোই চেহারা করুণ করে রেখেছেন। আর এ বিমর্ষ বদন দিয়েই গোটা দুনিয়াকে হাসিয়ে মেরেছেন তিনি।

BanglaBook.org

পরিচয়পর্ব শেষে আমি বললাম, 'আমরা এ ছবিতে আপনাকে টেকনিকাল অ্যাডভাইজর হিসেবে চাই। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?'

তাঁকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি। না-হাসার সেই ঐতিহ্য ভেঙে হেসে ফেলে বললেন, 'না, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'চমৎকার। আপনার ছবিতে প্রচুর স্টান্টদৃশ্য থাকবে। আপনার জন্য একটি ট্রেলারের ব্যবস্থা করছি। শূটিং-এর সময় সেটে আপনার উপস্থিতি আমাদের একান্ত কাম্য।'

মনে হলো ওঁর চোখ ফেটে জল আসছে, কান্না গিলে ফেলার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন কিটন। তবে এ আমার স্রেফ কল্পনাও হতে পারে। 'আমি থাকব।'

'ধন্যবাদ।'

'বব এবং আমি মিলে চিত্রনাট্য লিখছি। যতটা সম্ভব বস্তুনিষ্ঠ করতে চাই চিত্রনাট্য। ছবিতে ব্যবহার করা যায় এরকম কোনো বিষয় নিয়ে আপনার কোনো পরামর্শ আছে?'

'নাহ্।'

'হয়তো আপনার জীবনে উত্তেজক কিছু ঘটেছে যা নিয়ে বলতে পারেন।'

'নাহ্।'

'আপনার বিয়ে কিংবা প্রেম-পিরিতি?'

'নাহ্।'

বাস্টার কিটন চলে যাওয়ার পরে ববকে বললাম, 'একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ডোনাল্ড ও'কনরকে পেতে চাইলে দু মাসের মধ্যে শূটিং শুরু করতে হবে।'

আমার দিকে তাকাল বব। 'তুমি ঠাট্টা করছ।'

'আমি এত সিরিয়াস কখনও ছিলাম না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বব। 'দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি আমরা চিত্রনাট্য শেষ করতে পারি।'

বব এবং আমি মিলে বাস্টার কিটনের পুরনো ছবিগুলো দেখলাম। ছবির স্টান্টগুলো সত্যি অবিশ্বাস্য। যেগুলো আমার ছবিতে ব্যবহার করব, সেগুলো নির্বাচন করলাম। স্টান্টগুলো কীভাবে চিত্রায়িত হয়েছে কিটন আমাকে তা বলে দেবেন।

ডোনাল্ড ও'কনর এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। 'দারুণ একটা পার্ট এটা,' বললেন তিনি। 'বাস্টার কিটন আমার একজন আইডল।'

'আমারও।'

'দ্য গ্রেট স্টোন ফেস। দারুণ একটা ছবি হবে এটা।'

তবে একটা সমস্যা ছিল। চিত্রনাট্য লেখার জন্য আমাদের আরও সময়ের দরকার ছিল। কিন্তু হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল না। শূটিং-এর ক্ষণ এগিয়ে আসছিল দ্রুত তাই দিন-রাত কাজ করছিলাম আমরা।

অবশেষে প্রডাকশন্সের কাজ শুরুর দিন চলে এল।

BanglaBook.org

বাস্টার কিটনের চরিত্রচিত্রণের প্রতি যতটা সম্ভব বিশ্বস্ত থাকা যায়, ছিলাম আমরা। তবে নাটকীয়তা তৈরির জন্য কিছু স্বাধীনতাও নিয়েছিলাম। বাস্টারকে চিত্রনাট্য দেখালাম। ওঁর পড়া শেষ হবার পরে জানতে চাইলাম, 'কোনো সমস্যা আছে?'

'নাহ্।'

সেট ফেলা হলো। শুরু হয়ে গেল শূটিং।

তরতর করে এগিয়ে চলছিল শূটিং। চমৎকার কাস্টিং। ডোনাল্ড ছাড়াও আমাদের ছবিতে কাজ করছিলেন পিটার লোরি, রোন্ডা ফ্লেমিং, অ্যান ব্লাইদ, জ্যাকি বুগান এবং রিচার্ড অ্যান্ডারসন।

একটি দৃশ্যে একজন বৃদ্ধ পরিচালকের আবির্ভাব হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই চরিত্রে কাউকে তখনও কাস্ট করা হয়নি। আমার সহকারী পরিচালক বলল, 'ওই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বুড়ো মানুষটাকে নেবেন?'

'কোনো বুড়ো মানুষ?' জানতে চাইলাম আমি।

'মি. ডেমিল।'

সেসিল বি. ডেমিল নিঃসন্দেহে হলিউডের সর্বকালের সেরা পরিচালকদের একজন। তাঁর বিখ্যাত ছবির মধ্যে রয়েছে *স্যামসন অ্যান্ড ডিলায়লা, দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ* এবং *দ্য টেন কমান্ডমেন্টস।*

সেসিল বি. ডেমিল এক কিংবদন্তির নাম। তাঁর সম্পর্কে নানান গল্প প্রচলিত ছিল বলিউডে। তাঁকে সবাই চিনত নির্দয় এবং কঠোর এক মানুষ হিসেবে। অভিনেতাদেরকে তিনি আতঙ্কিত করে তুলতেন।

একবার তিনি তাঁর একটি মহাকাব্যিক ছবির শূটিং করছেন, সেটে উঁচু এক পাটাতনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডেমিল। নিচে দাঁড়ানো শতাধিক এক্সট্রা শিল্পীদেরকে ব্যাখ্যা করছিলেন দৃশ্যটা কীভাবে চিত্রায়িত করবেন। হঠাৎ চোখে পড়ল দুই তরুণী এক্সট্রা নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল। বক্তৃতা বন্ধ হয়ে গেল ডেমিলের।

'অ্যাই যে তোমরা দুজন,' হাঁক ছাড়লেন ডেমিল। 'উঠে দাঁড়াও।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, তোমরা। এদিকে আসো।'

ভয়ে ভয়ে সামনে পা বাড়াল দুই তরুণী।

'এখন,' গর্জন ছাড়লেন ডেমিল, 'তোমরা বলো আমার কথা শোনার চেয়েও এমন কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে দুজনে গল্প করছিলে। তোমাদের গল্পের বিষয় সকলের শোনা উচিত।'

মেয়েদুটি খুবই বিব্রত এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

'মি. ডেমিল— আমরা কোনো গল্প করছিলাম না।'

'অবশ্যই করছিলে। আমি চাই সবাই শুনুক তোমরা কী নিয়ে কথা বলছিলে।'

একটি মেয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'ঠিক আছে। আমরা কী নিয়ে কথা

BanglaBook.org

বলছিলাম বলি। আমরা বলছিলাম বুড়ো হারামজাদাটা কখন লাঞ্চ-বিরতি দেবে।'

গোটা সেটে ভয়াবহ নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ডেমিল অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। তারপর বললেন, 'লাঞ্চ বিরতি দেয়া হলো।'

'তুমি একটা পাগল,' ডেমিল কখনোই এ চরিত্রে অভিনয় করবেন না। মাত্র চার লাইন সংলাপ।'

'আমি কি ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলব?'

'বলতে পারো,' জানতাম ডেমিল রাজি হবেন না।

সেদিন বিকেলে সহকারী পরিচালক আমাকে এসে বলল, 'দৃশ্যটার শূটিং কাল করব। উনি আসবেন বলেছেন।'

আমি মহাবিস্মিত,' উনি এ চরিত্রে কাজ করবেন বলেছেন!'

'হ্যাঁ।'

'আমি সেসিল বি. ডেমিলকে নির্দেশনা দেব?'

'হ্যাঁ।'

পরদিন ডোনাল্ড এবং অ্যান ব্লাইদকে নিয়ে একটি মাস্টার শট দিচ্ছিলাম। শট শেষ করে একটি ক্লোজ অ্যাঙ্গেলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমার সহকারী পরিচালক হাজির হলো।

'মি. ডেমিল আসছেন। স্টেজের ওধারে চলুন। ওখানে ওঁর দৃশ্যটা শূট করব।'

'এখন পারব না,' বললাম আমি। 'আগে ক্লোজ আপের দৃশ্যটা শেষ করি।'

আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল সহকারী পরিচালক। আবার পুনরাবৃত্তি করল কথাটা।

ওর কথার গুরুত্বটা বুঝতে পারলাম আমি। 'উই আর মুভিং,' হাঁক ছাড়লাম।

কয়েক মিনিট পরে সেটে ঢুকলেন সেসিল বি. ডেমিল। আমার কাছে এসে বাড়িয়ে দিলেন হাত।

'আমি সেসিল ডেমিল।'

আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক লম্বা চওড়া এবং ক্যারিশম্যাটিক তিনি।

'আমি সিডনি শেলডন।'

'আপনি যদি একটু বলে দিতেন কী করতে হবে—'

'জি, স্যার। ব্যাপারটা হলো—'

'জানি আমি,' বললেন তিনি। 'আমি সংলাপ মুখস্থ করে এসেছি।'

'গুড।'

দৃশ্য সেট করে বললাম। 'অলরাইট, ক্যামেরা... অ্যাকশন।'

শেষ হলো দৃশ্যগ্রহণ। কিন্তু মনে হলো দৃশ্যটি আরও ভালোভাবে নেয়া যেত। কিন্তু সেসিল বি. ডেমিলকে আপনি কী করে বলবেন দৃশ্যটি আপনার মনঃপূত হয়নি?

আমার দিকে ঘুরলেন তিনি। 'দৃশ্যটি কি আরেকবার করে দেখাব?'

BanglaBook.org

কৃতজ্ঞচিত্রে মাথা দোলালাম। 'করতে পারলে খুব ভালো হয়।'

'তাহলে জ্যাকেট খুলে ফেলি?'

'বেশ।'

'আর চেহারায় আরেকটু কাঠিন্য নিয়ে আসি?'

'তাহলে তো দারুণ হয়।'

আবার শট নিলাম। এবারের দৃশ্যটি মনঃপূত হলো আমার। তবে একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি কি সেসিল বি. ডেমিলকে নির্দেশনা দিয়েছি নাকি উনি আমাকে দিয়েছেন?

বাস্টার কিটন তাঁর নির্বাক ছবিতে যেসব স্টান্ট দৃশ্য করেছিলেন তা এককথায় অপূর্ব। একটি দৃশ্য তো আমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল। দৃশ্যটি এরকম : বাস্টার কাঠের একটি বেড়ার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছেন, পেছনে তাঁকে ধাওয়া করেছে পুলিশ। বেড়ার সামনে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল স্কার্ট পরা গাট্টাগোট্টা এক মহিলা। বাস্টার মহিলার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন, দেখেন পুলিশ তাঁর কাছাকাছি চলে এসেছে, তিনি মহিলার দুপায়ের ফাঁকের মাঝ দিয়ে বেড়া লক্ষ্য করে ঝাঁপ দেন। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে সরে যায়। দেখা যায় কাঠের বেড়াটি নিরেট এবং কিটন অদৃশ্য।

দারুণ একটা দৃশ্য। 'আপনি ওটা করলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করলাম বাস্টার কিটনকে।

হাসলেন বাস্টার। 'আপনাকে দেখাচ্ছি কীভাবে করলাম।'

মহিলার ঠিক পেছনে, বেড়ার তিনটে তক্তা আলগা ভাবে লাগানো ছিল। বাস্টার মহিলার কাছে পৌঁছামাত্র দুই ক্রু বেড়ার তক্তাগুলো টান মেরে পেছন দিকে সরিয়ে নিল, তবে দর্শক ফাঁকটা দেখতে পায়নি মহিলার স্কার্ট দিয়ে বেড়া ঢাকা ছিল বলে। বাস্টার মহিলার স্কার্টের নিচ দিয়ে যখন লাফ মেরেছেন ততক্ষণে বেড়ার তক্তা তিনটে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং যে ফাঁকটা তৈরি হয়েছে, তার মাঝ দিয়ে গলে গেছেন বাস্টার। আর তিনি বেড়ার ওপাশে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুরা আলগা তক্তাগুলো আবার ছেড়ে দিয়েছে। ওগুলো আগের জায়গায় লেগে গেছে। মহিলা সরে গেছে, দর্শক দেখতে পেয়েছে নিরেট কাঠের বেড়া এবং অদৃশ্য বাস্টার। এক সেকেন্ডের মধ্যে পুরো ব্যাপারটি ঘটানো হয়েছে এবং কাজটি করা হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে।

ডোনাল্ডও দৃশ্যটি করলেন খুব সুন্দরভাবে।

ছবির কাজ শেষ হওয়ার পরে বাস্টার বললেন, 'আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

'কেন?'

'কারণ আমি এখন একটি বাড়ি কিনতে পেরেছি।'

দ্য বাস্টার কিটন স্টোরি প্যারামাউন্টের সঙ্গে আমার চুক্তিবদ্ধ করা শেষ ছবি। তবে ওরা আমার এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছিল যাতে ওদের আরেকটি ছবি আমি করে দিই।

BanglaBook.org

*দ্য বাস্টার কিটন স্টোরি*তে অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হলেন ডোনাল্ড ও'কনর, অ্যান ব্লাইদ, পিটার লোরিসহ অন্যান্যরা। তবে চিত্রনাট্য পছন্দ হলো না সমালোচকদের। বললেন বাস্টারের দৈনন্দিন জীবনকে আরও বেশি অনুসরণ করা উচিত ছিল।

তাঁরা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। আমরা চিত্রনাট্য লিখতে বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিলাম। তবে ছবিটির শুরুর দিকের ব্যবসা ভালোই ছিল। কারণ বাস্টার কিটনের প্রতি মানুষের একটা আগ্রহ ছিল। কিন্তু দুর্বল চিত্রনাট্যের বিষয়টি লোকের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করলে এ ছবি বক্স-অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে।

আমার এজেন্ট ফোন করে বলল, 'আমি ডন হার্টম্যানের সঙ্গে কথা বলেছি। স্টুডিও তোমার চুক্তি নবায়ন করতে আগ্রহী নয়।'

২৭ এপ্রিল আমার নাটক। *এলিস ইন আর্মস* ভিয়েনায় দেখানো হবে বলে *ডেইলি ভ্যারাইটি* পত্রিকা খবর ছেপেছিল। আমি জোরজাকে নিয়ে এপ্রিলে ইউরোপ-ভ্রমণে যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্তও করে ফেলেছিলাম। কিন্তু *দ্য বাস্টার কিটন স্টোরি* ফ্লপ খাওয়ায় ইউরোপ-ভ্রমণের রিজার্ভেশন বাতিল করতে হলো।

হপ্তায় একদিন আমার এজেন্টকে ফোন করে খবর নিতাম, 'ওখানকার কী অবস্থা?'

'ভালো খবর নেই,' জবাব দিত এজেন্ট। 'তোমার জন্য কোনো কাজ জোগাড় করতে পারছি না, সিডনি।'

মিথ্যা কথা। কাজ সবসময়ই আছে। তবে আমার জন্য নেই। *ড্রিম ওয়াইফ*-এর মতো এবারে একই দশা হলো আমার। *দ্য বাস্টার কিটন স্টোরি*র ব্যর্থতা দিয়ে আমাকে যাচাই করতে লাগল সকলে। আমার ভেতরে সেই প্রবল হতাশাবোধ ফিরে এল আবার— আমি আর কোনোদিন কাজ করতে পারব না। আমি যতবার বেকার হয়ে পড়েছি, বন্ধুরা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তবে গ্রুচো সবসময় আমার সঙ্গে থেকেছে, হাসির গল্প বলে, ঠাট্টা-তামাশা করে আমার মন ভালো করে দেয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি কাজ পেয়ে যাওয়ার ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। হপ্তা পেরিয়ে মাস গেল, কোনো ফোন এল না। এদিকে বিশ্রীরকম অর্থকষ্টে পড়ে গেলাম।

আমি বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পছন্দ করতাম। তবে নিজের জন্য যতটা নয়, পরের সাহায্যে অর্থখরচ করতে ভালো লাগত বেশি। ফলে কখনও টাকা জমাতে পারিনি।

বেল এয়ারের বাড়িটি ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ দেয়া ছিল। মালি, পুলম্যান এবং লরার বেতন দেয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। আমাদের আর্থিক অবস্থা দিনদিন খারাপ হচ্ছিল।

জোরজা শঙ্কিত হয়ে উঠছিল, 'আমরা এখন কী করব?'

'খরচ কমাতে হবে,' বললাম আমি। গভীর একটা দম নিয়ে যোগ করলাম, 'লরাকে ছেড়ে দিতে হবে। মেইড রাখার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

BanglaBook.org

'কিন্তু আমি ওকে চলে যেতে বলতে পারব না,' বলল জোরজা।

'তুমি বলো।'

লরা মেইড হিসেবে ছিল অতুলনীয়। খুব হাসিখুশি। কোনো কাজে 'না' নেই। মেরিকে খুব ভালবাসত ও, মেরিও পছন্দ করত ওকে।

লরাকে ডেকে পাঠালাম লাইব্রেরিতে। 'লরা, তোমার জন্য একটা দুসংবাদ আছে।'

আমার দিকে চমকে তাকাল লরা। 'কী হয়েছে? কেউ কি অসুস্থ?'

'না, না আমরা সবাই ঠিক আছি। ইয়ে মানে... তোমাকে আমাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে।'

'মানে?'

'মানে হলো তোমাকে আমরা আর রাখতে পারছি না, লরা।'

ভয়ানক মর্মাহত হলো লরা। 'আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

'এক অর্থে তাই। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

মাথা নাড়ল লরা। 'আপনারা এভাবে আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন না।'

'তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার বেতন দেয়ার ক্ষমতা নেই আমার এবং—'

'আমি কোথাও যাব না।'

'লরা—'

'আমি থাকছি,' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লরা।

সামাজিক দাওয়াতে যাওয়া, পার্টি দেয়া ইত্যাদি একদম বন্ধ করে দিলাম। বাইরেও খুব কম বের হই। অনেক ভালো ভালো নাটক হচ্ছে কিন্তু পয়সার অভাবে ওইসব নাটক দেখতে যেতে পারি না আমরা। একদিন টাকা-পয়সার সমস্যা নিয়ে আমি আর জোরজা কথা বলছি, আড়াল থেকে শুনে ফেলল লরা।

সে এসে বলল, 'এটা রাখুন,' আমাকে কুড়ি ডলার দিল সে।

'না, না। টাকা লাগবে না,' বললাম আমি।

'পরে শোধ করে দেবেন।'

আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল। লরা সারাদিন পরিশ্রম করে, একটা টাকাও বেতন দিতে পারি না ওকে, অথচ ও-ই কিনা আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে।

একদিন এমন অবস্থা হলো বাড়ির ব্যাংক লোন শোধ করার টাকা দিতে পারলাম না।

'আমরা বাড়িটি হারিয়েছি,' বললাম জোরজাকে।

জোরজা আমার বেদনাটুকু উপলব্ধি করতে পারছিল। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। আমরা একদিন এ বিপদ সামলে উঠব। তুমি অতীতে হিট নাটক আর সিনেমার গল্প লিখেছ। আবার লিখতে পারবে।'

'আমি আর পারব না,' বললাম আমি।

মনে পড়ল ডেনভারের ম্যারিয়ন স্ট্রিটের যে-বাড়িটি আমরা প্রথম ভাড়া নিয়েছিলাম তখন স্বপ্ন দেখেছিলাম এ বাড়িতে আমি বিয়ে করব, আমার সন্তান-সন্ত

BanglaBook.org

তিরা এখানেই বেড়ে উঠবে, তারপর থেকে এ পর্যন্ত আমি তেরোটি বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং হোটেল বদলেছি।

পরের হপ্তায় সুইমিংপুল এবং মনোরম বাগানঅলা বাড়িটির মায়া ত্যাগ করে ভাড়া-করা একটি অ্যাপার্টমেন্টে উঠে গেলাম আমরা। আমি অটোর মতো জীবনযাপন করছিলাম। একটি রোলার কোস্টারে উঠে পড়েছি যেটি আমাকে সমৃদ্ধি থেকে দারিদ্র্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। এ এমন এক বৃত্ত যার শেষ নেই। আবার আত্মহত্যার প্রবণতা জাগল মনে। আমি মারা গেলে লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসির টাকা দিয়ে চলতে পারবে জোরজা এবং মেরি এবং এখনকার চেয়ে অনেক ভালো থাকবে। আত্মহত্যার প্রবণতাটা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

জানতাম যে-জীবন উপভোগ করেছি তা আর কোনোদিন ভোগ করতে পারব না। আর কোনোদিন ইউরোপ-ভ্রমণে যেতে পারব না, পার্টির আয়োজন করতে পারব না, আমার জীবনে আর সাফল্য এসে ধরা দেবে না। ভাবছিলাম সাফল্যের স্বাদ ভোগ করে ওটাকে খোয়ানোর চেয়ে কোনোদিন সফল না হলেই বরং ভালো ছিল কিনা। তাহলে আর এতকিছু মিস করতে হত না। গভীর হতাশা আমাকে গ্রাস করছিল। এ হতাশা থেকে মুক্তির পথ হিসেবে শুধু আত্মহননকেই শ্রেয়তর মনে হচ্ছিল।

আমি এমন এক দুঃস্বপ্নের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম যার কোনো অবসান নেই বলে মনে হচ্ছিল। আমি কি আত্মহত্যার ব্যাপারে সত্যি সিরিয়াস?

ব্যর্থতার বদলে আমার সকল সাফল্য নিয়ে চিন্তা করতে চেয়েও কোনো লাভ হলো না। আমার মস্তিষ্ক তা চিন্তা করতেই দিল না। নিজের আবেগ কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না।

তবে আত্মহত্যা নিয়ে যতই চিন্তা করি না কেন একই সঙ্গে এও বুঝতে পারছিলাম জোরজা এবং মেরীকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। *কিছু একটা সৃষ্টি করতে হবে আমাকে,* সিদ্ধান্ত নিলাম। মোশন পিকচার স্টুডিও আমাকে চায় না বটে তবে টিভিতে চেষ্টা করতে দোষ কী?

টিভিতে আমার প্রিয় শো ছিল *আই লাভ লুসি।* লুসিল বল এবং তাঁর প্রযোজক স্বামী ডেসি আরনাজ মিলে এ জনপ্রিয় কমেডি শোটি বানিয়েছিলেন। প্রতি হপ্তায় শোটি দেখাত টিভিতে। হয়তো ওরকম কিছু একটা লিখতে পারলে ডেসি আগ্রহ বোধ করবেন। একটা গল্প চিন্তা করলাম আমি, টাইটেলও ঠিক করে ফেললাম—*অ্যাডভেঞ্চার অব আ মডেল।* এক সুন্দরী মডেলকে নিয়ে রোমান্টিক কমেডি।

পাইলট স্ক্রিপ্ট লিখতে সাতদিন সময় লাগল। ডেসি আরনাজের সঙ্গে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলাম।

'ইটস নাইস টু মিট ইউ,' বললেন তিনি। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

'একটা পাইলটের জন্য গল্প চিন্তা করেছি, মি. আরনাজ,' স্ক্রিপ্টটি তাঁর হাতে দিলাম।

BanglaBook.org

টাইটেল দেখে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর। *অ্যাডভেঞ্চার্স অব আ মডেল!* বাহ্, চমৎকার!'

খাড়া হলাম আমি, 'সময় পেয়ে লেখাটা পড়ে দেখবেন। ফলাফল জানালে খুব খুশি হব।'

'না, না, বসুন,' বললেন তিনি। 'আমি এখুনি পড়ছি।'

উনি পড়ছেন, আমি তাঁর চেহারা লক্ষ করছি। পড়ার সময় হাসছিলেন তিনি। *শুভ লক্ষণ,* ভাবলাম আমি। নিশ্বাস চেপে রাখলাম।

তিনি শেষ পৃষ্ঠাটি পড়ার পরে মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। 'ভালো লেগেছে আমার। আমরা এটা করব।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে হলো মাথার ওপর থেকে আড়াই মণি একটা বস্তা সরে গেল।

'সত্যি করবেন?'

'এটা সুপারহিট হবে। এরকম জিনিস টিভিতে কখনও হয়নি। এ সিজনেই দেখানোর চেষ্টা করব,' বললেন তিনি। 'সিবিএস-এর একটা স্লট খালি আছে। দেখি ওখানে চালানো যায় কিনা।'

BanglaBook.org

সাতাশ

বাড়ি ফেরার জন্য গাড়ির দরকার ছিল না আমার। হাওয়ায় ভাসছিলাম আমি। দোরগোড়ায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল জোরজা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'সুখবর?'

'দারুণ খবর আছে। ডেসি আরনাজ *অ্যাডভেঞ্চার অব আ মডেল* বানাবেন বলেছেন।'

আমাকে আলিঙ্গন করল জোরজা, 'দারুণ।'

'টিভিতে একটি শো হিট করার মানে জানো তোঁ? বছরের-পর-বছর ধরে ওটা বলবে।'

'ওরা চূড়ান্ত খবর কবে জানাবে?'

'দু একদিনের মধ্যে।'

দুদিন পরে ফোন করলেন ডেসি। 'আমরা ঢুকতে পেরেছি। সিবিএস ওদের শেষ স্লটটা আমাদেরকে দিয়েছে।'

'আজ রাতে ফুর্তি করব আমরা,' বললাম জোরজা।

সব কথা শুনছিল লরা, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার হাতে ২০ ডলার গুঁজে দিয়ে বলল, 'যান, কোথাও থেকে ফুর্তি করে আসুন।'

'না, না। টাকা লাগবে না। তুমি এর আগেও টাকা—'

'রাখুন তো।'

ওকে জড়িয়ে ধরলাম, 'ধন্যবাদ।'

'জানতাম আপনি আবার লিখতে পারবেন।'

জোরজাকে নিয়ে একটি ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে গেলাম। চমৎকার একটি ডিনার করলাম দুজনে মিলে।

'আমার এখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস হচ্ছে না,' বললাম আমি। 'আমরা সিবিএস-এ ঢুকেছি। আমি শোটি প্রযোজনা করব এবং চিত্রনাট্য লিখব।'

বাড়ি ফেরার পথে জোরজা বলল, 'তোমাকে নিয়ে আমার খুব গর্ব হচ্ছে, হানি। কত কষ্ট করেছ তুমি। এখন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন সকালে ফোন করলেন ডেসি। 'একটু অফিসে আসতে পারবেন?'

মৃদু হাসলাম আমি। 'নিশ্চয়,' ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ওখানে।

BanglaBook.org

'বসুন,' বললেন ডেসি।

বসলাম, 'কবে শুরু করছি কাজ?'

আমাকে একটু দেখে নিয়ে ডেসি বললেন, 'সিডনি, সিবিএস একটা শো বাদ দিয়ে দিয়েছিল। ওটা আমরা পেয়েছিলাম। ওরা *দ্য ডিক ভ্যান ডাইক শো* বাতিল করে ওখানে আমাদেরকে ঢুকিয়েছিল। *দ্য ডিক ভ্যান ডাইক শো*সহ সিবিএস-এর কয়েকটি শো চালায় ড্যানি টমাস। সে সিবিএস-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তার শো আরেকবার চালানোর অনুমতি আদায় করে নিয়েছে। আমাদের দেয়া টাইম-স্লটে শো আবার চলবে। আমরা আউট।'

আমি বজ্রাহত হয়ে বসে রইলাম। কথা বলতেও ভুলে গেছি।

'আমি দুঃখিত,' বললেন ডেসি। 'দেখা যাক পরের সিজনে কিছু করা যায় কিনা।'

আমার সামনে সেই একই রাস্তা খোলা রইল   হয় ছেড়ে দাও নয়তো চেষ্টা করো।

আরেকটা নতুন কিছু লিখতে হবে আমাকে। আমি আমার স্টাডিরুমে বসে সাতদিন ধরে একের-পর-এক গল্প নিয়ে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে একটা প্লট এল মাথায়। এটাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। ব্রডওয়েতে জিপসিদের নিয়ে এখনতক কেউ কোনো নাটক বানায়নি। আমি যে গল্পটি চিন্তা করেছি তার টাইটেল দেব *কিং অব নিউইয়র্ক।* এক জিপসি-পরিবারকে নিয়ে গল্প। তাদের পরিবারের সুন্দরী মেয়েটি এক অ-জিপসির প্রেমে পড়ে এবং এভাবে এগিয়ে যেতে থাকে গল্প।

তবে জিপসিদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি। কাজেই এদের ব্যাপারে গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু এদেরকে কোথায় পাই? থানায় ফোন করে একজন গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বললাম।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি দুএকজন জিপসির ইন্টারভ্যু করতে চাই। এদেরকে কোথায় পাব বলতে পারবেন?'

হেসে উঠল ডিটেকটিভ। 'আমরা তো ওদেরকে প্রায়ই লকআপে পুরে রাখি। তবে এ মুহূর্তে ওদের সবাই ছাড়া পেয়ে চলে গেছে। আপনাকে এক জিপসির ঠিকানা অবশ্য দিতে পারি। নিজেকে সে 'দ্য কিং' বলে পরিচয় দেয়।'

'ওতেও চলবে।'

এ লোকের আসল নাম অ্যাডামস। গোয়েন্দা জানাল কোথায় পাব তাকে। অ্যাডামসকে ফোন করে নিজের পরিচয় দিলাম, তাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসতে বললাম। লোকটা বেশ লম্বা, স্থূলকায়, লম্বা চুল, জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'আপনি আমাকে জিপসিদের বিভিন্ন প্রথার গল্প শোনাবেন,' বললাম আমি। 'আপনাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি।'

BanglaBook.org

সে বসে রইল চুপচাপ।

'এজন্য আপনাকে পারিশ্রমিক দেব আমি,' বললাম আমি। 'আপনার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো পেয়ে গেলে এজন্য আপনি পাবেন'— একটু ইতস্তত করলাম— 'একশো ডলার।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জিপসির। 'বেশ। টাকাটা তাহলে এখুনি দিয়ে দিন এবং—'

আমি জানতাম টাকা দিলে এর টিকিটিরও আর দেখা মিলবে না। 'না, হপ্তায় একদিন এখানে আসতে হবে আপনাকে। আপনার সঙ্গে কথা বলব আমি। কথা শেষ করে ঘণ্টা হিসেবে পরে টাকা দেব।'

কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'ঠিক হ্যায়।'

'এখন, শুরু করুন।'

কথা বলতে লাগল জিপসি, আমি নোট নিতে থাকলাম। জিপসিদের প্রথা, তারা কীভাবে নির্বাহ করে জীবনযাত্রা, কী পরে, কীভাবে কথা বলে এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ইত্যাদি সবকিছুই লিখে নিলাম খাতায়। তিন হপ্তা শেষে, জিপসিদের সম্পর্কে যা জানার প্রয়োজন সব জেনে ফেললাম আমি এবং জিপসিদের নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করে দিলাম। কাজ শেষ হলে জোরজাকে দেখালাম।

'খুব ভালো হয়েছে,' পড়ার পরে মন্তব্য করল জোরজা। 'কাকে স্ক্রিপ্ট দিচ্ছ?'

আমি নাটকের পরিচালকের নামও মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছি। *গাওয়ার চ্যাম্পিয়ন।* তিনি ব্রডওয়েতে একটি মাত্র নাটক প্রয়োজনা করেছেন *বাই বাই ব্রাইড।* প্রথম নাটকেই হিট।

গাওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চললাম। তিনি MGM-এর একজন সংগীত তারকা, ব্রডওয়েতে গিয়ে নাটক বানিয়ে পরিচালক হিসেবে পেয়েছেন সাফল্য।

'আমি একটি নাটক লিখেছি। আপনি যদি একটু কষ্ট করে পড়তেন,' বললাম আমি তাঁকে।

'আচ্ছা। আমি আজ রাতে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। স্ক্রিপ্টটা দিন। প্লেনে বসে পড়ব।'

'ধন্যবাদ।'

বাড়ি ফেরার পরে জোরজা জানতে চাইল, 'উনি কী বললেন?'

'পড়বেন বলেছেন। তবে সমস্যা হলো, শুনেছি ওঁর নাকি আরও অনেক কাজ জমা পড়ে আছে। ওঁর হয়তো অনেক সময় লাগবে লেখাটা পড়তে।'

পরদিন সকালে আমাকে ফোন করলেন গাওয়ার চ্যাম্পিয়ন। 'সিডনি, আপনার লেখাটা পড়লাম। চমৎকার। আমি এটা দিয়ে দারুণ একটা মিউজিকাল বানাব। এরকম জিনিস ব্রডওয়েতে কেউ কোনোদিন দেখেনি। আমি চার্লস স্ট্রাউস এবং লি অ্যাডামসকে দিয়ে সংগীত পরিচালনা করাব।

ওঁরা *বাই বাই ব্রাইড*-এর মিউজিকাল স্কোর করেছেন।

BanglaBook.org

যে-কোনো কারণেই হোক খুব একটা উত্তেজিত বোধ করলাম না। কারণ একটার পর একটা ধাক্কা খেতে খেতে বেশিকিছু আশা করতে এখন ভয় লাগে। তবু গলায় উৎসাহ ফোটালাম, 'দ্যাটস গ্রেট, গাওয়ার।'

ফোন রেখে দিয়ে ভাবলাম সেইসব স্বপ্ন নিয়ে যেগুলো কোনোদিন পূরণ হয়নি।

গাওয়ারের ফোনের অপেক্ষায় রইলাম। পাঁচদিন পরে ফোন করলেন তিনি। তাকে খুব ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছিল।

'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না। স্ট্রাউস এবং অ্যাডামসকে বলেছিলাম এ নাটকটির জন্য ওদেরকে দরকার। কিন্তু ওরা অনেক বেশি টাকা চাইছে। অকৃতজ্ঞ বেজন্মা কোথাকার। বলে দিয়েছি ওদেরকে অত টাকা দিতে পারব না।'

'তাহলে কে—?'

'আমি নাটকটা করব না।'

এক বছর পরে কে যেন ব্রডওয়েতে *Bojour* নামে একটি নাটক নামাল। নিউইয়র্কে বসবাসকারী জিপসিদের নিয়ে গল্প।

মাঝে মাঝে যখন আমার মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে থাকার কথা সে-সময় উল্লাস বোধ করি। ড. মার্মার এ রোগের নাম বলেছিলেন ম্যানিক ডিপ্রেশন। আমার আজ আবার খুশি খুশি লাগছিল। মনে হচ্ছিল সুখকর কিছু একটা ঘটবে।

একটি ফোনকল নিয়ে এল সুখের বার্তা।

'সিডনি শেলডনকে চাইছি, প্লিজ।'

'বলছি।'

'আমি রবার্ট ফ্রায়ার।' ব্রডওয়ের অত্যন্ত নামী একজন প্রযোজক।

'বলুন, মি. ফ্রায়ার।'

'ডরোথি এবং হার্বার্ট ফিল্ডস আপনার কাছে আমাকে ফোন করতে বলেছে। ওরা *রেডহেড* নামে আমার জন্য একটি মিউজিকাল লিখছে। ওরা জানতে চেয়েছে আপনি ওদের সঙ্গে এতে কাজ করতে আগ্রহী কিনা। আপনি কি আগ্রহী?'

ডরোথি এবং হার্বার্ট ফিল্ডসের সঙ্গে আবার কাজ করতে আমি কি আগ্রহী?

আমি গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম। 'হ্যাঁ, আমি কাজ করতে আগ্রহী।'

'চমৎকার। আপনি কত তাড়াতাড়ি নিউইয়র্কে আসতে পারবেন? আমরা যতদ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করতে চাই।'

দুই হপ্তা পরে জোরজা, আমি এবং মেরি ম্যানহাটানের একটি ভাড়াবাড়িতে উঠে গেলাম। তবে দুঃখের ব্যাপার হলো লরা আমাদের সঙ্গে আসতে পারল না। ওর বাকি বকেয়া যা ছিল সব আমি মিটিয়ে দিয়েছি। সেসঙ্গে বড় অঙ্কের একটি বোনাস। বিদায়বেলায় বেদনাবিধুর একটি পরিবেশের সৃষ্টি হলো।

BanglaBook.org

'আমার পরিবারকে ফেলে রেখে অতদূরে আমি যেতে পারব না, মি. শেলডন। তবে আপনাদেরকে আমি খুব মিস করব এবং আপনাদের জন্য দোয়া করব।'

এ-ই হলো লরা।

রবার্ট ফ্রায়ারের বয়স মধ্য-চল্লিশ, সুদর্শন, দামি পোশাক গায়ে, নাটকের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একজন ভদ্রলোক। ফোর্টি ফিফ্‌থ স্ট্রিটে, তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করলাম আমরা।

'*রেডহেড* দারুণ একটি শো হতে চলেছে,' উৎসাহ ভরা কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন এজন্য আমি আনন্দিত।'

'আমিও। নাটকের কথা বলুন।'

'ডরোথি গান লিখেছে। আলবার্ট হেগ পরিচালনা করছেন সংগীত। আপনি এবং হার্বার্ট মিলে রচনা করবেন চিত্রনাট্য। ঘটনাস্থল লন্ডন। আমাদের নায়িকা, এক তরুণী, মোমের মূর্তি বানায়। মূর্তিগুলো একটি মোমের জাদুঘরের চেম্বার অব হররস-এ প্রদর্শন করা হয়। কোনো ক্লু না রেখে জেল থেকে পালিয়ে যায় এক সিরিয়াল কিলার। সে যখন তার শেষ ভিক্টিমকে খুন করে, আমাদের হিরোইন তাকে দেখে ফেলে এবং লোকটার একটি মোমের মূর্তি বানায়। সিরিয়াল কিলার মেয়েটিকে খুন করতে চায়। রহস্য রোমাঞ্চ এবং নাচ-গান নিয়ে একটি জমজমাট নাটক।'

'বাহ্, শুনে তো দারুণ মনে হচ্ছে।'

ডরোথির সঙ্গে ওর বাড়িতে দেখা হলো।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরে ডরোথি বলল, 'এসো, কাজে নেমে পড়ি।'

ডরোথি এবং হার্বার্ট স্বপ্ন রচনা করে। *অ্যানি গেট ইয়ের গান*-এর পরে ওদের সঙ্গে আমার আর কাজ করা হয়নি। ফলে আবার ওদের সঙ্গে কাজ করতে ভালোই লাগছিল।

ফিল্ড দম্পতি আমার সঙ্গে সুরকার আলবার্ট হেগের পরিচয় করিয়ে দিল। ইনি আধডজন ব্রডওয়ে শো করেছেন। একজন প্রতিভাবান মিউজিশিয়ান।

পরে হেগ টিভি-সিরিজ *ফেম*-এর দৌলতে মি. বেনজামিন সরফস্কি নামে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন।

চিত্রনাট্য রচনার কাজ মসৃণগতিতে এগিয়ে চলল। হার্বার্ট এবং ডরোথি পেশাদার লেখক। অফিসের কাজের সময়টুকু অর্থাৎ সকাল নটা থেকে ছটা পর্যন্ত ওরা কাজ করে। তারপর ছুটি। মনে পড়ল সেইসব দিনের কথা যখন ব্রডওয়েতে আমার একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল এবং আমি ও বেন রবার্টস পাগলের মতো সারাদিন-রাত কাজ করতাম। কখন ভোর হত টেরও পেতাম না।

মেরির জন্য একজন নার্স রেখে দিলাম। যখন কাজ থাকে না, আমি এবং জোরজা নিউইয়র্ক শহরে ঘুরে বেড়াই। আমরা সিনেমায় যাই, জাদুঘর দেখি, মাঝে মাঝে রেস্টুরেন্টে খাই। জোরজাকে প্রথমেই সার্দিতে নিয়ে গেলাম। ভিনসেন্ট সার্দি

BanglaBook.org

এখনও ওখানে আছেন। আগের মতোই আন্তরিক। আমাদের ডিনারটি হলো চমৎকার, কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে পেলাম শ্যাম্পেনের বোতল।

হার্বার্ট এবং আমি গল্পের প্রথম ড্রাফট শেষ করলাম। ওদিকে ডরোথি এবং আলবার্ট মিউজিক করছে।

কাজ শেষ হওয়ার পরে সবাই রবার্ট ফ্রায়ারের অফিসে জড়ো হলাম গল্প এবং মিউজিক স্কোর নিয়ে।

'চমৎকার,' বললেন ফ্রায়ার। 'যেমনটি আশা করেছিলাম সবই পেয়েছি। এখন কাস্টিং-এর প্রশ্ন। কে হবে নায়িকা?'

নায়িকা চরিত্রে আমাদের দরকার ছিল একজন আকর্ষণীয়া, সহানুভূতিশীল অভিনেত্রী যিনি চমৎকার গাইতে পারেন এবং কমেডি চরিত্রে খুব ভালো অভিনয় করতে পারেন। তবে এরকম একজন নায়িকা খুঁজে পাওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। আমরা অনেকগুলো নায়িকার একটি তালিকা দেখে অবশেষে একজনকে পছন্দ করলাম। তাঁর নাম বিআ লিলি, উনি একজন ইংরেজ মঞ্চাভিনেত্রী, খুব ভালো কমেডি করেন, গাইতে পারেন চমৎকার এবং নাচতেও জানেন দারুণ।

'এ চরিত্রে উনিই সবচেয়ে মানানসই হবেন। আমি ওঁকে চিত্রনাট্য এবং মিউজিকাল স্কোর পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বললেন ফ্রায়ার। 'এখন সবাই প্রার্থনা করো।'

পাঁচদিন পরে, ফ্রায়ারের অফিসে আবার আমাদের মিটিং বসল। ফ্রায়ার মিটিমিটি হাসছিলেন। 'বিআ লিলির স্ক্রিপ্ট পছন্দ হয়েছে। উনি অভিনয় করবেন বলে জানিয়েছেন।'

'বাহ্ চমৎকার।'

'এখন আমাদের একজন কোরিওগ্রাফার দরকার। তাহলেই কাজে নেমে পড়তে পারি।'

বিআ লিলি চাইছেন তার বয়ফ্রেন্ড নাটকটির নির্দেশনা দেবেন। কাজেই বিআ লিলি বাদ।

নায়িকা হিসেবে আর কাকে নেয়া যায়, আবার তালিকায় চোখ বুলাতে লাগলাম।

'এক মিনিট,' বলল ডরোথি। 'গুয়েন ভারডনকে নিলে কেমন হয়?'

এ নামটি শুনে সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'এর কথা আগে চিন্তা করিনি কেন আমরা? শি ইজ পারফেক্ট। ও সুন্দরী, ট্যালেন্টেড মিউজিকাল স্টার— মাথার চুলও লাল। আজ বিকেলেই ওকে গিয়ে পার্টটার কথা বলে আসব।'

এবারে দুদিন অপেক্ষা করতে হলো।

'ও করবে বলেছে,' জানালেন রবার্ট ফ্রায়ার। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'তবে একটা সমস্যা আছে।'

আমরা সবাই তাঁর দিকে তাকালাম। 'কী সমস্যা?'

BanglaBook.org

'ওর বয়ফ্রেন্ডকে দিয়ে শো পরিচালনা করাতে চায়।'

'ওর বয়ফ্রেন্ডটি কে?'

'বব ফোসি।'

বব ফোসি একজন প্রতিভাবান কোরিওগ্রাফার। অল্প কিছুদিন আগে *দ্য পাজামা গেম* এবং *ড্যাম ইয়াংকিস* নামে দুটো হিট নাটকের কোরিওগ্রাফ করেছে।

'সে কখনও নাটক পরিচালনা করেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না। তবে খুব ট্যালেন্টড। তোমাদের কারও আপত্তি না থাকলে আমি ওকে একটা সুযোগ দিতে চাই।'

আমি বললাম, 'আমি গুয়েন ভারডনকে হারাতে চাই না।'

ডরোথি বলল, 'ওকে হারাতে হবে না।' তাকাল রবার্ট ফ্রায়ারের দিকে। 'চলো, বব ফোসির সঙ্গে কথা বলি।'

বব ফোসির বয়স ৩০/৩২, ছোটখাটো গড়নের এ মানুষটি একসময়ে বেশ কয়েকটি হলিউডি ছবিতে অভিনয় করেছে এবং নৃত্যশিল্পী ছিল। পরে সে নৃত্য-পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ওর নাচের স্টাইলটি বেশ অন্যরকম। সে সবসময় হ্যাট এবং মোজা পরে নাচে। এটা তার ট্রেডমার্ক বা বিশেষজ্ঞ। আসলে হ্যাট পরে মাথার টাক ঢেকে রাখার জন্য। লোকে বলে, হাতের গড়ন সুন্দর নয় বলে মোজা পরে হাত ঢেকে রাখে বব ফোসি।

ব্রডওয়ের এক মহড়াকক্ষে আমরা মিলিত হলাম। শো কীভাবে উপস্থাপন করতে হয় তা জানে বব ফোসি। তার মাথায় আইডিয়ার অভাব নেই, মিটিং শেষ করার পরে আমরা সবাই বেশ উল্লসিত বব ফোসি আমাদের সঙ্গে কাজ করছে ভেবে। সে নৃত্য-পরিচালনা এবং নাটক-নির্দেশনা দুটোই করবে।

আমরা রিচার্ড কাইলি এবং লিওনার্ড স্টোনকে কাস্ট করলাম। শুরু হলো মহড়া।

একই সঙ্গে ঝামেলাও।

সকল দক্ষ কোরিওগ্রাফারের মতো বব ফোসিও কর্তৃত্বপরায়ণ। শো'র বিষয়ে রয়েছে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। কাহিনী রচনা শেষ, সেট তৈরি হয়ে গেছে, কস্টিউমের অর্ডার চলে গেছে, কিন্তু একটি জিনিসও পছন্দ হচ্ছে না বব ফোসির। সে একগুঁয়ে এবং জেদি, আমাদের সবাইকে নার্ভাস করে ফেলল। তবু তাকে সহ্য করে যাচ্ছিলাম একটিমাত্র কারণে সে একজন জিনিয়াস, তার কোরিওগ্রাফি একটি লোককে উজ্জীবিত করে তুলতে যথেষ্ট। ফোসি যখন নতুন করে কাহিনী লিখতে চাইল, আপত্তি জানালাম আমি। আমাকে সমর্থন করল হার্বার্ট। ডেভিড শা নামে আরেকজন নতুন লেখক আমদানি করা হলো।

মহড়া চমৎকার চলছিল। গুয়েন খুব ভালো অভিনেত্রী। নৃত্যদৃশ্যগুলো দেখার মতো, গল্পটা যেন একটা স্বপ্ন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলাম কখন কী অঘটন ঘটে যায় সে আশঙ্কায়।

BanglaBook.org

উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে নিউইয়র্ক থেকে এলেন নাটালি এবং মার্টি, রিচার্ড উড়ে এল তাঁর বউ জোনকে সঙ্গে নিয়ে। দর্শক সারিতে, জোরজা এবং আমার সঙ্গে বসলেন সকলে। এবারে নাটকটি কাউকে হতাশ করল না।

১৯৫৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের ৪৬ স্ট্রিট থিয়েটারে শো হলো। সমালোচকরা নাটকটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গুয়েনের প্রশংসা করলেন তাঁরা, বললেন খুব ভালো হয়েছে নাচ এবং গান এবং দারুণ গতিতে এগিয়েছে গল্প।

রেডহেড সে-বছর সাতটি টনি অ্যাওয়ার্ড নমিনেশন পেল এবং জিতে নিল পাঁচটি। বলাবাহুল্য খুশিতে আমরা আকাশে উড়ছিলাম।

এর তিন মাস পরে গুয়েন ভারডন এবং বব ফোসি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলো।

আমার এলিভেটর আবার ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। সিদ্ধান্ত নিলাম হলিউডে ফিরে যাব। কবে স্টুডিও আমাকে ভাড়া করবে, অতদিন অপেক্ষায় বসে থাকতে পারব না। আমি এমন একটি নাটক লিখব যা স্টুডিওগুলো কিনে নেয়ার জন্য একপায়ে খাড়া হয়ে থাকবে।

ব্রডওয়ের জন্য হিট নাটক লেখা সহজ। আমার সবসময়ই extrasensory perception-এর প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। তবে এ-বিষয় নিয়ে যেসব ছবি এবং নাটক হয়েছে সবই ছিল গুরুগম্ভীর। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এক সুন্দরী তরুণী সাইকিককে নিয়ে একটি রোমান্টিক কমেডি লিখব। নাটকটি লিখেও ফেললাম। নাম দিলাম *রোমান ক্যান্ডল*। আমার এজেন্ট নাটকটির পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন স্টুডিও এবং ব্রডওয়ের প্রযোজকদের কাছে পাঠিয়ে দিল। তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সাড়া পেয়ে আমি তো রীতিমতো হতবাক। চারজন ব্রডওয়ে প্রডিউসার জানাল তারা নাটকটি বানাতে আগ্রহী।

ব্রডওয়ের শীর্ষস্থানীয় পরিচালক মোস হার্ট নাটকটি পরিচালনার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। মোস হার্ট ব্রডওয়ের সুপারহিট মিউজিকাল *মাই ফেয়ার লেডি*'র পরিচালক। তিনি যে প্রযোজকের সঙ্গে কাজ করেন, হারম্যান মেলভিন, তাঁকে বললেন *রোমান ক্যান্ডল* প্রযোজনা করার জন্য স্যাম স্পিগেলও এ নাটকটি প্রযোজনা করতে আগ্রহী।

আমার এজেন্টের নাম অড্রে উড। ছোটখাটো গড়নের এই মহিলা অফুরন্ত শক্তির আধার। সে ব্রডওয়ের অন্যতম খ্যাতিমান এজেন্ট। সে তার স্বামী বিল লিবলিং-এর সঙ্গে একত্রে কাজ করে। দুজনে মিলে অসাধারণ কয়েকজন নাট্যকারকে উপহার দিয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন টেনেসি উইলিয়ামস এবং উইলিয়াম ইংগি।

অড্রে বলল, 'এটা দারুণ একটা নাটক হবে। স্যাম স্পিগেল আবারও ফোন করেছেন। তিনি চুক্তি করার জন্য প্রস্তুত। তিনি মোস হার্টের বন্ধু। মোস স্যামের অনুরোধে নাটকটির নির্দেশনা দিতে রাজি হয়েছেন।'

শুনে রোমাঞ্চিত আমি। এরচেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

BanglaBook.org

অদ্রে আবার দেখা করল আমার সঙ্গে। 'তোমার জন্য আরও খবর আছে। উইলিয়াম উইলার তোমার নাটক পড়েছেন। এটিকে দিয়ে তিনি ছবি বানাতে চান।'

উইলিয়াম উইলার হলিউডের শীর্ষস্থানীয় পরিচালক। তাঁর নির্মিত ক্ল্যাসিক ছায়াছবির মধ্যে রয়েছে *মিসেস মিনিভার, বেনহার, দ্য বেস্ট ইয়ার্স অভ আওয়ার লাইভস* এবং *রোমান হলিডে*। তিনি মিরিশ কোম্পানির সঙ্গে কাজ করেন। ওরাই ছবিটি বানাবে। ওরা ব্রডওয়ের নাটকেও টাকা খাটাতে চাইছে। আমাকে এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে   স্যাম স্পিগেল এবং মোস হার্ট অথবা উইলিয়াম উইলার এবং মিরিশ কোম্পানি।

'মোস যেহেতু নাটকটা বানতে চাইছেন,' আমি বললাম অদ্রেকে, 'সেক্ষেত্রে আমরা স্যাম স্পিগেলকে নাটকটি প্রযোজনা করতে দিই না কেন? পরিচালনা করবেন মোস হার্ট নিজেই। আর ছবিটি বানাবেন উইলিয়াম উইলার এবং মিরিশ কোম্পানি।'

মাথা নাড়ল অদ্রে, 'স্যাম ছবি বানানোর স্বত্বাধিকার না পেলে নাটকটি করবেন কিনা এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।'

'তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করো,' বললাম আমি।

পরদিন অদ্রে বলল, 'আমার অনুমানই ঠিক। স্পিগেল ছবির স্বত্বাধিকারও চাইছেন। তবে আমার হাতে একজন প্রযোজক আছেন, এ নাটকের জন্য তিনি মানানসই। মাত্রই একটা হিট নাটক *ক্যান্ডিড* উপহার দিয়েছেন ভদ্রমহিলা। নাম ইথেল লিভার রেইনার।'

ইথেল লিভার রেইনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, মাথার চুল ধূসর বর্ণ, খুব আগ্রাসী স্বভাবের। 'আপনার নাটক আমার পছন্দ হয়েছে,' বললেন তিনি, 'এটা দারুণ হিট করবে।'

কানে এসেছিল অ্যালান লার্নার এবং ফ্রেডরিক লোয়ি নাকি এক সাইকিককে নিয়ে ব্রডওয়ের জন্য নাটক লিখেছে। ওটা মঞ্চস্থ হওয়ার কথাও ছিল। তবে *রোমান ক্যান্ডেল*-এর জন্য ওই নাটকটির প্রযোজনা আপাতত পিছিয়ে গেছে। সিনেমা কিংবা টিভিতে কোনো ছবি হিট করলে ওই আদলে আরও ছবি বানানো হয়, তবে নাটকে এরকম কিছু করা হয় না। ব্রডওয়েতে অরিজিনালিটিই হলো আসল জিনিস। আমি সাইকিকদের নিয়ে নাটক লিখেছি জেনে ওরা দুজন তাদের প্রজেক্ট স্থগিত করেছে। ওরা অপেক্ষা করছে দেখার জন্য *রোমান ক্যান্ডেল* কতটুকু সাড়া জাগাতে পারে।

MGM-এ কাজ করার সময় অ্যালানের সঙ্গে আমার পরিচয়। সে এবং ফ্রেডেরিক লোয়ি খুবই প্রতিভাবান।

আমার ভেবে কষ্টই লাগল যে, ওরা ওদের সময় এবং প্রতিভা ব্যয় করছে এমন একটি নাটকের পেছনে যা কোনোদিন মঞ্চস্থ হবে না।

সবাই বলাবলি করছে আমাদের নাটক সুপারহিট হবে। মোস হার্ট-এর মতো মানুষ *রোমান ক্যান্ডল* পরিচালনা করছেন। এটি হিট না হয়ে পারেই না। আমি

BanglaBook.org

অদ্রেকে বললাম, 'তুমি মোসকে কি ফোন করে বলবে আমরা শীঘ্রি কাজ শুরু করতে চাই?'

'নিশ্চয়,' বলল সে। 'যত তাড়াতাড়ি নাটকটির কাজ শুরু করতে পারব ততই মঙ্গল।'

পরদিন অদ্রে উড এবং ইথেল লিন্ডার রাইনারের সঙ্গে আমার মিটিং।

'মোস টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন,' বলল অদ্রে। জোরে জোরে পড়তে লাগল :

'প্রিয় অদ্রে, তোমার আলটিমেটাম পেয়েছি, তবে এ মুহূর্তে আমি *অ্যাক্ট ওয়ান* নামে একটি আত্মজীবনী রচনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। কাজ শেষ হতে ছমাস লাগবে। তারপর সিডনি'র নাটকে হাত দিতে পারব।'

অদ্রে আমার দিকে মুখ তুলে চাইল। 'আমাদেরকে আরেকজন পরিচালক খুঁজে বের করতে হবে।'

ভাবছিলাম বলি মোস হার্টের চেয়ে ভালো কোনো পরিচালক ব্রডওয়েতে নেই। নাটক তাড়াহুড়ো করে শুরু করার কোনো দরকার নেই। ওর জন্য আমরা অপেক্ষা করব। কিন্তু তর্ক করা আমার নীতিবিরুদ্ধ। ছেলেবেলা থেকে অটো আর নাটালির ঝগড়া শুনতে শুনতে কথা-কাটাকাটির প্রতি আমার একটা ভয় ধরে গেছে। তাই মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'তোমরা যা ভালো মনে করো, করো।'

ওটা ছিল আমার জীবনের অন্যতম বড় ভুল। দেখা গেল কাব্য, সংগীত বা নাটকের বিষয়ে ইথেল লিন্ডার রাইনারের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। ব্রডওয়ে কিংবা হলিউড কোনো বিষয়েই তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি উইলিয়াম উইলারের সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় ইথেল বললেন, 'আপনার *সানসেট বুলেভার্ড* ছবিটি বেশ ভালো লেগেছে আমার।' অথচ ছবিটির পরিচালক বিলি ওয়াইল্ডার।

নাটকের জন্য কাস্টিং বাছাই শুরু হলো। ইথেল পছন্দ করলেন ইঙ্গার স্টিভেনস, রবার্ট স্টার্লিং এবং জুলিয়া মিডকে। ইঙ্গার এক সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী, কয়েকটি টিভি সিরিজ করেছে। ছবির পরিচালক হিসেবে তিনি বাছাই করলেন ডেভিড প্রেসম্যানকে। এর পরিচালনার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী পছন্দ করার অধিকার আমি রাখলেও বিতর্কের ভয়ে ওতে আর জড়ালাম না। ইঙ্গার স্টিভেনস এবং রবার্ট স্টার্লিং নিউইয়র্কে উড়ে গেল। শুরু হলো মহড়া।

রোমান ক্যান্ডল-এর চিত্ররূপ পরিচালনা করছিলেন উইলিয়াম উইলার। তিনি একদিন আমাকে বললেন, 'সিডনি, একটা সমস্যা হয়েছে।'

বুক ভরে দম নিলাম। 'কী সমস্যা?'

'অদ্রে হেপবার্ন এবং শার্লি ম্যাকলিন তোমার নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়েছেন। দুজনেই ছবিতে অভিনয় করতে চাইছেন।'

'উইলি— এরকম সমস্যা থাকবেই!'

BanglaBook.org

গল্প এক অপূর্ব সুন্দরী সাইকিককে নিয়ে। সে নিউইয়র্কে বেড়াতে আসে, কারণ যাকে সে বিয়ে করবে তার ছবি দেখেছে *টাইম* সাময়িকীর প্রচ্ছদে। লোকটি একজন বিজ্ঞানী। তার সঙ্গে এক সিনেটরের মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা। এরপর থেকে জটিলতার দিকে মোড় নেয় কাহিনী। একজন সাইকিকের সঙ্গে বিজ্ঞানীর রোমান্টিক সম্পর্কটাকে আবার মেনে নিতে চায় না সেনাবাহিনী।

মহড়া চলল ভালোই। নাটক প্রদর্শিত হলো এবং প্রশংসাও পেল অঢেল। আমরা যতগুলো প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি প্রদর্শন করলাম, দর্শক খুব মজা করে দেখল।

অদ্রে মন্তব্য করল, 'এ নাটক আমরা চালিয়ে যাব অনন্তকাল।'

আমার খুশি আর ধরে না। যে শহরেই নাটক দেখাচ্ছি, অকুণ্ঠ প্রশংসা পাচ্ছি। আমি নাটকটিকে আরও ধারাল করে তোলার জন্য কাজ করে গেলাম। এবারে নিউইয়র্কে নিয়ে যাব নাটক। সবাই নাটকটির ব্যাপারে আশাবাদী। অবশ্য এর কারণও ছিল। আমরা এমন একটি নাটক বানিয়েছি যা দর্শকগ্রাহ্য হয়েছে।

ম্যানহাটানের কোট থিয়েটার বেছে নেয়া হলো নাটক প্রদর্শনের জন্য। এখানে নিউইয়র্কের কাগজগুলো ইতিমধ্যে আমাদের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি ছেপে দিয়েছে, নানান লেখা ছাপিয়েছে তাদেরকে নিয়ে। এখানেও যে নাটকটি দারুণ হিট করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হলিউড এবং ব্রডওয়ে থেকে আমার বন্ধুবান্ধবরা অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতে লাগল, টেলিগ্রাম পেলাম আমার পরিবারের কাছ থেকে। আমরা তো মহাউত্তেজিত। নাটক নিয়ে রীতিমতো বাজি ধরতে লাগলাম।

'এ নাটক টানা দুবছর চলবে,' বললেন প্রযোজক।

অদ্রে বলল, 'রোড শো করলে তিন/চার বছরও চালানো যাবে।'

সবাই তাকাল আমার দিকে। আমি বললাম, 'আমি এ নাটক নিয়ে কোনো বাজি ধরতে চাই না।'

প্রদর্শনীর রাতটিতে ভালোই দর্শক-সমাগম হলো। কিন্তু পরদিন পত্রিকাগুলো আমাদেরকে ধুয়ে ফেলল।

নিউইয়র্ক টাইমস লিখল '...ছয়দিনের বাইসাইকেল রেসের চেয়েও কম গতিসম্পন্ন।'

ভ্যারাইটি : 'চরিত্রগুলো অবিশ্বাস্যরকম বর্ণহীন।'

নিউইয়র্ক হেলাল্ড *রোমান ক্যান্ডল* ইজ আ মাইল্ড, মডেস্ট, স্টাবর্ন, লিটল শো।

নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ *রোমান ক্যান্ডল*-এর প্লট মন্দ নয়, তবে সর্বদা গতিশীল ছিল না।

BanglaBook.org

পাঁচ রাত প্রদর্শনী শেষে বন্ধ হয়ে গেল *রোমান ক্যান্ডল*।

আমাদের নাটক বন্ধ হওয়ার পরে লার্নার এবং লোয়ি সাইকিক নিয়ে তাদের শো'র প্রোডাকশনে গেল। নাম দিল : *অন আ ক্লিয়ার ডে ইউ ক্যান সি ফরএভার।*

দারুণ হিট করল ছবি।

হলিউড থেকে আমার এজেন্ট ফোন করল, 'আয়াম সরি ফর দা প্লে।'

'সো অ্যাম আই।'

'তোমার জন্য খারাপ খবর আছে। উইলিয়াম উইলার ছবিটি আর পরিচালনা করছেন না।'

BanglaBook.org

আটাশ

আমাদের বাড়ির কাছের একটি খাদে হঠাৎ একদিন আগুন ধরে গেল। খাদ থেকে যদি ছড়িয়ে পড়ে আগুন, ডজনখানেক বাড়ি নিমিষে পুড়ে ছাই হবে।

এক ফায়ার মার্শাল হাজির হলো আমাদের বাড়িতে। 'আগুন দ্রুত ছড়াচ্ছে। বাড়ি খালি করুন।'

জোরজা একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দ্রুত জড়ো করল। আমি আমাদের পাঁচ বছরের মেয়ে মেরিকে নিয়ে দ্রুত গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে এলাম। সঙ্গে কী কী নেব চিন্তা করছিলাম। ডেন-এ আমার পাওয়া কিছু পুরস্কার ছিল, ছিল এক তাক বোঝাই কিছু প্রথম সংস্করণ হওয়া বই, গবেষণামূলক কাগজপত্র, স্পোর্টের জামাকাপড় এবং আমার প্রিয় গলফ ক্লাব। তবে এরচেয়েও জরুরি কিছু জিনিস নেয়ার ছিল।

ঘরে ঢুকলাম ছুটতে ছুটতে, কতগুলো কলম আর আধডজন হলুদ প্যাড নিয়ে নিলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল হয়তো হোটেলে কিছুদিন থাকতে হবে এবং আমার লেখালেখিতে বিরতি দেয়া যাবে না। শুধু এগুলোই নিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

'আমি রেডি।'

তবে সৌভাগ্যবশত দমকল বাহিনী আগুন নিভিয়ে ফেলল। আমাদের বাড়ির কোনো ক্ষতি হলো না।

টেলিফোনে পরিচিত কণ্ঠ। 'সমালোচকরা আসলে পাগল। আমি *রোমান ক্যান্ডল*-এর চিত্রনাট্য পড়েছি। ভালোও লেগেছে।' ডন হার্টম্যান।

'ধন্যবাদ, ডন।'

'আমার কাছে একটা প্রজেক্ট আছে। তোমার ভালোই লাগবে। নাম *এলি ইন আ নাইটস ওঅর্ক।* ডিন মার্টিন এবং শার্লি ম্যাকলিন এতে অভিনয় করবেন। প্রযোজক হ্যাল ওয়ালিস। ছবির চিত্রনাট্যও মন্দ নয়, তবে আমাদের তারকাদের জন্য নতুন করে ওটা লিখতে হবে। আর লিখবে তুমি।'

'ডিনের সঙ্গে কাজ করতে আমার আপত্তি নেই।'

'চমৎকার। কত শীঘ্রি শুরু করতে পারবে?'

'এক্ষুনি নিশ্চয় নয়, ডন। অন্তত পনেরো মিনিট সময় তো দিতে হবে।'

হেসে উঠলেন তিনি. 'তোমার এজেন্টের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব।'

BanglaBook.org

প্যারামাউন্টে ফিরে আসতে পেরে ভাল লাগছে। কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার এ স্টুডিওর সঙ্গে। ওখানে এখনও কত পরিচিত মুখ রয়েছে— প্রযোজক, পরিচালক, লেখক, সেক্রেটারি। মনে হতে লাগল যেন ফিরে এসেছি নিজের বাড়ি।

হ্যাল ওয়ালিসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার। তার সঙ্গে সামাজিক দু-একটা অনুষ্ঠানে এর আগে দেখা হয়েছে। তবে কখনও একত্রে কাজ করা হয়নি। তিনি কয়েকটি ছবি প্রযোজনা করেছেন যেগুলো ব্যবসাসফলও হয়েছে। এসব ছবির মধ্যে রয়েছে *লিটল সিজার, দ্য রেইন মেকার, আই য়্যাম আ ফিউজিটিভ ফ্রম আ চেইন গ্যাং এবং দ্য রোজ ট্যাটু*, তাঁর বয়স সত্তর, কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি কর্মঠ।

আমাকে তাঁর অফিসে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছাড়লেন হ্যাল ওয়ালিস। 'আমি আপনাকেই চেয়েছি কারণ আমার ধারণা এটি আপনার ঘরানার ছবি।'

'আমি এ ছবিতে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি।'

ছবি নিয়ে দুজনে নানান আলোচনা চলল। ছবিটি নিয়ে কী ভাবছেন জানালেন ওয়ালিস। চলে আসার সময় বললেন, 'বাই দা ওয়ে, আমি *রোমান ক্যান্ডল*-এর স্ক্রিপ্ট পড়েছি। চমৎকার নাটক।'

'ধন্যবাদ।'

এখন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়।

এডমুণ্ড বেলোয়েন এবং মরিস রিচলিন *অল ইন আ নাইট'স ওঅর্ক*-এর চিত্রনাট্য করেছেন। খুব ভালো চিত্রনাট্য। তবে ঠিকই বলেছেন ডন। ডিন এবং শার্লির জন্য নতুন করে লিখতে হবে স্ক্রিপ্ট। গল্পের দুটি চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা, আর অ্যাডাপটেশনটাও ছিল সহজ। আমি লেখা শুরু করে দিলাম।

একদিন সন্ধ্যায় স্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরেছি, জোরজা ফুলের মস্ত এক তোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। খুশিতে জ্বলজ্বলে চেহারা।

'হ্যাপি ফাদার'স ডে।'

আমি বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকালাম। 'আজ তো—' পরমুহূর্তে বুঝে ফেললাম ও কী বলতে চাইছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

'ছেলে চাই না মেয়ে?' জিজ্ঞেস করল জোরজা।

'দুটোই।'

'দুটো তো বলবেই। তোমাকে তো আর কষ্ট করতে হবে না।' আমি ওকে বুকে চেপে ধরলাম। 'ছেলে হোক বা মেয়ে, কিস্যু আসে যায় না, ডার্লিং। শুধু দোয়া করো ও যেন মেরির মতো সুস্থ-সবল হয়।'

মেরির বয়স তখন পাঁচ। ও একজন ভাই কিংবা বোনকে কি মেনে নিতে পারবে? 'কথাটা তুমি মেরিকে বলবে নাকি আমি?'

BanglaBook.org

'আমি বলেও দিয়েছি।'

'ওর প্রতিক্রিয়া কী?'

'বলল ও খুব খুশি। তারপর দেখলাম ও আমাদের ঘর থেকে ওর নিজের ঘর এবং নার্সারি রুমের দূরত্ব মেপে দেখছে।'

হেসে উঠলাম আমি। 'ও বড়বোনের ভূমিকাটা বেশ উপভোগ করবে।'

'বাচ্চার নাম রাখবে কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'মেয়ে হলে নাম রাখব আলেকজান্দ্রা।'

'সুন্দর নাম। তবে ছেলে হলে নাম রেখো আলেকজান্ডার। এর অর্থ হলো মানবসভ্যতার রক্ষাকর্তা।'

হাসল জোরজা। 'চমৎকার অর্থ।'

সেদিন সারারাত আমরা আমাদের অনাগত সন্তান আর মেরিকে নিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। না-ঘুমানোর কারণে পরদিন সকালে ক্লান্তি লাগলেও নিজেকে খুব সুখি মনে হচ্ছিল। দারুণ সুখি।

অল ইন আ নাইট'স ওঅর্ক-এর চিত্রনাট্য রচনার কাজ দ্রুত এগোচ্ছিল। হ্যাল ওয়ালিসের সঙ্গে মাঝে মাঝেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসি এবং তাঁর মন্তব্য আমার কাজেও লাগে। সেট তৈরি হচ্ছিল, ছবি পরিচালনার জন্য জোসেফ অ্যান্টলি নামে একজন পরিচালককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

কাস্টিং-এ যোগ হয়েছে আরও দুটি নাম—চার্লস রাগলস এবং ক্লিফ রবার্টসন। ডিনের সঙ্গে আগে কাজ করলেও শার্লি ম্যাকলিনের সাথে পূর্ব-পরিচয় ছিল না। শুধু জানতাম উনি অত্যন্ত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাঁর সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হলো, মনে হলো অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর একজন মানুষ।

'সিডনি শেলডন।'

আমাকে ভালো করে লক্ষ করলেন তিনি। 'শার্লি ম্যাকলিন। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখি হলাম, সিডনি।' যেন আমরা জন্মজন্মান্তরের পরিচিত।

ডিন আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার সঙ্গে তো আমার কখনোই পরিচয় হয়নি।'

'কখনও নয়।'

ডিন একদম বদলায়নি। আগের মতোই রিল্যাক্সড, সহজবোধ্য একজন মানুষ। তারকাখ্যাতি তাকে একটুও স্পর্শ করতে পারেনি।

মার্টিন এবং লুইসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পরে জেরি গোটা চল্লিশেক ছবি বানিয়েছেন। ডিনও ছবি বানাতে শুরু করে এবং টিভি-শো করতে থাকে। টিভি-শো

BanglaBook.org

খুব হিট করে।

টেলিভিশন ডিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে একদম মানিয়ে গেছে। টিভি বলেছে ডিনকে কখনও মহড়া দিতে হয় না। সে শো-রুমে প্রবেশ করে, শো করে এবং 'গুডনাইট' বলে চলে যায়। শোগুলো দারুণ সফল।

অল ইন আ নাইট'স ওঅর্ক-এর কাজ শেষ হওয়ার কিছুদিন পরে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো জোরজা। এবারে আর গতবারের মতো ভুল করলাম না। আমি এবারে রেডি ছিলাম। হাসপাতালে আগেই নিয়ে গেলাম জোরজাকে। এখন শুধু ওর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষা— ছেলে নাকি মেয়ে? হলেই হলো একটা, কিছু আসে যায় না।

আমাদের ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডা. ব্লেক ওয়াটসনও হাজির। রাত একটায় পৃথিবীতে এল আলেকজান্ড্রা। আমি ডেলিভারি রুমের বাইরে অপেক্ষা করছি, ড. ওয়াটসন এবং নার্সরা ব্যস্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে এলেন। ড. ওয়াটসনের কোলে কম্বলে মোড়ানো আমাদের সন্তান।

'ডক্টর, ও কেমন—?'

আমার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। ধক করে উঠল বুক। জোরজাকে ডেলিভারি রুম থেকে বের করে আনা হলো। ওর নিজের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে। অত্যন্ত পাণ্ডুর চেহারা জোরজার।

'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

আমি ওর একটি হাত তুলে নিলাম নিজের মুঠোয়। 'সব ঠিক আছে। আমি একটু পরেই আসছি তোমার কাছে।'

ওরা জোরজাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে ঠেলে নিয়ে গেল করিডোর ধরে। আমি গেলাম ড. ওয়াটসনের কাছে।

নবজাতকদের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সামনে এসেছি, জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম তাঁকে। তিনি এবং দুজন ডাক্তার একটি দোলনার সামনে দাঁড়িয়ে কী নিয়ে যেন উত্তপ্ত বাদানুবাদ করছেন। আমার কলজেটা ধড়াশ ধড়াশ করতে লাগল। ঝড়ের বেগে ছুটে যেতে ইচ্ছে করল ঘরে, জোর করে নিয়ন্ত্রণ করলাম নিজেকে। ডা. ওয়াটসন মুখ তুলে চাইতেই দেখতে পেলেন আমাকে। অপর দুজনকে কী যেন বললেন। সবাই ঘুরে দাঁড়াল আমাকে দেখতে। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। করিডোরে বেরিয়ে এলেন ওয়াটসন।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কো-কোনো সমস্যা?' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে আমার।

'আপনার জন্য দুঃসংবাদ আছে, মি. শেলডন।'

'বাচ্চাটা মারা গেছে!'

BanglaBook.org

'না। তবে—' কীভাবে কথাটা বলবেন ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। 'আপনার বাচ্চা স্পাইনা বিফিডা নিয়ে জন্মেছে।'

ডাক্তারকে ধরে জোরে একটা ঝাঁকি দিতে ইচ্ছে করল।

'এ কথার মানে কী? অর্থ কী এর?'

'স্পাইনা বিফিডা হলো বার্থ ডিফেক্ট। গর্ভধারণের প্রথম ক'মাসে বাচ্চার মেরুদণ্ডের হাড় পুরোপুরি ক্লোজ হয় না। বাচ্চা যখন জন্ম নেয়, এর মেরুদণ্ডের ওপরে শুধু চামড়ার পাতলা একটা আস্তরণ থাকে। পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে স্পাইনাল কর্ড। আপনার বাচ্চারও—'

'ওয়েল, ফর গডস শেক, ফিক্স ইট!' হুংকার ছাড়লাম আমি।

'কাজটা সহজ নয়। এজন্য এক্সপার্ট—'

'তাহলে এক্সপার্টের ব্যবস্থা করুন। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? এখন! এক্ষুনি এক্সপার্ট নিয়ে আসুন।' আমি তখন হাউমাউ করে কাঁদছি।

আমার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত চলে গেলেন।

খবরটা জোরজাকে দিতে হবে। আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত উপস্থিত।

ওর ঘরে ঢুকেছি, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরজা বলল, 'কী হয়েছে?'

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললাম। 'আলেকজান্দ্রা একটা স—সমস্যা নিয়ে জন্মেছে। তবে মেডিকেল এক্সপার্টরা আসছেন। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

ভোর চারটায় দুজন ডাক্তার এসে হাজির হলেন। ডা. ওয়াটসন তাঁদেরকে নিয়ে নবজাতকদের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ঢুকলেন। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে, ওঁদের চেহারাগুলো দেখছি, আশা করছি ওঁরা আমার দিকে ফিরে তাকাবেন এবং মাথা ঝাঁকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসবেন। কিন্তু ওখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ফিরে এলাম জোরজার কাছে। ওর পাশে নিঃশব্দে বসে থাকলাম। অপেক্ষার প্রহর গুণছি।

আধঘণ্টা পরে ডা. ওয়াটসন এলেন। জোরজা এবং আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'স্পাইনা বিফিডা নিয়ে কাজ করেন এরকম দুজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ আপনাদের বাচ্চাকে পরীক্ষা করেছেন। আপনাদের মেয়ের বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। যদি বেঁচেও যায়, ও বোধহয় হাইড্রোসিফালাসে আক্রান্ত হবে, মগজে জমাট বেঁধে থাকবে ফ্লুইড।' প্রতিটি শব্দ হাতুড়ির মতো আঘাত করছিল। 'তার অন্ত্র এবং ব্লাডারেও জটিলতা দেখা দেবে। স্পাইনা বিফিডা হলো একটি স্থায়ী বার্থ ডিফেক্ট।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ওর কি বেঁচে থাকার সুযোগ আছে?'

'তা আছে। তবে—'

BanglaBook.org

'তাহলে ওকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাব। ওর জন্য আমরা সার্বক্ষণিক নার্স রাখব, সঙ্গে যত যন্ত্রপাতি লাগে—'

'মি. শেলডন, নো। আপনার মেয়েকে রাখতে হবে কেয়ার সেন্টারে, ওখানে তারা এ সমস্যা নিয়ে কাজ করবে। পোমোনা'র কাছে একটি হোম আছে, ওখানে তারা ব্যাপারটা সামলে নিতে পারবে।'

জোরজা এবং আমি একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। 'তাহলে ওকে আমরা দেখতে যেতে পারব।'

'না-গেলেই ভালো হবে।'

কথাটার মাজেজা বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল।

'তার মানে—'

'ও মারা যাচ্ছে। আমি দুঃখিত। আপনারা শুধু ওর জন্য প্রার্থনা করুন।'

আপনার বাচ্চার মৃত্যুর জন্য আপনি কীভাবে প্রার্থনা করবেন?

মেডিকেল জার্নালে স্পাইনা বিফিডা সম্পর্কে যত লেখা পেলাম সব পড়ে ফেললাম। রোগের সম্ভাব্য গতিধারা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা মোটেই ভালো নয়। মেরি যখন জানতে চাইল আলেকজান্ড্রা কোথায়, ওকে বললাম ওর বোন খুব অসুস্থ তাই কদিন ওকে বাড়ি নিয়ে আসতে পারব না।

আমার ঘুম হারাম হয়ে গেল। দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম আলেকজান্ড্রা একটি দোলনায় শুয়ে আছে, যন্ত্রণায় কাতড়াচ্ছে। অচেনা একটি জায়গা, ওখানে ওকে সেবা করার কেউ নেই, কেউ নেই যে একটু আদর করবে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি জোরজা শূন্য নার্সারিতে বসে কাঁদছে। কিন্তু আমাদের কোনো আশা নেই। প্রবন্ধে পড়েছি কিছু বাচ্চা স্পাইনা বিফিডা নিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আলেকজান্ড্রার বিশেষ সেবাযত্নের প্রয়োজন হবে। আমরা তা করব। আমাদেরকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। ডা. ওয়াটসন ভুল বলেছেন। মেডিকেল মিরাকল প্রতিদিনই ঘটছে।

নতুন জীবনরক্ষাকারী কোনো ওষুধের ওপর কোনো লেখা চোখে পড়লে তা আমি জোরজাকে দেখাই। বলি, 'দ্যাখো, এ ওষুধ গতকালও বাজারে ছিল না। আজ এটি হাজার মানুষের জীবন বাঁচাচ্ছে।'

আর জোরজা মেডিকেলের ওপর বিশেষ কোনো লেখা পড়লে আমাকে দেখায়। বলে, 'এখানে লিখেছে নতুন একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে যা মেডিসিনের অনেক কিছু বদলে দেবে। কাজেই আমাদের বাচ্চাকে বাঁচানোর কোনো রাস্তা থাকবে না তা হতেই পারে না।'

'নিশ্চয় থাকবে। আমাদের জিন আছে ওর শরীরে। ও ঠিক বেঁচে যাবে। শুধু কটা দিন ওকে টিকে থাকতে হবে।' একটু ইতস্তত করে যোগ করলাম, 'চলো, ওকে বাড়ি নিয়ে আসি।'

BanglaBook.org

জোরজার চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। 'তাই করো।'

'আমি কাল সকালেই ড. ওয়াটসনের কাছে যাব।'

পরদিন ডা. ওয়াটসনের অফিসে গেলাম। 'ড. ওয়াটসন, আলেজান্ড্রার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। জোরজা এবং আমি ঠিক করেছি—'

'আমি আপনাদেরকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, মি. শেলডন। কাল মাঝরাতে মারা গেছে আলেকজান্ড্রা।'

পৃথিবীতে নরক বলে যদি কিছু থাকে, সেটা আছে সন্তানহারা বাবা-মায়ের জন্য। এ অবিশ্বাস্য শোকের কোনোদিন অবসান ঘটে না। আমরা সবসময় ভাবতাম আলেকজান্ড্রা এবং মেরি একসঙ্গে বড় হয়ে উঠবে, চমৎকার একটা সুখি জীবন হবে ওদের, আমরা আমাদের দুই মেয়েকে সবসময় ভরিয়ে রাখব আদর ও ভালোবাসায়।

কিন্তু আলেকজান্ড্রা কোনোদিন সূর্যাস্ত দেখবে না, হাঁটবে না সুন্দর বাগানে। ও দেখতে পাবে না আকাশে উড়ে যাওয়া পাখির ঝাঁক, উপভোগ করবে না উষ্ণ বাতাসের আদর। ও কোনোদিন কোনো আইসক্রিম খেতে পারবে না, দেখবে না সিনেমা কিংবা নাটক। ও কখনও সুন্দর ড্রেস পরবে না, চড়বে না গাড়িতে। ও প্রেমে পড়ার আনন্দ থেকে হবে বঞ্চিত, পরিবার কী জিনিস জানবে না। কোনোদিন নয়, কোনোদিন নয়, কোনোদিন নয়।

লোকে বলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিকে হয়ে আসে শোকের ব্যথা-বেদনা। কিন্তু আমাদের সন্তান-হারানোর বেদনা দিনদিন বেড়েই চলল। আমাদের জীবনযাত্রা হয়ে পড়ল স্থবির। আমাদের সান্ত্বনার একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে রইল মেরি। জোরজা এবং আমি মেরিকে এখন একদণ্ড চোখের আড়াল হতে দিই না।

একদিন জোরজাকে বললাম, 'একটা বাচ্চা দত্তক নিলে কেমন হয়?'

'না, আমি এসব নিয়ে এ মুহূর্তে কিছুই ভাবছি না।'

কয়েকদিন পরে ও আমাকে বলল, 'একটা বাচ্চা দত্তক নিতে পারো। মেরির খেলার সাথি দরকার।'

বাচ্চা দত্তক নেয়ার ব্যাপারে ড. ওয়াটসনের সঙ্গে আমরা কথা বললাম। তার কাছে এক প্রেগন্যান্ট কলেজ সিনিয়র গিয়েছিল। মহিলার সঙ্গে তার বয়ফ্রেন্ডের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সে তার সন্তানকে কারও কাছে দত্তক দিতে চায়।

'শিশুটির মা বুদ্ধিমতী, দেখতে ভালো, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডও চমৎকার।' বললেন ড. ওয়াটসন। 'এর চেয়ে ভালো কাউকে পাবেন না।'

জোরজা এবং আমাদের ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে পারিবারিক বৈঠকে বসলাম। 'তোমাকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে,' বললাম মেরিকে, 'তুমি একটি ছোট্ট ভাই অথবা বোন চাও কি চাও না?'

ও একটু ভেবে বলল, 'ও মারা যাবে না তো?'

BanglaBook.org

জোরজা এবং আমি পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

'না, মারা যাবে না।'

মাথা ঝাঁকাল মেরি। 'তাহলে ঠিক আছে।'

ব্যস্, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল।

আমি আর্থিক চুক্তিগুলো করে ফেললাম।

তিন হপ্তা পরে, এক মাঝরাতে ফোন করলেন ডা. ওয়াটসন।

'আপনাদের একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে শিশু হয়েছে।'

ওর নাম রাখলাম এলিজাবেথ এপ্রিল। নামের সঙ্গে দারুণ মিলে গেল মেয়েটির চেহারা এবং গড়ন। বাদামি চোখের, অপূর্ব সুন্দর একটি বাচ্চা। কী সুন্দর হাসে।

অনুমতি পাওয়ামাত্র এলিজাবেথ এপ্রিলকে আমরা বাড়ি নিয়ে এলাম। নতুন করে আবার শুরু হলো জীবন। আলেকাজান্দ্রাকে নিয়ে যেসব পরিকল্পনা করেছিলাম সেসব স্বপ্ন এবার দেখতে লাগলাম এলিজাবেথকে নিয়ে। ওকে আমরা নিজেদের রক্তমাংসের সন্তান বলে ভাবি, ও আমাদের জীবনের একটা অংশ। সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে দেশের সেরা স্কুলে পড়াব, নিজের ক্যারিয়ার নিজেই বেছে নেয়ার সুযোগ পাবে এলিজাবেথ। মেরি এলিজাবেথকে মুহূর্তে আপন করে নিয়েছে বলে আমরা অত্যন্ত খুশি। আলেকজান্দ্রার জন্য কেনা সুন্দর সুন্দর জামাকাপড়গুলো দিয়ে আমরা এখন এলিজাবেথকে সাজাই। ওর জন্য রঙ-তুলি এবং ঈজেল কিনে দিয়েছি। যদি ছবি আঁকতে চায় এলিজাবেথ! পিয়ানো শেখাব পরে।

দিন যায়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে উঠল এলিজাবেথ তার বড়বোনকে খুবই পছন্দ করে। মেরি দোলনার কাছে এলেই খিলখিল হাসে এলিজাবেথ। ওর হাসি দেখতে কী যে ভালো লাগে আমাদের। জোরজা এবং আমি ঠিক কাজটাই করেছি। ওরা একসঙ্গে বড় হয়ে উঠবে, একে অন্যকে ভালোবাসবে।

এলিজাবেথের বয়স ছয় মাস পূরণ হতে তখন আর মাত্র এক হপ্তা বাকি, ফোন করলেন ডা. ওয়াটসন।

'আপনি দারুণ একটা কাজ করেছেন, ডাক্তার,' বললাম আমি। 'আমি এরকম হাসিখুশি বাচ্চা জীবনে দেখিনি। আমরা আপনার প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।'

ওপ্রান্তে দীর্ঘক্ষণ নীরবতা।

'মি. শেলডন, শিশুটির মা ফোন করেছিল। সে তার বাচ্চাকে ফেরত চাইছে।'

আমার রক্ত জমাট বেঁধে গেল। 'এ আপনি কী বলছেন! আমরা এলিজাবেথ এপ্রিলকে দত্তক নিয়েছি—'

'দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাষ্ট্রীয় আইনে লেখা আছে যে-কোনো মা তার সন্তানকে দত্তক দিলেও প্রথম ছয় মাসের মাথায় সে নিজের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবে। শিশুটির মা এবং বাবা বিয়ে করবে ঠিক করেছে। তারা বাচ্চাটিকে চাইছে।'

BanglaBook.org

জোরজাকে খবরটা বলা মাত্র তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। ভয় হলো অজ্ঞান হয়ে না যায়। 'ওরা—ওরা আমাদের বাচ্চাকে এভাবে কেড়ে নিতে পারে না।'

কিন্তু ওরা পারল।

পরদিনই এলিজাবেথ এপ্রিলকে নিয়ে যাওয়া হলো। যা ঘটছে, আমার এবং জোরজার বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

মেরি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ও কত ভালো ছিল!'

এ অসহনীয় ব্যথার মাঝ দিয়ে কীভাবে পরের কটা মাস কেটে গেল জানি না। তবে যেভাবেই হোক সামলে নিলাম নিজেদেরকে। আমরা চার্চে যেতাম, প্রাকটিশনার্স ট্রেনিং নিয়েছিলাম দুজনে এক বছরের জন্য, তার পরের বছরও ট্রেনিং করলাম। আস্তে ধীরে মানসিক কষ্টগুলো কাটিয়ে উঠলাম। তবে শূন্যতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি মিলল না। তবু জীবন চলে যায়, যেতে হয়।

BanglaBook.org

উনত্রিশ

বিখ্যাত গীতিকার স্যামি কোহনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'কোন্‌টি আগে আসে, সংগীত নাকি গানের কথা?' তাঁর জবাব ছিল, 'কোনোটাই নয়। সবার আগে আসে টেলিফোন কল।'

টেলিফোন এল জো পাস্তারনাকের কাছ থেকে।

'সিডনি, MGM আমার জন্য *জাম্বো*'র স্বত্ব কিনে নিয়েছে। আমি চাই তুমি চিত্রনাট্য লিখবে। তোমাকে পাওয়া যাবে?'

আমাকে পাওয়া যাবে।

বিলি রোজের *জাম্বো* ব্রডওয়েতে প্রদর্শিত হয় ১৯৩৫ সালে। ব্রডওয়ের সেরা প্রযোজকদের একজন বিলি রোজ কখনোও ছোটখাটো কাজ করতে পারতেন না। তিনি ফোর্টি থার্ড স্ট্রিটের বিশালাকারের হিপ্পোড্রোম থিয়েটারকে পরিণত করেছিলেন সার্কাসের তাঁবুতে। দর্শক তাকিয়ে থাকত 'রিং'-এর দিকে। শো প্রচুর প্রশংসিত হলেও অত্যন্ত ব্যয়বহুল নাটক হওয়ার কারণে ধরা খেয়ে যায় *জাম্বো*। পাঁচ মাস প্রদর্শনী শেষে বন্ধ হয়ে যায় শো।

MGM-এ শেষ কাজ করেছি আমি দশ বছর আগে। এতদিন পরেও মনে হচ্ছে সব আগের মতোই রয়েছে। তবে আমার ধারণা ছিল ভুল।

জো পাস্তারনাক একটুও বদলাননি। আগের মতোই প্রাণোচ্ছল।

'আমি ইতিমধ্যে ডোরিস ডে, মার্থা রে এবং জিমি ডুরান্টকে কাস্ট করেছি। ডোরিসকে পাবার জন্য তার স্বামী মার্টি মেলচারকে সহ-প্রযোজক। তোমার পুরানো বন্ধু চাক ওয়াল্টারস ছবিটি পরিচালনা করছেন।'

ভালো খবর। *ইস্টার প্যারেড*-এর পরে চাকের সঙ্গে আর কাজ করা হয়নি।

'প্রধান পুরুষ চরিত্রে কে অভিনয় করছেন?'

পাস্তারনাক জবাব দিলেন ইতস্তত সুরে, 'এখনও কাউকে পাইনি। তবে ব্রডওয়েতে *ক্যামেলট* নাটকে একজন অভিনয় করছেন। তাঁকে এ চরিত্রে নিতে পারি।'

'কী নাম তাঁর?'

'রিচার্ড বার্টন। তুমি ওয়াল্টারকে নিয়ে নিউইয়র্কে যাও। অভিনেতার সঙ্গে কথা বলে এসো।'

BanglaBook.org

'নিশ্চয় যাব।'

কমিশারিতে লাঞ্চ করতে গিয়ে মোটামুটি একটা ধাক্কা খেলাম। সেই একই হোস্টেস পলিন, এখনও ওখানে কাজ করছে। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সে আমাকে একটি টেবিলে নিয়ে বসাল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'লেখকদের টেবিলটা কোথায়?'

'এখন আর লেখকদের টেবিল বলে কিছু নেই।'

'সেক্ষেত্রে,' বললাম আমি, 'লেখকদের জন্য একটি টেবিলের ব্যবস্থা করতে হবে।'

আমার দিকে খানিক চেয়ে থেকে পলিন বলল, 'মি. শেলডন, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনাকে এখানে বোধহয় একাই সময় কাটাতে হবে। কারণ স্টুডিওতে আপনি ছাড়া আর কোনো লেখক নেই।'

যে স্টুডিওতে একসময় দেড়শো লেখক ছিলেন, সেখানে আমি ছাড়া অন্য কোনো লেখক নেই শুনলে মর্মাহত হওয়াটাই স্বাভাবিক। গত দশ বছরে হলিউড এতটাই বদলে গেছে!

পরবর্তী তিনটে দিন কেটে গেল বড় পর্দার জন্য *জাম্বো* গল্পের আউটলাইন তৈরি করতে। শুক্রবার চার্লস ওয়াল্টারকে নিয়ে উড়ে গেলাম নিউইয়র্কে রিচার্ড বার্টনের *ক্যামেলট* দেখতে।

ক্যামেলট বিশাল এক প্রোডাকশন। এতে রিচার্ড বার্টন ছাড়াও অভিনয় করছেন জুলি অ্যান্ড্রুজ, রবার্ট গুলেট। মোস হার্ট এ নাটক পরিচালনা করেছিলেন। বার্টন দারুণ অভিনয় করেছেন।

শো শেষে বার্টনের সঙ্গে আমার এবং চার্লস ওয়াল্টারসের সাপারের ব্যবস্থা করেছে স্টুডিও। আমরা সার্দিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তিনি এলেন। রিচার্ড বার্টনকে বলা যায় জীবনের চেয়েও বড় মাপের একজন মানুষ— দিলখোলা এবং বন্ধুবৎসল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান একজন মানুষ, তখনও তিনি সুপারস্টার নন, তবে বিরাট তারকা হওয়ার পথে।

আমার গল্পের আউটলাইন লেখার সুযোগ পাইনি বলে বার্টনকে বললাম, 'আপনাকে আমি গল্পটা শোনাতে চাই।'

হাসলেন তিনি। 'শোনান। গল্প শুনতে আমার ভালোই লাগে।'

জাম্বো একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প, দুটি সার্কাস দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কাহিনী। গল্প বলা শেষ হলে খুব উৎসাহী দেখাল রিচার্ড বার্টনকে।

'আমার খুব পছন্দ হয়েছে গল্প,' বললেন তিনি। 'আমি ডোরিস ডে'র সঙ্গে কাজ করতেও খুব আগ্রহী। আমার এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে চুক্তিপত্র তৈরি করে ফেলতে বলুন।'

আমি আর চাক একে অন্যের মুখের দিকে তাকালাম। আমরা আমাদের লোককে পেয়ে গেছি। সবকিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছে।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে আমরা ফিরে এলাম হলিউডে। জো পাস্তারনাক বেনি থাউকে বললেন বার্টনের জন্য চুক্তিপত্র রেডি করে ফেলতে। থাউ ফোন করল হলিউডে বার্টনের এজেন্ট হিউ ফ্রেঞ্চকে। ওরা একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করল।

'হাই-হ্যালো' শেষে হিউ ফ্রেঞ্চ বলল, 'রিচার্ড আমাকে ফোন করেছিলেন। প্রজেক্টটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি এ ছবিতে কাজ করতে আগ্রহী।'

'গুড। তাহলে চুক্তিটা করে ফেলি।'

'কত টাকা?' জিজ্ঞেস করল হিউ ফ্রেঞ্চ।

'দু লাখ ডলার। সর্বশেষ ছবিতে বার্টন এ পারিশ্রমিকই নিয়েছিলেন।'

এজেন্ট বলল, 'আমাদেরকে আড়াই লাখ ডলার দিতে হবে, বেনি।'

থাউ নেগোশিয়েটর হিসেবে খুবই কঠোর। বলল, 'বেশি টাকা দেব কেন? অত টাকা পারিশ্রমিক পাবার মতো অভিনেতা উনি এখনও হয়ে উঠতে পারেননি। বরং এ ছবিতে কাজ করলে তাঁর ক্যারিয়ারের জন্য ভালোই হবে।'

'বেনি, ওঁর আরেকটা ছবিতে অভিনয়ের অফার এসেছে। ওরা তাঁকে আড়াই লাখ ডলার দেবে বলেছে।'

একগুঁয়ে স্বরে থাউ বলল, 'বেশ। তবে ওরাই দিক। আমরা বরং অন্য কাউকে নেব।'

জাম্বোর বদলে *ক্লিওপেট্রায়* সাইন করলেন রিচার্ড বার্টন এবং এলিজাবেথ টেলরের প্রেমে পড়ে গেলেন, দুজনে মিলে হলিউডের রোমান্টিক গসিপে সৃষ্টি করলেন নতুন ঢেউ। আমার ধারণা, থাউ যদি রিচার্ড বার্টনকে অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দিত, তিনি নিশ্চয় *জাম্বো*-তে অভিনয় করতেন এবং বিয়ে করতেন মার্থা রে-কে।

প্রধান পুরুষ চরিত্রের জন্য আমরা স্টিফেন বয়েডকে নিলাম, ছবি শুরু হবার জন্য প্রস্তুত। কাস্টিং চমৎকার। কিটি ওয়ান্ডারের চরিত্রের জন্য ডোরিস ডেকে মানিয়ে গেছে দারুণ। স্টিফেন বয়েড অসাধারণ, মার্থা রে-ও তা-ই। তবে আমার সবচেয়ে পছন্দের অভিনেতা ছিলেন জিমি ডুরান্ট।

ডুরান্টের ক্যারিয়ার শুরু পিয়ানোবাদক হিসেবে। তিনি একটি নাইটক্লাব খুলেছিলেন, জ্যাকসন এবং ক্লেটন নামে অপর দুই পারফরমারের সঙ্গে মিলে কাজ করতেন। জিমি অতীত নিয়ে গল্প বলতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁকে কোনোদিন পরনিন্দা করতে শুনিনি।

আমার চিত্রনাট্য অ্যাপ্রুভড হলো, শুরু হয়ে গেল প্রডাকশন। শূটিং চলল মসৃণ গতিতে। *জাম্বো* মুক্তির পরে রাইটার্স গিল্ড অ্যাওয়ার্ডে সেরা আমেরিকান মিউজিকাল অভ দ্য ইয়ার-এর নমিনেশন পেল।

আমার এজেন্ট, স্যাম ওয়েসবোর্ড আমাকে ফোন করল।

BanglaBook.org

'সিডনি, আমরা ABC'র কাছে মাত্রই *প্যাটি ডিউক* বিক্রি করলাম।'

দ্য মিরাকল ওয়ার্কার নাটকে হেলেন কেলারের ভূমিকায় বারো বছর বয়সে অভিনয় করে ব্রডওয়েতে রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন প্যাটি ডিউক। পরে এটি ছবি হিসেবে মুক্তি পেলে অস্কার লাভ করে।

স্যাম বলে চলল, 'বুধবার রাত সাড়ে আটটায় একটা টাইম-স্লট পেয়ে গেছি আমরা। প্রোগ্রামের নাম ঠিক করেছি *দ্য প্যাটি ডিউক শো।* সবকিছু ঠিকঠাক। তবে একটা সমস্যা আছে।'

'ঠিক বুঝলাম না। সব ঠিকঠাক থাকলে আবার সমস্যা কিসের?'

'আমাদের কোনো শো নেই। তুমি একটা শো বানাবে।'

'দুঃখিত, স্যামি। আমার জবাব হলো : না।'

ষাটের দশকের শুরুতে যারা ছায়াছবিতে কাজ করত তারা টেলিভিশনকে পাত্তাই দিত না। টিভির তখন শৈশবকাল। স্টুডিওতে টিভির লোকজন এসে বলত, 'আমরা নতুন ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে এসেছি। কিন্তু কীভাবে বিনোদন সৃষ্টি করব বুঝতে পারছি না। আমরা কি পার্টনার হতে পারি না?'

জবাব ছিল সরল। স্টুডিওগুলোর নিজেদের ডিস্ট্রিবিউশন ছিল। তার নাম প্রেক্ষাগৃহ। আর বেশিরভাগ স্টুডিওর নিজস্ব চেইন ছিল। সদ্য শুরু হওয়া কোনো টেকনোলজির সঙ্গে জড়িত হওয়ার কোনো আগ্রহই তাদের ছিল না। স্টুডিওগুলো এমনই টেলিভিশন-বিরোধী ছিল যে তাদের কোনো তারকাকে টিভিতে কাজ করার অনুমতি পর্যন্ত দিত না।

আমার ক্ষেত্রেও একই মনোভাব প্রদর্শন করা হত। ডেসির সঙ্গে অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাইনি, কাজেই আমার জন্য একথাটা বলাই স্বাভাবিক ছিল যে, 'সরি, স্যামি। আমি টিভিতে কাজ করব না।'

একটু থমকে গেল স্যাম। 'ঠিক আছে। তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি। তবে বলছিলাম কী, সৌজন্যের খাতিরেও কি প্যাটির সঙ্গে একটু লাঞ্চ করা যায় না!'

এতে কোনো সমস্যা দেখলাম না। বরং প্যাটির সঙ্গে কথা বলতে আমি আগ্রহ বোধই করছিলাম।

ব্রাউন ডার্বিতে লাঞ্চের আয়োজন করা হলো। উইলিয়াম মরিসের অফিসের চারজন এজেন্ট সহযোগে লাঞ্চে এলেন প্যাটি। তাঁর বয়স তখন ষাট। তবে বয়সের তুলনায় ভেঙে পড়েছেন অনেক। আমার পাশে এসে বসলেন।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, মি. শেলডন।'

'আমিও, মিস ডিউক।'

লাঞ্চ করতে করতে গল্প চলল, তাঁর লাজুকভাবটা চলে গেল অনেকটাই। লাঞ্চের পুরো সময়টা আমার হাতটা ধরে থাকলেন তিনি। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম ভালোবাসার জন্য হাহাকার করছে মানুষটার অন্তর।

BanglaBook.org

চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসের মতো প্যাটির পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড। তার মা ছিলেন পাগল। মাতাল বাবা পরিবার ত্যাগ করে চলে যান। সাতবছর বয়সী প্যার্টিকে তার ম্যানেজার জন রস এবং তাঁর স্ত্রী ইথেল লালনপালন করেন। তাদের ফ্ল্যাটে গরম পানির ব্যবস্থা ছিল না। প্যাটি কোনোদিন পরিবারের স্বাদ ভোগ করতে পারেননি।

দ্য প্যাটি ডিউক শো'র আগে প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে জন রসকে। তাঁর মক্কেলদের মধ্যে ছিলেন স্বল্প আয়ের অভিনেতারা। এদের একজন রে ডিউক।

একদিন ডিউক এসে রসকে বলেন তার ছোটবোন অ্যানাকে দিয়ে অভিনয় করাতে চান। সাত বছরের মেয়েটিকে দেখে তাকে নিয়ে কাজ করতে রাজি হয়ে যান রস।

মাস কয়েক বাদে, অ্যানার পারিবারিক জীবন অসহনীয় হয়ে উঠলে রস দম্পতি মেয়েটিকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন। তার নতুন নাম রাখেন—প্যাটি। ইথেল রস ঘোষণার সুরে বলেন, 'অ্যানা মারি মারা গেছে। তুমি এখন থেকে প্যাটি।'

জন রস শুনেছিলেন *দ্য মিরাকল ওয়ার্কার* নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে ব্রডওয়েতে। অন্ধ এবং কালা হেলেন কেলারের চরিত্রে প্যাটিকে খুব মানিয়ে যাবে, চিন্তা করেন রস। তিনি প্যাটিকে মাসের-পর-মাস ধরে অভিনয়ে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। একশো মেয়েকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে হেলেন কেলারের চরিত্রটি জিতে নেয় প্যাটি। তারপর ওদের জীবনযাত্রা আমূল বদলে যায়। নাটক প্রদর্শিত হওয়ার পরদিন থেকে জন রসের অচেনা কিশোরী অভিনেত্রীটি পরিণত হয় তারকায়।

রসের কাছে প্রস্তাব আসতে থাকে প্যাটিকে দিয়ে অভিনয় করানোর। পারিশ্রমিক হপ্তায় হাজার ডলার। প্রডিউসারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তার অভিনেতাদেরকে একটা সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করার বদলে প্রযোজক পরিচালক এবং স্টুডিওগুলো জন রসের কাছে ধর্না দিতে থাকে প্যাটি ডিউককে তাদের ছবিতে নেয়ার জন্য। জন রস নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

শেষ হলো লাঞ্চ। ততক্ষণে প্যাটির প্রেমে পড়ে গেছি আমি।

'আজ রাতে আমার বাড়িতে একবার আসুন না,' প্যাটিকে অনুরোধ করলাম। 'আমার আর জোরজার সঙ্গে লাঞ্চ করবেন।'

তিনি খুব খুশি হলেন। 'নিশ্চয় যাব।'

প্যাটির সঙ্গে কথা বলে আমার মতো জোরজাও মুগ্ধ। ভদ্রমহিলা সারাটা সন্ধ্যা আমাদেরকে হাসিয়ে মারলেন।

আমি আর জোরজা গল্প করছি, হঠাৎ খেয়াল হলো প্যাটি নেই টেবিলে। উনি কোথায় গেলেন দেখতে চেয়ার ছাড়লাম। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে বাসন ধুচ্ছেন প্যাটি।

'আমি আপনাকে নিয়ে একটা নাটক লিখব, প্যাটি।' আমাকে আলিঙ্গন করে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ।'

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নিলাম টিভিতে যখন নিজের নামে শো করব, মানের বিষয়ে কোনো আপোষ করা চলবে না। কথা বললাম প্রযোজকদের সঙ্গে।

'তুমি শো করছ জেনে আমরা খুব খুশি, সিডনি।'

'ধন্যবাদ।'

'তুমি হবে স্টোরি এডিটর এবং অন্য লেখকদের ওপর খবরদারি করবে।'

'আমার অন্য কোনো লেখককে দরকার নেই।'

তারা আমার দিকে ট্যারা চোখে তাকালেন। 'কী?'

'এ শো করলে আমি গল্পটাও লিখতে চাই।'

'সিডনি, তা অসম্ভব। উনচল্লিশটি শো করার নির্দেশ আছে আমাদের ওপর। প্রতি হপ্তায় একটি শো।'

'আমি সবগুলো শো-ই লিখব।'

ওঁরা একে অন্যের দিকে আতঙ্কের চোখে তাকালেন। পরে জানতে পেরেছি কেন ওঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। টেলিভিশনের ইতিহাসে নেই কেউ প্রতি হপ্তার আধঘণ্টার কমেডি শো-র চিত্রনাট্য একজন মাত্র মানুষ লিখেছে।'

'এ নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে কি?'

'না।'

'ঠিক আছে। তাহলে ওই কথাই রইল।'

মাসখানেক পরে জানতে পারলাম আমাকে দিয়ে ওরা যেদিন চুক্তি করিয়েছিলেন ওইদিন আরও চারজন লেখককে তাঁরা স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য ভাড়া করেন। একথা জানার পরে আমি প্রযোজকদের কাছে গিয়ে বললাম, 'আগামী হপ্তা থেকে আমি আর শো করছি না।' ওরা স্ক্রিপ্টগুলো আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি একাই কাজ করবে।'

আমাদের গল্পের নায়িকা প্যাটির বয়স ছিল কম এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাজ করার ব্যাপারে কঠোর আইন থাকায় আমরা নিউইয়র্কে গিয়ে শূটিং করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওখানে অপ্রাপ্তবয়স্কদের দিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছে কাজ করানো যায়, কোনো সমস্যা নেই।

জোরজা এবং মেরিকে নিয়ে আমি নিউইয়র্ক চলে এলাম।

প্যাটি ডিউককে নিয়ে টিভি শো করা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। ঠিক করলাম প্যাটিকে দ্বৈত চরিত্রে দেখাব—ওরা দুই যমজ বোন থাকবে। একজন থাকে নিউইয়র্কে, সে উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল, অপর বোনটি ধীরস্থির, শান্ত, এসেছে স্কটল্যান্ড থেকে। জন্মের সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দু বোন।

বিল আশারকে নিযুক্ত করা হলো প্রযোজক এবং পরিচালক হিসেবে। সে পরামর্শ দিল, বোন নয়, ওদেরকে কাজিন হিসেবে দেখালে ভালো হবে।

BanglaBook.org

দ্য প্যাটি ডিউক শো'র শূটিং হলো টোয়েন্টি-সিক্সথ স্ট্রিটের পুরানো একটি টিভি স্টুডিওতে। আমি যে সিনেমাহলে একদা টিকেট-চেকার হিসেবে কাজ করেছি, সেখান থেকে বারো ব্লক দূরে স্টুডিওটি। ওখানে কাজ করতে গিয়ে নানান সমস্যা হচ্ছিল। একদিন একজন সেক্রেটারি ভাড়া করা হলো। সে সকাল নটায় কাজে এল। সকাল দশটার দিকে বিরাট এক ইঁদুর তার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিলে চমকে দিল মেয়েটির। লাঞ্চের সময় তাকে কে যেন অশালীন প্রস্তাব দিল। বেলা একটার সময় চাকরি ছেড়ে চলে গেল মেয়েটি।

আমি আগেই আধডজন টেলিপ্লে লিখে ফেলেছি। এখন অভিনেতা-অভিনেত্রী বাছাইয়ের পালা।

স্টুডিও উইলিয়াম শালার্টকে পেল প্যাটির বাবার চরিত্রে, জা ব্যারন করবেন ওর মা'র চরিত্র, পল ও' কিফি হবেন প্যাটির ভাই আর এডি অ্যাপলগেট প্যাটির সুইটর।

প্রথম দিন শূটিং-এর প্রায় পুরো সময়টা চলে গে। প্যাটির প্রার্থনার মাঝ দিয়ে। প্রতিদিন সকালে, শূটিং শুরুর আগে নাটকের সমস্ত কাস্ট এবং ক্রুরা একত্রে 'গুড মর্নিং টু ইউ' গান গাইত। তারপর শুরু হত শূটিং।

BanglaBook.org

ত্রিশ

জন রস যখন প্যাটিকে দিয়ে টেলিভিশন সিরিজে অভিনয় করাতে শুরু করেন, ওই সময় নিজেকে সহযোগী প্রযোজক হিসেবে টিভিতে পরিচয় দিতে থাকেন। তার কাজ কী ছিল জিজ্ঞেস করলে অস্পষ্ট জবাব পাওয়া যেত।

প্রযোজকরা বলেন, 'তাঁর কাজ ছিল প্যাটিকে সুখি রাখা এবং তার কাছে কাউকে ঘেঁষতে না দেয়া।'

একদিন রস আমার অফিসে এলেন কান্না-কান্না চোখ-মুখ করে।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলাম আমি। 'হয়েছে কী?'

'*লাইফ* ম্যাগাজিন আজ স্টুডিওতে আসছে রিহার্সাল নিয়ে রিপোর্ট লিখতে।'

'বাহ্, এ তো খুশির খবর।'

'না,' চোখের জল সামলে নিয়ে বললেন রস। 'মোটেই খুশির খবর নয়। কারণ লাইফ ম্যাগাজিন এখন জেনে যাবে আমার কোনো সেক্রেটারি নেই।'

দ্য প্যাটি ডিউক শো-র প্রদর্শনীর দিন এগিয়ে আসছিল। কিন্তু একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম আমরা। আমাদের প্রযোজক-পরিচালক বিল আশার একসঙ্গে অসংখ্য কাজ হাতে নিত। ফলে কোনো কাজই সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারত না। আমাদের শিডিউলও তার কারণে পিছিয়ে যায়। একটি নাটকও পুরোপুরি রেডি করতে পারিনি আমরা।

বিল এসে আমাকে বলল, 'ABC'র প্রধান এড শেরিফ আমাদের পাইলট শো দেখতে চেয়েছেন। ঠিক বুঝতে পারছি না কোন্টা উনি পছন্দ করবেন—*দ্য ফ্রেঞ্চ টিচার* নাকি *হাউজ গেস্ট*।

দ্য ফ্রেঞ্চ টিচার-এ অভিনয় করেছেন জাঁ পিয়েরে অমন্ট। এ পর্বে প্যাটি তাঁর প্রেমে পড়ে যায় এবং পিয়েরের বউ হয়ে ভবিষ্যতে কী কী করবে তার প্ল্যানপ্রোগ্রাম করতে থাকে। আর *হাউজ গেস্ট* হলো এক খেয়ালি, বড়লোক খালার গল্প যিনি বাড়ি এসে সবাইকে পাগল করে ছাড়েন।

'আপনি শেরিফকে দুটো পর্বই দেখাবেন, যেটা ভালো লাগবে ওটা তিনি অন এয়ারে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।'

'বেশ।' বললাম আমি।

পরদিন সকালে আমরা এড শেরিকসহ ABC থেকে আগত আরও বেশ কয়েকজন নির্বাহীর জন্য শো'র ব্যবস্থা করলাম। শেরিফ সঙ্গে তাঁর বউ এবং বোনকে নিয়ে এসেছিলেন। বেশ চনমনে একটা ভাব চারপাশে।

BanglaBook.org

ঘরের বাতি নিভে যাওয়ার পরে শুরু হলো প্রদর্শনী। *দ্য ফ্রেঞ্চ টিচার* তখনও সম্পাদনা করা হয়নি, মিউজিক স্কোরও লাগানো হয়নি বিল আশারের প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে। নাটকে অনেকগুলো স্পেশাল এফেক্টও অদৃশ্য। একই কথা প্রযোজ্য *হাউজ গেস্ট*-এর ক্ষেত্রেও। সবমিলে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা।

আলো জ্বলে ওঠার পরে এড শেরিক খাড়া হলেন, আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের যা-খুশি চালান গিয়ে। আমার কিছু আসে যায় না।'

তিনি দলবল নিয়ে ঝড় তুলে চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।

আমি ওখানে হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম।

প্রদর্শনীর আর বেশিদিন বাকি নেই। বিল আশার এখন দিন-রাত ঘাড় গুঁজে কাজ করছে। যেহেতু নেটওয়ার্কের আমাদের শো'র ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই কাজেই নিজেদেরকেই ঠিক করতে হয়েছিল কোন্‌টি আগে চালাব।

বুধবার সকালে টিভিতে প্রচার হবে শো। আমি স্টুডিওর লবিতে হাঁটাহাঁটি করছি, এমন সময় এডি অ্যাপলগেট ছুটতে ছুটতে এল। একটা পে-ফোনের দিকে এগিয়ে গেল সে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী যেন গুঁজল। না-পেয়ে আমার দিকে ফিরল। ভয়ে শুকিয়ে গেছে মুখ।

'তোমার কাছে একটা ডাইম হবে?'

'হবে,' আমি একটা কয়েন বের করে দিলাম তাকে। 'কোনো সমস্যা?'

'আমি ABC'র প্রেসিডেন্টকে ফোন করব।

'ABC'র প্রেসিডেন্ট— কেন, এডি?'

'আমি যে-পর্বে অভিনয় করেছি সেটা পুবের প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্ছে। ওটা এইমাত্র দেখে এলাম। আমার বন্ধুরা দেখছে পশ্চিমেরটা।'

ব্যাপারটি বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল। 'তুমি ABC'র প্রেসিডেন্টকে ফোন করে বলবে যাতে উনি প্রেক্ষাগৃহগুলো ঘুরে দেখেন এবং তোমার বন্ধুরা যাতে তোমাকে দেখতে পায়?'

'হ্যাঁ।'

ডাইমটা আমার পকেটে ফিরে গেল। 'এডি, উনি আজ অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন।'

পরদিন সকালে শো'র রিভিউ হলো ইতিবাচক এবং রেটিং পেলাম আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি।

দ্য প্যাটি ডিউক শো'র প্রদর্শনের প্রথম বছরের শেষের দিকে হলিউড থেকে একটি ফোন পেলাম। 'স্ক্রিন জেমস চাইছে তুমি ওদের জন্য একটি টেলিভিশন সিরিজ লিখে দেবে।' স্ক্রিন জেমস হলো কলম্বিয়া পিকচার্সের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

'তুমি কি করবে কাজটা?'

'নিশ্চয় করব,' টিভির প্রতি আমার মনোভাব ততদিনে সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

'তুমি শো'র একটা আইডিয়া নিয়ে ওদের সঙ্গে হলিউডে দেখা করো। কবে আসতে পারবে?'

BanglaBook.org

'ধরো, সোমবার!'

জিন বা দৈত্য নিয়ে একটা নাটক বানানোর পরিকল্পনা ছিল আমার। এ-ধরনের বিষয় নিয়ে অবশ্য সিনেমা হয়েছে। বোতল থেকে বিরাট আকারের দৈত্য বেরিয়ে এসে গাঁক গাঁক করে বলে, 'হুকুম করুন, মালিক।' কিন্তু আমার জিন হবে সুন্দরী, তরুণী, সরল একটি মেয়ে—যে বোতল থেকে বেরিয়ে সুরেলা গলায় বলবে, 'আমাকে কী করতে হবে বলুন, প্রভু?' আমি এই জিনটিকে নিয়ে স্ক্রিন জেমসের জন্য নাটক বানাব ঠিক করলাম।

আমার এজেন্ট সোমবার স্ক্রিন জেমসের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছে। আজ শুক্রবার। আমি শনিবার সকালে আমার সেক্রেটারিকে ডেকে জিনপরীর চিত্রনাট্যের মুসাবিদার ব্যাপারে ডিকটেশন দিতে শুরু করলাম। ডিকটেশন দিতে দিতে মনে হলো পুরো একটা টেলিপ্লে-ই তো লিখে ফেলতে পারব। আবার প্রথম থেকে শুরু করলাম এবং পুরো স্ক্রিপ্ট ডিকটেট করলাম। রোববার রাতে শেষ হয়ে গেল কাজ। আমি লসএঞ্জেলেসে যাওয়ার প্লেন ধরতে ছুটলাম।

স্ক্রিন জেমসের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হলো। সাক্ষাৎ হলো শীর্ষস্থানীয় নির্বাহী জেরি হায়ামস, চাক ফ্রাইস এবং জ্যাকি কুপারের সঙ্গে। শেষোক্ত ব্যক্তিটি একসময় শিশু-চরিত্রে অভিনয় করতেন। বর্তমানে স্ক্রিন জেমসের প্রধান। তাঁরা টেলিপ্লেটি নিয়ে খুব উৎসাহ দেখালেন।

'আপনি নিজেই একটি কোম্পানি খুলে এখানে নাটকটি প্রডিউস করুন না?' বললেন জেরি হায়ামস।

দ্য প্যাটি ডিউক শো'র কথা মনে পড়ল। একসঙ্গে দুটো শো চালানো যাবে না এমন দিব্যি কেউ আমাকে দেয়নি।

'নো প্রবলেম,' বললাম আমি।

হয়ে গেল চুক্তি।

নিউইয়র্কে ফিরে এলাম। আমার জন্য একটি ম্যাসেজ অপেক্ষা করছিল। স্ক্রিন জেমস ইতিমধ্যে *আই ড্রিম অব জিনি*'র প্রচারের জন্য NBC'র সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলেছে। এখন থেকে হপ্তায় আমার দুটি করে টিভি নাটক প্রচার হবে। খুশিতে আমি উড়তে লাগলাম।

দ্য প্যাটি ডিউক শো'র শূটিং হচ্ছিল নিউইয়র্কে আর *আই ড্রিম অব জিনি*'র শূটিং হবে হলিউডে। আমি *জিনি* প্রযোজনা করছিলাম। এ কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ততার কারণে *দ্য প্যাটি ডিউক শো*'র জন্য কয়েকজন লেখক ভাড়া করতে হলো। প্রায় প্রতি সাপ্তাহিক ছুটিতেই আমাকে হলিউডে উড়ে যেতে হচ্ছিল। আমি *প্যাটি ডিউক*-এর স্ক্রিপ্ট লিখতাম বিমানে বসে, হপ্তায় তিন দিন সময় দিতাম *জিনি*'র জন্য। বেভারলি হিলস হোটেল হয়ে উঠেছিল আমার দ্বিতীয় বাড়ি।

সেবার ক্যালিফোর্নিয়া এসে দেখি NBC-প্রধান মর্ট ওয়ার্নারের মুখ থমথমে। জানালেন স্টান্ডার্ড অ্যান্ড প্রাকটিস বিভাগ থেকে আঠেরো পৃষ্ঠার একটি মেমোরেন্ডাম

BanglaBook.org

পাঠানো হয়েছে যেখানে আমার জিনপরী কী কী করতে পারবে না সে-বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেয়া আছে। যেমন :

জিনি এবং তার প্রভুর পরস্পরকে স্পর্শ করা চলবে না।
জিনিকে বোতলের মধ্যে একাই ঘুমাতে যেতে হবে।
টনি (জিনির প্রভু) একা বিছানায় ঘুমাতে যাবে।
জিনি কোনোদিন টনির শোবার ঘরে ঢুকতে পারবে না।
টনি কখনও জিনির বোতলে ঢুকতে পারবে না।

আমি এসব নিয়ম কানুন পড়ে মর্ট ওয়েৰ্নারের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি কমেডি নাটক বানাচ্ছি। একে কামোদ্দীপক করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।'

মর্ট অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'সে দেখা যাবে।'

জিনির ভূমিকায় নির্বাচন করা হলো বারবারা ইডেনকে। সে একই সঙ্গে সুন্দরী এবং লাস্যময়া। তার কমিক সেন্স প্রখর। তার প্রভু অ্যান্থনি নেলসনের ভূমিকায় নেয়া হলো ল্যারি হ্যাগম্যানকে। ল্যারি স্ক্রিন টেস্টে দারুণভাবে টিকে গেলেন। পরিচালক হিসেবে বাছাই করা হলো জিন নেলসনকে। ইনি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মিউজিকালে অভিনয় করেছেন, পরিচালনা করেছেন *দ্য অ্যান্ডি গ্রিফিথ শো* সহ কয়েকটি টিভি প্রোগ্রাম। এ লোকের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলার পর *আই ড্রিম অব জিনি*'র জন্য তাকেই পরিচালক হিসেবে সাব্যস্ত করা হলো।

১৯৫৫ সালে টেলিভিশন সাদাকালো থেকে রঙিন হয়ে ওঠে। টিভির সকল অনুষ্ঠান ছিল রঙিন। তবে *আই ড্রিম অব জিনি* রঙিন হবে না বলে জানিয়ে দিলেন জেরি হায়ামস। আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, 'জিনিকে রঙিন করতে হলে প্রতিটি শো'র জন্য অতিরিক্ত চারশো ডলার খরচা হবে।'

'কিন্তু জেরি, এ নাটকটি রঙিন হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। আমি বাকি টাকাটা নিজের পকেট থেকে দেব।'

জেরি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সিডনি, টাকাটা পানিতে ফেলো না।'

তিনি একথা বলেছিলেন কারণ কেউ আশা করেনি জিনির শো দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করবে।

১৯৬৫ সালে স্টুডিও, জিনি'র পাইলটের জন্য প্রস্তুত, আমি নিউইয়র্কে ফিরে এলাম কদিনের জন্য দেখতে যে *প্যাটি ডিউক*-এর কী অবস্থা। ওটা দ্বিতীয় সিজন পার করছে।

জন এবং ইথেল প্যাটির চারপাশে এমনভাবে দেয়াল তুলে রেখেছিলেন, যাতে কোনো তরুণ ও দেয়াল ভেদ করে প্যাটির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ না পায়। প্যাটি কোনো পার্টি কিংবা চ্যারিটিতে গেলেও ওঁরা ওকে চোখে চোখে রাখতেন। প্যাটি একরকম বন্দিজীবন যাপন করছিল।

নাটকে এক তরুণ সহকারী পরিচালক ছিল। বছর পঁচিশ বয়স, নাম হ্যারি ফক। সুদর্শন এ যুবকের সঙ্গে প্যাটি সেটে বসে সময় কাটাচ্ছে দেখে জন ছেলেটিকে

BanglaBook.org

চাকরিচ্যুত করলেন। প্যাটি খুবই মর্মাহত হলো তবে কিছু বলল না।

প্যাটির জন্মদিনের আগে, কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিল তারা ঘটা করে তাদের নায়িকার বার্থ ডে পালন করবে।

প্যাটি এল আমার অফিসে। 'আমার একটা উপকার করতে হবে, সিডনি।'

'বলো, প্যাটি। তোমার জন্য কী করতে হবে?'

'আমার জন্মদিনের পার্টিতে হ্যারি ফককে দাওয়াত দেবে। আমার জন্য এটুকু করতে পারবে না?'

'অবশ্যই পারব।'

সেদিন বিকেলে, পার্টিতে হ্যারি ফক এল। জন এবং ইথেল তাকে দেখে মহাক্ষুব্ধ। তবে প্যাটি ওঁদের দিকে ফিরেও তাকাল না। সে হ্যারির সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় কাটাল। তবে এর প্রতিক্রিয়াও হলো মারাত্মক।

BanglaBook.org

একত্রিশ

*জিনি*তে আমরা হেডেনররকে নিলাম মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকায় আর বার্টন ম্যাকলেন হলেন জেনারেল পিটারসন।

আমার মনে হলো অ্যানিমেশন দিয়ে শো শুরু করলে ভালো হবে, একজন জ্যোতির্বিদ জিনিকে আবিষ্কার করবেন। হলিউডের অন্যতম সেরা অ্যানিমেটর ছিলেন ফ্রিজ ফ্রেলেঙ্গ, তবে চলচ্চিত্রেই বেশি কাজ করেছেন তিনি। টেলিভিশনের জন্য কাজ করেননি বললেই চলে। আমি তাঁর কাছে পাইলট স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দিয়ে জানতে চাইলাম তিনি প্রথম দৃশ্যটি অ্যানিমেশন করতে পারবেন কিনা। বললেন পারবেন, অসাধারণ একটি ওপেনিং ছিল তাঁর।

প্রতিভাবান একজন সুরকার ডিক ওয়েসকে ভাড়া করলাম প্রথম সিজনের সংগীত পরিচালনার জন্য। কিন্তু মিউজিক শুনে পছন্দ হলো না। আমি *জিনি* থিমের জন্য নির্বাচিত করলাম হুগো মন্টেনেগ্রোর আপবিট মেলোডি।

জিনি'র বাড়ি হিসেবে যে বোতলটি পছন্দ করেছিলাম ওটা ছিল জিম বিম-এর মদ্যপানের ডিকান্টার। বোতলটিকে উজ্জ্বল রঙে রাঙানো হয়।

প্রথম দিনের মহড়া বেশ ভালোই চলল। আমাদের কাস্ট এবং পরিচালক জিন নেলসনকে পাইলট স্ক্রিপ্ট পড়ে শোনানো হয়েছিল। অভিনেতাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম তারা কোথাও কোনো পরিবর্তন চাইছে কিনা অথবা সংলাপ নিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা। আমি চাইছিলাম অভিনেতারা যেন সন্তুষ্ট থাকে। কারণ শূটিং শুরু হওয়ার পরে কোনো অভিযোগ আমি শুনতে চাই না। তারা কোনো আপত্তি জানাল না।

আই ড্রিম অব জিনি তার জাদু দেখানোর জন্য প্রস্তুত হলো।

প্রডাকশনের কাজ শুরু হয়েছে এক ঘণ্টাও হয়নি, আমার সেক্রেটারি বলল, 'মি. নেলসন সেট থেকে আপনাকে ফোন করেছেন।'

সুসংবাদটি শোনার জন্য তর সইছিল না আমার। 'জিন—'

'আমি চলে যাচ্ছি। অন্য কাউকে দায়িত্বটা দিন। দুঃখিত।'

সে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল।

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' ভয় পেয়ে গেলাম আমি। 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমি আসছি এখুনি।'

তিন মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সেটে। জিনকে একপাশে ডেকে নিয়ে জানতে চাইলাম, 'কী হয়েছে?'

BanglaBook.org

'যারা একটা লাইন সংলাপ মুখস্থ বলতে পারে না তাদের সঙ্গে আমি কাজ করতে চাই না। ল্যারি হ্যাগম্যান তার সংলাপ বলতে পারছে না, বিল ডেইলি জানেই না তাকে কী বলতে হবে—'

'একটু দাঁড়াও,' রাগে গরগর করে উঠলাম আমি।

ল্যারিকে ডেকে নিয়ে বললাম, 'আপনি সংলাপ মুখস্থ না করে শূটিং করতে এসেছেন কেন?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ল্যারি হ্যাগম্যান। 'মানে? সংলাপ তো আমার মুখস্থই আছে।'

'কিন্তু পরিচালক যে বলল আপনি সংলাপ মুখস্থ করেননি। জানেন না কী বলতে হবে।'

'আমি আমার সংলাপে বাড়তি দুএকটি লাইন যোগ করেছি মাত্র এবং—'

'ল্যারি! শুনুন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমাদের শিডিউল অত্যন্ত টাইট। প্রতিদিন অনেকগুলো দৃশ্য শূট করতে হবে। আপনার জন্য যে সংলাপ লিখে দেয়া হয়েছে তা-ই বলবেন, বাড়তি একটি শব্দও নয়। ক্লিয়ার?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

এরপর বিল ডেইলিকে ডেকে নিয়ে বললাম, 'তুমি সংলাপ মুখস্থ করে আসোনি কেন?'

বিল বলল, 'আমি দুঃখিত, সিডনি। আ-আমাকে কখনও সংলাপ মুখস্থ করে কিছু বলতে হয়নি। আমি দ্য ইমপ্রুভ-এর মতো ক্লাবে সবসময় এভাবেই কাজ করেছি। ওখানে কমেডি করতাম।'

'এটা দ্য ইমপ্রুভ নয়,' ঘাউ করে উঠলাম আমি। 'এ শোতে অভিনয় করতে চাইলে সংলাপ মুখস্থ করে আসতে হবে।'

ঢোক গিলল সে। 'ওকে।'

জিন নেলসনের কাছে গেলাম আমি, 'ছোটখাটো একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল, জিন। এরপর থেকে আর সমস্যা হবে না। আমি চাই তুমি শো'র সঙ্গে থাকবে। ল্যারি কোনো ঝামেলা করবে না। আমি বিল-এর সংলাপ রেকর্ডারে টেপ করে দিচ্ছি। ও স্টুডিওতে যাওয়া-আসার পথে গাড়িতে বসে টেপ বাজিয়ে শুনবে। তাহলে আর ভুলে যাবে না সংলাপ। ওদেরকে আরেকটা সুযোগ দেয়া যায় না?'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে নেলসন বলল, 'আমি চেষ্টা করব। তবে—'

'ধন্যবাদ।'

পাইলটের প্রথম দৃশ্যের শূটিং হলো জুমা বিচে, লস এঞ্জেলেস থেকে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। দৃশ্যটি এরকম জ্যোতির্বিদ ল্যারি তার নষ্ট হয়ে যাওয়া স্পেসশিপ নিয়ে একটি নির্জন দ্বীপে অবতরণ করেছে। সে একটি বোতল দেখতে পেয়ে ওটার ছিপি খুলতেই দেখতে পায় ভেতরে এক জিনপরী বসে আছে। জিনপরীকে সে মুক্ত করে এবং পরীটির প্রভু বনে যায়। পরী তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না।

BanglaBook.org

চমৎকারভাবে দৃশ্যায়িত হলো এ দৃশ্য। সবকিছুই ঠিকঠাকমতো চলল। আমরা শুটিং শেষে কোম্পানি লিমুজিনে স্টুডিওতে ফিরছি, ট্রাফিকের জ্যামে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। সামনে ট্যুরিস্ট ভর্তি একটি গাড়ি। ল্যারি লিমুজিনের কাচ নামিয়ে, জানালা দিয়ে মাথা বের করে ট্যুরিস্টদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল, 'একদিন তোমরা চিনবে আমি কে।'

ল্যারির মা মেরি মার্টিন ছিলে ব্রডওয়ের সেরা তারকা, তাঁর সঙ্গে ল্যারির কঠিন সম্পর্ক যাচ্ছিল। মেরি নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ল্যারি বড় হয়ে উঠছিল টেক্সাসে, তার বাবা বেন-এর কাছে। ল্যারি মাঝে মাঝে তার দাদির সঙ্গে থাকত আবার নিউইয়র্কে যেত মাকে দেখতে। মাকে দেখাতে চাইত সে-ও তারকা হতে পারবেন।

পাইলটের কাজ শেষ হলো, তখনও অন এয়ারে যায়নি, মেরি মার্টিন আমাকে ফোন করলেন, 'সিডনি, আমি পাইলটটি দেখতে চাই। তুমি ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'অবশ্যই।'

আমি নিউইয়র্কে *জিনি*'র পাইলট শো দেখানোর ব্যবস্থা করলাম।

প্রজেকশন রুমে ছিলেন মেরি মার্টিন, স্ক্রিন জেমসের কয়েকজন নির্বাহী কর্মকর্তা এবং স্ক্রিন জেমসের প্রধান জন মিচেল।

শো শুরুর আগে মেরি মার্টিন জন মিচেলের কাছে গিয়ে তার হাতটা ধরে বললেন, 'শুনেছি আপনি পৃথিবীর সেরা সেলসম্যান।'

জনের বুক যেন ফুলে গেল দু ইঞ্চি।

'আপনার কথা অনেক শুনেছি,' বলে চললেন মেরি মার্টিন, 'ওরা বলে আপনি একটি জিনিয়াস।'

জন মিচেল চেহারায় লাজরাঙা ভাব ফুটতে না-দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন।

'স্ক্রিন জেমসের সৌভাগ্য আপনার মতো একজন মানুষকে পেয়েছে।'

কোনোমতে বিড়বিড় করে বললেন জন মিচেল, 'ধন্যবাদ মিস মার্টিন।'

শো শুরু হলো। শেষ হওয়ার পরে প্রেক্ষাগৃহে বলে উঠল বাতি। মেরি মার্টিন জন মিচেলের দিকে ফিরে বললেন, 'এরকম শো যে-কেউ বিক্রি করতে পারে।'

সংকুচিত হয়ে গেলেন জন মিচেল।

জিনি মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেল। সমালোচকরা কঠোর সমালোচনা করলেও দর্শক শোটি নিল। ক্রমে এর দর্শকপ্রিয়তা বেড়ে চলল।

আমি এ শো'র জন্য অতিথি শিল্পীদেরকে ব্যবহার করেছি। ফারাহ ফসেট একটি পর্বে অভিনয় করেছেন, আরও অভিনয় করেছেন নিক ভ্যান প্যাটেল, রিচার্ড মুলিগান, ডন রিকলস এবং মিলটন বার্থে।

আমি *বিগার দ্যান আ ব্রেড বক্স অ্যান্ড বেটার দ্যান আ জিনি* পর্বের জন্য এক ভুয়া জ্যোতিষীকে নিয়ে গল্প লিখেছিলাম। জোরজাকে জ্যোতিষীর ভূমিকায় অভিনয় করতে বললাম। তখন বসন্তকাল, নাটালি আমাদের বাড়ি আসছিলেন বেড়াতে।

BanglaBook.org

জোরজা বলল, 'তুমি নাটালিকে সম্মোহনের দৃশ্যে একটা পার্ট দিচ্ছ না কেন? উনি ভালোই অভিনয় করবেন।'

হেসে উঠলাম আমি। 'আমার মা নিশ্চয় উপভোগ করবে ব্যাপারটা।'

নাটালি আসার পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি টিভিতে অভিনয় করবে?'

'আপত্তি নেই,' উদাস গলায় বললেন মা।

'জোরজা জ্যোতিষীর ভূমিকায় অভিনয় করবে আর তুমি সম্মোহনের দৃশ্যে।'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'আচ্ছা।' জাতীয় টেলিভিশনে অভিনয় করার ব্যাপারটি তাঁকে যেন উত্তেজিতই করতে পারল না।

আমার মা এতই ভালো অভিনয় করলেন যে কেউ বুঝতেই পারল না তিনি পেশাদার অভিনেত্রী নন।

নাটালি ফিরে গেলেন শিকাগো। তাঁর অভিনীত পর্বটি টিভিতে প্রচারিত হওয়ার পরে তিনি আমাকে ফোন করলেন, 'থ্যাংক ইউ, ডার্লিং।'

'ধন্যবাদ কিসের জন্য?'

'আজ সারা সকাল ধরে ফোন পাচ্ছি। আমি স্টার হয়ে গেছি।'

আমরা ডজনখানেক পর্ব করলাম। স্টুডিও আমাদের কাজে খুব খুশি। একদিন *জিনি*'র নায়িকা বারবারা ফোন করল আমাকে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটি খবর দিল সে। সে গর্ভবতী এবং আর শূটিং করতে পারবে না।

পরদিন সকালে জিন নেলসনকে আমার অফিসে আসতে বললাম। সে আসার পরে বললাম, 'জিন, একটা সমস্যা হয়েছে।'

'শুনেছি আমি,' বলল সে। 'বারবারা প্রেগন্যান্ট। এখন কী করব?'

'ওকে দিয়েই শূটিং করব। তবে ক্যামেরা সবসময় ওর কোমরের ওপরে ধরা থাকবে। এবং লং শট ব্যবহার করব। বারবারাকে ছাড়া আমার চলবে না।'

একটু ভেবে নেলসন বলল, 'আমারও না।'

আমরা তৃতীয় হপ্তা থেকে সিরিজের শূটিং এভাবেই চালিয়ে গেলাম। বারবারার গর্ভধারণের আট মাস পর্যন্ত এভাবে শূটিং করেছি।

প্রথম বছরে *জিনি*'র রেটিং দ্রুত উঁচুতে উঠছিল। তবে সমস্যা হচ্ছিল ল্যারি হ্যাগম্যানকে নিয়ে। আমার ইচ্ছে ছিল আরও বেশি অতিথি শিল্পী সংযুক্ত করব শোতে। কিন্তু ল্যারি সবসময় এর বিরোধিতা করে আসছিল। সে অতিথি-শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলত না, গুম হয়ে বসে থাকত নিজের ড্রেসিংরুমে।

তারকা হতে চাইছিল ল্যারি এবং সেটা এখনই। বারবারাকে নিয়ে পত্রিকাগুলো প্রচ্ছদ করছিল, সাক্ষাৎকার নিচ্ছিল। এটা সহ্য হচ্ছিল না ল্যারির। ল্যারি পৃথিবীকে দেখতে চাইছিল সে তার মতোই সফল হবে। তার ফলাফল হলো এই যে, সে নিজেকে এবং অন্য সবাইকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রাখছিল।

BanglaBook.org

আমি এসব কিছুই জানতাম না। জানতাম না প্রতিদিন সকালে ল্যারি শ্যাম্পেনের বোতল খুলে নিয়ে বসে মদ পান শুরু করে। তবে মদ্যপান ওর অভিনয়ে কোনো প্রভাব ফেলেনি কখনও। ঠিকঠাক অভিনয় করে গেছে।

একদিন সকালে জিন নেলসন ফোন করল আমাকে।

'তোমার সাহায্য দরকার, সিডনি। ল্যারি ওর ড্রেসিংরুমে বসে কাঁদছে। বলছে শুটিং করবে না।'

আমি ল্যারির ড্রেসিংরুমে গিয়ে ঢুকলাম। অনেকক্ষণ কথা বললাম দুজনে। অবশেষে বললাম, 'ল্যারি, তোমাকে সাহায্য করার জন্য যা যা করা দরকার আমি করব। তোমাকে নিয়ে আমি স্ক্রিপ্ট লিখব।'

ল্যারির ক্যারিয়ার গড়ে তোলা এবং ওকে আরও বিখ্যাত করে তুলতে ওর উপযোগী করে চিত্রনাট্য লিখতে লাগলাম। তবে বারবারা ইডেনের মতো অপূর্ব সুন্দরী অভিনেত্রীর পাশে ওকে ম্লানই লাগছিল।

দিন দিন আরও বিমর্ষ হয়ে পড়ল ল্যারি। সেটের সবাই আপসেট হয়ে যাচ্ছিল। বারবারা অবশ্য খুব ধৈর্য ধরে ছিল। আমি ল্যারির সঙ্গে আবার কথা বললাম।

'ল্যারি, এ শোটি তুমি পছন্দ করো?'

'নিশ্চয়।'

'কিন্তু কাজটা করে মজা পাচ্ছ না?'

'না।'

'কেন?'

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব এল, 'আমি জানি না।'

'নিশ্চয় তুমি জানো। তুমি এ শো'র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র। তবে এ শোতে যদি কাজ করতে চাও, নিজের ওপর থেকে চাপ কমাতে হবে। তোমার একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিত। এবং শিগগির।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'আচ্ছা।'

কয়েকদিন পরে ল্যারি আমাকে জানাল সে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, ওখানে নিয়মিত যাওয়া-আসা করছে। এতে খানিকটা কাজ হলো বটে তবে টেনশনটা পুরোপুরি দূর হলো না।

BanglaBook.org

বত্রিশ

দ্বিতীয় সিজনের শুরুতে রঙিন হলো *জিনি।* আমার চাপ কমানোর জন্য কয়েকজন লেখক ভাড়া করলাম। তবে তাদের বেশিরভাগের পাণ্ডুলিপিই ছুড়ে ফেলে দিলাম পছন্দ না-হওয়ায়। অনেক লেখকের ধারণা, ফ্যান্টাসিতে আরও যত ফ্যান্টাসির প্রলেপ দেয়া হবে ততই ভালো হবে। কিন্তু আমার ধারণা, শো হিট করার কারণ গল্পের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক। সঙ্গে যোগ হয়েছে কমেডি।

যেমন একটি পর্বে দেখিয়েছি টনি অফিসে গেছে, ইনকামট্যাক্স থেকে এক লোক এসেছে তার বাড়িতে। জিনি তাকে স্বাগত জানাল। দর্শনার্থীকে অভিভূত করতে সে চোখের পলকে দেয়াল সাজিয়ে ফেলল রেমব্রন্ডেট, পিকাসো, মন্তেস এবং রেনোয়ার আঁকা ছবি দিয়ে।

'দেখলেন তো,' স্তম্ভিত আয়কর কর্মকর্তাকে বলল জিনি, 'আমার প্রভু কত বড়লোক।'

টনিকে পরে এ পরিস্থিতি সামাল দিতে বহু বেগ পেতে হয়েছে।

আরেক দৃশ্যে টনি ড. বেলোসকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছে। জিনির মনে হলো তার প্রভুর বাড়িটি লোককে দাওয়াত খাওয়ানোর জন্য বড্ড ছোট। সে চোখের পলক ফেলতেই বাড়িতে হাজির হয়ে গেল প্রকাণ্ড বলরুম, সুসজ্জিত ডাইনিং রুম, বিশাল বাগান এবং বিরাট এক সুইমিংপুল। ছোট বাড়িটি এক রাতের মধ্যে কীভাবে এতটা বদলে গেল ড. বেলোসকে সে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে টনি রীতিমতো গলদঘর্ম।

আমি ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত জিনির জন্য আটত্রিশটি স্ক্রিপ্ট লিখেছি। এ নাটকে বিভিন্নভাবে আমার নাম যেত। যেমন, সিডনি শেলডন প্রডাকশন...ক্রিয়েটেড বাই সিডনি শেলডন...প্রডিউসড বাই সিডনি শেলডন...রিটেন বাই সিডনি শেলডন...কপিরাইট বাই সিডনি শেলডন...। পর্দায় একাধিকবার নিজের নাম দেখতে লজ্জাই লাগত। শেষে তিনটি ছদ্মনাম ব্যবহার করলাম ক্রিস্টোফার গোলাটো, অ্যালান ডেভন এবং মার্ক রোয়েন। নিজের নামে কম স্ক্রিপ্ট যেতে লাগল।

জিনি'র প্রথম বছর পার হওয়ার পরে শো ছেড়ে চলে গেল জিন নেলসন। তার আরও অফার ছিল। আমি এরপর নানান পরিচালক দিয়ে এ শো চালিয়েছি। এদের মধ্যে ছিলেন ক্লডিও গুজম্যান এবং হ্যাল কুপার। শো পরিচালনা করেছে স্যাম ডেভিস জুনিয়র এবং গ্রুচো মার্ক্স।

BanglaBook.org

জিনি এমনই হিট করেছিল যে জিনির নামে নানা পণ্যে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল বাজার। এসবের মধ্যে ছিল *জিনি* পুতুল, *জিনি* বোতল। জিনির নামে *দ্য ব্লিংক* নামে একটি পত্রিকাও বের হয়। আর ভক্তদের চিঠিও আসত প্রচুর। তবে প্রায় সবই বারবারার নামে। ল্যারি তখন হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরত।

তবে আমি সমস্যায় পড়েছিলাম *দ্য প্যাটি ডিউক শো* নিয়ে। প্যাটি একটা সময় বেঁকে বসে। সে আর রস-দম্পতির শাসন মানতে চাইছিল না। একবার রস-দম্পতির সঙ্গে এমন ঝগড়া শুরু হয় যে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় প্যাটি। হ্যারি ফক চলে আসে ক্যালিফোর্নিয়া। ওরা দুজনে বিয়ে করে। প্যাটির ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন রস-দম্পতি।

তবে ওদের দ্বন্দ্ব বেড়েই চলছিল। বছর শেষে পরিস্থিতি এমন খারাপ হয়ে ওঠে যে রেটিং সন্তোষজনক থাকা সত্ত্বেও টিভি-কর্তৃপক্ষ শো বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৬৭ সালে, *জিনি*র তখন দ্বিতীয় সিজন চলছে, আমি এ নাটকের জন্য এমি অ্যাওয়ার্ডের নমিনেশন পেলাম।

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে লসএঞ্জেলেস সিডার্স সিনাই হাসপাতাল থেকে একটি ফোন এল। অটোর ভয়ানক হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলাম ওখানে। ডাক্তার বললেন আমার বাবার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আমি অটোর রুমে ঢুকলাম। তাকে শীর্ণ এবং দুর্বল লাগছিল। আমাকে কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন তিনি। আমি তার কাছে গিয়ে ঝুঁকলাম। আমার বাবা ফিসফিস করে মজা করলেন, 'আমার গাড়িটা রিচার্ডকে দিয়ে দিয়েছি। বরং বিক্রি করে দিলেই ভালো করতাম। দুটো পয়সা পেতাম।'

আমাকে বলা ওটাই ছিল তাঁর শেষ কথা।

আই ড্রিম অব জিনি চার বছর পূরণ হলো। অত্যন্ত সফল একটি শো। পাঁচ বছরে পা দিতে যাচ্ছে শোটি, NBC-প্রধান মর্ট ওয়ার্নার আমাকে একদিন ফোন করলেন।

'জিনি এবং টনির এখন বিয়ে দেয়া উচিত।'

শুনে হতভম্ব আমি। 'তাহলে শোটা শেষ হয়ে যাবে, মর্ট। জিনির মজাটাই হলো জিনি এবং তার প্রভুর মধ্যেকার সেক্সুয়াল টেনশন। একবার ওদের বিয়ে দিয়েছেন কি মজা চলে যাবে। আর কোনো কাজ করার সুযোগ থাকবে না।'

'আমি চাই ওদের বিয়ে হবে।'

'মর্ট, এ গোয়ার্তুমির কোনো মানে হয় না। ওরা যদি—'

'তুমি শোটি পঞ্চম বছরে নিয়ে যেতে চাও কি চাও না?'

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বুঝতে পারছিলাম আমাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে কিন্তু টিভি চ্যানেলটা তো তাঁর। 'বিষয়টি নিয়ে কি আলোচনার অবকাশ আছে?'

BanglaBook.org

'না, নেই।'

'ঠিক আছে। আমি ওদের বিয়ে দিয়ে দেব।'

'গুড। আগামী বছরও তোমার নাটক টিভিতে যাবে।'

'ব্যবসায়ীদেরকে সৃজনশীল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া উচিত নয়,' মন্তব্য করল ল্যারি হ্যাগম্যান।

সবাই মর্ট ওয়ার্নারের সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু কোনো লাভ হলো। তাঁর ধারণা তিনি সবার চেয়ে বেশি জানেন এবং বোঝেন। তিনি জানেন কী করলে শো ভালো হবে।

জিনি'র পঞ্চম বছর প্রদর্শনীতে বিয়ের দৃশ্য লিখলাম।

বিয়ের দৃশ্যের শূটিং হলো কেনেডিতে। এয়ারফোর্সের অনেকে এল শূটিং দেখতে। আমি স্ক্রিপ্ট যতটা সম্ভব মজার করে তৈরি করার চেষ্টা করলাম কিন্তু জিনি আর টনির সম্পর্ক বিয়ের পর বদলে গিয়েছিল এবং বেশিরভাগ মজাই এতে চলে যায়। পঞ্চম বছরের শেষার্ধে বাতিল করা হয় *আই ড্রিম অব জিনি*'র প্রদর্শনী। মর্ট ওয়ার্নার একটি হিট শো সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই ওটা ধ্বংস করেন।

আমরা ১৩৯টি পর্ব তৈরি করেছিলাম। *আই ড্রিম অব জিনি,* আজ চল্লিশ বছর পরে সারা পৃথিবীতে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং কোটি কোটি দর্শককে নির্মল হাসির খোরাক জুগিয়ে চলেছে।

জিনি প্রযোজনা করার সময় আমার মাথায় দারুণ একটি আইডিয়া এসেছিল। এক মনোবিজ্ঞানীকে নিয়ে গল্প যাকে কেউ হত্যা করতে চাইছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ছিল অজাতশত্রু। সে বুঝতে পারছিল না তার মতো একজন ভালো মানুষকে কে বা কারা কেন হত্যা করতে চাইছে।

তবে সমস্যা হলো আমি কিছু লিখতে চাইলে সে-বিষয়ে গবেষণা করে নিতে চাই। আমাকে মনোবিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে জানতে তাঁরা কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করবেন। কিন্তু কাজটা সম্ভব নয়। আমার মনে হচ্ছিল এ কাজ আমার দ্বারা হওয়ার নয়। উপন্যাস আসলে আমি কোনোদিনই লিখতে পারব না। তাই পরিকল্পনা ওখানেই বাতিল।

BanglaBook.org

১৯৭০ সালে আমি *ন্যান্সি* নামে আরেকটি টিভি শো করেছিলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণী এবং সফিসটেকেড মেয়ে ন্যান্সি। সে ছুটি কাটাতে গিয়ে এক যুবকের প্রেমে পড়ে যায় এবং ওরা বিয়ে করে ফেলে।

এ ধারাবাহিকের জন্য তিনজন খুব ভালো অভিনেতা বাছাই করলাম আমি সেলেস্টি হোম, রেনে জ্যারেট ও জন ফিংক। NBC-কে পাইলট দেখানো হলো। তারা শো কিনে নিল।

মিষ্টি, রোমান্টিক এক কমেডি *ন্যান্সি।* আর তারকারা এটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। তবে সতেরো পর্ব প্রচার হওয়ার পরে চ্যানেলটি এ শো'র প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। অথচ রেটিং ভালোই ছিল। আমি জানি না নাটকটি দেখে হোয়াইট হাউজ গোস্বা হয়েছিল কিনা, নাকি শো বন্ধ করার জন্য কোনো রাজনৈতিক চাপ ছিল। তবে এটুকুই শুধু জানি *ন্যান্সি* বন্ধ হওয়ায় সবাই একটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়েছিল।

BanglaBook.org

তেত্রিশ

অনেক বছর পরে সিদ্ধান্ত নিলাম আমি একটি ব্ল্যাকটাই শো করব। তাতে বিখ্যাত ব্যক্তিরা অভিনয় করবেন। আমি *হার্ট টু হার্ট* তৈরি করলাম। ১৯৭৯ সালে এটি টিভিতে প্রচারিত হলো। প্রযোজক অ্যারন স্পেলিং এবং লিওনার্ড গোল্ডবার্গ। মূল তারকা হিসেবে সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম রবার্ট ওয়াগনার এবং স্টেফানি পাওয়ার্সকে। শোটি হিট করল এবং চলল টানা পাঁচ বছর।

অন্যান্য কাজ কম করছি, সাইকিয়াট্রিস্টকে নিয়ে লেখার চিন্তাটা বারবার খোঁচাচ্ছিল আমাকে। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। যেন চরিত্রটি জ্যান্ত হয়ে উঠতে চাইছে। উপন্যাস লেখার মতো আত্মবিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্টের বোঝাটা ঘাড় থেকে নামানোর জন্য এর গল্প লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সকালে আমি আমার এক সেক্রেটারিকে উপন্যাসের ডিকটেশন দিই, বিকেলে প্রডিউসারের টুপি মাথায় চাপিয়ে এ-সংক্রান্ত কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

অবশেষে শেষ হলো উপন্যাস। এটাকে দিয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার কোনো সাহিত্য এজেন্ট ছিল না।

আমি আমার এক প্রিয় বন্ধু, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক আরভিং ওয়ালেসকে একদিন ফোন করলাম।

'আমি একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছি। কার কাছে পাঠাই বলো তো?'

'আগে আমাকে পড়তে দাও,' বলল সে।

আমি পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলাম তার কাছে। এবং অপেক্ষা করতে লাগলাম তার ফোনের জন্য একথা শুনতে যে, 'এটা কাউকে পাঠিও না।'

বদলে সে বলল, 'তোমার লেখাটি চমৎকার হয়েছে। এটা নিউইয়র্কে, আমার এজেন্টের কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি ওকে ফোনে বলে দেব।'

আমার উপন্যাসটির নাম *দ্য নেকেড ফেস*। পাঁচজন প্রকাশক উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিলেন। ষষ্ঠজন, যিনি পড়লেন, তাঁর নাম হিল্লেল ব্লাক, উইলিয়াম মরোর সম্পাদক।

আমার এজেন্ট বলল, 'উইলিয়াম মরো আপনার বইটি প্রকাশ করতে চাইছে। এজন্য ওরা আপনাকে এক হাজার ডলার অ্যাডভান্স দেবে।'

শুনে বেশ উত্তেজনা বোধ করলাম। আমার বইটি অবশেষে প্রকাশিত হতে চলেছে, এতেই আমি খুশি হয়ে বরং ওদেরকে এক হাজার ডলার দিতাম।

BanglaBook.org

'চমৎকার,' বললাম আমি।

হিল্লেল কয়েক জায়গায় ছোটখাটো পরিবর্তন করতে বললেন। আমি দ্রুত কাজটা করে ফেললাম।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হলো বইটি। *দ্য নেকেড ফেস* যেদিন প্রকাশিত হলো, সেদিন ভয়ে বুক টিপটিপ করছিল আমার। আমি নিশ্চিত ছিলাম এটি একটি রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে, কারণ এক কপিও বিক্রি হবে না আমার বই। তাই তাড়াতাড়ি বেভারলি হিলসের একটি দোকান থেকে *দ্য নেকেড ফেস*-এর এক কপি কিনে নিয়ে এলাম। আমার প্রকাশিত বই বেরুবার প্রথম দিন এক কপি বই কেনার ধারা আজও অব্যাহত রেখেছি আমি।

নিয়ম ছিল যার বই প্রকাশ হবে সে লেখক সারা দেশে ঘুরে বেড়াবেন, নিজের বইয়ের পাবলিসিটি করবেন, পাঠক ক্রেতাদেরকে জানাবেন বইটি দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। লেখকরা টিভিতে চেহারা দেখাবেন, যাবেন পার্টিতে, নিজের বইয়ের পাবলিসিটির জন্য সাহিত্যিকদের লাঞ্চে অংশ নেবেন। আমি হিল্লেল ব্ল্যাককে ফোন করলাম।

'আমি বুক ট্যুরে বেরুব,' বললাম আমি। 'আপনি টিভি শো-র ব্যবস্থা করুন যেখানে আমার সাক্ষাৎকার নেয়া হবে এবং—'

'সিডনি, আপনাকে বুক ট্যুরে পাঠিয়ে আমাদের কোনো লাভ নেই।'

'কেন, লাভ নেই কেন?'

'হলিউডের বাইরে আপনাকে কেউ চেনে না। কোনো টিভি চ্যানেল আপনার সাক্ষাৎকার প্রচার করতে আগ্রহ বোধ করবে না। কাজেই এটা ভুলে যান।'

কিন্তু আমি ভুলে গেলাম না। আমি এক জনসংযোগ কর্মকর্তাকে ডেকে এনে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম তাকে।

'ও নিয়ে কিস্যু ভাববেন না,' বলল সে। 'আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

সে আমাকে *দ্য টুনাইট শো, দ্য মার্ভ গ্রিফিন শো* এবং *দ্য ডেভিড ফ্রস্ট শো*সহ আরো আধডজন শোতে বুক করে ফেলল।

জনসংযোগ কর্মকর্তা ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেনার বিখ্যাত হান্টিংটন হোটেলে একটি লিটারারি লাঞ্চে যাওয়ার ব্যবস্থাও করে দিল। এখানে লেখকরা তাঁদের বইয়ের ব্যাপারে সংক্ষেপে গুণগান করেন, লাঞ্চ সারেন, তারপর উপস্থিত অভ্যাগতরা মঞ্চে উপবিষ্ট পছন্দের লেখকদের কাছ থেকে অটোগ্রাফসহ বই কেনেন।

মঞ্চে আমার পাশে ছিলেন উইল এবং এরিয়েল ডুরান্ট, তাঁরা তাঁদের প্রায় সারাজীবন ব্যয় করে একটি বিখ্যাত বই লিখেছেন *দ্য স্টোরি অব সিলিভাইজেশন* নামে; ছিলেন ফ্রান্সিস গেরি পাওয়ার্স যিনি একটি সাবমেরিনে গুলিতে আহত হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন; আছেন জনপ্রিয় উপন্যাসিক গুয়েন ডেভিস এবং জ্যাক স্মিথ, যিনি লসএঞ্জেলস টাইমস-এ জনপ্রিয় একটি কলাম লেখেন।

BanglaBook.org

লাঞ্চের সময় আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় তুলে ধরা হলো এবং আমরা যে যার বই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম।

লাঞ্চ শেষে অভ্যাগতরা লাঞ্চরুমের পেছনের ঘরে গিয়ে লাইন দিলেন প্রিয় লেখকদের বই কিনতে। উইল এবং এরিয়েল ডুরান্টের সামনের লাইন গিয়ে ঠেকেছে ঘরের শেষপ্রান্তে। জ্যাক স্মিথেরটাও প্রায় তেমনই। গ্যারি পাওয়ার্সের লাইনও দীর্ঘ, গুয়েন ডেভিসেরটাও তাই।

তবে আমার সামনে পাঠকের কোনো লাইন নেই। লজ্জায় লাল হয়ে আমি একটা নোটবুকে কিছু লেখার ভান করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছিলাম পালাবার কোনো রাস্তা পেলে এখুনি কেটে পড়তাম। অন্যান্য লেখকদের লাইনগুলো ক্রমে দীর্ঘ হচ্ছে আর আমি তখন বসে বসে নোটবুকে হাবিজাবি লিখছি।

মনে হলো অনন্তকাল পরে একটি কণ্ঠ বলে উঠল, 'মি. শেলডন?'

মুখ তুলে তাকালাম। ছোটখাটো গড়নের এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বইয়ের নাম কী?'

আমি জবাব দিলাম, *'দ্য নেকেড ফেস।'*

হাসলেন তিনি। 'আচ্ছা, আমি এক কপি কিনব।'

সেদিন ওই এক কপি বই-ই বিক্রি হয়েছিল।

কয়েক হপ্তা পরে নিউইয়র্কে এসে উইলিয়াম মরোর প্রেসিডেন্ট ল্যারি হিউজেসের সঙ্গে দেখা করলাম।

'ভালো খবর আছে,' বললেন তিনি। '*দ্য নেকেড ফেস* আমরা সতেরো হাজার কপি বিক্রি করেছি এবং এটার দ্বিতীয় মুদ্রণ চলছে।'

আমি অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'মি. হিউজেস আমার একটি নাটক দেখানো হচ্ছে টিভিতে। প্রতি হপ্তায় এ নাটক দেখছে দুকোটি মানুষ। কাজেই আমার বই সতেরো হাজার কপি বিক্রি হয়েছে শুনে মোটেই রোমাঞ্চ বোধ করছি না।'

বইয়ের রিভিউ যখন বের হলো, আমি তা পড়ে মহাবিস্মিত। প্রায় সবগুলো রিভিউতে আমার বইয়ের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে সবার ওপরে ছিল *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর রিভিউ। সমালোচক লিখেছেন, *'দ্য নেকেড ফেস'* নিঃসন্দেহে বছরের প্রথম সেরা রহস্যোপন্যাস।' শুধু তাই নয়, বছর শেষে আমি এডগার অ্যালান পো অ্যাওয়ার্ড নমিনেশনও পেলাম।

হলিউডে ফিরলাম। তখনও *ন্যান্সি* নিয়ে কাজ করছি। তবে আরেকটি উপন্যাস লেখার চিন্তা কুটকুট করছিল মাথায়। *দ্য নেকেড ফেস* লিখে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারিনি। পাবলিসিটিতে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। তবে উপন্যাসটি রচনার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান জড়িয়ে পড়েছিল। আমি সৃজনশীলতার স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে গিয়েছিলাম যা আগে কখনও উপভোগ করিনি।

কেউ যখন চিত্রনাট্য বা মঞ্চনাটক কিংবা টিভির জন্য নাটক লেখে, কাজটা

BanglaBook.org

সবসময়ই যৌথ উদ্যোগে হয়ে থাকে। আপনি একা লিখলেও আপনাকে কাজ করতে হচ্ছে কাস্টিং, পরিচালক, প্রযোজক এবং মিউজিশিয়ানের সঙ্গে।

কিন্তু একজন ঔপন্যাসিক যা চান তা-ই মনের আনন্দে সৃষ্টি করতে পারেন। তাকে কেউ বলতে আসে না 'উপত্যকার বদলে দৃশ্যটি পাহাড়কে নিয়ে লিখুন' 'খুব বেশি সেট-এর কথা লেখা হয়েছে।' 'এখানে কিছু সংলাপ ফেলে দিন, মিউজিকের সঙ্গে তৈরি করুন মুড।'

ঔপন্যাসিক নিজেই গল্পের চরিত্র, প্রযোজক এবং পরিচালক। লেখক গোটা একটা পৃথিবী তৈরি করার স্বাধীনতা ভোগ করেন, তিনি অতীত-ভবিষ্যৎ যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন, তার চরিত্রগুলোকে নিয়ে খেলা করতে পারেন। এখানে কল্পনার লাগাম টেনে ধরা ছাড়া আর কোনো সীমারেখা নেই।

সিদ্ধান্ত নিলাম আরেকখানা উপন্যাস লিখব। তবে এ বইটি *দ্য নেকেড ফেস*-এর চেয়ে ভালো চলবে কিনা জানি না, সে প্রত্যাশাও করি না। আমার চমৎকার একটি গল্পের আইডিয়া দরকার ছিল। মনে পড়ল *অর্কিডস ফর ভার্জিনিয়া*'র কথা। RKO-তে ডোর স্কারি এ গল্প ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি চিত্রনাট্যের রূপান্তর ঘটালাম। উপন্যাসে নাম বদলে রাখলাম *দ্য আদার সাইড অব মিডনাইট।*

এক বছর পরে প্রকাশিত হলো বইটি এবং আমার জীবনটাকে আমূল বদলে দিল। *নিউইয়র্ক টাইমস* বেস্ট সেলারের তালিকায় এটি টানা বাহান্ন হপ্তা রাজত্ব করল। *দ্য আদার সাইড অব মিডনাইট* পরিণত হলো বিস্ময়কর ঘটনায়, আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার হলো বইটি।

বিআ ফ্যাক্টর আমাকে নিয়ে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমি একদিন বিশ্ববিখ্যাত হব. অবশেষে তা সত্যি হলো।

BanglaBook.org

উপসংহার

গত কয়েক বছরে যত মাধ্যমে আমি কাজ করেছি— সিনেমা, মঞ্চনাটক, টেলিভিশন এবং লেখালেখি—সবচেয়ে ভালো লেগেছে শেষের কাজটি করে। লেখালেখি একদম ভিন্ন একটি জগৎ, এ হলো হৃদয় এবং মনের পৃথিবী। আমি যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক সহজ ছিল চিত্রনাট্যকার থেকে লেখক বনে যাওয়া। আর লেখক হওয়ার সুবিধেও যে কত!

একজন উপন্যাসিক গবেষণার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান, নানানরকম মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, মজার মজার জায়গায় তিনি যান। লোকে যদি আপনার লেখা পড়ে আলোড়িত হয় তাহলে নিজেদের অনুভূতি তারা জানিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে আমি এমন সব চিঠি পাই যা অসম্ভব ইমোশনাল।

একবার একটি মেয়ে চিঠি লিখল। তাঁর ভয়ানক হার্টঅ্যাটাক হয়েছে, হাসপাতালে আছে, ওখানে বাবা-মা কিংবা বন্ধুবান্ধব কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। সে আমাকে লিখেছিল যে সে মরতে চায়। মেয়েটির বয়স মাত্র একুশ বছর। কেউ তাকে *দ্য আদার সাইড অব মিডনাইট*-এর একটি কপি দিয়ে গিয়েছিল। বইটির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে লেখাটা হঠাৎ ভালো লেগে যায় তার। তখন সে বইটি পড়তে শুরু করে। বই পড়া শেষ হলে গল্পের চরিত্রগুলো তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে সে শুধু ওদের সমস্যা নিয়ে ভাবতে থাকে, ভুলে যায় নিজের সমস্যার কথা। আবার নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা অনুভব করে সে।

আরেক ভদ্রমহিলা লিখেছিলেন তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী কন্যার শেষ অনুরোধ ছিল হাসপাতালের বিছানায় যেন আমার সমস্ত বই সাজিয়ে রাখা হয়। আমার বইয়ের মাঝে শুয়ে সে আলিঙ্গন করতে চায় মৃত্যু।

রেজ অব অ্যাঞ্জেলস বইতে আমি ছোট একটি ছেলেকে মেরে ফেলেছিলাম। তারপর থেকে আমার নিন্দা করে পাঠকদের চিঠি আসতে শুরু করে। এক মহিলা পুব থেকে আমাকে ফোন করলেন, নিজের নাম্বার দিয়ে বললেন, 'আমাকে ফোন করবেন। আমি রাতে ঘুমাতে পারছি না। আপনি ছেলেটিকে মেরে ফেললেন কেন?'

বইটি নিয়ে যখন টিভিতে মিনি-সিরিজ করছি, তখনও একইরকম প্রচুর চিঠি আসছিল। এজন্য টিভি সিরিজে ছেলেটিকে আমি বাঁচিয়ে রাখি।

অনেক নারী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন *রেজ অব অ্যাঞ্জেলস*-এর নায়িকা জেনিফার পার্কারের কারণে তাঁরা ওকালতি পেশা বেছে নিয়েছেন।

BanglaBook.org

আমার বইগুলো ১৮০টি দেশে বিক্রি হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে একান্নটি ভাষায় (*বাংলাভাষাসহ বাহান্নটি*—অনুবাদক)। ১৯৯৭ সালে *দ্য গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস* আমাকে বিশ্বের *মোস্ট ট্রানশ্লেটেড অথর* হিসেবে তাদের তালিকায় স্থান দেয়। আমার বইয়ের সাফল্যের অন্যতম কারণ হলো চরিত্রগুলো আমার কাছে যেমন বাস্তব, পাঠকের কাছেও তাই। বিদেশী পাঠকরা আমার বইয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন কারণ প্রেম-ভালোবাসা-ঘৃণা এবং হিংসা হলো ইউনিভার্সাল ইমোশন, এ আবেগ সকলের মধ্যেই রয়েছে।

আমি আমার বই লেখার জন্য প্রচুর গবেষণা করি এবং সেজন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। এতে মজাও পাই খুব। এথেন্সে গিয়েছিলাম *দ্য আদার সাইড অব মিডনাইট*-এর জন্য তথ্য জোগাড় করতে। সেখানে একটি থানার সামনে দিয়ে যাচ্ছি, জোরজাকে বললাম, 'চলো, ভেতরে যাই।'

আমরা ভেতরে গেলাম। ডেস্কে বসা ছিল পুলিশের এক লোক। সে বলল, 'আপনাদের জন্য কিছু করতে পারি?'

'জি,' বললাম আমি। 'আমাকে কি কেউ বলতে পারবেন কীভাবে বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে দেয়া যায়?'

ত্রিশ সেকেন্ড পরে আমাদেরকে একটি ঘরে আটকে রাখা হলো। ভয় পেয়েছে জোরজা। 'তুমি ওদেরকে তোমার পরিচয় দিচ্ছ না কেন?'

'চিন্তা কোরো না। এসব বলার সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি।'

ঘরের দরজা খুলে গেল। বন্দুক হাতে ঢুকল চার পুলিশম্যান।

'আপনি বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে দিতে চাইছেন? কেন?'

'আমি সিডনি শেলডন এবং একটি বইয়ের জন্য কিছু তথ্য আমার দরকার।'

সৌভাগ্যক্রমে ওরা আমার পরিচয় জানত এবং বলে দিল কীভাবে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় গাড়ি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলাম আমার *মাস্টার অব দ্য গেম* উপন্যাসের তথ্য সংগ্রহের জন্য। হীরে নিয়ে কিছু তথ্য দরকার ছিল। ডি বিয়ার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং অনুরোধ করলাম ওদের কোনো হীরের খনি দেখতে যেতে চাই। আমাকে ওরা অনুমতি দিল। হীরের খনি ঘুরে দেখার দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম আমি।

ডি বিয়ার্সের এক নির্বাহী আমাকে বলল, তাদের একটি খনি সাগরতীরে। ওখানে কেউ ঢুকতে পারে না, এমনই সুরক্ষিত। কথাটা শুনে আমি চ্যালেঞ্জ অনুভব করলাম আমার উপন্যাসে একটি চরিত্র দাঁড়া করালাম যে ওই সিকিউরিটি ভেদ করে হীরে চুরি করে আনার ক্ষমতা রাখে।

ইফ টুমরো কামস উপন্যাসের জন্য মাদ্রিদের প্রাডো জাদুঘরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে গেলাম। জানলাম এ এক দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ, তবে আমার বইয়ের এক চরিত্র এ দুর্গ ভেঙে একটি মূল্যবান চিত্রকর্ম চুরি করে এনেছিল।

BanglaBook.org

উইন্ডমিলস অব দ্য গডস-এর জন্য গেলাম রুমানিয়া। আমার বইতে এ জায়গার কথা উল্লেখ আছে। চসেস্কু ওইসময় বেঁচে আছেন এবং গোটা শহর জুড়ে আতঙ্কাবস্থা বিরাজ করছে। আমি মার্কিন দূতাবাসে গেলাম। মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তাঁর অফিসে বসে বললাম, 'আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

তিনি চেয়ার ছেড়ে সিধে হলেন। 'আসুন আমার সঙ্গে।' তিনি আমাকে হলরুম থেকে হাঁটিয়ে নিয়ে আরেকটি কক্ষে ঢোকালেন। ওখানে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে মেরিন। রাষ্ট্রদূত জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন, কী জানতে চান?'

'আপনার কী ধারণা আমার রুমে ছারপোকা আছে?' জানতে চাইলাম আমি।

'শুধু আপনার হোটেলরুম নয়, আপনি নাইটক্লাবে গেলেও ওরা ওখানে ছারপোকা বিছিয়ে রাখবে।'

তিন রাত পরে জোরজা এবং আমি একটি নাইটক্লাবে গেলাম। প্রধান খানসামা আমাদেরকে একটি টেবিলে বসিয়ে দিল। কিন্তু ওখানে এসি'র বাতাস সরাসরি গায়ে লাগছিল বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম, জোরজাকে নিয়ে আরেকটি টেবিলে বসলাম। প্রধান খানসামা ছুটে এল, আমাদেরকে আবার প্রথম টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল। দ্বিতীয় টেবিলে নিশ্চয় ছারপোকা বসানো ছিল।

পরদিন রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে বসে লাঞ্চ করছি, আমি বললাম, 'আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

তিনি সিধে হলেন, 'বাগানে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি চলুন।'

রোমানিয়ায় এমনকি রাষ্ট্রদূতের বাড়িতেও ছারপোকা বসানো ছিল!

দ্য স্যান্ডস অব টাইম উপন্যাসের জন্য বাস্ক আন্দোলন বিষয়ে মালমশলা জোগাড়ে স্পেনে গেছি। আমার বইতে নানরা যে রাস্তা দিয়ে যাবে, সে রাস্তা ধরে আমার গাড়ির ড্রাইভারকে যেতে বললাম। রাস্তা শেষ হলো স্যান সেবাস্টিয়ানে এসে। ড্রাইভার আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'আমি আর আসছি না।'

'এভাবে তুমি চলে যেতে পারো না,' বললাম আমি। 'আমার তথ্য সংগ্রহ এখনও শেষ হয়নি।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না,' বলল সে আমাকে। 'এটা হলো বাস্কদের সদর দপ্তর। ওরা গাড়িতে মাদ্রিদের লাইসেন্স দেখলেই বোমা মেরে আমার গাড়ি উড়িয়ে দেবে।'

কয়েকজন বাস্কের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি তাদের গল্প শুনেছি। তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত নাগরিক মনে করত। তারা তাদের ভূমি ফেরত চাইত, সে সঙ্গে নিজেদের ভাষা এবং স্বায়ত্তশাসন।

এসব আমার অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ। এ অভিজ্ঞতাগুলোর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি লিখতে ভালোবাসি। আর আমি সৌভাগ্যবান যে আমার পছন্দের বিষয় নিয়েই লিখতে পারছি। ট্যালেন্ট হলো একটি উপহারের মতো। সেটা ছবি আঁকা, গান

BanglaBook.org

গাওয়া কিংবা লেখালেখি যেদিকেই হোক না কেন! আমাদের যার যেটুকু ট্যালেন্ট আছে সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং এ ট্যালেন্ট কাজে লাগানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম বাঞ্ছনীয়।

১৯৮৫ সালে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী জোরজা হার্টঅ্যাটাকে মারা যায়। এ মৃত্যু ছিল আমার জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমার ভেতরে যে শূন্যতা তৈরি হয় আমার মনে হচ্ছিল তা কোনোদিন পূরণ হবে না।

তিন বছর পরে একটি ঘটনা ঘটল। আলেকজান্ড্রা কসটোফের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো এবং আমার জীবনটা বদলে গেল। আমি এরকম নারীর কথা ভেবেই আমার উপন্যাসের চরিত্রগুলো লিখেছি—বুদ্ধিমতী, সুন্দরী, আশ্চর্যরকম ট্যালেন্ট এবং ওকে প্রথম দেখায় আমি ওর প্রেমে পড়ে যাই। লাস ভেগাসে অনাড়ম্বর পরিবেশে আমাদের বিয়ে হয়, শুধু আমার পরিবার ওখানে উপস্থিত ছিল।

আমরা গত ষোলো বছর ধরে সুখি দাম্পত্যজীবন পালন করে চলেছি।

আমার জন্য খুব আনন্দের বিষয় যে আমার মেয়ে মেরি লেখিকা হয়েছে। এ পর্যন্ত ওর দশটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। আমার নাতনি লিজি তার ষোলো বছর বয়সে বই লিখে প্রকাশ করেছে। আশা করছি আমার আরেক নাতনি, দশ বছরের রেবেকাও এতে শামিল হবে।

আমার ম্যানিক ডিপ্রেশন—যাকে এখন বলা হয় বাইসেলার সিনড্রোম—গত চার বছর ধরে আমার কর্মক্ষমতা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। যদিও লিথিয়াম খেয়ে অনেকটাই বশে রাখতে পারছি অসুখটি। আমি নতুন একটি বই লেখার চিন্তাভাবনা করছি, তবে ওটা হবে নন-ফিকশন। ব্রডওয়ের জন্য একটি নাটক লেখার ইচ্ছেও আছে। আমি মাত্রই আমার আটাশিতম জন্মদিন পালন করলাম। [শেলডনের *দ্য আদার সাইড অব মি* বেরিয়েছে ২০০৫ সালে। এর দু বছর পরে, নব্বুই বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। নতুন বই লেখা বা নাটক রচনা করার ইচ্ছেটা তাঁর আর পূরণ হয়নি।— অনুবাদক]

আমার জীবন ছিল রোলার কোস্টারে চড়ার মতো রোমাঞ্চকর। উত্তেজক এবং চমকপ্রদ এক ভ্রমণ। আমি অটোর প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি আমাকে বইয়ের পাতা উল্টে দেখার জন্য উদ্দীপ্ত করেছিলেন, আর কৃতজ্ঞ নাটালির প্রতি, তিনি সর্বদা আমার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছেন।

আমার অদ্ভুত ক্যারিয়ারে সাফল্য যেমন এসেছে, বড় বড় ব্যর্থতার পরিমাণও কম নয়। আমি আমার গল্প আপনাদেরকে শোনাতে চেয়েছি এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই— কারণ, আপনারা পাঠকরা, সবসময় আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি আপনাদের সবার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

এলিভেটর এখন ওপরে।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সিডনি শেলডনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড

মঞ্চ নাটক

দ্য মেরি উইডো
জ্যাকপট
ড্রিম উইথ মিউজিক
এলিস ইন আর্মস
রেডহেড
রোমান ক্যান্ডল
গোমস [লেন্ডন]

ছায়াছবি

সাউথ অব পানামা
গ্যাম্বলিং ডটার্স
ডেনজারাস লেডি
বরোড হিরো
মি. ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ইন দ্য কার্টার কেস
ফ্লাই বাই নাইট
শি'জ ইন দ্য আর্মি
দ্য ব্যাচেলর অ্যান্ড দ্য ববি সক্সার
ইস্টার প্যারেড
দ্য বার্কলেস অব ব্রডওয়ে
ন্যান্সি গোজ টু রিও
অ্যানি গেট ইয়োর গান
থ্রি গাইজ নেমড মাইক
নো কোশ্চেনস আস্কড
রিচ, ইয়াং অ্যান্ড প্রিটি
জাস্ট দিস ওয়ান্স
রিমেইন্স টু বি সিন

ড্রিম ওয়াইফ
ইউ আর নেভার টু ইয়াং
দ্য বার্ডস অ্যান্ড দ্য বী'জ
এনিথিং গোজ
পার্ডনারস
দ্য বাস্টার কিটন স্টোরি
অল ইন আ নাইট'স ওঅর্ক
বিলি রোজ'স জাম্বো

টেলিভিশন সিরিজ

দ্য প্যাটি ডিউক শো
আই ড্রিম অব জিনি
হার্ট টু হার্ট
ন্যান্সি

উপন্যাস

দ্য নেকেড ফেস
দ্য আদার সাইড অব মিডনাইট
আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর
ব্লাড লাইন
রেজ অব অ্যাঞ্জেলস
মাস্টার অব দ্য গেম
ইফ টুমরো কামস
উইন্ডমিলস অব দ্য গডস
দ্য স্যান্ডস অব টাইম
মেমোরিজ অব মিডনাইট
দ্য ডুমসডে কন্সপিরেসি
দ্য স্টারস শাইন ডাউন
নাথিং লাস্টস ফর এভার
মর্নিং, নুন অ্যান্ড নাইট
দ্য বেস্ট লেইড প্ল্যানস
টেল মি ইয়োর ড্রিমস

দ্য স্কাই ইজ ফলিং
আর ইউ অ্যাফ্রেড অব দা ডার্ক?
দ্য প্যাভিড প্যাভিলিয়ন
দ্য মিস্ট্রেস অভ দ্য গেম
আফটার দ্য ডার্কনেস

[1]শেষোক্ত তিনটি বই শেলডনের নামে অন্য লেখকরা লিখেছেন। বই তিনটি শেলডনের মৃত্যুর পরে বেরিয়েছে এবং ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলারের মর্যাদা পেয়েছে। —অনুবাদক

শিশুসাহিত্য

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব ড্রিপি দ্য রানঅ্যাওয়ে রেইন ড্রপ
দ্য চেজ
দ্য ডিকটেটর
গোস্ট স্টোরি
দ্য মানি ট্রি
রিভেঞ্জ
দ্য স্ট্রাংগলার
দ্য টুয়েলভ কমান্ডমেন্টস
দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অব আ কোয়ার্টার

সিডনি শেলডনের উপন্যাস নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র

দ্য আদার সাইড অব মিডনাইট
ব্লাডলাইন
দ্য নেকেড ফেস

সিডনি শেলডনের উপন্যাস নিয়ে তৈরি টিভি মুভি ও মিনি সিরিজ

রেজ অব অ্যাঞ্জেলস
মাস্টার অব দ্য গেম
ইফ টুমরো কামস
উইন্ডমিলস অব দ্য গডস
আ স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য মিরর
নাথিং লাস্টস ফর এভার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্য স্যান্ডস অব টাইম
মেমোরিজ অব মিডনাইট

প্রযোজনা

দ্য বাস্টার কিটন স্টোরি
আই ড্রিম অব জিনি
রেজ অব অ্যাঞ্জেলস
রেজ অব অ্যাঞ্জেলস : দ্য স্টোরি কন্টিনিউস
মেমোরিজ অব মিডনাইট
দ্য স্যান্ডস অব টাইম

পরিচালনা

ড্রিম ওয়াইফ
দ্য বাস্টার কিটন স্টোরি